BASKARVILDER HOUND
A Sherlock Holmes Novel
By
Arthur Conan Doyle
Translated by
MANABENDRA BANDYOPADHYAY
Published by
Dey's Publishing
3 Bankim Chatterjee Street Kolkata 700 073

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৮
প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থন : অরিজিৎ কুমার । লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপন কুমার দে । দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অনুবাদকের উৎসর্গ

ভাদুড়িমশাই-এর স্রষ্টা
শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাস্কারভিলদের হাউণ্ড

● একটি শার্লক হোম্‌স কাহিনী ●

১

মিস্টার শার্লক হোমস

মিস্টার শার্লক হোমস বসেছিলো ছোটোহাজরির টেবিলে : এমনিতে সে সচরাচর ঘুম থেকে ওঠে বেলা ক'রে, তবে সে যে কখনও-কখনও সারা রাতটাই জেগে কাটিয়ে দেয়, সে-রকম ব্যাপারও মাঝে-মাঝেই হ'তো। আমি দাঁড়িয়েছিলাম ফরাশটার ওপর ; আগের রাত্তিরে আমাদের কাছে যে-অভ্যাগতটি এসেছিলেন তিনি তাঁর ছড়িটা ফেলে গিয়েছিলেন, এবার আমি ছড়িটা হাতে তুলে নিলাম। বেশ সুন্দর মোটা লাঠিই একখানা, মাথাটা গোল আর ফোলানো, যাকে *পেনাঙ লইয়ার* বলে এ-লাঠিটা তা-ই। মাথাটার ঠিক নিচেই ইঞ্চিখানেক চওড়া একটা রুপোর পাতের বেড়। 'সি. সি. এইচ.-এর বন্ধুদের কাছ থেকে জেমস মর্টিমার এম. আর. সি. এস.-কে'—সেই পাতটার ওপর খোদাই করা, সালটাও দেয়া আছে, '১৮৮৪'। শাবেকি ধরনের গৃহচিকিৎসকেরা যে-ধরনের ছড়ি ব্যবহার করতেন, এটা ঠিক তা-ই—সম্ভ্রমজাগানো, নিরেট, মজবুত, নির্ভরযোগ্য।

'কী, ওয়াটসন, দেখে কী মনে হয়?'

হোমস আমার দিকে পেছন ফিরে বসেছিলো ; আমি যে কী করছি, সে-সম্বন্ধে কোনো আভাস-ইঙ্গিতই আমি দিইনি।

'আমি কী করছি তা তুমি জানলে কী ক'রে? মনে হচ্ছে তোমার মাথার পেছনেও চোখ আছে।'

'অন্তত একটা ঝকঝকে পালিশ করা রুপোর কফিপট আছে আমার সামনে,' সে বললে। 'কিন্তু, ওয়াটসন, আমাদের এই অভ্যাগতটির ছড়িটা দেখে তোমার কী মনে হয়? আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই ভদ্রলোকের সঙ্গে সরাসরি দেখা হয়নি, কেন কী কাজে এসেছিলেন তারও কোনো ধারণা নেই, ফলে ভুল-ক'রে-ফেলে-যাওয়া তাঁর এই স্মারকচিহ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে উঠেছে। ছড়িটা পরীক্ষা ক'রে মানুষটা কী-রকম আন্দাজ করো তো, শুনি।'

'আমার তো মনে হয়,' আমার সঙ্গীর পদ্ধতি যতটা পারি প্রয়োগ ক'রে আমি বললাম, 'যে ডাক্তার মর্টিমার একজন বেশ কৃতবিদ্য বয়স্ক চিকিৎসক, বেশ পশারও আছে, কারণ যারা তাঁকে চেনে তারা তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিশেবেই তাঁকে এই উপহারটি দিয়েছে।'

'বাঃ!' হোমস বললে, 'চমৎকার!'

'আমার আরো মনে হয়, তিনি সম্ভবত মফস্বলের কোনো ডাক্তার, বেশির ভাগ সময় হেঁটেই রুগি দেখতে যান।'

'এ-কথা কেন বলছো?'

'কারণ, নতুন যখন ছিলো ছড়িটা খুবই সুন্দর ছিলো—পরে এটার ওপর দিয়ে যা ধকল গেছে, তাতে আদপেই মনে হয় না যে শহুরে কোনো ডাক্তার এটা নিয়ে বেরুতেন। লাঠির নিচে লাগানো পুরু লোহার খোলটা খ'য়ে গিয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি এটা নিয়ে অনেক হেঁটেছেন।'

'খুবই যুক্তিযুক্ত কথা!' বললে হোমস।

'আর তারপর এই দ্যাখো—"সি. সি. এইচ.-এর বন্ধুরা"। আমার অনুমান কথাটা একটা-কিছু "হাণ্ট" হবে—মফস্বলের শিকারিদের স্থানীয় কোনো আড্ডা, ক্লাবের সভ্যদের কারু-কারু কাটা-চেরা ক'রে চিকিৎসা ক'রে থাকবেন হয়তো, প্রতিদানে তারা তাঁকে এই ছোট্ট উপহারটি দিয়েছে।'

'সত্যি, ওয়াটসন, তুমি একেবারে নিজেকেও ছাড়িয়ে গেছো', হোমস তার চেয়ারটা পেছনে ঠেলে সরিয়ে একটা সিগারেট ধরালে। 'আমার ছোটোখাটো কৃতিত্ব সম্বন্ধে তুমি যে-সব বিবরণ ছাপিয়েছো, তাতে কিন্তু তুমি তোমার নিজের ক্ষমতাকে আদপেই কোনো পাত্তা দাওনি। তুমি নিজে হয়তো জ্যোতির্ময় নও, তবে তুমি বিদ্যুতের তারের মতো চারপাশে আলো ছড়িয়ে দাও। অনেক লোকেরই নিজের কোনো প্রতিভা থাকে না, অথচ অন্যদের উস্‌কে দেবার আশ্চর্য ক্ষমতা থাকে তাদের। সুহৃদ, আমি কবুল করছি, আমি তোমার কাছে বিশেষভাবে ঋণী।'

হোমস আগে কখনও আমার এতটা তারিফ করেনি, ফলে এখন তার কথা শুনে আমার দারুণ খুশি লাগলো ; আমি তার যতটা গুণমুগ্ধ, তার কাজের পদ্ধতি সবাইকে জানিয়ে দেবার জন্যে যতটা চেষ্টা আমি করেছি, সে-সম্বন্ধে তার নির্বিকার ঔদাসীন্য দেখে আমি একটু ক্ষুণ্ণই বোধ করতাম। তার পদ্ধতি তাহ'লে এতটাই আয়ত্তে এনে ফেলেছি যে আমি নিজেই এখন তা প্রয়োগ করতে পারছি, আর সে তা অনুমোদনও করছে—এতে আমার বেশ গর্বও হ'লো। এবার সে আমার হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে গিযে কয়েক মিনিট খালি চোখেই সেটাকে খুঁটিয়ে দেখলে। তারপর, তার মুখে হঠাৎ আগ্রহের ছাপ জেগে উঠলো, সিগারেটটা নামিয়ে রেখে সে ছড়িটা জানলার কাছে নিয়ে গেলো, এবার সেটাকে সে একটা উত্তল পরকলার মধ্যে দিয়ে ভালো ক'রে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলে।

'কৌতূহল জাগায় বটে, তবে ভারি সহজ ব্যাপার,' সোফায় তার প্রিয় কোণটার দিকে ফিরে আসতে-আসতে সে বললে। 'ছড়িটার গায়ে দুটো-একটা চিহ্ন অবিশ্যি আছে। তা থেকে অনেক-কিছু অনুমান ক'রে নেয়া যায়।'

'কোনোকিছু কি আমার চোখ এড়িয়ে গেছে?' আমি একটু দেমাক দেখিয়েই জিগেস করলাম। 'তবে গুরুতর-কিছু আমার নজর এড়িয়ে যায়নি ব'লেই আমার বিশ্বাস।'

'ওহে ওয়াটসন, তোমার বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই যে ভুল, সেটা বলতেই হবে। এই-যে বলেছি, আমাকে তুমি উসকে দাও, সত্যি-বলতে, সেটা কিন্তু এই অর্থেই বলেছি যে তোমার সব ভুলভ্রান্তি আমায় মাঝে-মাঝেই সত্যটার দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তুমি যে সবটাই ভুল বলেছো, তা নয়। ভদ্রলোক সত্যিই মফস্বলের ডাক্তার, আর তিনি হাঁটেনও অনেক।'

'তাহ'লে তো ঠিকই বলেছি।'

'শুধু ওটুকুই মাত্র।'

'কিন্তু ওটুকুই তো সব।'

'না, না, ওয়াটসন, সব নয়—মোটেই সব নয়। যেমন ধরো, আমি বরং বলতে চাইবো যে কোনো ডাক্তারকে যখন কোনো উপহার দেয়া হয় তখন সেটা কোনো "হাণ্ট" বা শিকারি ক্লাবের না-হ'য়ে কোনো হাসপাতাল থেকে দেয়াই বেশি সম্ভব। আর যখন সেই হাসপাতালের নামের আগে "সি. সি." হরফগুলো বসানো থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই "চেয়ারিং ক্রস" কথাটা মনে প'ড়ে যায়।'

'তোমার আন্দাজটা ঠিকও হ'তে পারে।'

'সম্ভাব্যতাটা কিন্তু ওদিকেই পড়ে। আর তাকেই যদি আপাতত কাজ চালাবার জন্যে প্রাথমিক অনুমান ব'লে ধ'রে নিই, তবে আমাদের এই অজানা আগন্তুকটি কে ছিলেন, সেটা অনুমান ক'রে নেবার জন্যে নতুন-একটা ভিত্তিও পাওয়া যায়।'

'বেশ, না-হয় ধ'রেই নেয়া গেলো যে "সি. সি. এইচ." হচ্ছে "চেয়ারিং ক্রস হসপিটাল"—তো তা থেকে আর কী অনুমান আমরা করতে পারি?'

'তা থেকে কিছুই কি মনে হয় না? তুমি তো আমার পদ্ধতি জানো। প্রয়োগ করো সেটা!'

'আমার তো মনে হয় একটাই স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হ'তে পারে। যে ভদ্রলোক মফস্বলে চ'লে যাবার আগে শহরেই ডাক্তারি করতেন।'

'আমার মনে হয় আমরা আরো-একটু এগিয়ে যেতে পারি। বিষয়টার দিকে বরং এভাবে তাকিয়ে দ্যাখো। কোন উপলক্ষে এ-রকম কোনো উপহার দেয়া যেতে পারে? তাঁর বন্ধুরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে কখন এক জায়গায় জড়ো হ'তে পারে? স্পষ্ট বোঝা যায় যখন ডাক্তার মর্টিমার নিজে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করবার জন্যে হাসপাতালের চাকরিটা ছেড়ে দেন, তখন এটা আমরা তথ্য হিশেবে জানি যে তাঁকে একটা উপহার দেয়া হয়েছিলো। আমাদের বিশ্বাস শহরের কোনো হাসপাতাল ছেড়ে দিয়ে তিনি গ্রামে গিয়ে তাঁর ডাক্তারখানা খুলে বসতে চাচ্ছিলেন। তাহ'লে, এমন আন্দাজ করা কি বাড়াবাড়ি হবে যে এই বদলটার সময়েই তাঁকে উপহারটা দেয়া হয়েছিলো?'

'এটা খুবই সম্ভব ব'লেই তো মনে হয়।'

'এখন, এটাও নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারবে যে তিনি নিশ্চয়ই হাসপাতালের পাকা

কোনো ডাক্তার ছিলেন না, কারণ শুধু এমন লোকই হাসপাতালের স্থায়ী চাকরি পান যিনি লণ্ডনে ডাক্তারি ক'রে বেশ-একটু পশার জমিয়ে নিয়েছেন—আর এমন-কেউ নিশ্চয়ই শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে ডাক্তারি করতে শুরু ক'রে দেবেন না। তাহ'লে, সত্যি তিনি কী ছিলেন? যদি তিনি হাসপাতালেই কাজ করতেন অথচ হাসপাতালের বড়ো কোনো পদে না-থেকে থাকেন, ধ'রেই নেয়া যায় তিনি নিশ্চয়ই ছিলেন একজন হাউস-সার্জন কিংবা হাউস-ফিজিশিয়ান—অর্থাৎ কোনো সিনিয়ার ছাত্রের চাইতে একটু ওপরে। আর তিনি সে-কাজে ইস্তফা দিয়েছেন পাঁচ বছর আগে—সালটা লাঠিতেই লেখা আছে। তো তোমার ওই প্রাজ্ঞ মধ্যবয়সি পারিবারিক চিকিৎসক ফুরফুরে হাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেলেন, তা-ই না? ওয়াটসন, আমার প্রিয় বন্ধু, তাঁর জায়গায় এখন এসে আবির্ভূত হলেন এমন-একজন, যাঁর বয়েস তিরিশের নিচে, যাঁর স্বভাবটা মিষ্টি, যিনি খুব-একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নন, একটু অন্যমনস্ক ধরনের, আর তাঁর পোষা একটি প্রিয় কুকুর আছে, যে-কুকুরটাকে আমি মোটামুটি এই ব'লে বর্ণনা করবো যে সে একটা টেরিয়ারের চাইতে বড়ো বটে তবে কোনো মাস্টিফের চাইতে ছোটো।'

এই ব'লে শার্লক হোমস যখন আয়েস ক'রে সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে সিলিঙের দিকে ছোটো-ছোটো ধোঁয়ার আংটি ছাড়তে লাগলো, আমি অবিশ্বাসভরে হো-হো ক'রে হেসে উঠলাম।

'তোমার ওই শেষের মন্তব্যটি সম্বন্ধে বলি—ঠিক বলেছো কি না সেটা খতিয়ে দেখবার কোনো উপায়ই আমার হাতে নেই,' আমি বললাম, 'তবে, অন্তত এটা বলতে পারি যে, ভদ্রলোকের বয়েস এবং ডাক্তারি জীবন সম্বন্ধে খুঁটিনাটিগুলো জেনে নেয়া আদপেই কোনো কঠিন কাজ নয়।'

আমার ছোট্ট শেলফটা থেকে মেডিক্যাল ডাইরেক্টরিটা বার ক'রে এনে আমি নামটা খুঁজে বার করলাম। বেশ কয়েকজন মর্টিমারের নাম আছে তাতে, কিন্তু শুধু যাঁকে আমার মনে হ'লো হয়তো-বা আমাদের অভ্যাগত হ'তে পারেন, তাঁর বিবরণটা আমি জোরে-জোরে প'ড়ে শোনালাম।

'মর্টিমার, জেমস, এম.আর.সি.এস., ১৮৮২, গ্রিম্পেন, ডার্টমুর, ডেভন। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪, চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালের হাউস-সার্জন। "রোগ ব্যাধি কি বংশের কোনো-কোনো বৈশিষ্ট্যের কাছে ফিরে-যাওয়া?" তুলনামূলক বিকারতত্ত্বের এই গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য জ্যাকসন পুরস্কার প্রাপ্ত। সুইডেনের ব্যাধিবিজ্ঞান সমিতির পত্রসদস্য। "পূর্বগানুবৃত্তির কয়েকটি অস্বাভাবিক দৃষ্টান্ত" (*ল্যানসেট*, ১৮৮২), "আমাদের কি অগ্রগতি হয়" (*জার্নাল অভ সাইকোলজি*, মার্চ, ১৮৮৩) গবেষণা প্রবন্ধের রচয়িতা। গ্রিম্পেন, থর্সলে এবং হাই ব্যারোর মেডিক্যাল অফিসার।'

হোমস দুষ্টুমির ভঙ্গিতে একটু হেসে বললে, 'কই, ওয়াটসন, ওখানকার শিকারিদের ক্লাবের তো কোনো উল্লেখ নেই, তবে তুমি এটা কিন্তু ঠিকই আঁচ করেছো—ইনি এক অজ পাড়াগাঁয়েরই ডাক্তার। আমার মনে হয় আমার অনুমানগুলো মোটামুটি

যুক্তিসংগত। আর ওই বিশেষণগুলো? আমি বলেছি—যদি আমার ঠিকঠাক মনে থাকে এখনও—এঁর স্বভাবটা মধুর, উচ্চাকাঙ্ক্ষা-টাঙ্ক্ষা নেই, আর একটু অন্যমনস্ক ধাঁচের মানুষ। আমার অভিজ্ঞতা বলে যে জগতে শুধু মধুর স্বভাবের মানুষরাই প্রশংসা বা উপহার পায়, আর শুধু তারাই লণ্ডনের পশ্যার ছেড়ে গ্রামের দিকে পাড়ি জমায় যাদের কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আর শুধু যার ভুলোমন এক ঘণ্টা ধ'রে অপেক্ষা করবার পর সে-ই তার হাতের ছড়িটা ফেলে রেখে যায়, তার ভিজিটিং কার্ড নয়।'

'আর ওই কুকুর?'

'প্রভুর পেছন-পেছন তাঁর লাঠিটা ব'য়ে নিয়ে যেতে অভ্যস্ত। লাঠিটা যেহেতু ভারি কুকুরটা ঠিক তার মাঝখানটায় জোরে কামড়ে ধ'রে থাকে, আর তার দাঁতের দাগগুলো—ওই-তো—স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। কুকুরটার চোয়াল, এইসব দাগের মধ্যকার ফাঁকগুলো দেখে মনে হয়, এতটাই চওড়া যে কোনো টেরিয়ারের হ'তে পারে না, তবে অত চওড়া নয় যে সেটা কোনো মাস্টিফের হবে। হয়তো কুকুরটা—হ্যাঁ-হ্যাঁ—কোনো কোঁকড়ানো লোমওলা স্প্যানিয়েলই হবে।'

কথা বলতে-বলতে সে সোফা ছেড়ে উঠে প'ড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। এবার সে জানলার সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার কথার মধ্যে এমন-একটা দৃঢ় বিশ্বাসের ছাপ ছিলো যে আমি একটু অবাক হ'য়েই তার দিকে তাকালাম।

'বলি, ওহে বন্ধু, তুমি এ-সম্বন্ধে এতটা নিশ্চিত হচ্ছো কী ক'রে?'

'এই অতীব সহজ কারণটায় যে এখন আমি খোদ ওই কুকুরটাকে আমাদের দোরগোড়ায় দেখতে পাচ্ছি, আর ওই শোনো, তার মনিব এক্ষুনি ঘণ্টা বাজালেন। না, না, ওয়াটসন, দোহাই, তুমি নোড়ো না, এখানেই থাকো। ইনি তো তোমারই সহব্যবসায়ী, ফলে তুমি এখানে থাকলে আমার হয়তো কিছুটা সাহায্য হ'তে পারে। এইই হচ্ছে নিয়তির নাটকীয় মুহূর্ত, ওয়াটসন, বিশেষ ক'রে যখন তুমি সিঁড়ির ওপর কারু পায়ের আওয়াজ শুনতে পাও, যে এখন সরাসরি তোমারই জীবনে এসে ঢুকে পড়ছে, অথচ তুমি মোটেই জানো না সে কি তোমার ভালোর জন্যে না মন্দের জন্যে। বিজ্ঞানের মানুষ ডাক্তার জেমস মর্টিমার অপরাধতাত্ত্বিক শার্লক হোমসের কাছে হঠাৎ কীই বা চাইতে এসেছেন? আসুন, ভেতরে আসুন।'

আমাদের অভ্যাগতটির চেহারা আমাকে তাক লাগিয়ে দিলে : আমি ভেবেছিলাম মার্কামারা একজন গেঁয়ো ডাক্তারকেই বুঝি দেখতে পাবো। মানুষটি খুবই ঢ্যাঙা আর রোগা, দীর্ঘনাসাটি প্রায় পক্ষীচঞ্চুর মতো, দুটি তীক্ষ্ণ, ধূসর চোখের মাঝখান থেকে নাকটি যেন বাইরে ছিটকে বেরিয়েছে, চোখ দুটি কপালে ঘন বসানো, সোনার চশমার ওপাশ থেকে জ্বলজ্বল ক'রে তাকিয়ে আছে। পোশাকআশাক কোনো ডাক্তারের মতোই কিন্তু কেমনতর যেন এলোমেলো হ'য়ে আছে, যেহেতু তাঁর ফ্রককোটটিকে কেমন নোংরা আর ম্যাড়মেড়ে দেখাচ্ছিলো, আর পাতলুনটাও বেশ জরাজীর্ণ। যদিও তরুণই, তবু তাঁর ঢ্যাঙা পিঠ কেমন যেন বেঁকে গিয়েছে, আর চলবার সময় তাঁর মাথাটা সামনের দিকে

কেমন যেন ঝুঁকে পড়ে, ভঙ্গিটা অবশ্য মোটামুটি সদাশয় ধরনেরই। ঘরে ঢোকবামাত্র তার নজরটা হোমসের হাতের ছড়িটার ওপর পড়লো, আর অমনি তিনি সহর্ষে প্রায় ছুটেই গেলেন সেটার দিকে।

'ভারি খুশি হলাম,' তিনি বললেন, 'আমার ঠিক মনে পড়ছিলো না ছড়িটা কোথায় ফেলে গিয়েছি—এখানে, না জাহাজের আপিশে। এই ছড়িটা আমি কিন্তু সারা জগতের বিনিময়েও হারাতে রাজি নই।'

'দেখে মনে হচ্ছে এটা আপনি উপহার পেয়েছেন,' হোমস বললে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চেয়ারিং ক্রস হাসপাতাল থেকে?'

'আমার বিয়ে উপলক্ষে সেখানকার দু-একজন বন্ধু আমাকে এটা দিয়েছিলেন।'

'দ্যাখো কাণ্ড! তাহ'লে তো ভারি মুশকিল হ'লো,' হোমস তার মাথা নেড়ে বললে।

একটু অবাক হয়েই চশমার পেছনে ডাক্তার মর্টিমারের চোখ দুটো একটু পিটপিট ক'রে উঠলো।'

'কেন? মুশকিল হ'লো কেন?'

'না, শুধু আপনি আমাদের আন্দাজগুলো একটু এলোমেলো ক'রে দিলেন—এই আর কি। বলছেন, ছড়িটা পেয়েছেন আপনার বিয়ের সময়ই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ে করলাম, আর তাই হাসপাতালও ছেড়ে দিলাম, আর তার সাথে-সাথে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হবার ইচ্ছেটাকেও বিদায় জানাতে হ'লো। নিজের একটা বাড়ির ব্যবস্থা করতে হ'লো আমায়।'

'যাক, আমরা দেখছি তাহ'লে খুব গুরুতর কোনো ভুল করিনি,' বললে হোমস। 'তাহ'লে, এখন ডাক্তার জেমস মর্টিমার'—

'মিস্টার, মশাই, মিস্টার—আমি তো নগণ্য এক এম. আর. সি. এস.।'

'এবং বোঝাই যাচ্ছে, একটু খুঁতখুঁতে ধাঁচের মানুষ, খুঁটিনাটির ওপর যাঁর নজর থাকে সবসময়।'

'বিজ্ঞান নিয়ে একআধটু নাড়াচাড়া করি মাত্র। মিস্টার হোমস, বিশাল অজানা সমুদ্রের তীরে নিছক শামুক-ঝিনুক কুড়িয়ে-কুড়িয়ে ফিরি। বোধ করি আমি যাঁর সঙ্গে কথা বলছি তিনিই মিস্টার শার্লক হোমস, অন্য-কেউ—'

'না, ইনি আমার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন।'

'আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে খুব ভালো লাগলো, ডাক্তার ওয়াটসন। আপনার বন্ধুর নামের সঙ্গে-সঙ্গে লোককে আপনার নামও করতে শুনেছি। আপনার সম্বন্ধে কিন্তু আমার অসীম কৌতূহল, মিস্টার হোমস। এ-রকম একটি লম্বাটে করোটির আদল এবং ভুরুগুলোর এমন অসাধারণ বিকাশ দেখতে পাবো ব'লে আমি আশা করিনি। আপনার মাথার দু-পাশে আলতো ক'রে যদি একটু আঙুল বুলিয়ে নিই, আপনি নিশ্চয়ই তাতে কোনো আপত্তি করবেন না। আপনার করোটির একটা ছাঁচ—আদতটা না-পাওয়া

অব্দি—নৃতত্ত্বের যে-কোনো সংগ্রহশালার ভূষণ হ'য়ে থাকবে। কোনো বাড়াবাড়ি রকম আদিখ্যেতা দেখানোর কোনো মৎলব নেই আমার, তবে এটা আমি কবুল করছি যে আপনার ওই করোটি দেখে আমার ভারি হিংসে হচ্ছে।'

আমাদের এই অদ্ভুত আগন্তুকটিকে হোমস হাত নেড়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলে।

'আপনার দেখছি আমারই মতো নিজের গবেষণায় জবরদস্ত উৎসাহ রয়েছে।' হোমস বললে, 'আপনার তর্জনী দেখে মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই নিজেব সিগারেট নিজেই পাকিয়ে নেন। একটা ধরিয়ে নিতে কোনো দ্বিধা করবেন না।'

আগন্তুক কাগজ আর তামাক বার ক'রে নিয়ে আশ্চর্য ক্ষিপ্রগতিতে কাগজে তামাক ঢেলে নিয়ে একটি সিগারেট পাকিয়ে নিলেন। তাঁর দীঘল কম্পমান আঙুলগুলো যেন কোনো পোকার শুঁড়ের মতোই ক্ষিপ্র আর অস্থির।

হোমস চুপ ক'রেই ছিলো। কিন্তু তার ছোটো-ছোটো চকিত দৃষ্টিপাত আমাকে বুঝিয়ে দিলে আমাদের এই অদ্ভুত অভ্যাগতটি সম্বন্ধে সে কতটা কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছে।

শেষটায় সে বললে, 'আমার মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই আমাব করোটির আদল সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতেই কাল রাত্তিরে এবং আজ এখন—এই দু-দুবার আমাব এখানে আপনার পায়ের ধুলো দেননি।'

'না, মশাই, না; যদিও আমি সেই সুযোগটা পেলেও খুবই খুশি হতাম। আমি, মিস্টার হোমস, আপনার কাছে এসেছি, কারণ আমি জানি যে আমি যাকে বলে একজন ব্যাবহারিক বুদ্ধিবিহীন মানুষ অথচ এদিকে আচমকা একটা অত্যন্ত গুরুতর এবং অসাধারণ সমস্যাব মধ্যে গিয়ে পড়েছি। সারা ইওরোপেব মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ হিশেবে আপনাকে জেনেছি ব'লে—

'তা-ই নাকি! অ্যাঁ! আমি কি জানতে পারি সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞটি কোন মহাজন,' একটা তেতো গলাতেই হোমস জিগেস করলে।

'খাঁটি বৈজ্ঞানিক মানসের কাছে মঁসিয় বার্তিয়ঁর কাজেরই কদর অনেক বেশি।'

'তাহ'লে তাঁর পরামর্শ নেয়াই আপনার উচিত হবে না কি?

'আমি কিন্তু আগেই বলেছি খাঁটি বৈজ্ঞানিক মানসের কাছে। কিন্তু ব্যাবহারিক জীবনে যাঁর কাণ্ডজ্ঞানের কদর সবচাইতে বেশি সে কিন্তু আপনি একাই। আশা করি নিজের অজান্তে আমি কোনো বাজে কথা—'

'একটু হয়তো, তবে,' বললে হোমস, 'আমার মনে হয়, ডাক্তাব মর্টিমার, আব কোনো আজেবাজে কথা না-ব'লে আপনি সরাসরি আমাকে খুলে বলুন, সে-কোন গোলমেলে সমস্যা যার জন্যে আপনি আমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছেন, তাহ'লেই সুবিবেচনার কাজ হবে।'

২

বাস্কারভিল-বংশের অভিশাপ

'আমার পকেটের মধ্যে একটা পাণ্ডুলিপি আছে,' বললেন ডাক্তার মর্টিমার।

'আপনি ঘরে ঢোকবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি সেটা দেখতে পেয়েছি,' বললে হোমস।

'এটা খুবই প্রাচীন একটা পাণ্ডুলিপি।'

'আঠারো শতকের গোড়ার দিকের, যদি অবশ্য জাল না-হয়।'

'আপনি সেটা কী ক'রে বললেন, মশাই?'

'আপনি যখন কথা কইছিলেন, সারাক্ষণ তার ইঞ্চি দুই পকেট থেকে বেরিয়ে ছিলো, সেটা আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। কোনো নথি দেখে কেউ যদি তার তারিখটা দশ-বিশ বছরের মধ্যে স্থির করতে না-পারে, তবে সে তো পণ্ডিত-মূর্খ—সে আর বিশেষজ্ঞ কিসের? এ-সম্বন্ধে আমি যে একটা ছোটো মনোগ্রাফ লিখেছি, সেটা হয়তো আপনি প'ড়ে থাকবেন। আমি তো বলবো এটা ১৭৩০ নাগাদ লেখা।'

'সঠিক তারিখ হচ্ছে ১৭৪২।' ডাক্তার মর্টিমার তাঁর বুকপকেট থেকে নথিটা বার ক'রে আনলেন। 'এই পারিবারিক দলিলটাকে আমার তত্ত্বাবধানে রাখবার জন্যে সার চার্লস বাস্কারভিল দিয়ে গেছেন। তিন মাসে আগে আচমকা তাঁর শোচনীয় অপঘাতমৃত্যু সারা ডেভনশিয়রে হুলুস্থুল ফেলে দিয়েছিলো। আমি যে শুধু তাঁর পারিবারিক ডাক্তার ছিলাম, তা-ই নয়, আমি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুও ছিলাম। সার চার্লস ছিলেন খুবই দৃঢ়চেতা, আর কাজের লোক—আর আমার মতোই তাঁরও মোটেই কল্পনাপ্রবণতা ছিলো না। অথচ তবু এই দলিলটাকে তিনি এতটা সিরিয়াসভাবে নিয়েছিলেন যে তিনি তৈরিই ছিলেন শেষটায় হয়তো তাঁর অমনই কোনো শোচনীয় পরিণাম হবে।'

হোমস পাণ্ডুলিপিটার জন্যে হাত বাড়িতে দিলো, তারপর সেটা হাঁটুর ওপর ছড়িয়ে পেতে রাখলো।

'তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করবে, ওয়াটসন, যে কেমন একান্তরভাবে লম্বা আর বেঁটে 'S' হরফটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। এটাও অন্যান্য সমস্ত ইঙ্গিতের মধ্যে একটা, যা দেখে এটা কবে লেখা হয়েছিলো, সেটা আমি নিরূপণ কবতে পেরেছি।'

আমি তার কাঁধের ওপর দিয়ে হলদেটে কাগজ আর আবছা-হ'য়ে-আসা লেখাগুলো দেখলাম। শীর্ষদেশে লেখা ছিলো 'বাস্কারভিল হল', আর তার তলায়, বড়ো-বড়ো জড়ানো হরফে সালটা বসানো, '১৭৪২'।

'দেখে মনে হচ্ছে এটা কোনো-এক ধরনের বিবৃতি।'

'হ্যাঁ, বিবৃতিই বটে ; বাস্কারভিল পরিবারে দীর্ঘকাল ধ'রে একটা কিংবদন্তি চ'লে আসছে এটা তারই বিবরণ।'

'অথচ আমার ধারণা ছিলো আপনি কোনো আধুনিক ও ব্যাবহারিক বাস্তব বিষয়েই আমার মতামত জানতে এসেছেন।'

'একেবারে হালফিলের ব্যাপার। অত্যন্ত বাস্তব এবং জরুরি একটা বিষয়, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই যার নিষ্পত্তি হওয়া চাই। তবে এই পাণ্ডুলিপিটা খুবই ছোটো আর এই ব্যাপারটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আপনার অনুমতি পেলে আমি এটা আপনাকে প'ড়ে শোনাতে পারি।'

হোমস তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো, তবে দু-হাতের আঙুল সে একত্র জড়িয়ে রেখেছে, চোখ বোজা, ভঙ্গিটার মধ্যে একধরনের নিরুপায় ভাব। ডাক্তার মর্টিমার পাণ্ডুলিপিটা আলোর কাছে-নিয়ে গিয়ে গলা চড়িয়ে কি-রকম ফটফট ক'রে নিচের ওই অদ্ভুত, প্রাচীন কাহনটি প'ড়ে শোনালেন :

'বাস্কারভিলদের হাউণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকরকম গালগল্প শোনা যায়, এদিকে আমি নিজেই কিনা হিউগো বাস্কারভিলের সাক্ষাৎ বংশধর ; এবং আমি এই গল্পটি আমার পিতার নিকট শুনিয়াছি এবং তিনিও পাইয়াছেন তাঁহার পিতার নিকট। প্রকৃতই যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত এইখানে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি। এবং, বৎসগণ, আমি চাই যে তোমরা যেন বিশ্বাস করো যে-ন্যায়বিচার পাপের শাস্তিবিধান করিয়া থাকে, সেই ন্যায়শাস্ত্রও কিন্তু করুণার বশবর্তী হইয়া তাহাকে মার্জনা করিতে পারে। এবং কোনো অভিশাপই এমন গুরুভার হইতে পারে না যাহাকে প্রার্থনা এবং অনুশোচনা দ্বারা অপসৃত করা যায় না। অতএব এই আখ্যান হইতে এই শিক্ষাই লাভ করো যাহাতে অতীত কৃতকর্মের পরিণামকে ভয় না-পাইয়া বরং ভবিষ্যতে সাবধান হইতে পারো—যে-সমস্ত কদর্য প্রবৃত্তির তাড়নায় আমাদের বংশ যেভাবে নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছে, তাহারা যেন পুনরায় চেতাইয়া উঠিয়া, আমাদের সর্বনাশ সাধন করিতে না-পারে।

'তবে শোনো, মহাবিদ্রোহের (সুপণ্ডিত লর্ড ক্লারেনডন যাহারা ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি আমি একান্তভাবে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি) সময় এই বাস্কারভিল তালুকটির মালিক ছিলেন হিউগো বাস্কারভিল—এবং তিনি যে অতীব দুর্দান্ত, দুশ্চরিত্র এবং পাষণ্ড প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সত্য বলিতে, ইহাও হয়তো তাঁহার প্রতিবেশীগণ ক্ষমা করিয়া দিত, বিশেষত তাহারা তো জানিত যে এতদঞ্চলে কদাপি কোনো সাধুসন্তের বিকাশ ঘটে নাই, কিন্তু হিউগোর চরিত্রের মধ্যে এমন-একটি লাগামছেঁড়া উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাশবিক নিষ্ঠুরতায় আমোদ পাইবার প্রবণতা ছিল যে তাঁহার নাম সমগ্র পশ্চিম অঞ্চলে প্রায় প্রবাদপ্রতিম হইয়া উঠিয়াছিল। দৈবাৎ এ-হেন হিউগো একটি মধ্যচাষীর কন্যাকে ভালোবাসিয়া ফ্যালেন (যদি অবশ্য

তাঁহার এই কলঙ্কিত প্রবৃত্তিকে প্রেমের মতো পবিত্র নাম দেয়া সংগত হয়), এই মধ্যচাষীটির ভূ-সম্পত্তি ছিল বাস্কারভিলদের তালুকেরই সংলগ্ন। কিন্তু এই যুবতীটি বুদ্ধিমতী, লজ্জাশীলা ও সৎস্বভাবা ছিল বলিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত কারণ সে তাঁহার পাপকলুষিত নামটিকে ভয় পাইত। শেষটায়, একবার এক মিকেলমাস পর্বের দিন (অর্থাৎ ২৯শে সেপ্টেম্বর) এই হিউগো তাঁহার পাচ-ছয়জন নিষ্কর্মা ও দুর্বৃত্ত সঙ্গীসাথীকে লইয়া তস্করের ন্যায় গোপনে ওই মধ্যচাষীর বাড়িতে ঢুকিয়া যুবতীটিকে তুলিয়া লইয়া যান। সেই সময়ে ওই যুবতীর বাপ এবং ভাইয়েরা যে বাসভবনে থাকিবে না, ইহা তিনি আগে হইতেই জানিতেন। তাহারা যুবতীটিকে বাস্কারভিল হলে আনিয়া উপরের কোনো-একটি কক্ষে আটক করিয়া রাখিল, এবং হিউগো তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া দীর্ঘকালব্যাপী এক বেলেল্লা মজলিশ ও পানভোজনের হুল্লোড় শুরু করিয়া দিলেন—ইহাই ছিল তাহাদের প্রতিরাত্রির কাজ। এদিকে, উপরের কক্ষ হইতে এই বেচারি যুবতীটি যতই ওই গানবাজনা, হৈ-হল্লা-চীৎকার, নিদারুণ সব আকথা-কুকথা শুনিল, ততই তাহার বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল। লোকে বলে, মাতাল হইলে হিউগো বাস্কারভিল এমন সব বাছা-বাছা খিস্তিখেউড় করিতেন, যাহা মুখে আনিলে যে-কেহ অনন্ত নরক ভোগ করিবে। অবশেষে, আতঙ্কে মোহ্যমান হইয়া যুবতীটি এমন-একটি কাজ করিয়া বসিল যাহা কোনো অতীব দুঃসাহসী এবং ক্ষিপ্র সক্ষম লোকও করিতে ভয় পাইত। দক্ষিণ দিকের দেয়ালটি ছাইয়া আইভি লতা উপর পর্যন্ত উঠিয়াছিল (এখনও তাহা ঐরূপই আছে), ছাদের আলিশার তলদেশ হইতে সেই লতা বাহিয়া যুবতীটি নিচে নামিয়া আসিল এবং জলাভূমি অতিক্রম করিয়া আপন বাড়ির দিকে চলিল—মেয়েটিব পিতৃগৃহ ও বাস্কারভিল হলের মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান ছিল তিন লিগ (অথবা নয় মাইল)।

'ইহার পর হইল কী, হিউগো তাঁহার ইয়ারবক্সিদের ছাড়িয়া বন্দিনীর জন্য খাদ্য ও পানীয়—এবং সম্ভবত আরো-সব ইতর ইচ্ছা লইয়া—উপরে গিয়া আবিষ্কার করিলেন পিঞ্জর শূন্য এবং পক্ষী পলায়ন করিয়াছে। অতঃপর, দেখিয়া-শুনিয়া মনে হইল, তাঁহার স্কন্ধে যেন খোদ শয়তান আসিয়া ভর করিয়াছে, কারণ ছুটিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ডাইনিং হলে গিয়া এক লাফ দিয়া বিশাল টেবিলটির উপর লাফাইয়া উঠিলেন, যাবতীয় বোতলটোতল, মদিরাপাত্র এবং বাসনকোশন চারিপাশে ছিটকাইয়া পড়িল, এবং তিনি সকলের সামনে গলা ফাটাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন এই রাত্রিতেই তিনি তাঁহার দেহমনআত্মা সমস্তই শয়তানের নিকট উৎসর্গ করিয়া দিবেন—যদি একবার ঐ তরুণীটিকে তিনি পাকড়াইতে পারেন। এবং যখন হুল্লোড়বিলাসীরা তাঁহার ক্ষিপ্ত ভাব দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিল—ইহাদের ভিতর সম্ভবত যে-লোকটি সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ছিল অথবা অন্যদের চাইতে বেশি মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল, সে চ্যাচাইয়া কহিল তাহাদের উচিত মেয়েটির পিছনে সবগুলি হাউণ্ডকে লেলাইয়া দেয়া। শুনিয়াই হিউগো গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন, চীৎকার করিয়া তাঁহার ভৃত্যবর্গকে ডাকিয়া কহিলেন, ইহারা এক্ষুনি তাঁহার কালো ঘোড়াটিকে জিন ও লাগাম পরাইয়া দিক, এবং সারমেয়নিবাস হইতে

সবগুলি হাউণ্ডকে ছাড়িয়া দিক—অতঃপর হাউণ্ডগুলির সামনে তরুণীটির একটি রুমাল নিক্ষেপ করিয়া তিনি তাহাদের সারিবদ্ধ করিয়া দাঁড় করাইয়া দিলেন, এবং হাউণ্ডগুলি তৎক্ষণাৎ জ্যোৎস্নাপ্লাবিত জলাভূমির উপর দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।

'এদিকে, মাতাল হুল্লোড়বিলাসীরা কিছুক্ষণ হতচকিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, সমস্ত কিছু এমনই বিদ্যুৎবেগে ঘটিয়া গেল যে তাহারা যেন কী-যে ঘটিতেছে তাহা আদপেই বুঝিতে পারে নাই। তবে অবিলম্বেই তাহাদের নেশার ঘোর কাটিয়া গিয়া হুঁশ ফিরিল, এবং তাহারা অনুধাবন করিল এখনই জলাভূমিতে কী বিষম কাণ্ড সমাধা হইতে চলিয়াছে। এখন সেখানে প্রচণ্ড এক হট্টগোল শুরু হইল, কেহ চ্যাচাইয়া বলিতেছে আমাদের পিস্তল আনো, কেহ বলিতেছে অশ্ব সজ্জিত করিয়া দাও, কেহ-বা আরো-একটা মদ ভর্তি পিপা চাই বলিয়া শোরগোল শুরু করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অবশেষে তাহাদের উম্মত্ত চৈতন্যে যৎকিঞ্চিৎ বোধবুদ্ধি ফিরিয়া আসিল, এবং তাহারা সকলে—সংখ্যায় তারা ছিল তেরোজন—ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া উঠিয়া হাউণ্ডগুলার পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাহাদের মাথার উপরে পূর্ণ চন্দ্রালোকিত রাত্রি ঝলমল করিতেছে এবং তাহারা ক্ষিপ্রবেগে সম্মুখপানে ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছে—তাহারা যে-পথ ধরিয়া পাশাপাশি তাহাদের ঘোড়াগুলি ছুটাইল তরুণীটি নিশ্চয়ই সেই পথ দিয়াই আপন গৃহের দিকে ছুটিয়াছিল।

'তাহারা দুই-এক মাইল যাইবার পরই, জলাভূমির এক নৈশ মেষপালকের সহিত তাহাদের দেখা হইল, এবং তাহারা চীৎকার করিয়া তাহাকে শুধাইল সে কি ঐ শিকারিদের দেখিয়াছে। এবং লোকটি, কাহন এমনটাই শোনায়, নাকি এতটাই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার যেন বাকরোধ হইয়া গিয়াছিল, অবশেষে সে কোনোক্রমে তো-তো করিয়া কহিল যে সে সত্যই সেই দুর্ভাগিনীকে দেখিয়াছে—এবং এও দেখিয়াছে যে তাহার পিছনে হাউণ্ডগুলি ধাওয়া করিয়া যাইতেছে। "আমি কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু দেখেছি," লোকটি কহিল, "কারণ হিউগো বাস্কারভিল আমার পাশ দিয়েই তাঁর কালো ঘোড়াটি ছুটিয়ে গিয়েছেন, আর তাঁর পেছন-পেছন নিঃশব্দে ছুটছিলো জাহান্নাম থেকে আসা একটা হাউণ্ড—ঈশ্বর করুন, তেমন হাউণ্ড যেন কোনোদিনও আমার পেছন-না-নেয়।"

'তখন সেই মাতাল ইয়ারবক্সির দল মেষপালককে চুটাইয়া গালাগালি করিয়া আগাইয়া গেল। কিন্তু খানিকদূর গিয়াই তাহাদের শরীর হিম হইয়া গেল। কেননা জলাভূমির উপর দিয়া দুরন্ত অশ্বক্ষুরধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে! এবং পরক্ষণেই সেই কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকী, তাহার মুখ দিয়া শুভ্র ফেনার গাঁজলা বাহির হইতেছে, ঝড়ের গতিতে তাহাদের পার হইয়া গেল—তাহার লাগামটি পিছনে গড়াইতেছে এবং জিন শূন্য! অতঃপর আতঙ্কিত হুল্লোড়বাজের দল খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহাদের ঘোড়া ছুটাইল, তবে তাহারা তখনও জলাভূমির দিকেই যাইতেছিল। অবশ্য তাহারা দলবদ্ধ না-হইয়া যদি একাকী যাইত তবে নিশ্চয়ই ঘোড়ার মুখটি বিপরীত দিকে ঘুরাইত পারিলেই আনন্দিত হইত। এইভাবে, পাশাপাশি, ধীর গতিতে চলিয়া, তাহারা অবশেষে হাউণ্ডের দলের কাছে আসিয়া পঁহুছিল।

এই উৎকৃষ্ট জাতের হাউণ্ডগুলো, কোনো ভয়ডর জানে না বলিয়া খ্যাত, কিন্তু এখন তাহারা একটি গভীর ঢালের কাছে একত্র জড়ো হইয়া কুঁই-কুঁই করিয়া আর্তনাদ করিতেছিল—ইহাদের কোনো-কোনোটি পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, কতগুলি আবার রোমাঞ্চিত কলেবরে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সম্মুখের সংকীর্ণ উপত্যকাটির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

'দলটি দাঁড়াইয়া পড়িল। সহজেই অনুমান করা যায় রওনা যখন হইয়াছিল, এখন তদপেক্ষা অনেক বেশি প্রকৃতিস্থ। তাহাদের অধিকাংশই কিছুতেই আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে চাহে নাই, কিন্তু তাহাদের মধ্যে তিনজন, হয়তো তাহাদের বুকের পাটা বেশি কিংবা তাহারা হয়তো সর্বাপেক্ষা নেশাগ্রস্ত ছিল, ওই গভীর খাতটি লক্ষ্য করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে চলিল। নিচে স্থানটি ক্রমশ প্রশস্ত হইয়া আসিয়াছে, সেখানে দুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড ছিল (এখনও সে-দুটাকে সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়)—সেই কোন আদ্যিকালে কোনো অজ্ঞাত জনগোষ্ঠী সে-দুটাকে সেখানে স্থাপন করিয়াছিল। সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে চন্দ্রালোক ঝলমল করিতেছে, এবং ইহার ঠিক মধ্যস্থলে সেই দুর্ভাগিনীর দেহটি পড়িয়াছিল—আতঙ্কে ও অবসাদে সে সেখানে মরিয়া পড়িয়া রইয়াছে। কিন্তু ঐ তিন ডাকাবুকো হুল্লোড়বিলাসীর মাথার চুলগুলো যে তৎক্ষণাৎ খাড়া-খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, তাহা অবশ্য তরুণীটির মৃতদেহ অথবা তৎপার্শ্বে পতিত হিউগো বাস্কারভিলের দেহটির জন্য নহে—বরং হিউগোর দেহের উপরে দণ্ডায়মান একটি ভয়াবহ জীবকে দেখিয়া, একটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় পশু, আকৃতিতে একটি হাউণ্ডেরই ন্যায়, অথচ মর্তমানবের চক্ষে এ-যাবৎ যত হাউণ্ড ধরা পড়িয়াছে তাহার চাইতে অনেক বৃহৎ—সেই বিকট জীবটি হিউগো বাস্কারভিলের গলনালী ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। আর তাহার তাকাইয়া থাকিতে-থাকিতে ঐ জন্তুটি হিউগো বাস্কারভিলের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া ফেলিল—সেই ছিন্ন কণ্ঠের উপর তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলিতেছে, চোয়াল হইতে রুধির ধারা ঝরিয়া পড়িতেছে —ইহা দেখিয়া ঐ তিনজনে আতঙ্কে আর্তনাদ করিয়া প্রাণের ভয়ে জলাভূমির উপর দিয়া তাহাদের ঘোড়া ছুটাইয়া দিল—সারা পথ তাহারা প্রাণভয়ে চীৎকার করিতেছিল। ইহাদের একজন—কথিত আছে যে—সেই রাত্রেই সে যাহা চক্ষে দেখিয়াছে তাহারই জেরে মারা গিয়াছিল ; অপর দুইজন আমরণ ভগ্নচিত্তে জীবন্মৃত হইয়া কাটাইয়াছিল।

'বৎসগণ, ইহাই হইল সেই কাহন : ঐ হাউণ্ডের আবির্ভাবকাহিনী, যে-হাউণ্ডটি ইহার পর হইতে নাকি এই বংশের কালস্বরূপ হইয়া আছে। আমি যে এইখানে ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম তাহার কারণ হইল যাহা আমরা স্পষ্টভাবে জানি তদপেক্ষা যাহা আমরা জানি না, কিন্তু নিছক ইশারা-ইঙ্গিতে অনুমান করিতে পারি, তাহাতে ভয় বা ত্রাস বেশি হয়। ইহাও অস্বীকার করা যাইবে না যে এই বংশের বহু পুরুষই এ-যাবৎ অপঘাত মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছে—সেইসব মৃত্যুর প্রতিটিই ছিল আকস্মিক, রক্তাপ্লুত, রহস্যময়। কিন্তু তবু আমরা ঈশ্বরের অসীম করুণা ও শুভাকাঙ্ক্ষার মধ্যে আশ্রয় লইতে পারি, কেননা পরম করুণাময় ঈশ্বর তিন অথবা চতুর্থ প্রজন্মের পর নিরীহ ও নিরপরাধ

ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই অমন ভয়ংকর শাস্তি দিবেন না—অন্তত দিব্য পুঁথি অনুযায়ী তাহাই সত্য। বৎসগণ, সেই পরম করুণাময়ের চরণেই আমি এখন তোমাদিগকে সমর্পণ করিতেছি, এবং এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আমি তোমাদিগকে এই পরামর্শই দিতেছি যে সেই নিবিড় তমসাচ্ছন্ন প্রহরে যখন অশুভ আত্মারা চারিপাশে বিরাজ করে তোমরা যেন কিছুতেই ঐ জলাভূমি অতিক্রম করিবার চেষ্টা না-করো।

'(হিউগো বাস্কারভিল তাঁহার পুত্রদ্বয় রজার এবং জনের জন্য ইহা লিখিয়া যাইতেছেন—সঙ্গে এই নির্দেশও দিতেছেন তাহারা কিছুতেই, ঘুণাক্ষরেও, যেন ইহার কথা তাহাদের ভগিনী এলিজাবেথের নিকট প্রকাশ না-করে।)'

ডাক্তার মর্টিমার এই আশ্চর্য কাহিনীটি পড়া শেষ ক'রে তাঁর চশমাজোড়াকে ঠেলে কপালের ওপর তুলে দিয়ে শার্লক হোমসের দিকে তাকালেন। হোমস অবশ্যি হাই তুলে তার সিগারেটের শেষটুকু চুল্লির দিকে ছুঁড়ে মারলে।

'তো?' সে বললে।

'এটাকে কি আপনার কৌতূহল-জাগানো ব'লে মনে হ'লো?'

'যারা রূপকথা সংগ্রহ করে, তাদের কাছে ভালো লাগবে।'

ডাক্তার মর্টিমার তাঁর পকেট থেকে ভাঁজ-করা একটা খবরকাগজ বার ক'রে আনলেন।

'শুনুন, মিস্টার হোমস, এবার আমরা আপনাকে একেবারে হালের একটা জিনিশ শোনাবো। এই কাগজটা হ'লো এ-বছরের ১৪ই জুনের *ডেভন কাউণ্টি ক্রনিকল।* ওই তারিখের ঠিক কয়েকদিন আগেই সার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু হয়েছিলো—এখানে সেই মৃত্যুর সঙ্গে জড়ানো কতগুলো তথ্য খুব সংক্ষেপে দেয়া হয়েছে।'

আমার বন্ধুটি সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসলো, তার মুখের ভাবে এখন প্রখর আগ্রহ। আমাদের অভ্যাগত তাঁর চশমাজোড়া আবার প'রে নিয়ে শুরু করলেন :

'সার চার্লস বাস্কারভিল, আগামী নির্বাচন উপলক্ষে যাঁর নাম মধ্য-ডেভনের একজন সম্ভাব্য লিবারেল প্রার্থী হিশেবে উল্লেখ করা হয়েছিলো, তাঁর সাম্প্রতিক আকস্মিক মৃত্যু পুরো কাউণ্টিতেই বিষাদের ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। যদিও সার চার্লস বাস্কারভিল হল—এ তুলনায় খুব অল্পদিনই থেকেছেন, তাঁর মধুর স্বভাব এবং সদাশয় ও উদার দানশীলতা যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলো। এই *হঠাৎ নবাবদের* যুগে এটা খুবই উৎসাহের কথা যে কোনো প্রাচীন কাউণ্টি পরিবার, যেটা এখন বিষম দুরবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে—তার কোনো নবীন কুলতিলক তাঁর নিজের চেষ্টায় নিজের সম্পদ আহরণ ক'রে যাবতীয় ঐশ্বর্য সঙ্গে ক'রে বংশের হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধার করবার জন্যে এখানে ফিরে এসেছিলেন। এটা অনেকেই জানেন যে সার চার্লস দক্ষিণ আফ্রিকায় টাকা লগ্নি ক'রে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

এমন অনেকে আছেন যাঁরা তাঁদের কাজেকর্মে সারাক্ষণ লেপ্টেই থাকেন যতদিন-না ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায় : সার চার্লস তাঁদের চাইতে অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি যে অতুল সম্পদ অর্জন করেছিলেন তা নিয়েই ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছিলেন। মাত্র দু-বছর আগে তিনি বাস্কারভিল হল-এ এসে বসবাস শুরু ক'রে দেন এবং এটা তো সকলেরই বক্তব্য যে পুনর্‌নির্মাণ ও উন্নতির যে-বিশাল পরিকল্পনা তাঁর ছিলো, তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যুতে এখন তা মাঝপথে বন্ধ হ'য়ে গেলো। তাঁর নিজের কোনো সন্তান ছিলো না, তিনি খোলাখুলিই এই কথা বলতেন যে তাঁর জীবদ্দশাতেই সমগ্র অঞ্চলটিও যেন তাঁর সৌভাগ্যের মারফৎ লাভবান হয়—এবং এখন অনেকেই ব্যক্তিগত বিবিধ কারণে তাঁর এই অকালমৃত্যুতে শোকাতুর হ'য়ে উঠবেন। স্থানীয় এবং কাউন্টির নানা চ্যারিটিতে তিনি যে অকাতরে বড়ো-বড়ো অঙ্কের টাকা দান করতেন, তা এই কাগজেই নানা সময়ে বিবৃত হয়েছে।

'সার চার্লসের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ঘটনা ও পরিবেশ করোনারের আদালতে তদন্তের সময় কিন্তু পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি, তবু এটুকু অন্তত হয়েছে যে স্থানীয় কুসংস্কার ও কিংবদন্তি থেকে যে-সব গুজব গজিয়ে উঠেছিলো তাদের অপনোদন করা গেছে। এমন সন্দেহ করার কোনোই কারণ নেই যে তিনি কোনো আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন, অথবা এটাও কল্পনা করা যাবে না যে তাঁর মৃত্যু কোনো অস্বাভাবিক কারণে ঘটেছে। সার চার্লস ছিলেন বিপত্নীক, এবং কতগুলি বিষয়ে তাঁর হয়তো নানারকম বাতিকও ছিলো। এমন বিপুল সম্পদ সত্ত্বেও তিনি ব্যক্তিগত অভিরুচির দিক দিয়ে শাদাসিধে ভাবেই থাকতেন, এবং বাস্কারভিল হল-এ তাঁর গৃহভৃত্যদের মধ্যে শুধু ছিলো ব্যারিমোর দম্পতি—স্বামী ছিলো বাটলার, আর স্ত্রী গৃহকর্ম সামলাতো। তাদের সাক্ষ্য, বিভিন্ন বন্ধুও তার সঙ্গে সায় দিয়েছেন, থেকে জানা যায় সার চার্লসের স্বাস্থ্য কিছুদিন হ'লো ভেঙে পড়েছিলো, বিশেষ ক'রে হার্টের কোনো অসুখ ছিলো তাঁর, আর তারই প্রকাশ ঘটেছিলো যখন তাঁর শরীর বিবর্ণ হ'য়ে ওঠে, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট হয়, আর তীব্র স্নায়বিক অবসাদের আক্রমণে তিনি মাঝে-মাঝে কাহিল হ'য়ে পড়েন। তাঁর সুহৃদ ও চিকিৎসক ডাক্তার মর্টিমারও এই মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

'মামলার তথ্যগুলি নিতান্তই সহজসরল। বাস্কারভিল হল সংলগ্ন যে সুবিখ্যাত ইউগাছের সারি আছে, সার চার্লস বাস্কারভিলের অভ্যাস ছিলো প্রতিরাতে শোবার আগে সেখানে কিছুক্ষণ পদচারণা করা। ব্যারিমোর দম্পতির সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় এটাই ছিলো তাঁর নিত্যকর্ম। ৪ জুন সার চার্লস জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি পরদিন লণ্ডন যাবেন ব'লে মনস্থির করেছেন, সেইজন্যে ব্যারিমোরকে তিনি তাঁর জিনিশপত্র ঠিকঠাক ক'রে দিতে বলেছিলেন। সেই রাত্রে যথারীতি অন্যান্য দিনের মতোই তিনি তাঁর নৈশ পদচারণায় বেরিয়েছিলেন, হাঁটতে বেরিয়ে তিনি সাধারণত একটা চুরুট খেতেন। তিনি আর ফিরে আসেননি। রাত বারোটার সময় ব্যারিমোর আবিষ্কার করে যে হল-এর সদর দরজা তখনও খোলা রয়েছে ; দেখে সে ভয় পেয়ে যায়। তক্ষুনি একটা লণ্ঠন জ্বেলে

সে তার প্রভুর খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সেদিনটা ছিলো বর্ষণসিক্ত, ইউগাছের সারির মাঝখানের ভিজে মাটিতে সহজেই সার চার্লসের পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। ওই গলির মাঝামাঝি গেলে একটা গেট পড়ে, সেই গেট খুলে জলাভূমিতে যাওয়া যায়। কতগুলো লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সার চার্লস এখানে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। তারপর তিনি ওই ইউগাছের গলি ধ'রে আরো এগিয়ে যান, এবং ওই গলির একেবারে শেষ প্রান্তে তাঁর মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হয়। ব্যারিমোরের জবানবন্দীর একটা তথ্যের কোনো ব্যাখ্যা অবশ্যি মেলেনি : জলাভূমির গেটের পর থেকেই নাকি সার চার্লসের পদচিহ্নের ধরন সম্পূর্ণ বদলে যায়, মনে হয় তার পর থেকেই তিনি পায়ের ডগায় ভর দিয়ে-দিয়ে সন্তর্পণে এগুচ্ছিলেন। জনৈক মারফি—সে এক জিপসি, ঘোড়ার বেচাকেনা করে—সে-সময়ে ওই জলাভূমিতেই ছিলো, অকুস্থল থেকে খুব-একটা দূরেও নয় ; তবে তার জবানবন্দীর সময় সে নিজেই স্বীকার করে যে অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে সে তখন বেশামাল হ'য়ে পড়েছিলো। তবু সে জোর দিয়েই বলে যে সে একটা শোরগোল শুনতে পেয়েছিলো, চীৎকার চ্যাঁচামেচি—কিন্তু সে মোটেই ধরতে পারেনি সেই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে। সার চার্লসের দেহে কোনো আঘাত বা ধস্তাধস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি, যদিও ডাক্তারের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তাঁর মুখটা অবিশ্বাস্যভাবে বিষম বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিলো—মুখটি এতটাই বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিলো যে ডাক্তার মর্টিমার গোড়ায় তো বিশ্বাসই করতে চাননি যে তাঁর সামনে যে-দেহটি প'ড়ে আছে সে তাঁরই বন্ধু ও রুগির—পরে ব্যাখ্যা ক'রে বলা হয় বিষম শ্বাসকষ্ট এবং হৃৎপিণ্ডের অবসাদজনিত কারণে এ-রকম ভাবে মুখের বিকৃতি ঘটা বিচিত্র নয়। এই ব্যাখ্যা অবশ্য ময়না তদন্তের সময় স্বীকার ক'রে নেয়া হয় : ময়না তদন্তে প্রকাশিত হয় যে তাঁর একটি দীর্ঘস্থায়ী হৃদরোগ ছিলো, এবং কারোনারের জুরি ওই ডাক্তারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই তাঁদের রায় দেন। এ-রকম যে হ'লো সেটা কিন্তু ভালোই হ'লো, কারণ এটা খুবই জরুরি যে সার চার্লসের উত্তরাধিকারী যেন এই হল-এ এসেই থাকেন, এবং আরব্ধ যে-শুভকর্ম এভাবে মধ্যপথে আটকে গিয়েছে, সেই স্থগিত কাজগুলো আবার শুরু ক'রে দেন। নানারকম কাল্পনিক যে-সব কাহিনী ছড়াচ্ছিলো করোনারের শাদামাটা গদ্যে বলা রায় যদি তার ইতি না-ঘটাতো, তাহ'লে বাস্কারভিল হল-এ কোনো বাসিন্দা পাওয়া বিষম মুশকিলের ব্যাপার হ'তো—কানাঘুষোয় এই মৃত্যু সম্বন্ধে কত কীই যে বলা হচ্ছিলো কে জানে। এখন জানা গেছে যে মৃতের সবচেয়ে নিকটাত্মীয় এবং এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন মিস্টার হেনরি বাস্কারভিল, যদি অবশ্য তিনি এখনও বেঁচে থাকেন, তিনি সার চার্লস বাস্কারভিলের কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্র। শেষ যখন মিস্টার হেনরির কথা শোনা যায় তখন তিনি ছিলেন মার্কিন মুলুকে, এখন তাঁর সন্ধান করা হচ্ছে, যাতে তাঁকে তাঁর এই আকস্মিক সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে দেয়া যায়।'

ডাক্তার মর্টিমার তাঁর কাগজটা আবার ভাঁজ ক'রে তাঁর পকেটে রেখে দিলেন।

'সার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত এই তথ্যগুলি এখন কিন্তু সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়েছে, মিস্টার হোমস।'

'এমন-একটা মামলা যার মধ্যে সত্যি বেশ কতগুলো কৌতূহল উসকে দেবার ব্যাপার আছে, সে-সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে আপনাকে আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত।' হোমস বললে, 'সেই সময়ে খবর কাগজে অনেক রকম মন্তব্যই ছাপা হয়েছিলো, সে-সব আমি তখন খেয়ালও করেছিলাম ; তবে আমি তখন ভাটিকানের শিলালিপিগুলো নিয়ে বড্ড বেশি নিবিষ্ট হ'য়ে ছিলাম, তাছাড়া খোদ পোপকেও তুষ্ট করার একটা ব্যাপার ছিলো—ফলে তখন আমি ইংল্যাণ্ডের কতগুলো মামলার কোনো হদিশ রাখতে পারিনি। এই-যে লেখাটা আপনি পড়লেন, আপনি বলছেন তার মধ্যে সরকারিভাবে প্রকাশিত সমস্ত তথ্য আছে?'

'হ্যাঁ, আছে।'

'তাহ'লে এবার আমাকে অপ্রকাশিত গোপন তথ্যগুলো বলুন।' হোমস আবার হেলান দিয়ে বসলো, দু-হাতের আঙুলগুলো আগের মতোই পরস্পরকে ছুঁয়ে রইলো, আর তার মুখের ভঙ্গিটা হ'লো কোনো আত্মসমাহিত নির্লিপ্ত বিচারপতির মতো।

'সে-সব কথা বলতে গিয়ে,' ডাক্তার মর্টিমারের মধ্যে এখন বেশ উত্তেজনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে, 'প্রথমেই জানাতে চাই আমি এ-সব কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে আগে বলিনি। করোনারের তদন্তের সময় আমি যে এ-সব কথা চেপে রেখেছিলাম, তার কারণ একটাই ছিলো : বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন-কোনো মানুষই জনসাধারণের সামনে সাধারণ লোকের অযৌক্তিক সব কুসংস্কারকে সমর্থন করতে পারে না। আমার আরো-একটা উদ্দেশ্যও ছিলো : কাগজে যেমন লিখেছে, বাস্কারভিল হল তাহ'লে চিরকাল জনশূন্যই থেকে যেতো, এমনিতেই তো এ-বাড়ির ভয়াবহ বদনাম আছে, তারপর কোনোক্রমে যদি সেই অপবাদ আরো বেড়ে যায় তবে কেউই কখনও এখানে থাকতে চাইবে না। এই দুই কারণে আমার মনে হয়েছিলো আমি যতটুকু জানি তার চেয়ে অনেক কমই বলা উচিত, কারণ সব কথা খুলে বললে তা থেকে কোনো ফায়দা হবার নয়, কিন্তু আপনার কাছে সবকিছু খোলশা ক'রে না-বলার কোনো কারণই নেই।

'এই জলাভূমিটায় খুব কম লোকেরই বাস, এবং যারা পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তাদের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ বেশি হয় ব'লে তাদের মধ্যে একটা একতার ভাবও আছে। সেইজন্যেই আমার সঙ্গে সার চার্লস বাস্কারভিলের ঘন-ঘন দেখাসাক্ষাৎ হ'তো। ল্যাফটার হলের মিস্টার ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ড আর প্রাণিবিজ্ঞানী মিস্টার স্টেপলটন ছাড়া আশপাশে অনেক মাইলের মধ্যে আর-কোনো শিক্ষিত মানুষও নেই। সার চার্লস কাজ থেকে অবসর নিয়েই এখানে থাকতে এসেছিলেন, একটু একাচোরা মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁর ওই অসুখটা আমাদের দুজনকে কাছাকাছি এনে দিয়েছিলো, আর বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর আগ্রহও আমার মতোই ছিলো ব'লে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠেছিলো। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তিনি বিস্তর বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণ ক'রে ফিরে এসেছিলেন, এবং এমন অনেক আনন্দময়

সন্ধ্যা কেটেছে যখন আমরা বুশম্যান আর হটেনটটদের দেহের অঙ্গসংস্থানের তুলনামূলক আলোচনা করেছি।

'গত কয়েক মাসে এটা আমার কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিলো যে সার চার্লসের স্নায়বিক অবস্থা এমনই সঙিন হ'য়ে উঠেছে যে প্রায় বুঝি ভেঙেই পড়ে। এই-যে কিংবদন্তির কথাটা আমি আপনাকে প'ড়ে শোনালাম সেটা তাঁকে যেন প্রায় পেয়ে বসেছিলো—এতটাই, যে যদিও তিনি নিজের বাসভবনের চৌহদ্দির মধ্যেই হেঁটে বেড়াতেন, রাত্তিরে তাঁকে কিছুতেই ওই জলাভূমির দিকে নিয়ে যাওয়া যেতো না। মিস্টার হোমস, ব্যাপারটা আপনার কাছে যতই অবিশ্বাস্য ঠেকুক, তিনি কিন্তু সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের বংশের ওপর নিয়তির এক ভয়ংকর অভিশাপ ঝুলে আছে, আর সত্যিই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে যে-সব তথ্য পরিবেষণ করতেন সে-সব আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক ছিলো না। সবসময় যেন কোনো অপার্থিব ভৌতিক উপস্থিতি তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতো, আর একাধিকবার তিনি আমাকে জিগেস করেছিলেন রাত্তিরে রুগি দেখতে যাবার সময় আমি কোনো অদ্ভুত প্রাণী দেখেছি কি না —অথবা কখনও কোনো হাউণ্ডের ডুকরানি আমার কানে এসেছে কি না। এই শেষ প্রশ্নটা তিনি বেশ কয়েক বারই আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন—এবং প্রশ্নটা জিগেস করতে গিয়ে সবসময়েই তাঁর গলার স্বর উত্তেজনায় কেঁপে-কেঁপে উঠতো।

'আমার বেশ মনে আছে ওই মারাত্মক দুর্ঘটনার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে আমি গাড়ি ক'রে তার বাড়ি গিয়েছিলাম। দৈবাৎ তিনি তখন তাঁর হলের দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন। এক্কা গাড়িটা থেকে আমি যখন তাঁব সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তখন আমি দেখতে পেলাম তিনি একদৃষ্টিতে আমার কাঁধের ওপর দিয়ে কিসের দিকে যেন তাকিয়ে আছেন এবং তাঁর মুখের অভিব্যক্তির মধ্যে ফুটে উঠেছে নিদারুণ আতঙ্কের ছাপ। তক্ষুনি আমি ফিরে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলাম কী-একটা জন্তু যেন চট ক'বে স'রে গেলো, আমার মনে হয়েছিলো একটা মস্ত কালো বাছুর বুঝি রাস্তা পেরিয়ে চ'লে যাচ্ছে। সার চার্লস এতটাই উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে আমি জন্তুটাকে যেখানে দেখেছিলাম বাধ্য হ'য়েই সেখানটায় গিয়ে সেটাকে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করি। সেটা অবিশ্যি ততক্ষণে উধাও হ'য়ে গিয়েছে, আর এই ঘটনাটা যেন তাঁর মনের ওপর বিষম একটা ছাপ ফেলে গিয়েছিলো। সারাটা সন্ধে আমি তাঁর সঙ্গেই কাটিয়েছিলাম, আর সেই দিনই তাঁর এই বিষম আতঙ্কের কারণ ব্যাখ্যা করবার জন্যে তিনি আমাকে ওই পাণ্ডুলিপিটা রাখতে দেন যেটা প্রথম এসেই একটু আগে আমি আপনাদের প'ড়ে শুনিয়েছি। আমি এই ছোট্ট ঘটনাটার কথা এইজন্যেই বলছি যে এর পরেই যে শোচনীয় পরিণতি হ'লো তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ঘটনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে—অথচ তখন আমি কিন্তু সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করেছিলাম যে ঘটনাটি অতীব তুচ্ছ এবং তাঁর ওই আতঙ্ক ও উত্তেজনার সমীচীন কোনো কারণ নেই।

'আমারই পরামর্শে সার চার্লস লণ্ডন যাবার উদ্যোগ করছিলেন। আমি জানতাম

তাঁর হৃদযন্ত্র প্রায় বিকল হ'য়ে যেতে বসেছে, আর সর্বক্ষণ যে-উৎকণ্ঠার মধ্যে তিনি বাস করতেন, তাতে কারণটা কাল্পনিক বা চোখের ভুল যা-ই হোক না কেন, এই সব তুচ্ছ ঘটনাও তাঁর স্বাস্থ্যের গুরুতর ক্ষতি ক'রে যাচ্ছে। আমি ভেবেছিলাম, নগরীর নানা আকর্ষণের মধ্যে কয়েক মাস কাটালে তাঁর স্বাস্থ্য প্রায় নবজীবন লাভ করবে। আমাদের দুজনেরই সুহৃদ, মিস্টার স্টেপলটন—তিনিও তাঁর শরীরের হাল দেখে বিষম উদ্বেগ বোধ করছিলেন—তাঁরও এই একই মত ছিলো। আর তারই শেষ মুহূর্তেই কি না এই সাংঘাতিক সর্বনাশটা ঘ'টে গেলো।

'সার চার্লস যে-রাত্রে মারা যান, সে-রাত্রে পরিচারক ব্যারিমোর—সে-ই মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিলো—আস্তাবলের সহিস পার্কিনসকে ঘোড়ার পিঠে ক'রে আমার কাছে পাঠিয়েছিলো। আমি সে-রাত্রে তখনও জেগে বসেছিলাম ব'লে ওই ঘটনাটার একঘণ্টার মধ্যেই বাস্কারভিল হলে গিয়ে পৌঁছুই। করোনারের আদালতে যে-সব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছিলো তার প্রত্যেকটির সত্যতা আমি তন্নতন্ন ক'রে মিলিয়ে নিয়েছি। ইউগাছের গলি দিয়ে পদচিহ্নগুলো অনুসরণ ক'রে-ক'রে গিয়েছি আমি, জলাভূমির দিকের ফটকটার কাছে যেখানে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ব'লে অনুমান, সেই জায়গাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি, ঠিক তার পরেই পদচিহ্নের ছাপগুলো যেভাবে বদলে গিয়েছিলো তাও খেয়াল ক'রে দেখেছি, ওই ভিজে মাটির ওপর ব্যারিমোর ছাড়া আর-কারু পায়ের ছাপও ছিলো না, আর সবশেষে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মৃতদেহটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছি—আমি ওখানে যাবার আগে কেউ সেটা এমনকী ছুঁয়েও দ্যাখেনি। সার চার্লস উপুড় হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁর হাত দুটো দু-পাশে ছড়ানো, আঙুলগুলো মাটির মধ্যে ডেবে বসেছে, আর তাঁর সর্বাঙ্গ বিষম-কোনো তীব্র উত্তেজনায় এমনভাবে এঁকেবেঁকে বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিলো যে তাঁকে হলফ ক'রে শনাক্ত করাও যেন মুশকিল হ'য়ে গিয়েছিলো। অথচ শরীরে কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন বা কোনো ক্ষত ছিলো না। তবে করোনারের আদালতে ব্যারিমোর অন্তত একটা অসত্য তথ্য বলেছিলো। সে বলেছিলো মৃতদেহ যেখানটায় পড়েছিলো সেখানে মাটিতে আর-কোনো কিছুরই কোনো চিহ্ন ছিলো না। সে অন্তত কিছুই দ্যাখেনি। কিন্তু আমি দেখেছিলাম—একটু দূরে অবিশ্যি, কিন্তু টাটকা ও স্পষ্ট।'

'পায়ের ছাপ?'

'পায়ের ছাপ।'

'পুরুষের, না স্ত্রীলোকের?'

ডাক্তার মর্টিমার একটুক্ষণের জন্যে কেমন অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন, যখন জবাব দিলেন তাঁর গলার স্বর প্রায় ফিশফিশে হ'য়ে এলো :

'মিস্টার হোম্‌স, সেগুলো ছিলো এক প্রকাণ্ড হাউণ্ডের চার পায়ের ছাপ।'

৩

প্রহেলিকা

আমি স্বীকার করছি, এই কথাগুলো শোনবামাত্র আমার শরীরের মধ্যে একটা শিহরন খেলে গিয়েছিলো। ডাক্তারের গলার স্বরেও এমন-একটা কাঁপন ছিলো যাতে মনে হ'লো তিনি আমাদের এখন যা খুলে বললেন তাতে তিনি নিজেও গভীরভাবে নাড়া খেয়েছেন। হোমস উত্তেজনার বশে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো, আর তার চোখের মধ্যে থেকে সেই শুষ্ক কঠিন ঝকমকে ভাবটা ফুটে উঠলো যা ফুটে ওঠে তখনই যখন সে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে।

'আপনি নিজে এটা দেখেছিলেন?'

'আপনাকে যেমন দেখছি, তেমনি স্পষ্ট।'

'আর তাও আপনি কিছুই বলেননি?'

'ব'লে কী লাভ হ'তো?'

'আর-কেউ কেন সেই দাগ দেখতে পায়নি?'

'দাগগুলো ছিলো লাশটা থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে, আর তাই কেউ সে-সব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। আমার ধারণা আমি যদি ওই কিংবদন্তিটা না-জানতাম, তবে আমিও সেই দাগগুলোকে কোনো পাত্তা দিতাম না।'

'জলাভূমিতে কি অনেক ভেড়া-চড়ানে কুকুর থাকে?'

'তা আছে বটে, কিন্তু এ ঠিক ভেড়া পাহারা দেয়া কুকুর ছিলো না।'

'আপনি বলছেন বড়ো-কোনো হাউণ্ড?'

'প্রকাণ্ড।'

'কিন্তু সেটা শরীরের কাছে আসেনি?'

'না।'

'সে-রাতটা কী-রকম ছিলো?'

'ভেজা, স্যাঁৎসেঁতে আর কনকনে।'

'কিন্তু সত্যি-সত্যি বৃষ্টি পড়ছিলো না?'

'না।'

'ইউগাছের সারির মধ্যেকার গলিটা ঠিক কেমন?'

'ইউ ঝোপের দুটি সার চ'লে-গেছে সমান্তর, বারো ফুট উঁচু আর অভেদ্য। মাঝখানের পথটা প্রায় আট ফুট চওড়া।'

'ওই পথ আর ঝোপগুলোর মধ্যে আর-কিছু কি আছে?'

'হ্যাঁ, পথটার দু-দিকে প্রায় ছ-ফুট চওড়া ঘাসের আঁচল চ'লে গিয়েছে।'

'যদ্দুর বুঝতে পেরেছি এই ইউগাছের ঝোপকে অন্তত একটা জায়গায় ভেদ ক'রে গেছে একটা ফটক?'

'হ্যাঁ, ছোটো একটা ফটক, সেটা দিয়ে জলাভূমিতে যাওয়া যায়।'

'আর-কোনো ফাঁকফোকর দরজা আছে?'

'না।'

'তাহ'লে ওই ইউগাছের গলির মধ্যে ঢুকতে হ'লে কাউকে হয় বাড়ি থেকে আসতে হবে, নয়তো ওই জলাভূমির ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে?'

'পথটার অন্যপাশে একটা গাছের ছায়ায় ঢাকা বাগানবাড়ি আছে, গরমের সময় সেখানে বসতে বেশ ভালো লাগে। সেখান দিয়ে বেরিয়ে যাবার একটা পথ আছে।'

'সার চার্লস কি সেই অব্দি গিয়েছিলেন?'

'না; তিনি ওই বাগানবাড়ি থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে মাটিতে পড়েছিলেন।'

'এবারে, ডাক্তার মর্টিমার, আমায় খুলে বলুন—এ-কথাটা কিন্তু ভীষণ জরুরি—যে-দাগগুলো আপনি দেখেছিলেন, সেগুলো ছিলো পথের মাটিতে, ওই ঘাসের আঁচলের ওপর নয়?'

'ঘাসের মধ্যে কোনো দাগ তো দেখাই যেতো না।'

'জলায় যাবার ফটকটা যেদিকে, দাগগুলো কি সেই দিকেই ছিলো?'

'হ্যাঁ, জলায় যাবার ফটকটা যেদিকে দাগগুলো সেই দিকেই ছিলো, পথটার ধারে।'

'আপনি আমার কৌতূহলকে দারুণভাবে উসকে দিয়েছেন। আরেকটা বিষয় : ওই ছোটো ফটকটা কি বন্ধ ছিলো?'

'শুধু বন্ধ নয়, তাতে মস্ত একটা তালা লাগানো ছিলো।'

'ফটক কতটা উঁচু হবে?'

'প্রায় চার ফুট।'

'তাহ'লে তো যে-কেউ সেটা টপকেই যাওয়া-আসা করতে পারে।'

'হ্যাঁ।'

'আর ওই ফটকটার কাছে আপনি কোন ধরনের দাগ দেখেছিলেন?'

'বিশেষ-কিছুই না।'

'বলেন কী? কেউই কি খুঁটিয়ে খেয়াল ক'রে দ্যাখেনি?'

'হ্যাঁ, আমি নিজেই লক্ষ করেছিলাম।'

'সব কী-রকম যেন গোল পাকিয়ে গেছে। সার চার্লস নিশ্চয়ই ওখানে পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন।'

'সেটা কী ক'রে জানলেন?'

'কারণ তাঁর চুরুটটা থেকে দু-দুবার ছাই ঝ'রে পড়েছিলো।'

'চমৎকার। ওয়াটসন, দ্যাখো-দ্যাখো, ইনি যে আমাদের মনের মতোই একজন সহকর্মী। কিন্তু ওই দাগগুলো?'

'ওই ভিজে মাটির ওপর তিনি নিজেই তাঁর অনেক চিহ্ন ছড়িয়ে রেখেছিলেন —অন্তত ছোট্ট একটুকরো জমির প্রায় সবখানেই। কিন্তু সে-সব ছাড়া আমি আর-কোনো কিছুরই দাগ দেখিনি।'

কী-রকম অস্থির ভঙ্গিতে শার্লক হোমস তার হাঁটু চাপড়ে উঠলো।

'ঈশ, যদি আমি সেখানে থাকতাম!' প্রায় চেঁচিয়েই সে ব'লে উঠলো। 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটা এমন-একটা মামলা যেটা কৌতূহলকে দারুণভাবে উসকে দেয়। বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের কাছে এটা বিপুল সব সুযোগ জুটিয়ে দেয়। সেই ভিজে মাটির পথটা, যেটা আমি তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে পারতাম, সেটা এত আগেকার যে এখন সবকিছু বৃষ্টিবাদলায় ধুয়ে-পুঁছে গেছে, তার ওপর কৌতূহলী সব চাষী ওখান দিয়ে তাদের কাঠের জুতো পায়ে আসা-যাওয়া করেছে। ওঃ, ডাক্তার মর্টিমার, ডাক্তার মর্টিমার, একবার ভাবুন তো আপনি আমায় আগেই ডেকে পাঠাননি কেন! এর জন্যে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'সারা জগতের কাছে ঢাক পিটিয়ে তথ্যগুলো না-জানিয়ে আমি আপনাকে ডেকে পাঠাতে পারতাম না, মিস্টার হোমস—আর আমি আগেই ব্যাখ্যা ক'রে বলেছি আমার সে-রকমকিছু করার ইচ্ছে কেন ছিলো না। তাছাড়া, তাছাড়া—'

'আপনি অমন ইতস্তত করছেন কেন?'

'এমন-একটা অঞ্চল আছে যেখানে অত্যন্ত বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ গোয়েন্দাই অসহায় বোধ করবেন।'

'আপনি বলতে চাচ্ছেন এ-ব্যাপারটা অতিপ্রাকৃত? অলৌকিক?'

'আমি ঠিক তা বলতে চাইনি?'

'বলেননি বটে, কিন্তু ভেতরে-ভেতরে আপনি তা-ই ভাবছেন।'

'মিস্টার হোমস, ওই শোচনীয় ঘটনার পর থেকে এমন কতগুলো ঘটনার কথা আমার কানে এসেছে যাকে ঠিক প্রকৃতির বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া কঠিন।'

'যেমন?'

'আমি জানতে পেরেছি যে ওই ভয়ংকর ঘটনা ঘটবার আগে বেশ কয়েকজন লোক জলাভূমিতে এমন-একটা জীবকে দেখেছে যার চেহারার বর্ণনার সঙ্গে বাস্কারভিলের ওই শয়তানের চেহারা খাপে-খাপে মিলে যায়, আর সেটা সম্ভবত বিজ্ঞান যত প্রাণীর হদিশ রাখে তাদের কেউ নয়। এরা সকলেই বলেছে যে এটা এক অতিকায় প্রাণী, প্রকাণ্ড, শিখাপ্রোজ্জ্বল, ভৌতিক এবং অলুক্ষুণে—তার গা থেকে নাকি আভা বেরোয়। এদের সবাইকে আমি জেরা করেছি, এদের একজন নিরেট কাণ্ডজ্ঞানওলা গ্রাম্য লোক, একজন

চাষী, একজন এমনকী জলাভূমিতেও আবাদ করে—এরা সবাই এই ভয়াবহ অলুক্ষুণে মূর্তিটা সম্বন্ধে ঠিক একই কথা বলেছে, একে আরের কথায় কোনোই গরমিল নেই। আর তা ঠিক ওই কিংবদন্তির নারকীয় হাউণ্ডটির বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আমি আপনাকে নির্দ্বিধায় বলছি, মিস্টার হোমস, ওই তল্লাটে এখন একটা বিভীষিকার রাজত্ব চলেছে—দুর্দান্ত বুকের পাটা না-থাকলে কেউই আর রাত্তির বেলায় ওই জলার ধারে-কাছেও যায় না।

'আর আপনি? আপনি তো দীক্ষিত বিজ্ঞানসেবক, আপনি বিশ্বাস করেন এই জীবটি অতিপ্রাকৃত? ভুতুড়ে কিছু?'

'কী-যে বিশ্বাস করবো, আর কী-যে না—তা আমি নিজেই জানি না।'

হোমস একটু অধীরভাবে তার কাঁধ ঝাঁকালে। 'অ্যাদ্দিন অব্দি আমি আমার সব তদন্ত জাগতিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ রেখেছি,' সে বললে। 'আমি আমার নগণ্য ধরনে নানারকম শয়তানির সঙ্গে লড়াইও চালিয়েছি, কিন্তু যদি সমস্ত শয়তানির খোদ জন্মদাতার সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হয়, তবে, সেটা বোধহয়, খুবই উচ্চাভিলাষী কোনো কাজ হ'য়ে যাবে। তবে এটা তো আপনি স্বীকার করবেন যে ওই পদচিহ্নগুলো ছিলো জাগতিক—বাস্তব।'

'আদি হাউণ্ডটাও এতটা শরীরী ছিলো যে একটা লোকের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে পারতো, তবু সেটা কম নারকীয় ছিলো না।'

'বুঝতে পারছি আপনি এখন অতিপ্রাকৃতবাদীদের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়েছেন। কিন্তু, ডাক্তার মর্টিমার, এই কথাটা আমায় বুঝিয়ে বলুন। আপনার মত যদি এ-রকমই হয়, তবে আপনি আদৌ আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছেন কেন? আপনি একই নিশ্বাসে এ-কথা বলছেন যে সার চার্লসের মৃত্যুরহস্য তদন্ত ক'রে দেখা বৃথা, অথচ তবু আপনি আমাকে সে-ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে বলছেন!'

'আমি তো বলিনি যে আমি চাই আপনি তা করুন।'

'তাহ'লে, আমি কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

'সার হেনরি বাস্কারভিল ঠিক সোয়া ঘণ্টা পরে ওয়াটারলু স্টেশনে এসে পৌঁছুবেন,' ডাক্তার মর্টিমার তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাঁকে নিয়ে এখন আমি কী করবো, সে-সম্বন্ধে আপনি আমায় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন।'

'তিনিই বুঝি উত্তরাধিকারী?'

'হ্যাঁ। সার চার্লসের মৃত্যুর পর আমরা এই তরুণ যুবকটির খোঁজ করেছিলাম—শেষে জানা গেলো যে তিনি ক্যানাডায় চাষবাস করছেন। আমাদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিবরণ এসে পৌঁছেছে, তাতে মনে হয় তিনি সব বিষয়েই একজন চমৎকার মানুষ। আমি এখন কিন্তু কোনো ডাক্তার হিশেবে কথা বলছি না, বরং বলছি স্যার চার্লসের ইষ্টিপত্রের অছি এবং নির্বাহক হিশেবে।'

'সম্ভবত, আর-কোনো দাবিদার নেই?'

'কেউ না। শুধু আরেকজন যে আত্মীয়কে আমরা খুঁজে বার করতে পেরেছি তিনি হলেন রজার বাস্কারভিল, তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি সব চাইতে ছোটো, আর সার চার্লস ছিলেন সবচেয়ে বড়ো ভাই। দ্বিতীয় ভাইটিই—তিনি অল্প বয়েসেই মারা গিয়েছিলেন—হলেন এই তরুণ যুবক হেনরির পিতা। এই তৃতীয় ভাই রজার ছিলো কুলাঙ্গার, বংশের কলঙ্ক। তাঁর ধমনীতে সম্ভবত সেই প্রাচীন দাম্ভিক বাস্কারভিল রক্ত ব'য়ে চলেছিলো, লোকে বলে তিনি নাকি হুবহু হিউগোর মতোই—স্বভাবে, চরিত্রে, চেহারায়। তাঁর সব কুকাজের জন্যে ইংল্যাণ্ডে বাস করা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিলো, ফলে তিনি মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যান, এবং সেখানে হলদে জ্বরে ১৮৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই হেনরিই হলেন বাস্কারভিল বংশের শেষ কুলপ্রদীপ। একঘণ্টা পাঁচ মিনিট পরে তাঁর সঙ্গে ওয়াটারলু স্টেশনে দেখা হবে! আমি একটা তার পেয়েছি যাতে জানানো হয়েছিলো আজ সকালেই তিনি সাদামটন পৌঁছেছেন। এখন, মিস্টার হোমস, আপনিই আমায় পরামর্শ দিন, এঁকে নিয়ে আমি কী করবো?'

'তিনি সরাসরিই বা কেন তাঁর বাপঠাকুরদার বাড়িতে চ'লে যাচ্ছেন না?'

'এটাই তো স্বাভাবিক মনে হয়, তা-ই নয় কি? অথচ তবু এই তথ্যটাও বিবেচনা করুন : বাস্কারভিলদের যিনিই সেখানে যান সেখানেই তাঁর অপঘাত মৃত্যু হয়। আমি নিশ্চিত জানি যদি মৃত্যুর আগে সার চার্লসের সঙ্গে আমার কথা হ'তো, তবে তিনি আমায় এই প্রাচীন বংশের শেষ চিহ্নটি যে এক অতুল সম্পদের ওয়ারিশান তাঁকে বাস্কারভিলে নিয়ে যাবার বিষয়ে সাবধান ক'রে দিতেন—বাস্কারভিল তো নয়, সে হ'লো মরণের ফাঁদ। অথচ এটাও অস্বীকার করা যায় না যে এই গরিব ও দুর্গত অঞ্চলটার উন্নতি পুরোপুরি এঁরই ওপর নির্ভর ক'রে আছে। সার চার্লস যে-সব ভালো-ভালো কাজ শুরু করেছিলেন, বাস্কারভিল হল যদি শূন্য থাকে, তবে সে-সমস্তই ভেস্তে যাবে। এ-বিষয়ে যেহেতু আমার বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ আছে, তাতে আমি শেষটায় না একপেশে হ'য়ে পড়ি—আর সেইজন্যেই আমি আপনার কাছে মামলাটা নিয়ে এসেছি, এবং আপনার পরামর্শ চাচ্ছি।'

হোমস একটুক্ষণ ভেবে বললে, 'সোজা কথায়, ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই—আপনার মতে সেখানে এমন-এক নারকীয় কারবার চলেছে যে তার ফলে কোনো বাস্কারভিলের পক্ষে ডার্টমুরে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়—এটাই তো আপনার মত?'

'অন্তত এটুকু আমি বলতে পারি যে এ-রকম মনে করবার কতগুলো জাজ্বল্যমান প্রমাণ আছে।'

'ঠিক তা-ই। কিন্তু আপনার ওই অতিপ্রাকৃতের তত্ত্ব যদি ঠিক হয়, তাহ'লে এই তরুণের পক্ষে ডেভনশিয়র যেমন তেমনি লণ্ডনও অলুক্ষুণে জায়গা। কোনো শয়তান যে কেবল কোনো চার্চের কুলুঙ্গির মতো শুধু একটা জায়গাতেই কাজ করে, এটা মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।'

'ব্যাপারটাকে আপনি বড্ড হাল্কা ক'রে বলছেন, মিস্টার হোমস। আপনি নিজে

যদি এ-রকম সব ব্যাপারের মাঝখানে গিয়ে পড়তেন, তাহ'লে হয়তো এ নিয়ে এমন রসিকতা করতেন না। আপনার পরামর্শ তাহ'লে—অন্তত আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি—এই যে এই তরুণ যুবক ডেভনশিয়রেও ততটাই নিরাপদ থাকবে, যতটা সে থাকবে লণ্ডনে। ইনি কিন্তু আর পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন। আপনি কী করতে বলেন?'

'আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, এক্ষুনি আপনি একটা গাড়ি ভাড়া করুন, আর আপনার এই স্প্যানিয়েলটাকে ডেকে নিন—এই কুকুরটা সেই থেকে আমার সদর দরজায় আঁচড়ে যাচ্ছে, আর সোজা ওয়াটারলু চ'লে যান, সার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করুন।'

'আর তারপর?'

'আর তারপর যতক্ষণ-না এ-বিষয়ে আমি আমার মনস্থির ক'রে নিচ্ছি, তাঁর কাছে এই বিষয় নিয়ে, টুঁ শব্দটিও করবেন না।'

'আপনার মনস্থির করতে কত সময় লাগবে?'

'চব্বিশ ঘণ্টা। কাল সকালে দশটার সময় আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে আবার আমার এখানে আসেন, তাহ'লে আমি খুবই বাধিত হবো, ডাক্তার মর্টিমার। সেই সঙ্গে আপনি যদি সার হেনরি বাস্কারভিলকেও সাথে ক'রে নিয়ে আসেন, তাহ'লে আমার ভাবী কাজকর্মে অনেকটাই সুবিধে হবে।'

'আমি তা-ই করবো, মিস্টার হোমস।'

দেখা করার সময়টা শার্টের আস্তিনে টুকে নিয়ে তিনি ভুরু কুঁচকে দ্রুত পায়ে তাঁর ওই অদ্ভুত, অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চলতে শুরু করলেন। সিঁড়ির ঠিক মাথায় হোমস তাঁকে আটকালে।

'শুধু আরেকটা প্রশ্ন, ডাক্তার মর্টিমার। আপনি বলেছেন সার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যুর আগে বেশ কয়েকজন লোক জলাভূমিতে এই ছায়ামূর্তিকে দেখেছিলো?'

'তিনজন দেখেছিলো।'

'কেউ কি তাকে পরেও দেখেছিলো?'

'সে-রকম কিছু আমি শুনিনি।'

'ধন্যবাদ। সুপ্রভাত।'

হোমস ফিরে এসে তার চেয়ারে বসলো, তার মুখের ভাবে গভীর অন্তর-সন্তোষের ভাব ফুটে উঠেছে—যার মানে হ'লো তার মনে হচ্ছে এতক্ষণে তার একটা মনের মতো কাজ জুটেছে।

'বেরুচ্ছো নাকি, ওয়াটসন?'

'যদি-না এখানে থেকে তোমার কোনো কাজে লাগি।'

'না হে দোস্ত, শুধু কাজের মুহূর্তটা এলেই তোমার সাহায্য চাই। ব্যাপারটা কিন্তু সত্যি চমৎকার, কতগুলো দিক থেকে একেবারেই অসাধারণ। তুমি যখন ব্র্যাডলির

দোকানের সামনে দিয়ে যাবে, তাকে ব'লে দিয়ো, সে যেন এক পাউণ্ড খুব কড়া কালো তামাক পাঠিয়ে দেয়। ধন্যবাদ। তুমি যদি সন্ধের আগে ফিরে না-আসো তো খুব ভালো হয়। তখন না-হয় আমি তোমার সঙ্গে এই দারুণ কৌতূহলোদ্দীপক সমস্যাটা—যেটা আজ সকালে আমাদের কাছে এসেছে—নিয়ে আমাদের দুজনের ধ্যানধারণার তুলনা ক'রে আলোচনা করবো।'

আমি জানতাম যে যখন কোনো বিষয় নিয়ে আমার এই বন্ধুটি অতীব নিবিষ্ট চিত্তে ভাবে, যখন সে তন্নতন্ন ক'রে সাবুদ-প্রমাণের সবকিছু খুঁটিয়ে দ্যাখে, নানারকম বিকল্প তত্ত্ব তৈরি ক'রে একটার সঙ্গে আরেকটাকে মেলায়, মেপে দ্যাখে, এবং স্থির ক'রে নেয় কোন তথ্যগুলো জরুরি আর কোনগুলিই বা অবান্তর, তখন তার দরকার হয় নিরিবিলি আর একাকিত্ব। আমি সেইজন্যে সারাটা দিন ক্লাবেই কাটিয়ে দিলাম, সন্ধের আগে আমি আর বেকার স্ট্রিটে ফিরিনি। তখন প্রায় নটা বাজে, যখন আবার আমি নিজেকে ওই বৈঠকখানায় আবিষ্কার কবলাম।

দরজাটা খোলবামাত্র আমার প্রথমে মনে হ'লো বুঝি আগুন লেগেছে—কারণ ঘরের মধ্যেটা ধোঁয়ায় এমনই ধোঁয়াক্কার যে টেবিলের বাতিটাকেও ঝাপসা দেখাচ্ছে। তার ঘরে ঢুকে আমি বুঝলাম যে আমার আশঙ্কাটা অমূলক। কারণ ঘরের মধ্যে কড়া তামাকের উগ্র ধোঁয়া—এতটাই উগ্র যে সেই ধোঁয়া যেন আমার গলা টিপে ধরলো, আমি কেশে-টেশে অস্থির। সেই ধোঁয়াশার মধ্যে আবছাভাবে দেখতে পেলাম ড্রেসিংগাউন পরা হোমস তার আরামকেদারায় কুণ্ডলি পাকিয়ে আছে, তার মুখে সেই কালো মাটির তামাকের পাইপ। তার চারপাশে বেশকিছু কাগজ গুটুলি পাকিয়ে প'ড়ে আছে।

'তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি, ওয়াটসন?' হোমস জিগেস করলে।

'না, এই বিষাক্ত হাওয়াটার জন্যেই কাশি আসছে।'

'হুঁ, এখন তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ধোঁয়াটা বেজায় ঘন হয়েছে।'

'ঘন! এ তো অসহনীয়!'

'তাহ'লে জানলাটা খুলে দাও। তুমি বুঝি সারাদিনই ক্লাবে ছিলে? তা-ই তো মনে হচ্ছে!'

'হোমস!'

'ঠিক বলেছি কি না?'

'তা বলেছো, কিন্তু কী ক'রে—'

আমার বিমূঢ় দশা দেখে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'তোমার মধ্যে চমৎকার এক ধরনের টাটকা ভাব আছে, তাই তোমার ওপরে আমার সামান্য শক্তিটুকু চালিয়ে একটু মজা পাচ্ছি। এক ভদ্রলোক এক বর্ষাবাদলায় দিনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে এলেন একেবারে পরিপাটি, তাঁর মাথায় টুপি আর তাঁর বুট জুতো একেবারে চকচক করছে। তাঁর বিশেষ কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই। তাহ'লে, অ্যাঁ, তাহ'লে কোথায়, তিনি সারাদিন কাটাতে পারেন? ব্যাপারটা

খুব সহজ আর স্পষ্ট নয় কি?'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য খুবই স্পষ্ট।'

'পৃথিবীটা এমনি-সব স্পষ্ট জিনিশে ভর্তি, অথচ কেউ সে-সব ভালো ক'রে খেয়ালও করে না। আমি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম ব'লে তোমার মনে হয়?'

'তুমি তো এখানেই ঠায় বসেছিলে।'

'ঠিক তার উলটো। আমি ডেভনশিয়র গিয়েছিলাম।'

'মনে-মনে বুঝি?'

'ঠিক ধরেছো। আমার শরীরটাই শুধু এই আরামকেদারায় প'ড়ে ছিলো ; এবং দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমার অনুপস্থিতির ফাঁকে সে বড়ো-বড়ো দুই পাত্তর কফি আর অবিশ্বাস্য পরিমাণ তামাকু সেবন করেছে। তুমি চ'লে যাবার পর আমি স্ট্যানফোর্ডের কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম, জলাভূমির এই অংশটার জন্যে সামরিক মানচিত্র চেয়ে। সেই মানচিত্রের ওপর সারাদিন আমার মন বিচরণ করেছে। এটা অবশ্য আমি নিজেকে বাহাদুরি দিয়েই বলবো যে এখন সেখানে আমি আমার পথ খুঁজে পেতে পারবো।'

'খুব বড়োশড়ো কোনো মানচিত্র বুঝি?'

'খুবই বড়ো।' সে ওই মানচিত্রের একটা অংশের ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর পেতে রাখলো। 'এই যে দ্যাখো, জেলার যে-অংশটা আমাদের কাজে লাগবে তার নকশা। এর ঠিক মাঝখানটায় বাস্কারভিল হল।'

'তার চারপাশে বনজঙ্গল?'

'ঠিক বলেছো। নাম না-করা হ'লেও এই পাশে জলার দিকে সেই ইউ গাছের গলিটা গেছে, দেখতেই পাচ্ছো এই সরলরেখা বরাবর, ডানপাশে। এই-যে এখানে একসঙ্গে কতগুলো বাড়ি জড়াজড়ি ক'রে প'ড়ে আছে, সেটাই গ্রিম্পেন গ্রাম—যেখানে আমাদের ডাক্তার মর্টিমারের খাশ দফতর। দেখতেই পাচ্ছো এর পাঁচ মাইল ব্যাসের মধ্যে নেহাৎই অল্প কটি ছাড়া-ছাড়া বাড়িঘর রয়েছে। এটা হ'লো ল্যাফটার হল, কাহনের মধ্যে এর উল্লেখ ছিলো। এখানে এই-যে বাড়িটা দেখানো হয়েছে, সেটা সম্ভবত সেই প্রাণিবিজ্ঞানী স্টেপলটনের বাড়ি—যদি তাঁর নামটা আমার ঠিক মনে থেকে থাকে। এই-যে জলাভূমির দুটো গোলাবাড়ি, নাম হাইটর আর ফাউলমায়ার। তারপর চোদ্দ মাইল দূরে প্রিন্সটাউনের সেই সুবিখ্যাত জেলখানা। এ-সব ছড়ানো-ছিটোনো জায়গার মধ্যে এবং চারপাশে রয়েছে এই জনপ্রাণীহীন নিস্প্রাণ জলাভূমি। এইই, তাহ'লে, সেই নাটমঞ্চ যেখানে এই বিয়োগান্ত নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছে এবং যেখানে আমরা তার পুনরভিনয়ে যোগ দিতে পারি।'

'এ নিশ্চয়ই একটা জংলা জায়গা।'

'হ্যাঁ। সেইজন্যেই মঞ্চবিন্যাসটা দারুণ জুতসই। যদি মানুষের কাজে-কারবারে খোদ শয়তান তার হাত বাড়িয়ে দিতে চায়—'

'তাহ'লে তুমি নিজেও দেখছি ওই অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যাব দিকে ঝুঁকে পড়ছো!'

'শয়তানের দালালদের অবিশ্যি রক্তমাংসের শরীর হ'তে পারে—পারে না কি? গোড়াতেই দুটি প্রশ্ন আমাদের সামনে খাঁড়ার মতো জিজ্ঞাসাচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম—সত্যি কি কোনো দুষ্কর্ম ঘটানো হয়েছে—কোনো ফৌজদারি কাণ্ড? দ্বিতীয়টি হ'লো, তাহ'লে সেই দুষ্কর্মটি কী, এবং সেটা কীভাবে ঘটানো হয়েছে? অবশ্য ডাক্তার মর্টিমারের আন্দাজ যদি ঠিক হয় এবং আমরা যদি প্রকৃতির যাবতীয় সাধারণ বিধিব বাইরে কোনো অশুভ শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাই, তাহ'লে এখানেই আমাদের অনুসন্ধান খতম। কিন্তু এ-রকম কোনো সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছুবার আগে, আমাদের অন্য-সব অনুমানগুলোকে যাচাই ক'রে নিতে হবে। তুমি যদি কিছু মনে না-করো, তাহ'লে এবারে ওই জানলাটা আবার বন্ধ ক'রে দেয়া যায়। এটা অবিশ্যি খুবই খাপছাড়া বিষয় —কিন্তু আমি লক্ষ ক'রে দেখেছি কোনো ঘনসংহত পরিবেশেই মন খুব একাগ্রভাবে চিন্তা করতে পারে। অবশ্য এখনও আমি চিন্তা করবার সময় কোনো বাক্সপ্যাঁটরার মধ্যে ঢুকে পড়ি না, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাসগুলোর সেটাই যুক্তিসংগত পরিণতি। তুমি কি মামলাটা মনের মধ্যে উলটে-পালটে দেখেছো?'

'হ্যাঁ, সারাদিন আমি এ নিয়ে বিস্তর ভেবেছি।'

'তো তোমার কী মনে হয়?'

'বড্ড ধাঁধায় ফেলে দেয়।'

'এটা সত্যি যে মামলাটার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর মধ্যে কতগুলো বিশেষ বিবেচনাযোগ্য বিষয় আছে। যেমন, পদচিহ্নের বদলে-যাওয়া। এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়?'

'মর্টিমার বলছিলেন, সাব চার্লস গলির সেই অংশটায় পায়ের ডগায় ভর দিয়ে-দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'করোনারের আদালতে কোনো আহাম্মক যা বলেছিলো তিনি শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। কেউ কেন খামকা একটা গলির মধ্যে পায়ের ডগায় ভর দিয়ে হাঁটতে যাবে?'

'তাহ'লে কী?'

'তিনি ছুটে পালাচ্ছিলেন, ওয়াটসন। মরিয়ার মতো ছুটেছিলেন, প্রাণ হাতে ক'রে ছুটেছিলেন, অমনভাবে ছুটতে-ছুটতে শেষটায় তাঁর হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়ে আর তিনি মুখ থুবড়ে ম'রে প'ড়ে যান।'

'কিসের কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছিলেন?'

'সেইটেই তো আমাদের সমস্যা। ছোটবার আগে তিনি যে আতঙ্কে মৃতপ্রায় হ'য়ে উঠেছিলেন এ-রকম ভাবার কতগুলো ইঙ্গিত আছে'

'এ-কথা তুমি কী ক'রে বলছো?'

'আমি ধ'রে নিচ্ছি বিভীষিকাটি তাঁর সামনে এসে হাজির হয়েছিলো জলাভূমির দিক থেকে। যদি তা-ই হয়, এবং সেটাই সবচেয়ে সম্ভব—শুধু যে-লোকের বুদ্ধিভ্রংশ

হয়েছে, সে-ই বাড়ির দিকে না-গিয়ে তার *উলটো দিকে* ছুটবে। সেই বেদেটির এজাহার যদি সত্যি ব'লে ধ'রে নেয়া হয়, তিনি এমন দিকে সাহায্যের জন্যে আর্তচীৎকার করতে-করতে ছুটছিলেন, যেদিক থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা সবচাইতে কম ছিলো। তারপর আবার, তিনি সে-রাত্রে কার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, এবং কেনই বা তার জন্যে নিজের বাসভবনে অপেক্ষা না-ক'রে ইউ গাছের সারির মধ্যে অপেক্ষা করছিলেন?'

'তুমি মনে করো তিনি কারু জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?'

'মানুষটি প্রৌঢ় এবং রুগ্ন ও অশক্ত। সন্ধেবেলায় তিনি যদি হাওয়া খেতে বেরোন, সেটা না-হয় আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু সেদিন মাটি ছিলো ভেজা, আর রাতটা ছিলো বাদলা। সেখানে যদি তিনি পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়াতেন, তবে সেটাই স্বাভাবিক হ'তো —ডাক্তার মর্টিমার জাগতিক মানুষ ব'লে চুরুটের ছাই দেখে যা অনুমান করেছিলেন, এতটা কাণ্ডজ্ঞান আমি অবশ্য তাঁর কাছ থেকে আশা করিনি।'

'কিন্তু তিনি তো রোজ রাত্তিরেই বেরুতেন।'

'রোজই রাত্তিরে বেরিয়ে গিয়ে তিনি যে জলাভূমির ফটকটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমার কিন্তু সেটা সম্ভব ব'লে মনে হয়নি। বরং, সাক্ষীদের কথা থেকে এটাই জানা গেছে যে তিনি জলার দিকটাকে এড়িয়েই চলতেন। সেই রাত্রে কিন্তু তিনি সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। সেটা ছিলো তাঁর লণ্ডন চ'লে যাবার আগেকার রাত। বিষয়টা ক্রমশ স্পষ্ট আকার নিয়ে নিচ্ছে, ওয়াটসন। এর মধ্যে একটা সংগতির সূত্রও পাওয়া যাচ্ছে। তোমাকে কি আমি আমার বেহালাটা দেবার জন্যে অনুরোধ করতে পারি? আমরা বরং কাল সকালে ডাক্তার মর্টিমার আর সার হেনরি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা হবার সুযোগটা না-পাওয়া অব্দি এ-মামলাটা সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনাচিন্তা মুলতুবি ক'রে দিই।'

৪

সার হেনরি বাস্কারভিল

ছোটোহাজরির পর আমাদের খাবারটেবিল চট ক'রেই পরিষ্কার করা হ'য়ে গিয়েছিলো। হোমস ড্রেসিংগাউন প'রেই ওই প্রতিশ্রুত সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা করছিলো। আমাদের মক্কেলরা অবিশ্যি যথাসময়েই এসে হাজির হলেন, যখন ঘড়িতে সবে ঢং ঢং ক'রে দশটা বাজতে শুরু করেছে। ডাক্তার মর্টিমারকে ঘরে নিয়ে আসা হ'লো, আর তাঁর পেছন-পেছন এলেন তরুণ ব্যারনেট। এঁর বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি ; ছোটো-ছোটো সচকিত কালো দুটি চোখ, শরীরের গড়ন বলিষ্ঠ, ভুরু দুটো ঘন আর কালো, আর মুখখানি দেখে মনে হয় মানুষটা খুব লড়িয়ে আর দৃঢ়চেতা। তাঁর পরনে তামাটে রঙের টুইডের স্যুট, আর দেখে মনে হয় মানুষটা জীবনের অনেকটা সময়ই কাটিয়েছেন খোলা হাওয়ায়, রৌদ্রে পোড়া বৃষ্টিতে ভেজা মুখ। অথচ তবু তাঁর স্থির দৃষ্টিতে কিছু-একটা ছিলো, ছিলো একটা শান্ত আত্মনির্ভরতার ছাপ যা তাঁকে বিশিষ্ট ক'রে তুলেছিলো।

'ইনিই সার হেনরি বাস্কারভিল,' ডাক্তার মর্টিমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ, মিস্টার শার্লক হোমস,' তিনি ব'লে উঠলেন, 'যদি আমার এই বন্ধু আজ সকালে আপনার এখানে আসার প্রস্তাব না-করতেন তবে আমি নিজেই এসে আপনার সঙ্গে দেখা করতুম। যদ্দুর জানি আপনি সব ধাঁধা ও হেঁয়ালির জট ছাড়িয়ে দিতে পারেন —আর আজ সকালেই আমি এমন-একটা হেঁয়ালির পাল্লায় পড়েছি যে তার সমাধান করবার জন্যে আমার চাইতে অনেক বেশি মাথার দরকার।'

'অনুগ্রহ ক'রে আপনি ব'সে নিন, সার হেনরি। আপনি যা বলতে চাইছেন তা কি আমি ঠিক ধরতে পেরেছি? আপনি লণ্ডনে এসে পৌঁছুবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনার আচমকা কোনো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছে?'

'খুব গুরুতর-কিছু নয়, মিস্টার হোমস। সম্ভবত কেউ কোনো তামাশা করতে চাচ্ছিলো। এই সেই চিঠি—যদি অবশ্য এই চিরকুটটাকে আপনি চিঠি বলেন—যেটা আজ সকালেই আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।'

টেবিলের ওপর একটা লেফাফা রাখলেন তিনি, আর আমরা সবাই সেটার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। খুবই সাধারণ একটা খাম, ছাই রঙের। ঠিকানা লেখা : 'সার হেনরি বাস্কারভিল, নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেল'—ঠিকানাটার হাতের লেখা একটু রুক্ষ ও অসমান। ডাকঘরের ছাপ : 'চেয়ারিং ক্রস', আর চিঠি ডাকে দেবার তারিখ গতকাল সন্ধ্যার।

'আপনি যে নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে এসে উঠবেন, সে-খবর কারা-কারা

জানতো?' আমাদের অভ্যাগতটির দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে হোমস জিগেস করলে।

'কারুই জানার কথা নয়। ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে দেখা হ্বার পরই আমরা এটা স্থির করেছিলুম।'

'কিন্তু ডাক্তার মর্টিমার নিশ্চয়ই আগেই এই হোটেলে এসে উঠেছিলেন?'

'না। আমি আমার এক বন্ধুর কাছে গিয়ে উঠেছি,' ডাক্তার বললেন। 'আমরা যে এই হোটেলে গিয়ে উঠতে চাচ্ছি সে-কথা জানার কোনো উপায়ই কারু ছিলো না।

'হুম! কেউ-একজন দেখা যাচ্ছে আপনাদের গতিবিধি সম্বন্ধে খুব উৎসুক হ'য়ে উঠেছে।' লেফাফাটার মধ্য থেকে হোমস ফুলস্ক্যাপ কাগজের আধখানা তা বার ক'রে আনলে, কাগজটা চার ভাঁজ করা। ভাঁজ খুলে সে কাগজটা টেবিলের ওপর বিছিয়ে রাখলে। কাগজটার ঠিক মাঝখানে একটাই বাক্য, ছাপানো হরফ আঠা দিয়ে সেঁটে-সেঁটে বাক্যটা তৈরি করা : 'যদি তোমার জীবনের মূল্য থাকে, কিংবা যদি না-চাও যে তোমার যুক্তিভ্রংশ হোক, তবে *জলাভূমি* থেকে দূরে থেকো।' শুধু জলাভূমি কথাটাই কালি দিয়ে লেখা।

'এবারে,' সার হেনরি বাস্কারভিল বললেন, 'হয়তো আপনি আমায় বুঝিয়ে বলতে পারবেন, মিস্টার হোমস, এই ব্যাপারটার অর্থ কী, আর কেই বা আমার ব্যাপারে এমনভাবে মাথা ঘামাচ্ছে?'

'আপনার কী মনে হয়, ডাক্তার মর্টিমার? আপনি নিশ্চয়ই এবারে মানবেন যে এখানে অন্তত কোনো অতিপ্রাকৃতের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে না?'

'তা নেই বটে, তবে এমনও তো হ'তে পারে যে এটা পাঠিয়েছে, সে নিশ্চয়ই ধ'রেই নিয়েছে যে ব্যাপারটা অতিপ্রাকৃত, ভুতুড়ে।'

'কোন ব্যাপার?' একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই জিগেস করলেন সার হেনরি বাস্কারভিল। 'সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে আমার নিজের ব্যাপারে আমি যতটা জানি, আপনারা সবাই তার চাইতে ঢের বেশি জানেন।'

'এ-ঘর ছেড়ে যাবার আগে আমরা কে কতটা কী জানি সব আপনি জেনে যাবেন, সার হেনরি, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি', শার্লক হোমস বললে। 'আপাতত আমরা —আপনার অনুমতি নিয়ে—এই ভারি কৌতূহলোদ্দীপক নথিটাতেই আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ক'রে রাখি। এই হরফগুলো নিশ্চয়ই কাল সন্ধেবেলাতেই আঠা দিয়ে কাগজে জুড়ে দেয়া হয়েছিলো, তারপর ডাকে দেয়া হয়েছিলো। ওয়াটসন, কালকের *টাইমস* কাগজটা তোমার কাছে আছে?'

'এই-যে, ওই কোণায় রয়েছে।'

'তোমাকে একটু বিরক্ত করবো ওটার জন্যে? ভেতরের পাতা খোলো তো, যেখানে প্রধান সব নিবন্ধ থাকে।' সে চট ক'রে সম্পাদকীয় পাতাটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিলে, ওপর থোক নিচে সবগুলো কলামই সে দেখেছে। 'মুক্ত বাণিজ্যের ওপর নিবন্ধটা চমৎকার হয়েছে। এটা থেকে একটু অংশ আমার প'ড়ে শোনাতে দিন। "আপনাকে

হয়তো সুমধুর কথায় তোয়াজ করিয়া ইহা ভাবিতে বলিবে যে আপনার বিশেষ ব্যবসায় কিংবা আপনার শিল্পপ্রকল্পকে একটি সুরক্ষা শুল্কমাশুল ধার্য করিয়া উৎসাহিত করা হইবে, কিন্তু ইহা তো যুক্তিরই কথা যে এইরূপ বিধিপ্রণয়ন শেষ পর্যন্ত দেশ হইতে সমস্ত সম্পদকেই শত হস্ত দূরে রাখিবে, আমাদের যাবতীয় আমদানির মূল্য হ্রাস করিবে এবং এই দ্বীপের জীবনযাপনের সাধারণ মান অবনত করিবে।" এ-সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, ওয়াটসন?" হোমস চেঁচিয়ে জিগেস করলে, তার গলায় একটি তীক্ষ্ণ উল্লাস, পরম পরিতোষভাবে সে তখন তার দু-হাত কচলাচ্ছে। 'তোমার কি মনে হয় না এ একটা দারুণ তারিফ করার মতো মত?'

ডাক্তার মর্টিমার তখন তাঁর পেশাদারি কৌতূহল নিয়ে হোমসের দিকে তাকিয়ে আছেন আর সার হেনরি বাস্কারভিল তাঁর বিমূঢ় দুই কালো চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'আমি ওই শুল্ক বা মাশুল সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না,' তিনি বললেন, 'তবে আমার মনে হয় আমরা বোধহয় ওই চিরকুটটা থেকে অনেকটা দূরে স'রে এসেছি।'

'উঁহু, ঠিক তার উলটো, আমার তো মনে হয় আমরা তার পেছনে দুরন্ত বেগে তাড়া ক'রে যাচ্ছি, সার হেনরি। ওয়াটসন এখানে আমার কাজের ঘাতঘোঁত সম্বন্ধে অনেক বেশি জানে, আপনারা অতটা জানেন না, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এমনকী সেও সম্ভবত এই বাক্যটার তাৎপর্য ঠিকঠাক ধরতে পারেনি।'

'না, আমি কবুল করছি যে আমি এদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ-সূত্রই দেখতে পাচ্ছি না।'

'অথচ তবু, প্রিয় ওয়াটসন, বন্ধু আমার, এ-দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ আছে, একটা থেকেই আরেকটাকে তুলে আনা হয়েছে। "আপনি", "আপনার", "জীবন", "যুক্তি", "মূল্য", "দূরে" ইত্যাদি। এখনও কি তুমি বুঝতে পারছো না কোত্থেকে এই শব্দগুলো নেয়া হয়েছে।

'আলবৎ! আপনি ঠিকই বলেছেন! সত্যি, কী আশ্চর্য বুদ্ধি।' চেঁচিয়ে উঠলেন সার হেনরি।

'কোনো সন্দেহের অবকাশ যদি থেকেও থাকতো, তবে ওই "দূরে" আর "মূল্য" কথা দুটি তাকে নিঃসংশয় প্রমাণ ক'রে দিয়েছে।'

'হ্যাঁ, এখন দেখতে পাচ্ছি—তা-ই হবে!'

'সত্যি, মিস্টার হোমস, আমি যা-যা ভাবতে পারতাম এ যে দেখছি তাকেও ছাড়িয়ে গেছে,' বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মর্টিমার বললেন। 'এটা আমি বুঝতে পারি যে যে-কেউ বলতে পারতো কথাগুলো কেউ কোনো খবরকাগজ থেকে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে, কিন্তু আপনি যে খবরকাগজটার নামটা অব্দি বলতে পারলেন, এবং আরো বললেন যে কথাগুলো নেয়া হয়েছে প্রধান নিবন্ধ থেকে,

সত্যি, এ খুবই আশ্চর্য কাণ্ড। কী ক'রে আপনি ব্যাপারটা ধরলেন?'

'আমি ধ'রে নিচ্ছি, ডাক্তার, আপনি করোটি দেখে ব'লে দিতে পারবেন কোন্‌টা কোনো নিগ্রোর আর কোনটাই বা কোনো এস্কিমোর?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কেমন ক'রে?'

'কারণ এটাই হচ্ছে আমার বিশেষ শখ। তফাৎগুলো অতি স্পষ্ট। চক্ষুকোটরের শীর্ষ, আননের কোণ, চোয়ালের হাড়ের বক্রতা—'

'কিন্তু এও আমার বিশেষ শখের ব্যাপার। এবং তফাৎগুলোও অতি স্পষ্ট। আমার চোখে *টাইমস* কাগজের প্রধান নিবন্ধের বর্জাইস হরফ আর যা-তা ক'রে ছাপা কোনো আধপেনি দামের সান্ধ্যকাগজের ছাপায় ঠিক ততখানিই তফাৎ থাকে যতখানি তফাৎ থাকে আপনার ওই নিগ্রো আর এস্কিমোর মধ্যে। অপবাধতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের কাছে কোন হরফ কী, তা চেনা একটি সহজপাঠের প্রথম ভাগ, যদিও আমি স্বীকার করছি যে আমি যখন খুব ছোটো ছিলাম তখন আমি *লিডস মারকারি* আর *ওয়েস্টার্ন মর্নিং নিউজ* কাগজ দুটোর মধ্যে গুলিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু *টাইমস* পত্রিকার কোনো প্রধান নিবন্ধর হরফের ছাঁচের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, এবং এই কথাগুলো অন্য কোনোখান থেকে নেয়াই যেতো না। আর এ তো গতকালই কেউ করেছিলো, ফলে সবচেয়ে জোরালো সম্ভাবনাটা ছিলো যে কথাগুলো আমরা গতকালের কাগজেই পেয়ে যাবো।'

'আমি আপনার কথা যতদূর ধরতে পারছি, মিস্টার হোমস,' সার হেনরি বাস্কারভিল বললেন, 'কেউ নিশ্চয়ই এই সন্দেশটি কোনো কাঁচি দিয়ে কেটে—'

'নখ কাটার কাঁচি,' বললে হোমস। 'দেখতেই পাচ্ছেন এটা খুব ছোটো ফলাওলা কোনো কাঁচি দিয়ে কাটা—'

'আচ্ছা, তা-ই। কেউ-একজন, তাহ'লে, কোনো ছোটো ফলাওলা নখ কাটার কাঁচি দিয়ে কেটে, আঠা দিয়ে কাগজে জুড়েছে—'

'গঁদ দিয়ে', বললে হোমস।

'গঁদ দিয়ে কাগজে সেঁটেছে। তবে একটা জিনিশ আমি জানতে চাচ্ছি—"জলাভূমি" কথাটা কেন হাতে লিখে দিয়েছে?'

'কারণ সে সেটা ছাপার হরফে খবরের কাগজে পায়নি। অন্য কথাগুলো খুব সবল সোজা, যে-কোনো সংখ্যাতেই হয়তো পাওয়া যেতো, কিন্তু "জলাভূমি" কথাটা সচরাচর পাওয়া যায় না।'

'আরে, তা-ই তো, এতেই তো ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এই হুঁশিয়ারিটা থেকে আপনি কি আরো-কিছু পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন, মিস্টার হোমস?'

'আরো একটা-দুটো ইঙ্গিত অবশ্য আছে, অথচ সমস্ত সূত্র হাপিশ ক'রে দেবার জন্যে কত কষ্ট করেছে, দেখুন। ঠিকানাটা, খেয়াল করেছেন নিশ্চয়ই, বড়ো-বড়ো ক'রে কাঁচা হাতের হরফে লেখা। কিন্তু *টাইমস* এমন-একটা কাগজ যা খুব উচ্চশিক্ষিত মানুষ

ছাড়া আর-কারু হাতে কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা সেইজন্যে, এটা নিশ্চয়ই ধ'রে নিতে পারি যে এই চিঠিটা কোনো শিক্ষিত লোকের দ্বারাই রচিত যে ওই আঁকাবাঁকা কাঁচা হাতের লেখা দিয়ে নিজেকে অশিক্ষিত ব'লে সাজাতে চাচ্ছিলো, আর তার নিজের হাতের লেখা গোপন করার চেষ্টা এটাই ইশারা করে যে তার হাতের লেখা আপনি হয়তো চেনেন, কিংবা অচিরেই চিনে ফেলতে পারবেন। আরো-একটা জিনিশ খেয়াল করুন : কথাগুলো কিন্তু গঁদ দিয়ে কোনো নিখুঁত সরল রেখায় বসানো হয়নি, কোনো-কোনো শব্দ একটু উঁচুতে বসানো। "জীবন" কথাটা যেমন তার যথাযোগ্য স্থান থেকে অনেকটাই দূরে বসানো। এ থেকে মনে হ'তে পারে কাজটা সে করেছে হেলাফেলা ক'রে। কিংবা হয়তো সে উত্তেজিতভাবে খুব তাড়াহুড়ো করছিলো। আমার মোটের ওপর মনে হয় শেষের সন্দেহটাই ঠিক, কেননা এ-রকম কোনো বার্তা যে রচনা করতে পারে সে খুব-একটা হেলাফেলা করবে ব'লে মনে হয় না। যদি তার বেদম তাড়া থেকে থাকে, তাহ'লে তা আবার আরেকটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের পথ খুলে দেয়—তার অতটা তাড়া থাকবে কেন, কেননা যে-কোনো চিঠি খুব ভোরবেলায় ডাকে দিলেই তো সার হেনরি হোটেল ছেড়ে বেরুবার আগে তাঁর হাতে পৌঁছে যাবে। তাহ'লে ওই রচয়িতা কি কাজে কোনো বাধা পড়বে ব'লে আশঙ্কা করেছিলো—আর বাধার আশঙ্কা যদি ক'রেই থাকে, তবে কার কাছ থেকে?'

'আমরা কিন্তু এখন একেবারে আন্দাজেই সবকিছু বলতে শুরু ক'রে দিয়েছি,' বললেন ডাক্তার মর্টিমার।

'বরং বলুন, আমরা সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখে জানতে চাচ্ছি কোনটা বেশি সম্ভব। কল্পনাশক্তির এইই হ'লো বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ, কিন্তু আমাদের সব অনুমান শুরু করবার জন্যে একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। এখন, আপনি হয়তো বলবেন, এ নিছকই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া, কিন্তু প্রায় নিশ্চিত হ'য়েই বলতে পারি এই ঠিকানাটা কোনো হোটেলে ব'সে লেখা হয়েছে।'

'এ-কথাটা আপনি বলছেন কী ক'রে?'

'আপনি যদি একটু খুঁটিয়ে দ্যাখেন, তাহ'লে দেখতে পাবেন কলম এবং কালি দুইই এই রচয়িতাকে বেগ দিয়েছিলো। একই শব্দের ওপর দু-দুবার কালি ছিটিয়েছে কলম, আর এই ছোট্ট ঠিকানাটা লিখতে গিয়ে তিন-তিনবার কলমের কালি শুকিয়েছে! এখন, কারু নিজের কলম বা দোয়াতদানির এমন বেহাল দশা কদাচিৎ হয়, তার ওপর কলম এবং কালি দুইই যদি এমন হয় তো সে একটা দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু আপনারা তো জানেনই হোটেলের কালি আর কলমের দশা কেমন থাকে, সেখানে বরং অন্যরকম হওয়াটাই দুর্লভ ব্যাপার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার এ-কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে আমরা যদি চেয়ারিং ক্রস-এর আশপাশের হোটেলগুলোর বাজে কাগজের ঝুড়িগুলো খুঁজে দেখি তাহ'লে ওই কাটা-ছেঁড়া *টাইমস* কাগজের প্রধান নিবন্ধের বাকি অংশটা আবিষ্কার করতে পারবো আর তাহ'লেই আমরা সরাসরি পাকড়ে ফেলতে পারবো কোন সে লোক এই বিশেষ

লিখেছে। আরে! আরে! এটা কী?'

হোমস ফুলস্ক্যাপ কাগজটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিলো, তারওপরেই কথাগুলো গঁদ দিয়ে সাঁটা, তার চোখের প্রায় দু-এক ইঞ্চি দূরে সে কাগজটা ধ'রে রেখেছিলো।

'কী?'

'না, কিছু না,' কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে সে বললে। 'ফুলস্ক্যাপ কাগজের আধখানা তা, তাতে কিছু লেখা ছিলো না, এমনকী তার ওপর কোনো জলছাপও নেই। আমার মনে হয়, এই অদ্ভুত সন্দেশটি থেকে যা-কিছু নিংড়ে বার করা সম্ভব, সবই আমরা ক'রে ফেলেছি। তা এখন, সার হেনরি, বলুন তো, আপনি লণ্ডনে এসে পৌঁছুবার পর আর-কোনো বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে কি?'

'না, মিস্টার হোমস, আমার মনে হয় না অদ্ভুত আর-কিছু ঘটেছে।'

'কেউ আপনাকে অনুসরণ করছিলো বা আপনার ওপর নজর রাখছিলো?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি একটা শস্তা উপন্যাসের মধ্যে এসে পড়েছি,' বললেন আমাদের অভ্যাগত। 'আমাকে কেউ নজরেই বা রাখবে কেন, অথবা আমার পেছন নিতেও বা যাবে কেন?'

'এক্ষুনি আমরা সেই ব্যাপারে এসে পৌঁছুবো। তবে তার আগে বলুন আমরা এই ব্যাপারটা হাতে নেবার আগে, আপনার আর-কিছু জানবার আছে কি না?'

'তা অবশ্য নির্ভর করে কাকে আপনি জ্ঞাতব্য তথ্য বলেন, তার ওপর।'

'আমার মনে হয় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বাইরে যা-কিছু ঘটে তা-ই জানাবার যোগ্য।'

সার হেনরি একটু হাসলেন। 'আমি অবশ্য এখনও ব্রিটিশ জীবনযাত্রার ধাত কিছুই জানি না, কারণ আমার সারা জীবনটাই কেটেছে মার্কিন মুলুকে আর ক্যানাডায়। তবে আমি আশা করি আপনার বুট জুতোজোড়ার এক পাটি খোয়া যাওয়া এখানকার সাধারণ জীবনযাত্রার অঙ্গ নয়।'

'আপনি আপনার বুট জুতোর এক পাটি খুইয়েছেন?'

'শুনুন, মিস্টার হোমস,' ডাক্তার মর্টিমার চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এ হয়তো অসাবধানে ভুল ক'রে অন্য-কোথাও রাখা হয়েছে। এ-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মিস্টার হোমসকে উত্যক্ত ক'রে কী লাভ? হোটেলে ফিরে গেলেই সেই জুতোটা খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'মানে, উনি বললেন কি না সাধারণ দৈনন্দিন ক্রমের বাইরে কিছু ঘটেছে কি না জানাতে।'

'ঠিক তা-ই,' বললে হোমস। 'ঘটনাটা যতই বোকা-বোকা ঠেকুক না কেন, আপনি আপনার জুতোর এক পাটি হারিয়েছেন, বলছেন?'

'হয়তো, ভুল ক'রে অন্য-কোথাও রেখেছি। কাল রাত্তিরে আমি দু-পাটিই আমার ঘরের দরজার বাইরে রেখে দিয়েছিলুম, তারপর সকালে উঠে দেখি একটা পাটিই শুধু আছে। যে-ছোকরা জুটো-টুতো সাফ করে, তার কথাবার্তা থেকে আমি মাথামুণ্ডু কিছুই

বার করতে পারিনি। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হ'লো যে আমি সবে কাল রাত্তিরেই স্ট্র্যাণ্ড থেকে ওই জুতো জোড়া কিনেছিলুম, এবং এমনকী একবারও সেগুলো পায়ে দিইনি।'

'একবারও যদি না-প'রে থাকেন, তাহ'লে আপনি সেগুলো সাফ করবার জন্যে দরজার বাইরে রেখেছিলেন কেন?'

'জুতোজোড়া ছিলো ট্যান-করা চামড়ার, তাদের ওপর একবারও জুতোর কালির পোঁচ পড়েনি। সেইজন্যেই আমি ওগুলো বাইরে রেখেছিলুম।'

'তাহ'লে আমি ধ'রে নিচ্ছি যে কাল লণ্ডনে এসে পৌঁছুবার পর আপনি তক্ষুনি বেরিয়েছিলেন এবং একজোড়া জুতো কিনে এনেছিলেন?'

'বেশ-কিছু কেনাকাটা করেছি আমি। ডাক্তার মর্টিমারও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন। দেখুন, আমাকে যদি ওখানে গিয়ে জমিদারি সামলাতে হয় তাহ'লে আমাকে ঠিকঠাক সাজপোশাক করতে হবে বৈ কি। ওই পশ্চিমে আমি হয়তো জীবনযাপনের ব্যাপারে ধরাবাঁধা রীতিনীতি মানিনি। অন্য-সব জিনিশের সাথে-সাথে আমি এই বাদামি রঙের বুটজুতোও কিনেছিলুম—ওর জন্যে আমার ছয়-ছয় ডলার খসাতে হয়েছে—আর একবারও পায়ে দেবার আগে কি না এক পাটি চুরি হ'য়ে গেলো!'

'এক পাটি জুতো চুরি ক'রে কার কোন ফায়দা হবে? এ তো চোরের কোনো কাজেই লাগবে না,' বললে শার্লক হোমস। 'আমি কিন্তু ডাক্তার মর্টিমারের সঙ্গে একমত—হোটেলে গিয়েই হয়তো আপনি হারানো জুতোর পাটি খুঁজে পেয়ে যাবেন।'

'তাহ'লে এবার, মহোদয়গণ,' ব্যারনেট তাঁর মনস্থির ক'রে নিয়ে বললেন, 'আমি খুব অল্পই জানি, কিন্তু সে নিয়েই এতক্ষণ আমি বিস্তর বকবক করেছি। এবার কিন্তু আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সময় এসেছে। আমরা ঠিক কিসের মধ্যে এসে পড়েছি তার এক পুরোদস্তুর বিবরণ বা ব্যাখ্যা দিন এখন।'

'আপনার অনুরোধের মধ্যে যুক্তি আছে,' হোমস উত্তর দিলে। 'ডাক্তার মর্টিমার, আমার মনে হয় আপনি আমাদের যে-কাহনটা শুনিয়েছিলেন সেটা এঁকে শুনিয়ে দেবার চাইতে ভালো-কিছু আর হ'তে পারে না।'

এভাবে উসকে দেয়ায়, আমাদের বিজ্ঞানী বন্ধু তাঁর পকেট থেকে কাগজের তাড়াটা বার ক'রে আনলেন, গতকাল সকালে যেমন প'ড়ে শুনিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই পুরো গল্পটা প'ড়ে শোনালেন। সার হেনরি বাস্কারভিল গভীর মনোযোগের সঙ্গে সবটা শুনলেন—শুধু মাঝে-মাঝে বিস্ময়ে অস্ফুট আওয়াজ ক'রে উঠছিলেন।

'হুঁ, মনে হচ্ছে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এমন-একটা সম্পত্তি পেয়েছি যার সঙ্গে প্রতিশোধের ব্যাপারটা জড়ানো,' এই বড়ো গল্পটা শেষ হ'য়ে যাবার পর তিনি বললেন। 'আমিও অবশ্য ওই হাউণ্ডের গল্পটা শুনেছি, একেবারে বাচ্চা বয়েসেই, যখন হাতেখড়ি হচ্ছিলো। বাড়ির সবার কাছেই গল্পটা দারুণ প্রিয় ছিলো, যদিও আমি কিন্তু কখনোই এটাকে সিরিয়াসভাবে নেবার কথা ভাবিনি। তবে আমার জ্যাঠামশায়ের মৃত্যু—হ্যাঁ,

তারপর থেকে পুরো গল্পটাই আমার মাথায় যেন টগবগ ক'রে ফুটছে। এখনও আমি ব্যাপারটা ঠিক স্পষ্ট ক'রে বুঝতে পারছি না। এ কি কোনো পুলিশের কাজ, না কি গির্জের কোনো পুরুতের—এ-বিষয়ে আপনারাও দেখছি এখনও মনস্থির ক'রে উঠতে পারেননি।'

'ঠিক তা-ই।'

'এবং তার ওপরে, এখন আবার হোটেলে আমার কাছে এই চিঠি এলো। মনে হয় এও মামলাটার মধ্যে খাপ খেয়ে যায়।'

'এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে জলাভূমিতে কী-সব কাণ্ড-টাণ্ড হয়, সে-সম্বন্ধে কেউ-একজন আমাদের চাইতেও অনেকবেশি ওয়াকিবহাল,' বললেন ডাক্তার মর্টিমার।

'তাছাড়া,' হোমস বললে, 'সেই কেউ-একজন আপনার অকল্যাণ চায় না, কারণ সে তো আপনাকে বিপদ সম্বন্ধে সাবধান ক'রেই দিচ্ছে।'

'কিংবা হয়তো সে বা তারা নিজেদের মতলব হাঁসিল করবে ব'লে আমাকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে ভাগিয়ে দিতে চাইছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক, সেটাও সম্ভব। আমি আপনার কাছে ঋণী হ'য়ে রইলাম, ডাক্তার মর্টিমার : আপনি এমন-একটা সমস্যা এনে উপস্থাপিত করেছেন যার বেশ কতগুলো চিত্তাকর্ষক বিকল্প আছে। কিন্তু, সার হেনরি, এখন যে ব্যাবহারিক বিষয়টা নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটা এই : বাস্কারভিল হলে আপনার যাওয়াটা সমীচীন হবে কি না।'

'যাবো না-ই বা কেন?'

'বিপদের আশঙ্কা তো আছে।'

'বিপদ কার কাছ থেকে আসবে? বংশের ওই বিভীষিকাটির কাছ থেকে, না জলজ্যান্ত মানুষদের কাছ থেকে?'

'হ্যাঁ, সেটা আমাদের আবিষ্কার করতে হবে।'

'উত্তর যা-ই হোক, আমার উত্তর কিন্তু স্থির হ'য়েই আছে। নরকের মধ্যে কোনো শয়তান থাকে না, মিস্টার হোমস, আর দুনিয়ায় এমন-কোনো লোক নেই যে আমাকে আমার নিজের পারিবারিক বাড়িতে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে পারে। আর এটাকে আপনি আমার শেষ উত্তর ব'লেই ধ'রে নেবেন।' কথা বলবার সময় তাঁর ঘন কালো ভুরু দুটি কুঞ্চিত হ'য়ে এলো আর তাঁর মুখে জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো এক ঘন লাল আভা। স্পষ্ট বোঝা গেলো, বাস্কারভিলদের শেষ বংশধরের মধ্যেও সেই গনগনে রগচটা ভাবটা এখনও নিভে যায়নি। 'ইতিমধ্যে,' তিনি বললেন 'আপনি যতক্ষণ ধ'রে আমায় যা-যা বললেন, তা ভেবে দেখবার কোনো সময়ই আমি পাইনি। সবকিছু বুঝে ফেলা এবং তারপর বুঝে-শুনে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া—একবারেই কারু পক্ষে সেটা করতে ক'রে ফেলা বেশ বৃহৎ ব্যাপার। মনস্থির ক'রে নেবার আগে আমাকে একা-একা ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু তলিয়ে দেখতে হবে। শুনুন, মিস্টার হোমস, এখন সাড়ে-এগারোটা বাজে, আমি সোজা আমার হোটেলে ফিরে যাচ্ছি। ধরুন, আপনি এবং আপনার বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন,

পরে আমার হোটেলে এসে আমার সঙ্গেই মধ্যাহ্ন ভোজ সারলেন—ধরুন, এই বেলা দুটো নাগাদ? ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন ঠেকছে সেটা তখন আমি আপনাদের আরো স্পষ্টভাবে ব'লে দিতে পারবো।'

'কী, তোমার সুবিধে হবে তো, ওয়াটসন?'

'চমৎকার হবে।'

'তাহ'লে আপনি আমাদের তখন আশা করতে পারেন। আমি কি কোনো গাড়ি ডেকে পাঠাবো?'

'হাঁটতেই আমার ভালো লাগবে, কারণ এই ব্যাপারটা আমাকে একটু বিভ্রান্তই ক'রে তুলেছে।'

'আমি সানন্দে আপনার সঙ্গে যোগ দেবো,' বললেন তাঁর সঙ্গী।

'আচ্ছা, তাহ'লে বেলা দুটোয় আবার আমাদের দেখা হবে। ও ভোয়া, এবং সুপ্রভাত।'

সিঁড়ির ওপর দিয়ে, অভ্যাগতদের পায়ের আওয়াজ নিচে নেমে যাচ্ছে, শুনতে পেলাম, তারপর দুম ক'রে সদর দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মুহূর্তের মধ্যে হোমস অলস স্বপ্নদ্রষ্টা থেকে একেবারে দুর্দান্ত কর্মঠ লোকে বদলে গেলো।

'তোমার টুপি আর বুটজুতো, ওয়াটসন, চটপট। এক মুহূর্তও নষ্ট করার মতো সময় নেই!' হোমস ড্রেসিংগাউন প'রেই তার নিজের ঘরে ছুটে গেলো, কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে যখন এলো তখন তার পরনে একটা ফ্রককোট। আমরা তাড়াহুড়ো ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় এসে পড়লাম। ডাক্তার মর্টিমার আর বাস্কারভিলকে তখনও আমাদেব চেয়ে প্রায় দুশো গজ দূরে অক্সফোর্ড স্ট্রিটের দিকে যেতে দেখা যাচ্ছে।

'কী? ছুটে গিয়ে ওঁদের থামাবো নাকি?'

'না, না, ওয়াটসন, সারা জগতের বিনিময়েও নয়। তোমার সাহচর্যেই আমি চমৎকার তুষ্ট হ'য়ে আছি, অবশ্য তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে আপত্তি না-করো। আমাদের এই বন্ধুরা খুবই বিচক্ষণ দেখছি, কারণ হাঁটবার পক্ষে আজকের সকালটা কিন্তু চমৎকার।'

সে চলার গতি বাড়িয়ে দিলে, যতক্ষণ-না আমরা তাঁদের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব আদ্ধেকটা কমিয়ে আনলাম। তারপর, তখনও প্রায় শো খানেক গজ পেছনে থেকে, আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম অক্সফোর্ড স্ট্রিটে, আর তারপর রিজেন্ট স্ট্রিটে। একবার আমাদের বন্ধুরা থেমে দাঁড়িয়ে একটা দোকানের জানলার দিকে তাকিয়েছিলেন, তা দেখে হোমসও তা-ই করেছিলো। এক মুহূর্ত পরেই সে খুশি হ'য়ে ছোট্ট একটা আওয়াজ করলে, তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আমি দেখি দু-চাকার একটা হ্যানসম ঘোড়ার গাড়ি, তার ভেতরে কে-একজন ব'সে আছে, সেটা রাস্তার অন্যপাশে থেমে দাঁড়িয়েছিলো, এখন আবার আস্তে-আস্তে সামনে প্রায় দুলকিচালে এগিয়ে যাচ্ছে।

'ও-ই আমাদের লোক, ওয়াটসন! চ'লে এসো! আর-কিছু যদি নাও পারি,

লোকটাকে একটু ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে নিতে হবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি দেখতে পেলাম, ঘোড়ার গাড়ির পাশের জানলাটা দিয়ে একটা মুখ—তার গালভর্তি ঝোপের মতো কালো দাড়ি, চোখ দুটির দৃষ্টি অন্তর্ভেদী, আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তক্ষুনি কিন্তু গাড়ির ওপরের চোরাদরজাটা ঝপ ক'রে উঠে গেলো, কোচোয়ানকে কী যেন চীৎকার ক'রে বলা হ'লো, আর হ্যানসমটা খ্যাপার মতো রিজেন্ট স্ট্রিট ধ'রে ছুটে গেলো। হোমস চারদিকে সাগ্রহে আরেকটা ঘোড়ার গাড়ির জন্যে চোখ বুলিয়ে নিলে, কিন্তু ফাঁকা কোনো গাড়িই আমাদের চোখে পড়লো না। তখন সে খ্যাপার মতো ওই গাড়ি-ঘোড়ার স্রোতের মধ্যে তার পেছনে ছোটবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ওই গাড়িটা খুব জোরেই ছুটতে শুরু করেছিলো, এরই মধ্যে সেটা নজরের বাইরে চ'লে গিয়েছে।

'যাচ্চ'লে।' গাড়ি-ঘোড়ার মধ্য থেকে হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরে এসে জেরবার হোমস তেতো গলায় ব'লে উঠলো। 'এমন দুর্ভাগ্য আর ব্যবস্থাপনার এতটা দুরবস্থা কখনও দেখেছো? ওয়াটসন, ওয়াটসন, তুমি যদি সৎ হ'য়ে থাকো তাহ'লে এরও কথা তুমি লিখে রাখবে—আমার সাফল্যের পাশাপাশি এই ব্যর্থতা।'

'লোকটা কে?'

'আমার কোনো ধারণাই নেই।'

'কোনো চর? নজরদার?'

'শোনো। আমরা এতক্ষণ ধ'রে যা-যা শুনেছি তাতে বোঝা গেছে যে এই মহানগরীতে এসে পৌছুবার পর থেকেই বাস্কারভিলকে কেউ-একজন ছায়ার মতো অনুসরণ করছিলো। তিনি যে নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলেই থাকবেন ব'লে ঠিক করেছেন সে-কথাটা না-হ'লে এত তাড়াতাড়ি চাউর হ'য়ে গেলো কী ক'রে? যদি তারা প্রথমদিনেই তাঁর পেছনে লেপটে লেগে থাকে, তবে তারা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় দিনেও তাঁকে অনুসরণ করবে—আমি এটাই আঁচ করেছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছো যে ডাক্তার মর্টিমার যখন এই দীর্ঘ কিংবদন্তিটি প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন আমি দু-দুবার পায়চারি করতে-করতে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, তা আমার মনে আছে বৈ কি।'

'আমি রাস্তার পথচারীদের দেখবার জন্যে তাকাচ্ছিলাম, কিন্তু একজনও আমার চোখে পড়েনি। আমরা ভারি ধূর্ত কারু পাল্লায় পড়েছি, ওয়াটসন। ব্যাপারটা খুব গভীরে গিয়ে পৌছেছে, যদিও আমি শেষ অব্দি অন্তত এখনও মনস্থির ক'রে উঠতে পারিনি আমরা কার সংস্পর্শে এসে পড়েছি—সে কি কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী, না কি কোনো পাজি বদমায়েশ। অথচ সারাক্ষণ টের পেয়েছি পেছনে সবসময়েই একটা ক্ষমতা আর ষড়যন্ত্রের ভাব থেকে যাচ্ছে। আমাদের বন্ধুরা বিদায় নেবামাত্র আমি তক্ষুনি তাঁদের পেছন নিয়েছিলাম শুধু সেই অদৃশ্য পরিচরকে চিনে ফেলবার জন্যে। লোকটা এমনি ধুরন্ধর যে সে পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে চায়নি, সে একটা গাড়ি অব্দি ভাড়া ক'রে রেখেছিলো,

যাতে সে পেছন-পেছন আস্তে যেতে পারে অথবা দরকার হ'লে হুড়মুড় ক'রে তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে পারে, যাতে কারু নজরে না-পড়ে। তার মতলবের আরো-একটা বাড়তি সুবিধে ছিলো এই যে এঁরা যদি কোনো গাড়ি ভাড়া করেন, তবে সেও তাদের পেছন নেবার জন্যে তৈরি হ'য়ে আছে। অবশ্য এর একটা স্পষ্ট অসুবিধেও আছে।'

'তাকে কোচোয়ানের আওতাতেই থাকতে হবে।'

'ঠিক তা-ই।'

'কী দুর্ভাগ্য যে আমরা নম্বরটা টুকে নিতে পারিনি।'

'প্রিয় ওয়াটসন, এটা ঠিক যে আমি বেশ বেহুঁশিয়ারই ছিলাম, তবে তুমি নিশ্চয়ই সত্যি-সত্যি ভাবোনি যে আমি নম্বরটা টুকে নিতে পারিনি? ২৭০৪ গাড়ির কোচোয়ানই আমাদের লোক। তবে সেটা আপাতত আমাদের কোনো কাজেই আসবে না।'

'তুমি এর চেয়ে বেশি কী-যে আর করতে পারতে, তা-ই আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'গাড়িটা দেখবামাত্র আমার উচিত ছিলো তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উলটো দিকে হেঁটে যাওয়া। তাহ'লে আমি ধীরে-সুস্থে আরেকটা গাড়ি ভাড়া করতে পারতাম, এবং বেশ সসম্ভ্রম দূরত্ব রেখেই প্রথম গাড়িটার পেছন নিতে পারতাম, কিংবা আরো ভালো হ'তো, সরাসরি ওই নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে গিয়েই সেটার জন্যে ওত পেতে ব'সে থাকতে পারতাম। আমাদের এই অজানা লোকটা যখন বাস্কারভিলকে অনুসরণ ক'রে তাঁর আস্তানায় গিয়ে পৌঁছুতো আমাদের তখন তার সঙ্গে তার নিজের খেলাটি খেলবারই সুযোগ থেকে যেতো, তাহ'লে আমরাও দেখতে পেতাম সে কোথায় যায়। কিন্তু এখন কী হ'লো? না, আমাদের বেফাঁস আগ্রহে আমরা আমাদের নিজেদের জাহির ক'রে ফেলে লোকটাকে হারিয়ে বসেছি—আমাদের এই ধুরন্ধর প্রতিপক্ষ এমন অসাধারণ ক্ষিপ্রতা আর উদ্যমের সঙ্গে সুযোগটা কাজে খাটিয়েছে যে প্রথম দফায় আমরাই হেরে গিয়েছি।'

কথা বলতে-বলতে আমরা ধীরে-সুস্থে রিজেন্ট স্ট্রিট ধ'রে হেঁটে যাচ্ছিলাম—ততক্ষণে ডাক্তার মর্টিমার তাঁব সঙ্গী সমেত আমাদের দৃষ্টির বাইরে উধাও হ'য়ে গেছেন।

'এঁদের পেছন-পেছন গিয়ে কোনো লাভ নেই,' হোমস বললে। 'ছায়া উধাও হ'য়ে গেছে, এখন আর ফিরবেও না। আমাদের এখন দেখতে হবে আমাদেব হাতে আর কোন-কোন তাশ আছে, এবং খুব সাবধানে সেগুলো খেলতে হবে। গাড়ির মধ্যকার ওই লোকটার মুখটা কি তুমি হলফ ক'রে বর্ণনা করতে পারবে?'

'আমি হলফ ক'রে শুধু দাড়ির কথাটাই বলতে পারবো।'

'এবং আমিও তা-ই—যা থেকে আমার মনে হচ্ছে ওই গোঁফদাড়ি সম্ভবত নকল। কোনো চতুর লোক যখন এমন-কোনো সাবধানী কাজে বেরোয় তখন নিজের মুখ ঢেকে রাখবার জন্যে নকল দাড়িগোঁফের চাইতে ভালো আর কী পাবে। ওয়াটসন, এদিকটায় এসো তো!'

সে একটা আঞ্চলিক সংবাদ-বাহকের দফতরে ঢুকে পড়লো, আর তাকে দেখেই ম্যানেজার মশাই তাকে সোৎসাহে অভ্যর্থনা করলে।

'আহ, উইলসন, দেখছি তুমি এখনও সেই ছোট্ট মামলাটা ভুলে যাওনি যখন তোমাকে সাহায্য করবার সৌভাগ্য আমাব হয়েছিলো?'

'না, সার, আমি মোটেই ভুলিনি। আপনি শুধু আমাকে বদনামের হাত থেকেই বাঁচাননি, সম্ভবত আমার প্রাণও বাঁচিয়েছিলেন।'

'আহ, উইলসন, তুমি বড্ড বাড়িয়ে বলছো। আমার একটু-একটু মনে পড়ছে, তোমার ওই ছেলেছোকরাদের মধ্যে কার্টরাইট নামে এক কিশোর ছিলো, তদন্তের সময় সে বেশ দক্ষতারই পরিচয় দিয়েছিলো।'

'জি, হ্যাঁ, সে এখনও আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'ওকে তুমি ডেকে পাঠাতে পারবে? ধন্যবাদ! আর এই পাঁচ পাউণ্ডের নোটটার ভাঙানি পেলে খুশি হবো।'

একটি কিশোর—বছর চোদ্দ বয়েস—ঝলমলে আর চালাকচতুর দেখতে—ম্যানেজারের ডাক পেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালে। এই নামজাদা গোয়েন্দাটিকে দেখে সে প্রায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

'আমাকে হোটেল-রেস্তোরাঁর নামধামের তালিকাটা দেখতে দাও তো,' বললে হোমস। 'ধন্যবাদ! এই দ্যাখো, কার্টরাইট, এখানে তেইশটা হোটেলের নাম ঠিকানা আছে—এর সবগুলোই আছে চেয়ারিং ক্রসের আশপাশে। বুঝলে?'

'জি, হ্যাঁ।'

'তুমি পর-পর প্রত্যেকটায় যাবে।'

'জি, হ্যাঁ।'

'প্রত্যেকটা হোটেলে গিয়ে তুমি প্রথমে দারোয়ানকে একটা শিলিং দেবে। এই-যে এখানে তেইশটা শিলিং আছে।'

'জি, হ্যাঁ।'

'তুমি দারোয়ানকে বলবে তুমি কালকের বাজে কাগজের ঝুড়িগুলো দেখতে চাচ্ছো। তুমি বলবে যে একটা জরুরি তার ভুল ক'রে সেখানে পৌঁছেছিলো, তুমি তার খোঁজ করছো। বুঝলে?'

'জি, হ্যাঁ।'

'কিন্তু আসলে যা তুমি খুঁজতে বেরিয়েছো তা হ'লো *টাইমস* কাগজের মাঝের পাতাটা—কেউ সেটাকে কাঁচি দিয়ে কতগুলো জায়গায় কেটে রেখেছে। এই সেই পাতাটা। তুমি এটা দেখে সহজেই চিনতে পারবে,—পারবে না।'

'জি, হ্যাঁ।'

'প্রত্যেকটা জায়গাতেই দারোয়ান হলের পরিচারককে ডেকে পাঠাবে, তাকেও তুমি একটা শিলিং দেবে। এই হ'লো তেইশটা শিলিং। তুমি হয়তো দেখবে যে তেইশটার

মধ্যে কুড়িটার বেলাতেই তোমার সব মেহন্নত মাঠে মারা গেছে—হয়তো সে-সব ফেলে দেয়া হয়েছে কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। হয়তো তিনটে হোটেলে তোমাকে একগাদা বাজে কাগজ দেখাবে, তাদের মধ্যেই তুমি *টাইমস* কাগজটাকে খুজবে। তুমি সেটা খুঁজে পাবে, তার সম্ভাবনা ভীষণ কম। এই আরো দশটা শিলিং রইলো, যদি হঠাৎ কোনো জরুরি কাজে লাগে। সন্ধের আগেই বেকার স্ট্রিটে আমাকে টেলিগ্রাম ক'রে খবরটা জানিয়ো। তাহ'লে এখন, ওয়াটসন এখন আমাদের হাতে আছে একটাই কাজ : গাড়ি নম্বর ২৭০৪-এর কোচোয়ানের পাত্তা লাগানো। তার ক'রেই তার পরিচয়টা জিগেস করবো আমরা। তারপর আমরা যাবো বণ্ড স্ট্রিটের একটা ছবির গ্যালারিতে—আর হোটেলে যাবার আগেকার সময়টুকু সেখানেই ছবি দেখে-দেখে কাটাবো আমরা।'

৫

তিনটি ছিন্ন সূত্র

শার্লক হোম্‌সের একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিলো : সে ইচ্ছে করলেই তার মনকে কোনো সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিবিক্ত ক'রে ফেলতে পারতো। যে-অদ্ভুত ব্যাপারটার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছিলাম, দু-ঘণ্টার জন্যে সে যেন তা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলো, সে বরং পুরোপুরি মন দিয়েছিলো বেলজিয়ামের আধুনিক শিল্পীদের চিত্রকলায়। শিল্প ছাড়া আর-কিছু নিয়েই কথা বলবে না, অথচ শিল্প সম্বন্ধে তার জ্ঞান বেশ-একটু কাঁচাই ছিলো—তারপর গ্যালারি থেকে বেরিয়ে আমরা এসে পৌঁছুলাম নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে।

কেরানি বললে, 'সার হেনরি বাস্কারভিল ওপরতলায় আপনাদেরই জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনারা আসবামাত্র আমি যাতে আপনাদের ওপরে নিয়ে যাই, সেই নির্দেশই তিনি আমায় দিয়েছেন।'

'আপনার রেজিস্টারিটা আমি যদি একটু দেখতে চাই, তবে আপনার আপত্তি হবে না তো?' হোমস জিগেস করলে।

'মোটেই না।'

বাস্কারভিল হোটেলে এসে ওঠবার পর, দেখা গেলো, আরো দুটো নাম সেখানে যোগ হয়েছে। একটা হ'লো নিউকাসলের থিওফিলাস জনসন ও তাঁর পরিবারের ; অন্যটা হাই লজ, অ্যালটনের মিসেস ওল্ডমোর ও তাঁর পরিচারিকার।

'এ নিশ্চয়ই সেই জনসনই হবে যাঁকে আমি জানতাম,' হোমস হোটেলের মোটবাহককে বললে। 'তিনি একজন উকিল তো, শাদা চুল, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটেন?'

'না, সার, এই মিস্টার জনসন একটা কয়লাখনির মালিক, খুবই কাজের লোক, আপনার চাইতে খুব-একটা বড়ো হবেন না।'

'তুমি ওঁর পেশাটা গুলিয়ে ফ্যালোনি নিশ্চয়ই?'

'না, সার, ইনি অনেক বছর ধ'রেই এই হোটেলে এসে উঠছেন, আমরা এঁকে খুব ভালো ক'রে জানি।'

'ও, তাহ'লে তা-ই হবে। মিসেস ওল্ডমোরও ; মনে হয় আমি এঁর নামটা কোথাও শুনেছি। আমার কৌতূহলটায় কিছু মনে কোরো না, তবে মাঝে-মাঝে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে আরেকজনের সঙ্গেও দেখা হ'য়ে যায়।'

'এই মহিলা, সার, পঙ্গু। তাঁর স্বামী এককালে গ্লস্টারের মেয়র ছিলেন। শহরে এলেই ইনি আমাদের এখানে এসে ওঠেন।'

'ধন্যবাদ, না, আমি যে এঁকে চিনি, এ-কথা বলতে পারবো না। ওয়াটসন, এইসব প্রশ্নের মারফৎ আমরা কিন্তু একটা ভারি জরুরি তথ্য জেনে ফেলতে পেরেছি,' আমরা যখন ওপর তলায় যাচ্ছি হোমস নিচু গলায় ব'লেই চললো, 'এখন আমরা জানি যে যারা আমাদের বন্ধুটি সম্বন্ধে এতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে, তারা কেউ এই হোটেলে এসে ওঠেনি। তার মানে হ'লো আমরা তো দেখেইছি যে তারা এঁর ওপর নজর রাখবার জন্যে যতটা উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছে, ঠিক ততটাই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে আছে যাতে তারা এঁর নজরে প'ড়ে না-যায়। এখন, এটা কিন্তু ভারি ইঙ্গিতময় তথ্য।'

'এতে তুমি কিসের ইঙ্গিত পেলে?'

'ইঙ্গিতটা হ'লো—আরে, এ আবার কী কাণ্ড?'

আমরা সিঁড়ির ওপরের ধাপে ওঠবামাত্র খোদ সার হেনরি বাস্কারভিলের মুখোমুখি প'ড়ে গিয়েছি। রাগে তাঁর মুখচোখ রাঙা হ'য়ে উঠেছে, একহাতে তিনি একপাটি পুরোনো ধূলিধূসর জুতো ধ'রে আছেন। তিনি এতটাই রেগে গিয়েছিলেন যে ভালো ক'রে কথাও বলতে পারছিলেন না। অবশেষে যখন তিনি কথা বলতে পারলেন, তখন তাঁর গলার স্বরে আরো খোলাখুলি এবং স্পষ্টভাবে পশ্চিমী কথা বলার ভঙ্গি ও আদল ফুটে উঠলো, সেই মার্কিন উচ্চারণ কিন্তু সকালবেলায় তাঁর মুখে আমরা শুনিনি।

'আমার মনে হয় এই হোটেলে এরা আমায় আস্ত একটা বুড়বাক ব'লেই ধ'রে নিয়েছে,' প্রায় চীৎকার ক'রেই তিনি বললেন। 'এরা কিন্তু আবিষ্কার করবে যে এরা ভুল লোকের সঙ্গে বাঁদরামো করতে শুরু করেছে, হুঁশিয়ার না-হ'লে এরা শেষটায় কিন্তু পস্তাবে। সত্যি বলছি, ওই লোকটা যদি আমার হারানো জুতো খুঁজে বার ক'রে না-দেয় তাহ'লে মহা ফ্যাসাদে পড়বে। কোনো ঠাট্টাইয়ার্কি একটু-আধটু সওয়া যায়, মিস্টার হোমস, এরা কিন্তু একেবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে।'

'এখনও আপনার বুটজুতো খুঁজে বেড়াচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, মশাই, এবং সেটা খুঁজে বার করতেই চাই।'

'কিন্তু আপনি না বলেছিলেন সেটা ছিলো বাদামি রঙের একটা আনকোরা জুতো?'

'তা-ই তো ছিলো, মশাই। এদিকে এটা একটা পুরোনো কালো জুতো।'

'মানে? আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছেন না—'

'সেই কথাই আমি বলতে চাইছি। দুনিয়ায় আমার শুধু তিনজোড়া জুতোই আছে আনকোরা বাদামিটা, পুরোনো কালো একজোড়া, আর প্যাটেন্ট চামড়ার একজোড়া, যেটা এখন আমার পায়ে আছে। কাল রাতে এরা আমার আনকোরা বাদামি জুতোর একটা পাটি চুরি করেছিলো, আর আজ তারা কালো জুতোজোড়ার এক পাটি সরিয়েছে। কী, পেয়েছো জুতো? বলো-হে, বলো, হাঁ ক'রে অমন তাকিয়ে থেকো না।'

ততক্ষণে এক উত্তেজিত আলেমান ওয়েটার এসে দৃশ্যের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে।

'না, সার, আমি সারা হোটেলে খবর করেছি, কিন্তু এ সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও শুনিনি।'

'হুম, হয় সূর্য ডোববার আগেই জুতোটা ফিরে আসবে, নয়তো আমি সোজা গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবো আর তাকে জানিয়ে দেবো যে আমি এক্ষুনি এই হোটেল ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।'

'পাওয়া যাবেই, সার—আমি কথা দিচ্ছি। আপনি যদি একটু ধৈর্য ধরেন জুতোটা পাওয়া যাবেই।'

'মনে রেখো, পাওয়া যেন যায়, কারণ এই চোর-বাঁটপাড়ের ডেরায় সেটাই শেষ জিনিশ আমি খোয়াবো। শুনুন, মিস্টার হোমস এ-রকম একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করবার আপনি আমায় মাফ করবেন—'

'আমার কিন্তু মনে হয় এ নিয়ে মাথা ঘামানোই উচিত।'

'কেন, বলুন তো! আপনাকে ভারি গম্ভীর আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।'

'আপনি নিজে এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'আমি ব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টাই করিনি। মনে হয় এ-রকম আজব, খ্যাপাটে কোনো-কিছু আমার জীবনে কখনও ঘটেনি।'

'হ্যাঁ, হয়তো আজবই, অদ্ভুতই,' হোমস চিন্তিত স্বরে বললে।

'আপনি নিজে এর কী ব্যাখ্যা দেবেন?'

'সত্যি-বলতে, আমি এখনও ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি। সার হেনরি, আপনার এই মামলাটা ভারি জটিল আর গোলমেলে। যখন আপনার জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যুর কথা সমেত এই জিনিশগুলোর কথা ধরা যায়, তাহ'লে আমি ঠিক বলতে পারবো না যে-পাঁচশো অতীব জটিল গুরুত্বপূর্ণ মামলা আমি সামলেছি তার মধ্যে একটাও এর মতো গোলমেলে বা জট পাকানো ছিলো কি না। তবে আমাদের হাতে কয়েকটা সূত্র আছে, আর মনে হয় সে-সব সূত্রেরই কোনো-একটা আমাদের সত্যের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। আমরা হয়তো ভুল সূত্রের পেছনে হন্যে হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে অনেকটাই সময় নষ্ট করবো, তবে একসময় না একসময় আমরা আসল ব্যাপারটা ধ'রে ফেলতে পারবো।'

বেশ উপাদেয়ই হয়েছিলো আমাদের মধ্যাহ্নভোজ, তখন অবশ্য যে-মামলাটা আমাদের কাছে এনেছে তা নিয়ে একটি কথাও হয়নি। কথা হ'লো শুধু তখন, যখন লাঞ্চের পরে আমরা তাঁর নিজস্ব বসবার ঘরে এসে বসলাম। প্রথমেই হোমস বাস্কারভিলকে জিগেস করলে তাঁর অভিপ্রায় এখন কী।

'বাস্কারভিল হলে যাওয়া।'

'কবে যাবেন?'

'এ-সপ্তাহের শেষে।'

'আমার কিন্তু মনে হয়,' হোমস বললে, 'আপনার সিদ্ধান্তটাই সমীচীন। লণ্ডনে যে

কেউ আপনাকে সারাক্ষণ অনুসরণ ক'রে যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু এই মহানগরীর লক্ষ-লক্ষ লোকের মধ্যে এটা বার করা কঠিন এরা কারা আর কীই বা তাদের মতলব হ'তে পারে। তাদের উদ্দেশ্য যদি বদ হয়, তারা আপনার বিস্তর ক্ষতি ক'রে বসতে পারে—আর সেটা ঠেকাবার কোনো ক্ষমতাই আমাদের থাকবে না। আপনি নিশ্চয়ই জানতেন না, ডাক্তার মর্টিমার, যে আমার বাড়ি থেকে বেরুবার পর আপনাদের পেছনে ফেউ লেগেছিলো?'

ডাক্তার মর্টিমার প্রায় আঁৎকেই উঠলেন। 'ফেউ লেগেছিলো? কারা পেছন নিয়েছিলো?'

'সেটা, দুর্ভাগ্যবশত, আপনাকে আমি বলতে পারবো না। ডার্টমুরে আপনার পাড়াপড়শি বা চেনাজানার মধ্যে এমন-কেউ আছে মুখভর্তি কালো দাড়ি আছে?'

'না—ও হ্যাঁ, একটু ভাবতে দিন—আরে, তা-ই তো, ব্যারিমোর, সার চার্লসের যে-বাটলার, তার কিন্তু বড়ো কালো দাড়ি আছে।'

'অ্যাঁ? ব্যারিমোর এখন কোথায়?'

'বাস্কারভিল হলের দায়িত্বে আছে।'

'এখন সে সত্যি ওখানে আছে কি না, এটা আমাদের এক্ষুনি জেনে নেয়া উচিত। না কি সে এখন কোনো কারণে লণ্ডনে এসেছে?'

'সে আপনি জানবেন কী ক'রে?'

'আমাকে একটা টেলিগ্রামের ফর্ম দিন তো। "সার হেনরির জন্যে সব তৈরি আছে তো?" এতেই হবে। মিস্টার ব্যারিমোর, বাস্কারভিল হল—এই ঠিকানায় এটা পাঠিয়ে দেয়া হোক। সবচেয়ে কাছের তার আপিশ কোথায়? গ্রিম্পেন। ঠিক আছে। আমরা দ্বিতীয় একটা তার গ্রিম্পেনের পোস্টমাস্টারকে পাঠিয়ে দেবো : "মিস্টার ব্যারিমোরের টেলিগ্রামটা যেন খোদ তার হাতেই তুলে দেয়া হয়। যদি সে গরহাজির হয়, তবে অনুগ্রহ ক'রে টেলিগ্রামটা যেন নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে সার হেনরি বাস্কারভিলের কাছে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়।" ওটাই আমাদের সন্ধের আগেই জানিয়ে দেবে যে ব্যারিমোর এখন ডেভনশিয়রে নিজের কাজ করছে কি না।'

'তাহ'লে তা-ই হোক,' বাস্কারভিল বললেন। 'আচ্ছা, ডাক্তার মর্টিমার, এই ব্যারিমোর লোকটা সত্যি কে?'

'সে হচ্ছে পুরোনো কেয়ারটেকারের ছেলে—সেই কেয়ারটেকার কবেই মারা গেছে। চার প্রজন্ম ধ'রে এরা হলের দেখাশুনো ক'রে এসেছে। আমি যদ্দুর জানি, সে আর স্ত্রীকে ওখানে অন্য অনেকের মতোই সুভদ্র দম্পতি হিশেবে গণ্য করা হয়।'

'সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে,' বাস্কারভিল বললেন, 'যখন বংশের কেউ ওই হলে থাকে না, এরা কিন্তু দিব্যি একটা চমৎকার প্রাসাদে থাকে—এবং তার বদলে তাদের কিছুই করতে হয় না।'

'তা সত্যি।'

'সার চার্লসের ইষ্টিপত্র থেকে ব্যারিমোরের কোনো লাভ হয়েছে কি?' হোমস জিগেস করলে।

'সে আর স্ত্রী দুজনেই পাঁচশো পাউণ্ড ক'রে পেয়েছে।'

'অ! তারা কি আগে থেকেই জানতো যে অত টাকা তারা পাবে?'

'হ্যাঁ, সার চার্লস তাঁর ইষ্টিপত্রের বিভিন্ন বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কথা বলতে খুব ভালোবাসতেন।'

'এটা তো ভারি কৌতূহলোদ্দীপক।'

'আশা করি,' ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'সার চার্লসের ইষ্টিপত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী যারাই কিছু টাকা পেয়েছে, তাদের সবাইকেই আপনি সন্দেহের চোখে দেখছেন না —কারণ আমি নিজেই হাজার পাউণ্ড পেয়েছি।'

'তা-ই নাকি? আর-কেউ টাকা পেয়েছে?'

'অনেক ব্যক্তিবিশেষের জন্যেই সামান্য কিছু টাকার বন্দোবস্ত করা ছিলো। তাছাড়া একটা বড়ো অংশ গেছে দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলোয়। বাদবাকি সমস্তই গেছে সার হেনরির নামে।'

'আর সেই বাদবাকি টাকায় অঙ্কটা কী?'

'সাতশো চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।'

হোমস অবাক হ'য়ে তার ভুরুদুটো ওপরে তুলে বললে, 'আমি ভাবতেও পারিনি যে এমন বিপুল টাকার একটা অঙ্ক ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।'

'সার চার্লস মস্ত বড়োলোক—এই কথাই সবাই জানতো, কিন্তু তিনি যে কত বড়ো ধনী মানুষ ছিলেন সেটা তাঁর সঞ্চয়পত্রটত্র দেখবার আগে আমরা আন্দাজও করতে পারিনি। গোটা সম্পত্তির দাম প্রায় দশ লক্ষ পাউণ্ড হবে।'

'ওরে বাবা! এই বাজিটা জিতে নেবার জন্যে কেউ তো মরিয়া হ'য়ে উঠতেই পারে। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন, ডাক্তার মর্টিমার। ধরুন, আমাদের এই তরুণ বন্ধুর ভালোমন্দ কিছু-একটা হ'লো—এই অপ্রীতিকর অনুমানটার জন্যে আমায় মাফ করবেন—তাহ'লে এই সম্পত্তি কে পাবে?'

'যেহেতু সার চার্লসের ছোটো ভাই রজার বাস্কারভিল বিয়ে না-ক'রেই মারা গিয়েছিলেন, সম্পত্তিটা এরপর গিয়ে বর্তাবে ডেসমণ্ডদের কাছে—ডেসমণ্ডরা দূর সম্পর্কের তুতোভাই। জেমস ডেসমণ্ড ওয়েস্টমোরল্যাণ্ডের একজন প্রৌঢ় যাজক।'

'ধন্যবাদ। এ-সব অনুপুঙ্খ কিন্তু ভারি কৌতূহলোদ্দীপক। আপনার সঙ্গে মিস্টার জেমস ডেসমণ্ডের আলাপ আছে?'

'হ্যাঁ, একবার তিনি সার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁর চেহারাটার মধ্যেই ধর্মপ্রাণ মানুষের ছাপ আছে—মানুষটি সাধুর মতোই জীবন কাটান। সার চার্লস অনেক জোরাজুরি করলেও তিনি তাঁর কাছ থেকে কোনো টাকা নিতে চাননি—এটা আমার বেশ মনে আছে।'

'এবং সাধু প্রকৃতির এই মানুষটিই তবে সার চার্লসের লক্ষ-লক্ষ টাকার ওয়ারিশান হবেন?'

'তিনি যে ভূ-সম্পত্তি পাবেন, তার কারণ এটাই কাগজেপত্রে নির্দিষ্ট হ'য়ে আছে। তিনি অবশ্য টাকাকড়িরও মালিক হবেন, যদি-না বর্তমান স্বত্বাধিকারী তাঁর ইষ্টিপত্রে অন্যরকম ব্যবস্থা ক'রে যান। বর্তমান মালিক অবশ্য নিজের ইচ্ছেমতো সব টাকার বিলিবন্দোবস্ত করতে পারবেন।'

'কী, আপনি কি আপনার ইষ্টিপত্র তৈরি করেছেন, সার হেনরি?'

'না, মিস্টার হোমস, আমি এখনও কোনো ইষ্টিপত্র তৈরি করিনি। আমার তার ফুরসৎও ছিলো না, কারণ আমি মাত্র গতকালই জানতে পেরেছি হালচাল আসলে কী। তবে আমি অবশ্য মনে করি যে খেতাব এবং ভূসম্পত্তির সঙ্গে-সঙ্গে টাকাটাও একজনেরই কাছে যাওয়া উচিত। আমার দুর্ভাগা জ্যাঠামশায়ের ইচ্ছে তা-ই ছিলো। ভূসম্পত্তির যিনি মালিক, তিনি বাস্কারভিলের অতীত গরিমা ফিরিয়ে আনবেন কী ক'রে যদি এই সম্পত্তির দেখাশুনো করবার মতো উপযুক্ত অর্থ তাঁর না-থাকে? প্রাসাদ, জমিজমা এবং ডলার —সবকিছুর একসঙ্গেই যাওয়া উচিত।'

'ঠিক বলেছেন। আচ্ছা, সার হেনরি, আমি তো কোনো দেরি না-ক'রে আপনার ডেভনশিয়রে যাওয়া সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একমত। তবে আমি শুধু একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে চাই। আপনি সেখানে একা যাবেন না।'

'ডাক্তার মর্টিমার তো আমার সঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন।'

'কিন্তু ডাক্তার মর্টিমারের নিজের পেশা আছে, তাঁকে রুগি দেখতে হবে, তাছাড়া তাঁর বাড়ি আপনার হল থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে। জগতের যাবতীয় হিতাকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি হয়তো আপনাকে কোনো সাহায্যই করতে পারবেন না। না, সার হেনরি, আপনার সঙ্গে এমন-কাউকে আপনার নিয়ে যাওয়া উচিত যিনি খুবই বিশ্বাসভাজন এবং যিনি সবসময়েই আপনার সঙ্গে-সঙ্গে থাকবেন।'

'আপনি নিজেই কি আমার সঙ্গে আসতে পারবেন, মিস্টার হোমস?'

'যদি কোনো সংকট এসে উপস্থিত হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই সশরীরে গিয়ে হাজির হবার চেষ্টা করবো, তবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে আমার এই বিশাল রহস্যচর্চা ও বিভিন্ন জায়গা থেকে অবিশ্রাম যে আবেদন-নিবেদন আমার কাছে আসে, তাতে আমার পক্ষে লণ্ডন থেকে কোনো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে অনুপস্থিত থাকা অসম্ভব। এই তো এখনই ইংল্যাণ্ডের এক অতি সম্মানিত ব্যক্তি এক ব্ল্যাকমেলারের পাল্লায় প'ড়ে নাকাল হচ্ছেন—শুধু আমিই এই সর্বনেশে কেলেঙ্কারিটা ঠেকাতে পারি। দেখতেই তো পাচ্ছেন, আমার পক্ষে এখন ডার্টমুরে যাওয়া কেমন অসম্ভব।'

'তাহ'লে আপনি কার নাম সুপারিশ করছেন?'

হোমস আমার বাহুতে তার হাত রাখলে।

'যদি আমার এই বন্ধুটি রাজি থাকেন তাহ'লে কোনো সংকটের মুহূর্তে তাঁর মতো

কোনো যোগ্য লোককে আপনি পাশে পাবেন না। আমার চাইতে বেশি আস্থা নিয়ে আর-কেউ এ-কথা বলতে পারবে না।'

প্রস্তাবটা আমাকে বিস্ময়ে প্রায় ঘায়েলই ক'রে দিয়েছিলো, কিন্তু আমি কোনো জবাব দেবার সময় পাবার আগেই বাস্কারভিল আমার হাত ধ'রে সহৃদয়ভাবে ঝাঁকাতে লাগলেন।

'সত্যি, এ আপনার অসীম অনুগ্রহ, ডাক্তার ওয়াটসন,' তিনি বললেন, 'আপনি তো জানেনই আমার দশাটা কেমন। আর ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি যতটা জানি আপনিও ততটাই জানেন। আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে বাস্কারভিল হলে আসেন এবং এই বিপর্যয়ের মধ্য থেকে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসেন, তবে আপনার দয়া আমি কক্‌খনো ভুলবো না।'

কোনো অ্যাডভেঞ্চারের প্রতিশ্রুতি সবসময়েই আমাকে আকৃষ্ট করতো, হোমসের কথাতেও আমার বাহাদুরির বেশ তারিফ ছিলো, তাছাড়া যে-রকম সাগ্রহে ব্যারনেট আমাকে তাঁর সঙ্গী হিশেবে আমন্ত্রণ জানালেন, তাতে আপ্যায়িত হবার কারণও ছিলো।

'আমি সানন্দেই আপনার সঙ্গে যাবো,' আমি বললাম। 'এর চেয়ে ভালো আর কীভাবে সময় কাটানো যায়, তা আমি জানি না।'

'আর তুমি খুব সযত্নে আমায় সব খবর দেবে,' বললে হোমস। 'যদি কোনো সংকট আসে, আমার মনে হয় নিশ্চয়ই আসবে—আমি তোমায় ব'লে দেবো কী করতে হবে। আশা করি শনিবারের মধ্যেই সব তৈরি হ'য়ে যাবে?'

'ডাক্তার ওয়াটসনের সেটা মানাবে কি?'

'চমৎকার মানাবে।'

'তাহ'লে শনিবারেই, যদি-না এর উলটো-কিছু শুনি, সাড়ে-দশটার ট্রেনের সময় প্যাডিংটন স্টেশনে আমাদের দেখা হবে।'

আমরা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় বাস্কারভিল আচমকা বিজয়গর্বে চীৎকার ক'রে উঠলেন, আর ঘরের এককোণায় প্রায় ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে একটা আলমারির তলা থেকে একটা বাদামি বুটজুতো বার ক'রে আনলেন।

'আমার হারানো বুটজুতো।' তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

'যেন সব মুশকিলেরই এমন সহজে আসান হ'য়ে যায়!' বললে শার্লক হোমস।

'কিন্তু এ যে ভারি আশ্চর্য কাণ্ড!' ডাক্তার মর্টিমার মন্তব্য করলেন। 'লাঞ্চের আগে এ-ঘরটা আমি নিজে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি।'

'আমিও খুঁজেছিলাম,' বললেন বাস্কারভিল। 'ঘরের প্রত্যেকটা ইঞ্চি আমি হাৎড়েছি।'

'তখন সেখানে কোনো বুটজুতোই ছিলো না তাহ'লে?'

'সেক্ষেত্রে আমরা যখন মধ্যাহ্নভোজে বসেছিলাম, তখন ওয়েটার এসেই সেটা এখানে রেখে দিয়ে গেছে।'

আলেমান ওয়েটারটিকে তলব করা হ'লো, কিন্তু সে প্রায় হলফ ক'রেই বললে

এ-ব্যাপারটার কিছুই সে জানে না, কোনো তত্ত্বতালাশ ক'রেও ব্যাপারটা আদৌ স্বচ্ছ করা গেলো না। আরো-একটা বিষয় এসে ঢুকে পড়েছে এই ধারাবাহিক খুদে-খুদে রহস্যগুলোর মধ্যে, একটার পর আরেকটা হেঁয়ালি যেন ঝড়ের বেগে এসে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। সার চার্লসের মৃত্যুর ওই ভীষণ কাহিনীটিকে যদি একপাশে সরিয়েও রাখা যায়, আমরা পর-পর এমন কতগুলো মাথামুণ্ডুহীন ব্যাখ্যাতীত ঘটনার মুখোমুখি এসে পড়েছি যা কিনা মাত্র দু-দিনের মধ্যেই ঘ'টে গিয়েছে। আর এগুলোর মধ্যে আছে ছাপানো চিঠিটা, হ্যানসমের মধ্যকার সেই কালো দাড়িগোঁফওলা গুপ্তচর, নতুন বাদামি বুটজুতোর হারিয়ে যাওয়া, পুরোনো কালো বুটজুতোর অদৃশ্য হ'য়ে যাওয়া, এবং এখন এই নতুন বাদামি বুটজুতোটির প্রত্যাবর্তন। আমরা যখন ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে বেকার স্ট্রিটে ফিরে আসছি, হোমস সারাটা রাস্তা বোবার মতো চুপচাপ ব'সে ছিলো, তার ওই কুঞ্চিত ভুরু আর গম্ভীর মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম তার মনও আমার মতোই ভেবে-ভেবে চক্রান্তের একটা কাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা করছে, যার মধ্যে এইসব অদ্ভুত আর আপাত-অসংলগ্ন ঘটনাগুলো খাপে-খাপে বসিয়ে দেয়া যায়। সারা বিকেলটা এবং অনেক রাত অব্দি সে তার তামাক আর চিন্তার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে রইলো।

রাতে খেতে বসবার ঠিক আগটাতেই দু-দুটো তার এসে হাজির। প্রথমটা এইরকম :

'এইমাত্র শুনতে পেয়েছি যে ব্যারিমোর বাস্কারভিল হলেই আছে।—বাস্কারভিল।'

দ্বিতীয়টা :

'যেমন বলেছিলেন, তেইশটা হোটেলেই গিয়েছি, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে *টাইম্‌সের* ছেঁড়া পাতাটার কোনো খোঁজই পাইনি।—কার্টরাইট।'

'এই তো গেলো আমার দু-দুটো সূত্র, ওয়াটসন। কোনো মামলায় যখন সবকিছুই তোমার বিরুদ্ধে যায় আর নাজেহাল ক'রে ছাড়ে, তখন তার মতো আর-কিছুই এত উসকে দিতে পারে না। এবার আমাদের শুঁকে-শুঁকে বার ক'রে নিতে হবে আরেকটা গন্ধ।'

'ওই গুপ্তচরটিকে নিয়ে যে-কোচোয়ান তার গাড়ি চালাচ্ছিলো, সে কিন্তু এখনও আছে

'ঠিক। সরকারি রেজিস্টারি থেকে তার নামঠিকানা পাবার জন্যে আমি আগেই একটা তার পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানেই যদি আমার প্রশ্নের উত্তর মেলে তো আমি মোটেই অবাক হবো না।'

ঘণ্টির আওয়াজ অবিশ্যি ওই উত্তরের চাইতেও আরো সন্তোষজনক কিছু বুঝিয়ে দিলে, কারণ, দরজা খুলে দেবার পর এক চোয়াড় চেহারার লোক এসে ঘরে ঢুকলো —স্পষ্ট বোঝা গেলো, উত্তর নয়, খোদ কোচোয়ানই এসে হাজির হয়েছে।

'হেড আপিশ থেকে খবর পেলুম যে এই ঠিকানার কোন-এক ভদ্রলোক ২৭০৪ নম্বর সম্বন্ধে খোঁজ করছিলেন,' লোকটি বললে, 'আমি সাত-সাত বছর ধ'রে এই

হ্যানসমটা চালাচ্ছি, কিন্তু কোনোদিনই কেউ কোনো নালিশ করেনি। আস্তাবল থেকে সোজা এখানে ছুটে এসেছি আমি। আমার বিরুদ্ধে আপনার কী বলার আছে জানতে চাই।'

'আরে বাপু, তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশই নেই,' হোমস বললে। 'বরং এই আধা সভরিন রইলো তোমার জন্যে, অবশ্য যদি তুমি আমার প্রশ্নগুলোর সোজাসুজি স্পষ্ট উত্তর দাও।'

'তা দিনটা আজ ভালোই গেছে—তাতে কোনো ভুল নেই,' কোচোয়ান মুচকি হেসে বললে। 'তো আপনি আমাকে কোন কথা শুধোতে চান, সার?'

'সব আগে তোমার নাম ঠিকানা জানতে চাই, যদি পরে আবার তোমায় দরকার পড়ে।'

'জন ক্লেটন, ৩ টারপে স্ট্রিট, দ্য বরো। আমার হ্যানসম থাকে ওয়াটারলু স্টেশনের কাছে শিপলির আস্তাবলে।'

শার্লক হোমস তথ্যগুলো টুকে নিলে।

'এবারে, ক্লেটন, আমায় খুলে বলো তো যে-কোন লোক সকাল দশটার সময় তোমার গাড়িতে ক'রে এখানে এসে এ-বাড়ির ওপর নজর রেখেছিলো, তারপর রিজেন্ট স্ট্রিট দুই ভদ্রলোকের পেছন নিয়েছিলো?'

লোকটাকে শুধু বিস্মিতই নয়, একটু অপ্রস্তুতও দেখালো।

'আরে, আপনাকে তো আমার কিছুই বলার নেই। কারণ আমি যতটুকু জানি তা আপনি তো আগেই জেনে ব'সে আছেন,' ক্লেটন বললে। 'সত্যি কথাটা হ'লো ভদ্রলোক আমায় বলেছিলেন তিনি একজন গোয়েন্দা, এবং এ-সম্বন্ধে আমি যেন ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু না-বলি।'

'শোনো বাপু, এ ভারি গোলমেলে ভজকট ব্যাপার, তুমি যদি আমার কাছ থেকে কিছু লুকোবার চেষ্টা করো তাহ'লে তুমি কিন্তু বিষম মুশকিলে প'ড়ে যাবে। তুমি বলতে চাচ্ছো, তোমার ওই যাত্রী বলেছিলো সে একজন গোয়েন্দা।'

'হ্যাঁ, বলেছিলো।'

'কখন বলেছিলো এ-কথা?'

'গাড়ি থেকে নেমে যাবার সময়।'

'সে কি আরো-কিছু বলেছিলো নাকি?'

'নিজের নামটা বলেছিলো।'

হোমস চট ক'রে বিজয়ীর ভঙ্গিতে আমার মুখের ওপর তার চোখ বুলিয়ে নিলে।

'ওঃ, সে তবে তার নামটা বলেছিলো, অ্যাঁ? সেটা তো অবিবেচনারই পরিচয়। কী নাম বলেছিলো?'

'তার নাম', কোচোয়ান বললে, 'সে বলেছিলো, মিস্টার শার্লক হোমস।'

কোচোয়ানের উত্তরটা শুনে আমার বন্ধু এতটাই তাজ্জব হ'য়ে গেলো যে তার অমন

হতভম্ব দশা আমি আগে কখনও দেখিনি। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ অভিভূত হ'য়ে ব'সে রইলো। তারপরে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠলো :

'দারুণ দস্তখত ওয়াটসন—সন্দেহ নেই, তার দস্তখতটা দারুণ!' সে ব'লে উঠলো। 'দেখছি সে এমনই বাহাদুর লোক যে ঠিক আমারই মতো ক্ষিপ্র আর সূক্ষ্ম কাজ করে। সেবারে সে চট ক'রেই আমার পাত্তা নিয়ে নিয়েছিলো। তো, তার নাম তাহ'লে শার্লক হোমস, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, সার, ভদ্রলোক এই নামই বলেছিলেন।'

'দুর্দান্ত! আচ্ছা, বলো তো, সে কোনখান থেকে তোমার গাড়ি ভাড়া করেছিলো, আর তারপর থেকে যা-যা ঘটেছে, সব খুলে বলো।'

'সাড়ে-নটার সময় ইনি ট্রাফালগার স্কোয়ারে আমাকে ডেকে থামান। বলেন যে তিনি একজন গোয়েন্দা, আমি যদি সারাদিন কোনো প্রশ্ন না-শুধিয়ে তাঁর কথামতো সব কাজ ঠিকঠাক করি, তাহ'লে তিনি আমাকে দুই গিনি ইনাম দেবেন। আমি আহ্লাদের সঙ্গেই রাজি হ'য়ে যাই। প্রথমে আমরা গাড়ি ছুটিয়ে যাই নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলে, সেখানেই অপেক্ষা করতে থাকি, যতক্ষণ-না দুজন ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে মোড়ের গাড়ির আড্ডা থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করেন। সেই গাড়িটার পেছন-পেছন চলি আমরা। শেষটায় ওই গাড়িটা এসে এখানেই কোথাও থামে।'

'থামে ঠিক এই দরজার সামনে,' হোমস বললে।

'তা, আমি অতটা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারবো না, তবে আমার যাত্রীটিকে দেখেছি এ-সম্বন্ধে সবকিছু তিনি জানেন। রাস্তার মাঝামাঝি আমরা গাড়ি দাঁড় করিয়ে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক সবুর ক'রে থাকি। তারপর ওই দুই ভদ্রলোক হেঁটেই আমাদের পাশ কাটিয়ে চ'লে যান, এবং আমরা তাঁদের বেকার স্ট্রিট ধ'রে অনুসরণ—'

'সে আমি জানি,' বললে হোমস।

'ক'রে যাই, যতক্ষণ-না আমরা রিজেন্ট স্ট্রিটের চারের তিন ভাগ পেরিয়ে আসি। তারপর আমার যাত্রীটি গাড়ির চোরাঢাকাটা তুলে চেঁচিয়ে বলেন, এবারে সোজা ওয়াটারলু স্টেশনে চ'লে যেতে—যত তাড়াতাড়ি পারি। আমি ঘোড়ার গায়ে চাবুক হাঁকালাম, আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। তিনি ভদ্দরলোকের মতোই আমাকে দুটো গিনি দিলেন, তারপর স্টেশনে ঢুকে গেলেন। ঠিক যখন তিনি স্টেশনে ঢুকছেন, তখন পেছন ফিরে তাকিয়ে বললেন : "তোমার হয়তো জেনে একটু দেমাকই হবে যে তুমি এতক্ষণ তোমার গাড়িতে মিস্টার শার্লক হোমসকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে।" নামটা আমি ওইভাবেই জেনেছি।'

'হুঁ। আর তারপর তুমি তাকে আর-কখনও দ্যাখোনি?'

'স্টেশনে ঢুকে যাবার পর আর নয়।'

'তা এই মিস্টার শার্লক হোমসের চেহারাটা কেমন ছিলো বলো তো।'

কোচোয়ানটি তার মাথা চুলকোলে। 'সত্যি-বলতে এঁর চেহারার বর্ণনা দেয়া খুব-

একটা সহজ কাজ নয়। তাঁর বয়েস আমার মতে চল্লিশের কাছাকাছি, মাঝারি উচ্চতা, আপনার চাইতে, সার, দু-তিন ইঞ্চি বেঁটেই হবেন। সাজগোজ ছিলো কাপ্তান বাবুদের মতো, আর তাঁর ছিলো ঘন কালো দাড়ি, তলার দিকটা চৌকো ক'রে ছাঁটা। আর মুখচোখ কেমন যেন ফ্যাকাশে। জানি না এর চেয়ে বেশি আর-কিছু বলতে পারবো কি না।'

'চোখের রঙ?'

'না, সে আমি বলতে পারবো না।'

'আর-কিছু তোমার মনে পড়ছে না?'

'না, সার, আর-কিছু মনে নেই।'

'বেশ, তাহ'লে এই রইলো তোমার আধা-সভরিন। আরো-একটা আধা-সভরিন তোলা রইলো, যদি তুমি আর-কোনো খবর এনে দিতে পারো। শুভ রাত্রি!'

'শুভ রাত্রি, সার, আর ধন্যবাদ।'

জন ক্লেটন খুব খুশমেজাজে খুক-খুক ক'রে হাসতে-হাসতে বিদায় নিলে। হোমস আমার দিকে ফিরে একটু অসহায় ভঙ্গিতে তার কাঁধ ঝাঁকালে, তার মুখে আপশোসের হাসি।

'এই তিন নম্বর সূত্রটাও পট ক'রে ছিঁড়ে গেলো, আমরা শেষটায় যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে এলাম,' সে বললে। 'বদমায়েশটা কী-রকম ধূর্তের ধাড়ি, দেখলে! সে আমাদের নামঠিকানা জানতো, জানতো যে সার হেনরি বাস্কারভিল মামলাটা নিয়ে আমার সঙ্গেই পরামর্শ করতে এসেছেন, আর রিজেণ্ট স্ট্রিটে আমাকে দেখবামাত্র সে চিনে ফ্যালে, তাতেই আঁচ ক'রে নেয় যে আমি গাড়িটার নম্বর টুকে নিয়েছি, পরে কোচোয়ানটিকে পাকড়াবো, তো অমনি সে এই উদ্ধত আর বেপরোয়া বার্তাটি পাঠিয়ে দিয়েছে। তোমাকে বলছি, ওয়াটসন, এবারে আমরা এমন-এক দুশমনের মুখোমুখি হয়েছি তার ধাতটাও আমাদেরই মতো ইস্পাতে গড়া। লণ্ডনে তো আমি কিস্তিমাৎ হ'য়েই গেলাম। আমি শুধু আশা করতে পারি ডেভনশিয়রে তোমার কপাল হয়তো একটু খুলবে। কিন্তু মনের মধ্যে আমি কিছুতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছি না।'

'কী নিয়ে তোমার মনটা খচখচ করছে?'

'তোমাকে পাঠানো নিয়ে। ব্যাপারটা অতীব কুৎসিত আর ভয়াবহ। ওয়াটসন, এ এক বিশ্রী, বিপজ্জনক মামলা, আর যত এটা দেখছি ততই অপছন্দ করতে শুরু করছি। হ্যাঁ, বন্ধু, তুমি হয়তো হেসে উঠবে, কিন্তু আমি তোমায় কথা দিচ্ছি তুমি যদি ফের বহাল তবিয়তে বেকার স্ট্রিটে আমার এখানে ফিরে আসো তো আমি দারুণ খুশি হবো।'

৬

বাস্কারভিল হল

নির্দিষ্ট দিনটায় সার হেনরি বাস্কারভিল আর ডাক্তার মর্টিমার তৈরি হ'য়েই ছিলেন। আমরা আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী ডেভনশিয়রের দিকে রওনা হ'য়ে পড়লাম। মিস্টার শার্লক হোমস গাড়িতে ক'রে আমার সঙ্গে স্টেশন অব্দি এসেছিলো, ট্রেনে ওঠবার আগে সে আবারও একবার নির্দেশ ও পরামর্শ দিলে।

'ওয়াটসন, আমি কোনো তত্ত্বকথা আউড়ে বা সন্দেহের কথা ব'লে তোমার মনটাকে একপেশে ক'রে তুলতে চাই না,' সে বলেছিলো, 'আমি শুধু চাই তুমি সব তথ্য যতদূর-সম্ভব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমার কাছে জানিয়ে দাও। যাবতীয় তাত্ত্বিক ভাবনার ভার তুমি আমার ওপরই ছেড়ে দাও।'

'কী ধরনের তথ্য?' আমি জিগেস করেছিলাম।

'যা খুশি, যারই মামলাটার সঙ্গে কোনো সুদূর সম্পর্ক আছে তা সে যতই পরোক্ষ হোক না কেন। এই তরুণ বাস্কারভিলের সঙ্গে তার প্রতিবেশীদের সম্পর্ক কী হয়, অথবা সার চার্লসের মৃত্যু বিষয়ে নতুন-কোনো খুঁটিনাটি যদি জানা যায়। গত ক-দিনে আমি নিজে বেশ-খানিকটা খোঁজখবর নিয়েছি, কিন্তু ফলাফল, শঙ্কা করি, নেতিবাচকই থেকে গিয়েছে। শুধু একটা জিনিশই নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি : পরের ওয়ারিশান, মিস্টার জেমস ডেসমণ্ড, একজন সদাশয় বুড়োগোছের মানুষ, অর্থাৎ এই বিষম নিগ্রহের উৎস তিনি নন। আমার সত্যি মনে হয়, তাঁকে হয়তো আমাদের হিশেব থেকে পুরোপুরি খারিজই ক'রে দিতে পারি আমরা। তাহ'লে থেকে যায় সেইসব লোক, জলাভূমিতে যারা সার হেনরি বাস্কারভিলকে সত্যি-সত্যি চারপাশ থেকে ঘিরে থাকবে।'

'গোড়াতেই ব্যারিমোর দম্পতিকে বরখাস্ত ক'রে দিলে ভালো হয় না কি?'

'মোটেই না। এর চেয়ে বড়ো-কোনো ভুল তুমি আর-কিছুতেই করতে পারবে না। তারা যদি নিরপরাধ হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এ হবে নিষ্ঠুর অবিচার। আর যদি তারা দোষীই হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাদের সোপর্দ করার সব আশা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। না, না, আমাদের সন্দেহের তালিকায় আমরা ওদের নাম রাখবো। তারপর হলের আস্তাবলের সেই সহিস, যদি আমার ঠিক মনে থেকে থাকে। তারপর আমাদের বন্ধু এই ডাক্তার মর্টিমার, আমার বিশ্বাস তিনি সৎমানুষ, আর তাঁর স্ত্রী, যাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। তারপর ওই প্রাণিবিজ্ঞানী স্টেপলটন আর তাঁর বোন—বোনটি শুনেছি সুন্দরী তরুণী। এ ছাড়া আছেন ল্যাফটার হলের মিস্টার ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, তিনি একটি অজ্ঞাত রাশি, এছাড়া

আরো দু-একজন পড়োশি। এই এঁদেরই ওপর তোমাকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে।'

'আমি আমার যথাসাধ্য করবো।'

'তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে, আশা করি?'

'হ্যাঁ, আমি সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভালো ব'লেই সাব্যস্ত করেছিলাম।'

'নিশ্চয়ই সঙ্গে নেবে। রাত্তিরে রিভলভারটা তোমার হাতের নাগালের মধ্যে রেখো আর কখনও এবং কিছুতেই তোমার সতর্কতা যেন শিথিল না-হয়।'

আমাদের বন্ধুরা আগেই একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা দখল ক'রে নিয়েছিলেন, আমরা গিয়ে দেখি তাঁরা প্ল্যাটফর্মে আমাদের জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন।

'না, আমরা আর কোনোকিছুরই খবর পাইনি,' আমার বন্ধুটির প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার মর্টিমার বললেন। 'একটা জিনিশ অবশ্য আমি হলফ ক'রেই বলতে পারি : গত দু-দিনে কেউই কিন্তু আমাদের পেছনে ছায়ার মতো লেপটে থাকেনি। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না-রেখে আমরা একবারও বেরুইনি, আর কেউই আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারতো না।'

'ধ'রে নিচ্ছি, আপনারা দুজনে সবসময়েই একসঙ্গে ছিলেন?'

'শুধু কালকের বিকেলবেলাটা ছাড়া। শহরে এলেই একটা দিন আমি বিশুদ্ধ বিনোদনের জন্যে রেখে দিই, কাজেই কালকের বিকেলটা আমি কাটিয়েছি শল্যবিদদের মহাবিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায়।'

'আর আমি গিয়েছিলাম পার্কে, লোকজন দেখতে,' বললেন বাস্কারভিল। 'তবে আমাদের কোনো ধরনের কোনো মুশকিল হয়নি।'

'তা সত্ত্বেও, আমি বলবো এ নেহাৎই অবিবেচনার কাজ হয়েছে,' মাথা নেড়ে হোমস বললে, তাকে ভারি গম্ভীর দেখালো। 'আপনাকে আমি অনুনয় ক'রে বলছি, সার হেনরি, আপনি কখনও কোথাও একা যাবেন না। যদি যান, তবে আপনার বিষম বিপদ হবে। আপনি কি আপনার অন্য বুটজুতোটি ফিরে পেয়েছেন?'

'না, সার, সেটা চিরতরেই গেছে।'

'তা-ই নাকি! ভারি কৌতূহলোদ্দীপক। আচ্ছা, গুডবাই,' প্ল্যাটফর্মে যেই ট্রেনটা আস্তে এসে ঢুকলো, হোমস আরো যোগ করলে, 'সার হেনরি, ওই-যে পুরোনো কিংবদন্তিটা ডাক্তার মর্টিমার আমাদের প'ড়ে শুনিয়েছিলেন, তার একটা কথা কিন্তু সবসময়েই মনে রাখবেন। যখন অন্ধকারের প্রহরে অশুভ আত্মারা উল্লাসে লাফিয়ে ওঠে, তখন ওই জলাভূমিটা যেন আপনি সর্বপ্রকারে পরিহার ক'রে চলেন।'

অনেকটা দূর চ'লে আসার পর ট্রেনের জানলা থেকে আমি প্ল্যাটফর্মটার দিকে আবার ফিরে তাকালাম। দেখি, হোমসের ঢ্যাঙা, শীর্ণ দেহটা তখনও সেখান নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে—সে তাকিয়ে আছে আমাদেরই দিকে।

ট্রেনযাত্রাটা ছিলো ক্ষিপ্র আর মনোরম, আর সময়টা আমি কাটিয়েছিলাম আমার

দুই সহযাত্রীর সঙ্গে আরো অন্তরঙ্গভাবে আলাপ ক'রে, আর ডাক্তার মর্টিমারের স্প্যানিয়েলটার সঙ্গে খেলা ক'রে। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই খয়রি মাটি বদলে গেলো লাল মাটিতে, ইট বদলে গেলো গ্র্যানাইট পাথরে, আর বড়ো-বড়ো ঘাসভরা মাঠে-খেতে লাল রঙের গোরুর পাল চ'রে বেড়াচ্ছে ; খেতগুলোর চারপাশে বড়ো-বড়ো ঝোপে, আর আরো উচ্ছল লতাপাতা উদ্ভিদের সমারোহ বুঝিয়ে দিচ্ছিলো আমরা আরো উর্বর আর ভেজা মাটির দেশে এসে ঢুকছি। তরুণ বাস্কারভিল জানলা দিয়ে অধীর আগ্রহে সবকিছু তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলেন, আর সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন যখন তিনি ডেভনের দৃশ্যপটের পরিচিত চিহ্নগুলি দেখতে পেলেন।

'ডাক্তার ওয়াটসন, এখান থেকে চ'লে যাবার পর আমি পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি,' সার হেনরি বললেন, 'কিন্তু এর সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন-কোনো জায়গা আমি কোথাও দেখিনি।'

আমি মন্তব্য করলাম, 'আমি কখনও কোনো ডেভনশিয়রের লোক দেখিনি যে তার কাউন্টির নামে দিব্যি না-গালে।'

'তা অবশ্য নির্ভর করে কী-রকম লোক আর কোন কাউন্টি থেকে এসেছে, তার ওপর,' বললেন ডাক্তার মর্টিমার। 'আমাদের বন্ধুর দিকে এক নজর তাকালেই দেখা যায় কেল্‌টিক লোকের গোলগাল মাথা, যার ভেতরটা ভরা থাকে কেল্‌টিক উৎসাহ আর আকর্ষণ অনুভব করবার ক্ষমতার ওপর। দুর্ভাগা সার চার্লসের মাথাটা ছিলো খুবই দুর্লভ গোত্রের, বিশিষ্টতার দিক থেকে আদ্ধেক গোল আর আদ্ধেক আইভারীয়। তবে আপনি যখন বাস্কারভিল হলকে শেষবারের মতো দেখেছিলেন, তখন আপনি নিশ্চয়ই খুবই ছোটো ছিলেন, তা-ই না?'

'বাবা যখন মারা যান তখন আমি ছিলাম চোদ্দ-পনেরো বছরের এক কিশোর, তারপর আর চর্মচক্ষে বাস্কারভিল হলকে দেখিনি, কারণ বাবা থাকতেন দক্ষিণ উপকূলের একটা ছোটো বাংলো বাড়িতে। সেখান থেকে আমি সোজা এক বন্ধুর কাছে মার্কিন মুলুকে চ'লে যাই। তবে এর সবই কিন্তু আমার কাছে ডাক্তার ওয়াটসনের মতোই নতুন ঠেকছে, এবং আমি জলাভূমিটার ওপর চোখ বোলাবার জন্যে অধীর হ'য়ে আছি।'

'তা-ই বুঝি? তাহ'লে সহজেই আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে। ওই দেখুন, জলাভূমির প্রথম দৃশ্য,' রেলগাড়ির জানলা দিয়ে আঙুল দিয়ে জলাটাকে দেখালেন ডাক্তার মর্টিমার।

মাঠখেতের ঘন শ্যামল চক আর গাছপালার নিচু বাঁকানো রেখার ওপর দূরে দেখা গেলো এক ধূসর, বিষাদময় টিলা, চূড়াটা অদ্ভুত এবড়োখেবড়ো আর রুক্ষ, দূরে কেমন আবছায়া ঘেরা আর ঝাপসা, যেন স্বপ্নেরই কোনো অবাস্তব ল্যাণ্ডস্কেপ। বাস্কারভিল অনেকক্ষণ চুপচাপ ব'সে-ব'সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আর তাঁর উৎসুক চোখমুখে আমি পড়তে পেলাম তাঁর কাছে এর তাৎপর্য কতটা, সেই আশ্চর্য জায়গাটার প্রথম দর্শন, যেখানে তাঁরই রক্তের মানুষজন একশো বছর কাটিয়েছে, আর গভীরভাবে নিজেদের ছাপ রেখে গেছে। ওই যে তিনি ব'সে আছেন, পরনে ট্যুইড স্যুট

আর মুখে মার্কিন উচ্চারণ, ব'সে আছেন কি না রেলগাড়ির একটা অত্যন্ত গদ্যময় কামরায়, অথচ যেই আমি তাঁর রোদে-পোড়া ভাববিহ্বল মুখটার দিকে তাকালাম, আমি আগের চেয়েও আরো বেশি ক'রে বুঝতে পারলাম সেই তপ্তরক্ত রোষদৃপ্ত শক্তিশালী বংশের তিনি কতটা সত্যিকার প্রতিনিধি। তাঁর ওই ঘন ভুরুর মধ্যে রয়েছে দেমাক, দুঃসাহস আর দৃপ্ত শক্তির চিহ্ন, ওই চিহ্ন রয়েছে তাঁর স্পর্শাতুর নাসারন্ধ্রে আর দীঘল দুটি হালকা-বাদামি চোখে। যদি কখনও সেই ভয়াবহ জলাভূমিতে কোনো সুকঠিন ও বিপজ্জনক অভিযানে বেরুতে হয় আমাদের তবে এই অন্তত একজন কমরেড আছেন যাঁর জন্যে কেউ যে-কোনো ঝুঁকি নিতেই স্পর্ধা দেখাবে—এই বিশ্বাসের বলেই যে ইনি নিজেই দুঃসাহসভরে তার শরিক হবেন।

রাস্তার পাশের একটা ছোট্ট স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো, আর আমরা সবাই কামরা থেকে নেমে এলাম। বাইরে, নিচু শাদা বেড়াটার ওপাশে, দাঁড়িয়েছিলো চার চাকার এক ঘোড়ার গাড়ি আর তেজিয়ান দুটি টাট্টু ঘোড়া। আমাদের এই আগমন নিশ্চয়ই বিরাট কোনো ঘটনা এখানে, কারণ খোদ স্টেশনমাস্টার এসে হাজির দেখা করতে আর কুলিরা দল বেঁধে এলো মালপত্তর ব'য়ে নিয়ে যেতে। মধুর শাদাসিধে একটা গাঁ এটা, কিন্তু আমি তাজ্জব হ'য়ে দেখলাম গেটের পাশে গাঢ় রঙের উর্দি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ফৌজি দেখতে দুটি লোক, আর ভর দিয়ে আছে তাদের বেঁটে রাইফেলগুলোয়। আমরা যখন পাশ দিয়ে গেলাম তারা তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমাদের লক্ষ করলো। কোচোয়ান লোকটার মুখচোখে একটা কঠোর ছাপ, ছোটোখাটো একজন রুখুশুখু মানুষ, সে এসে সার হেনরি বাস্কারভিলকে সেলাম ঠুকলো, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা সেই চওড়া শুভ্র পথ ধ'রে দ্রুতবেগে প্রায় যেন উড়েই চললাম। আমাদের দু-পাশে এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছে গোচারণভূমি, ঘনশ্যামল গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ঢালু ছাত তিন কোণা কার্নিশওলা সেকেলে সব বাড়ি, কিন্তু এই শান্তশিষ্ট রৌদ্রোজ্জ্বল পাড়াগাঁয়ের ওপর সন্ধের আকাশের পটে উঠে গিয়েছে জলাভূমির দীর্ঘ নিরানন্দ অন্ধকার বক্ররেখা, যেটা মাঝে-মাঝে ভেঙে গিয়েছে ওই এবড়োখেবড়ো ভয়াল টিলাটার জন্যে।

ঘোড়ার গাড়িটা মোড় ঘুরে পাশের একটা রাস্তা ধরলো, আর আমরা এঁকেবেঁকে ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম, গভীর সব গলির ওপর দিয়ে গাড়ি চলেছে, কত শতাব্দী ধ'রে যে এদের ওপর দিয়ে গাড়ি গেছে, দু-পাশে উঁচু পাড়, ভেজা টপটপ ক'রে জলঝরা শ্যাওলায় ভারি হ'য়ে আছে, আর আছে মাংসল সব ফার্নগাছের সার। ব্রনজ রঙের বুনো ফার্ন আর এলোমেলো গজানো কাঁটাঝোপ অস্ত সূর্যের আলোয় চকচক ক'রে উঠেছে। তখনও একটানা উঠছি আমরা, শেষটায় একটা সরু গ্র্যানাইট পাথরের সেতুর ওপর দিয়ে এসে একটা খলবলে ঝরনার তোড়ের পাশ কাটিয়ে—সেটা দুরন্ত বেগে নিচে ছুটে নামছিলো, ধূসর সব বিরাট পাথরখণ্ডের মাঝখানে ফেনোচ্ছল ও গর্জমান—এলাম। রাস্তা আর ঝরনা—দুইই এঁকেবেঁকে পেঁচিয়ে উঠেছে ওপরে এমন-এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে যেখানে নিবিড় গজিয়েছে হেঁজিপেজি সব ওক আর দেওদার গাছ। এককেটা মোড়

ঘুরলেই বাস্কারভিল সহর্ষ বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠছেন, সাগ্রহে তাকিয়ে দেখছেন চারপাশ, আর অগুনতি প্রশ্ন ক'রে চলেছেন। তাঁর চোখে সবকিছুই খুব সুন্দর ঠেকছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো এই গ্রাম্য অঞ্চলটায় যেন বিষাদের একটা ছোঁয়া লেগে আছে, কারণ চারপাশেই রয়েছে বছর শেষের স্পষ্ট চিহ্ন। গলিগুলোর ওপর ফরাশের মতো ছড়িয়ে আছে হলুদ পাতা আর আমাদের গাড়ি যাবার সময়ে সেই শুকনো হলদে পাতাগুলো উড়ে-উড়ে যাচ্ছে। আমাদের গাড়ির চাকার ঝনঝন আওয়াজ মিলিয়ে গেলো যেই আমরা এসে ঢুকলাম পচা খশা লতাপাতা উদ্ভিদে ছাওয়া সড়কে—প্রকৃতি সম্ভবত, অন্তত আমার তা-ই মনে হ'লো, বাস্কারভিলদের ফিরে-আসা উত্তরাধিকারীর গাড়ির সামনে এই অর্ঘ্যই বিছিয়ে রেখেছে।

'আরে।' ডাক্তার মর্টিমার চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এটা কী?'

পোড়ো জমির একটা খাড়াই বাঁক, চিরহরিৎ ফুলে সাজা, জলাভূমির একটা বাইরে-বেরিয়ে-আসা তোড়া, পড়েছিলো আমাদের সামনে। চুড়োর ওপরটায়, কোনো বেদীর ওপর দাঁড়-করানো কোনো ঘোড়সোয়ারের মূর্তির মতো স্পষ্ট ও সুকঠিন দাঁড়িয়ে আছে কালো ও কঠোর এক অশ্বারূঢ় সৈন্য, তার রাইফেলটা তার বাহু থেকে বাগানো। আমরা যে-রাস্তাটা দিয়ে চলেছি, সেটার ওপরেই সে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে।

'পার্কিনস, এটা কী?' ডাক্তার মর্টিমার জিগেস করলেন।

আমাদের কোচোয়ান তার আসন থেকে আদ্ধেক ফিরে তাকালে।

'প্রিন্সটাউন থেকে এক কয়েদি নাকি পালিয়েছে, সার। আজ তিনদিন হ'লো তার কোনো পাত্তা নেই, আর পাহারাওলারা প্রতিটি রাস্তা প্রতিটি স্টেশনের ওপর নজর রেখে যাচ্ছে। কিন্তু এখনও তারা তার কোনো চিহ্নই দেখতে পায়নি। এখানকার চাষাভুষোর কেউই ব্যাপারটা ভালো চোখে দ্যাখেনি, সার, আর সেটা কিন্তু সত্যি কথা।'

'হুঁ। যদ্দুর জানি তারা তার কোনো হদিশ দিতে পারলে পাঁচ পাউণ্ড ইনাম পাবে।'

'জি হ্যা, কিন্তু পাঁচ পাউণ্ড পাবার সুযোগটা অবিশ্যি কারু গলা কাটা যাবার সুযোগের তুলনায় অতি সামান্য। আসলে লোকটা কোনো সাধারণ কয়েদি নয় কি না। এই লোকটা কোনোকিছুরই রেয়াৎ করবে না।'

'লোকটা কে, বলো তো?'

'জি, এ হ'লো সেলডেন, নটিংহিলের সেই খুনী।'

মামলাটা আবার বেশ ভালো মনে ছিলো কেননা আততায়ী তার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে দুষ্ক্রিয়ার অদ্ভুত হিংস্রতা আর অবান্তর পাশবিকতার পরিচয় দিয়েছিলো, সেইজন্যেই হোমস মামলাটায় যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিলো। তার মৃত্যুদণ্ড মকুব করার পেছনে কারণ ছিলো একটাই : লোকটা সুস্থমস্তিষ্ক কিনা সেই নিয়েই সন্দেহ ছিলো অনেকের, তার আচারআচরণ এতটাই নৃশংস ছিলো। আমাদের গাড়ি ততক্ষণে একটা উঁচু ঢালের ওপর উঠে এসেছে, আর আমাদের সামনে জেগে উঠেছে জলাটার বিশাল প্রসার, তারই মধ্যে

থেকে এলোমেলো জেগে উঠেছে উদ্ভট সব শিলাস্তূপ আর বিদ্‌ঘুটে সব পাথরখণ্ড। সেখান থেকে দমকা উঠে এসেছে ঠাণ্ডা হাওয়া, কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছে আমাদের গায়ে। ওইখানেই কোথাও, ওই পরিত্যক্ত নিরানন্দ সমভূমিটায়, ওৎ পেতে আছে ওই হিংস্র খ্যাপা লোকটা, কোনো বুনো জানোয়ারের মতো গিয়ে লুকিয়ে আছে কোনো গর্তে, তার মনের মধ্যে গোটা মানবজাতির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ, যেহেতু তারা তাকে সমাজ থেকে বার ক'রে দিয়েছে। এই ঊষর পোড়ো জমি, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, আর আঁধার-নামা আকাশের করাল ব্যঞ্জনা যেন এই লোকটাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হ'তো না। এমনকী বাস্কারভিল শুদ্ধ এখন চুপ ক'রে গেছেন, ওভারকোটটা টেনেটুনে আঁটো ক'রে জড়িয়ে নিয়েছেন গায়ে।

আমরা উর্বর গ্রামাঞ্চলকে নিচে আর পেছনে ফেলে এসেছি। এখন আমরা তার দিকে আবার ফিরে তাকালাম, নিচু হ'য়ে নেমে-আসা সূর্যের তির্যক রশ্মি প'ড়ে স্রোতোধারাকে স্বর্ণিল ক'রে তুলেছে, আর নতুন হাল চষা লাল জমিতে আর বনভূমির বিশাল জটলাটায় ঝকমক করছে অস্ত সূর্যের আলো। আমাদের সামনের পথটা ক্রমেই আরো নিরানন্দ আর বন্য হ'য়ে উঠেছে বিশাল সব লালচে-বাদামি আর জলপাইরঙা ঢালে, তাদের মাঝে-মাঝে প'ড়ে আছে দৈত্যাকার সব শিলাখণ্ড। মাঝে-মাঝে আমরা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি জলাভূমির একেকটা বাংলো বাড়ি, তাদের দেয়াল আর ছাতগুলো পাথরের কিন্তু সেই কর্কশ বহিঃরেখা মোলায়েম ক'রে কোনো লতাপাতাই সেখানে গজিয়ে ওঠেনি। হঠাৎ আমরা নিচে তাকিয়ে দেখি পেয়ালার মতো একটা ঢাল, স্থগিত-বৃদ্ধি সব ওক আর দেওদার গাছে তাপ্পি দেয়া—গাছগুলো সব বছরের পর বছর ঝড়ের তাণ্ডবে দুমড়ে মুচড়ে নুয়ে গিয়েছে। গাছগুলোর ওপর দিয়ে উঠে এসেছে দুটি উঁচু, সরু মিনার। কোচোয়ান তার চাবুকটা তুলে দেখালে আমাদের।

বললে : 'বাস্কারভিল হল।'

তার মালিক এখন উঠে পড়েছেন, উত্তেজনায় তাঁর গাল রাঙা হ'য়ে উঠেছে, জ্বলজ্বলে চোখে তিনি তাকিয়ে আছেন হলের দিকে। কয়েক মিনিট বাদেই আমরা হলের ফটকের কাছে গিয়ে পৌঁছুলাম : পেটানো লোহায় তৈরি এক বিচিত্র জাফরি কাটা নকশার গোলকধাঁধা, তাব দু-দিকে রৌদ্রেপোড়া বৃষ্টিতে ভেজা দুটি স্তম্ভ, ফুশকুড়ির মতো তাতে জায়গায়-জায়গায় শ্যাওলা জ'মে আছে, তাদের মাথায় বাস্কারভিলদের বংশের প্রতীক বসানো দুটি বুনো বরার মাথা। সামনে অতিথিশালাটি কালো গ্র্যানাইটের একটা ধ্বংসস্তূপ, কড়িবরগাগুলো হাড়-পাঁজরের মতো বেরিয়ে আছে। কিন্তু তার মুখোমুখিই দাঁড়িয়ে আছে নতুন একটা দরদালান, আদ্ধেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে তার, সার চার্লসের দক্ষিণ আফ্রিকী সোনার প্রথম ফল সেটি।

ফটকের মধ্য দিয়ে আমরা বীথিপথে এসে পৌঁছুলাম, ঘন ঝরাপাতার আস্তরের মধ্যে চাকার শব্দ আবার মিলিয়ে গিয়েছে, আর বুড়ো-বুড়ো সব কত কালের গাছ তাদের ডালপালাগুলো এমনভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে যে আমাদের মাথার ওপর ছায়ায় ঢাকা একটা

সুড়ঙ্গপথ চ'লে গিয়েছে। চোখ তুলে তাকিয়ে দীর্ঘ, ছায়াচ্ছন্ন পথটার একেবারে শেষ প্রান্তে বাড়িটা ভূতের মতো ঝিকমিক করছে দেখে বাস্কারভিল হঠাৎ যেন একটু শিউরেই উঠলেন।

নিচু গলায় শুধোলেন, 'এখানেই কি ঘটেছিলো?'

'না, না, ইউগাছের গলিপথটা গেছে অন্যদিক দিয়ে।'

মুখ কালো ক'রে তরুণ ওয়ারিশানটি পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে দেখলেন।

'আমার জ্যেঠামশাই যে ভেবেছিলেন তাঁর মাথার ওপর বিপদ ঘনিয়ে আসছে, এখানে এসে মনে হচ্ছে তাতে অবাক হবার কিছু ছিলো না,' বললেন তিনি। 'যে-কাউকেই এ আঁৎকে তুলতে পারে। ছ-মাসের মধ্যেই আমি এখানে একসারি বিজলি বাতি বসিয়ে দেবো, আর এখানে হলের দরজার সামনে হাজার মোম-শক্তির সোয়ান আর এডিসন বাতি আপনাদের বুঝতে দেবে না এ সেই একই জায়গা কি না।'

বীথিপথ খুলে গেলো ঘাসজমির এক প্রশস্ত বিস্তারে, আর অমনি দেখি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাস্কারভিল হল। পড়ন্ত আলোয় আমি দেখতে পেলাম ঠিক মাঝখানটায় একটা দরদালানের ভারিক্কি কাঠামো যা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা দ্বারমণ্ডপ। পুরো সামনের দিকটা আইভি দিয়ে ছাওয়া, শুধু এখানে-ওখানে এক-আধটা ফাঁকফোকর, যেখান থেকে কালো মুখ-ঢাকার মধ্য দিয়ে যেন উঁকি মারছে কোনো জানলা অথবা বংশপ্রতীকের নকশা। এই কেন্দ্রীয় কাঠামোটা থেকেই ওই যুগল মিনার উঠে এসেছে, প্রাচীন গোলন্দাজদের আগ্নেয়াস্ত্রের জন্যে সার-সার ফোকর, আর মাঝে-মাঝেই তাকে ছ্যাঁদা ক'রে গেছে কিছু ঘুলঘুলি। এই বুরুজটার ডাইনে-বাঁয়ে দুই পাশেই কালো গ্র্যানাইটে তৈরি অপেক্ষাকৃত আধুনিক অংশ। শাবেক আমলের ভারি জানলা থেকে নিস্তেজ আলোর ছটা বেরিয়ে এসেছে আর খাড়া উঠে-যাওয়া উঁচু ছাত থেকে বড়ো-বড়ো চিমনি থেকে উঠে আসছে ঘন কালো এক ধোঁয়ার স্তম্ভ।

'স্বাগতম, সার হেনরি! বাস্কারভিল হলে সুস্বাগতম!'

দেউড়ির ছায়া থেকে ঢ্যাঙা মতো একটি লোক বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালে। হলের হলদে আলোর পটভূমিতে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে এক স্ত্রীমূর্তি। আমাদের বাক্সব্যাগ নামিয়ে রাখতে সে লোকটাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো।

'আমি যদি সোজা এই গাড়িটা নিয়েই বাড়ি চ'লে যাই, তবে আপনি কিছু মনে করবেন না তো, সার হেনরি?' ডাক্তার মর্টিমার বললেন, 'আমার স্ত্রী আমাব অপেক্ষা করছেন।'

'নিশ্চয়ই একটুক্ষণ থেকে আমাদের সঙ্গে আপনি ডিনার খেয়ে যাবেন?'

'না, আমায় যেতেই হবে। হয়তো গিয়ে দেখবো কোনো রুগি-টুগি অপেক্ষা ক'রে আছে। আপনাকে বাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখাবার জন্যে থেকে যেতাম হয়তো, কিন্তু ব্যারিমোরই আমার চাইতে অনেক ভালো গাইড হবে। আচ্ছা চলি। যদি কোনো কাজে

লাগি, দিনে-রাতে যখনই হোক আমাকে ডেকে পাঠাতে দ্বিধা করবেন না।'

চাকার আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেলো। সার হেনরি আর আমি তখন হলে এসে ঢুকেছি, আর আমাদের পেছনে দরজাটা দড়াম ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেছে। ঘরটা চমৎকার, বিশাল, উঁচু ছাত, ভারি-ভারি কড়িবরগা, পুরোনো, কালো হ'য়ে-যাওয়া, ওক কাঠে তৈরি। উঁচু-উঁচু লোহার দাঁড়ের ওপাশে সেকেলে একটা মস্ত চুল্লি, তাতে মড়মড় খরখর আওয়াজ ক'রে কাঠ পুড়ছে। এই দীর্ঘ পথটা পেরিয়ে আসতে গিয়ে আমরা ঠাণ্ডায় যেন জ'মে গিয়েছিলাম। সার হেনরি আর আমি দুজনেই ওই গনগনে আগুনের সামনে হাত পেতে দিলাম। তারপর আমরা ফিরে তাকিয়ে পুরোনো রংচঙে কাচে ঢাকা উঁচু সরু জানলাগুলোর দিকে তাকালাম, দেয়ালে গেছে ওক কাঠের খুপি, দেয়ালে অনেকগুলো হরিণের মাথা বাঁধানো, আর আছে বংশপ্রতীক, ঘরের মাঝখানের বাতিটার মোলায়েম আলোয় সবকিছুকেই কেমন আবছা আর গম্ভীর দেখাচ্ছে।

'যেমন-যেমন আমি ভেবেছিলুম,' সার হেনরি বললেন, 'এ ঠিক তা-ই। প্রাচীন একটা বংশের পারিবারিক বাড়ির হুবহু একটা ছবি—তা-ই না? শুধু একবার ভাবুন, এই একই হলে পাঁচশো বছর ধ'রে আমার পূর্বপুরুষ বাস করেছেন! এ-কথা ভাবলেই মন কী-রকম আপ্লুত হ'য়ে ওঠে।'

দেখতে পেলাম, তাঁর রোদেপোড়া তামাটে মুখটা এক ছেলেমানুষি উৎসাহে জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে, তিনি চারপাশে তাকিয়ে-তাকিয়ে হা ক'রে দৃশ্যটা গিলতে লাগলেন। তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানটায় আলো যেন তাঁর ওপর আছড়ে পড়ছে, কিন্তু দীর্ঘ সব ছায়া দেয়াল বেয়ে নেমে একটা কালো চাঁদোয়ার মতোই যেন তাঁর ওপর ঝুলে আছে। আমাদের লটবহর আমাদের ঘরগুলোয় পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে ব্যারিমোর। ভালো ট্রেনিং-পাওয়া কোনো ভৃত্যের মতো অনুগত ভঙ্গিতে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালে। লোকটা কিন্তু দেখবার মতো—লম্বা, সুন্দর, কালো চৌকো দাড়িগোঁফ, আর পাণ্ডুর মুখ—তাকে সব মিলিয়ে বিশিষ্টই দেখায়।

'এখুনি কি আপনাদের রাতের খাবার দেয়া হবে, সার?'

'তৈরি আছে?'

'কয়েক মিনিটের মধ্যেই তৈরি হ'য়ে যাবে, সার। আপনাদের ঘরেই আপনারা গরম জল পাবেন। যদ্দিন-না আপনি নতুন বন্দোবস্ত করছেন, আমার স্ত্রী আর আমি খুব খুশি হ'য়েই আপনার সঙ্গে থাকবো, সার হেনরি। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন নতুন আমলে এ-বাড়ির দেখাশুনোর জন্যে অনেক কর্মচারীর দরকার হবে।'

'নতুন আমল মানে?'

'এইই শুধু, সার, এই কথাই বলতে চেয়েছি যে সার চার্লস নিরিবিলিতে থাকতেই ভালোবাসতেন, আর আমরা দুজনেই তাঁর সব চাহিদা মেটাতে পারতাম। আপনি স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চয়ই অনেক লোকজনের সঙ্গ পছন্দ করবেন, তাই গেরস্থালির কাজে অনেক অদলবদলের দরকার হবে আপনার।'

'তুমি কি বলতে চাইছো যে তুমি আর তোমার স্ত্রী এখান থেকে চ'লে যেতে চাও?'

'যখন আপনার সুবিধে হবে, সার, শুধু তখন।'

'কিন্তু তোমার পরিবার তো কয়েক পুরুষ ধ'রেই আমাদের সঙ্গে আছে, তা-ই না? পুরোনো পারিবারিক সম্পর্কগুলো ভেঙে ফেলে এখানে জীবন শুরু করতে আমার মোটেই ভালো লাগবে না।'

আমার মনে হ'লো, বাটলারের চোখে-মুখে কি-রকম যেন বিচলিত ভাব ফুটে উঠেছে।

'আমরা স্বামী-স্ত্রীও তা-ই মনে করি, সার। তবে, সার, সত্যি কথা বলতে কি, আমবা দুজনেই সার চার্লসের খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলাম, তাঁর মৃত্যুতে আমরা এমন-একটা ধাক্কা খেয়েছি যে এই পরিবেশটাই এখন আমাদের কাছে খুবই বেদনাদায়ক হ'য়ে উঠেছে। আমার ভয় হয়, বাস্কারভিল হলে আর হয়তো আমরা মোটেই সহজ বোধ করবো না।'

'কিন্তু তুমি করবেটা কী?'

'সার, আমরা যে কোনো ব্যাবসা খাড়া করতে পারবো সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সার চার্লসের বদান্যতা আমাদেব সেই পুঁজিটুকু দিয়েছে। এখন তবে, সার, আসুন, আমি আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই।'

একটা চৌকো রেলিং ঘেরা বারান্দা পুরোনো হলের ওপরটাকে ঘিরে রেখেছে, দুটি সিঁড়ি দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়। ঠিক মাঝখান থেকে গেছে দুটি লম্বা করিডর—দালানটার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে। এই বারান্দা দিয়েই সবগুলো শোবার ঘরে যাওয়া যায়। আমার নিজের ঘরটা বাস্কারভিলের কাছেই, বাড়ির একই অংশে—প্রায় পাশাপাশি। বাড়ির মধ্যভাগটার চেয়ে এই ঘরগুলোকে দেখে অনেক হাল আমলের ব'লে মনে হ'লো। পৌঁছেই বাড়িটাকে যেমন নিরানন্দ ও ছায়াচ্ছন্ন মনে হয়েছিলো, ঝলমলে দেয়ালকাগজ আর অগুনতি মোমবাতি সে-ভাবটা অনেকটাই দূর ক'রে দিয়েছে।

হল থেকেই খাবার ঘরে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। খাবার ঘরটা কেমন যেন ছায়া-ছায়া আর বিমর্ষ ঠেকলো। এই লম্বা কামরাটা কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে বেদীটা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা—এই বেদীতেই বসতেন পরিবারের সদস্যরা, আর নিচের অংশটা নির্দিষ্ট ছিলো তাঁদের পোষ্যদের জন্যে। এরই একটা কিনারে প্রাচীন প্রথামতন তৈরি হয়েছে চারণদের জন্যে একটা গ্যালারি। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গেছে কালো-কালো কড়িকাঠ, তার ওপর ধোঁয়ায় কালো-হ'য়ে-যাওয়া ছাদ। সারি-সারি জ্বলন্ত মশালের আলো, আর পুরোনো ভোজসভার রংচং আমোদ-প্রমোদ হর্ষধ্বনি নিশ্চয়ই ঘরটার বিমর্ষভাবটা অনেকটা দূর ক'রে দিতো, কিন্তু এখন, যখন দুজনমাত্র কালো ধরাচুড়ো পরা ভদ্রলোক এসে বসেছেন একটা ঢাকনি দেয়া বাতির ছড়ানো আলোর বৃত্তের মধ্যে, আপনা থেকেই কারু গলার আওয়াজ মৃদু হ'য়ে আসে আর মনও মুষড়ে যায়।

পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতির একটা অস্পষ্ট সারি, তাঁদের পরনে যে কত রকমের বেশভূষা তা কে জানে, সেই এলিজাবেথের সময়কার নাইট থেকে রিজেন্সির আমলের ডাকাবুকো পৃষ্ঠপোষক—সব্বাই যেন নিচে তাকিয়ে-তাকিয়ে আমাদের দেখছে আর তাদের স্তব্ধ সাহচর্যে আমাদের কেমন যেন ঘাবড়েই দিয়েছে। খেতে-খেতে খুব অল্পই কথা বললাম আমরা, আমি তো অন্তত ভোজন শেষ হ'লেই খুশি হলাম, বিশেষ ক'রে সিগারেট টানবার জন্যে যখন আধুনিক বিলিয়ার্ড খেলার ঘরটায় এসে ঢুকলাম।

'সত্যি, জায়গাটা মোটেই হাসিখুশি নয়,' বললেন সার হেনরি। 'হয়তো আস্তে-আস্তে এর সঙ্গে সুর মেলানো যাবে, তবে এখন এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমি এখানটায় একেবারেই বেমানান। আমার জ্যাঠামশায় যে এমন একটা বাড়িতে একা-একা থাকতে-থাকতে স্নায়ুর চাপে ভুগতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন, তাতে আমি অন্তত তাজ্জব হচ্ছি না। যা-ই হোক, আপনার যদি কোনো আপত্তি না-থাকে, আজ রাতে তবে আমরা একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়বো—হয়তো কাল সকালে উঠে অনেক প্রফুল্ল লাগবে আমাদের।'

বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেবার আগে আমি পর্দা সরিয়ে আমার জানলা থেকে বাইরে তাকিয়েছিলাম। চোখ গেলো হলের সদর দরজার সামনেই বিছিয়ে থাকা এক তৃণ-বিস্তারের দিকে। দূরে, গাছপালার দুটি ঘন ঝোপ কেমন যেন কাৎরাচ্ছে আর উঠতি হাওয়ায় দুলছে। ছুটন্ত মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে আধভাঙা রাঙা চাঁদ। তার হিম আলোয় গাছপালার ওপারে আমি দেখতে পেলাম শিলাপাথরের ভাঙা-চোরা স্তূপ আর বিমর্ষ জলাভূমির দীর্ঘ, অবনত বক্ররেখা। পর্দাটা টেনে দিলাম আমি। এই শেষ দৃশ্যটা দেখে যে-অনুভূতি হচ্ছিলো, তা আগেকার সবকিছুর সঙ্গে বেশ মানিয়ে যায়।

অথচ এটাই কিন্তু শেষ দৃশ্য ছিলো না। ক্লান্ত লাগছিলো আমার, কিন্তু ঘুম আসছিলো না, বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে আমি শুধু অস্থিরভাবে ছটফট করছিলাম : ঘুমুতে চাচ্ছি কিন্তু ঘুম আসে কই। দূরে কোথাও ঘড়ি থেকে পনেরো মিনিট পর-পর সুরেলা আওয়াজ উঠছে, তাছাড়া এই পুরোনো বাড়িটাকে যেন মৃতের স্তব্ধতা ছেয়ে আছে। আর তারপরই, হঠাৎ নিশুত শেষরাতে, আমার কানে একটা আওয়াজ এসে পৌঁছুলো—স্পষ্ট, অনুরণনময়, নির্ভুল চেনা যায়। কোনো মেয়ে যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে, কোনো অদম্য দুঃখে ছিঁড়ে গিয়েছে যেন কেউ, চাপা স্বর, হাঁফ ধরা, কিন্তু কান্নারই শব্দ। আমি ধড়মড় ক'রে বিছানায় উঠে ব'সে কান পেতে শুনতে লাগলাম। আওয়াজটা বেশি দূর থেকে আসছে না, এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও তার উৎস। আমার প্রত্যেকটা স্নায়ু টান-টান হ'য়ে আছে, আধ ঘণ্টা ধ'রে আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম, কিন্তু ঘড়ির ঘণ্টার শব্দ আর আইভি লতাপাতার সরসর আওয়াজ ছাড়া আর-কিছুই কানে এলো না।

৭

মেরিপিট হাউসের স্টেপলটনরা

প্রথম দেখবার পর বাস্কারভিল যে রূঢ় ধূসর ছাপ ফেলেছিলো আমাদের দুজনেরই মনে, সকালবেলার স্নিগ্ধসতেজ সৌন্দর্য তা অনেকটাই মুছে দিয়ে গেলো। সার হেনরি আর আমি যখন ছোটোহাজরিতে বসলাম, জাফরি-কাটা উঁচু-উঁচু জানলাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো যেন বন্যার মতো এসে ঢুকলো ঘরে, দেয়ালের গায়ে যে-বংশপ্রতীকগুলো ছিলো তার গায়ে যেন রঙগুলোকে আর্দ্র সজল ক'রে গেলো। সোনালি আলোয় কালো প্যানেলগুলো চকচক ক'রে উঠেছে, দেখে বোঝাই কঠিন যে আগের দিন সন্ধ্যায় সত্যি-সত্যি এই ঘরটাই আমাদের মনের মধ্যে অমন বিমর্ষভাব জাগিয়ে তুলেছিলো।

'বাড়িটা নয়, বোধহয় আমরা নিজেরাই এমনটা অনুভব করার জন্যে দায়ী,' ব্যারনেট বললেন। 'এতটা পথ এসে আমরা শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলুম, ঘোড়ার গাড়িতে আসার সময় বেজায় ঠাণ্ডাও লেগেছিলো, কাজেই জায়গাটা আমাদের কাছে অমন ধূসর বিমর্ষ ঠেকেছিলো। এখন আমরা বেশ তাজা হয়েছি, ভালো বোধ করছি, তাই সমস্তই আবার হাসিখুশি হ'য়ে উঠেছে।'

'অথচ তবু সবটাই কিন্তু কল্পনার ব্যাপার ছিলো না,' আমি বললাম। 'ধরুন, আপনি কি কাল রাতে কখনও কাউকে শুনতে পেয়েছিলেন—রাতে আমার ধারণা একটি মেয়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিলো।'

'ভারি অদ্ভুত, কারণ অধোতন্দ্রার মধ্যে আমিও ওই রকম কিছু-একটা শুনেছি। বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে ছিলুম, কিন্তু পরে আর-কিছুই শুনতে পাইনি ব'লে আমি ধ'রে নিয়েছিলুম বুঝি স্বপ্নের ঘোরেই আমি ওই চাপা কান্না শুনেছি।'

'আমি কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি। আওয়াজটা কোনো মেয়ের চাপা কান্না ছিলো, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'এক্ষুনি তাহ'লে কথাটা আমাদের শুধিয়ে নিতে হবে।'

ব'লে তিনি ঘণ্টা বাজালেন এবং ব্যারিমোর এলে তাকে জিগেস করলেন আমরা যা শুনেছি তার ব্যাখ্যাটা কী। আমার মনে হ'লো প্রশ্নটা শোনবার সঙ্গে-সঙ্গে বাটলারের পাণ্ডুর মুখে কেউ যেন আরো-এক পোঁচ পাংশুবর্ণ বুলিয়ে দিয়েছে।

'এ-বাড়িতে মাত্র দুজন মেয়ে থাকে, সার হেনরি,' সে উত্তর দিলে। 'একজন মেয়ে রসুই ঘরের পাশের ঘরটায় বাসনাকোশন ধোয়, আর অন্যজন আমার স্ত্রী। অন্তত আওয়াজটা যে তার কাছ থেকে আসেনি, সেটা আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।'

অথচ সে যখন কথা বলছিলো, তখন সে-যে মিথ্যে কথা বলছে তা আমি বুঝতে পেরে গিয়েছিলাম, কারণ ছোটোহাজরির পরে ওই লম্বা ঢাকাবারান্দাটায় মিসেস ব্যারিমোরের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে যায়, তার সারা মুখে রোদ্দুর এসে পড়েছিলো। মিসেস ব্যারিমোর একজন দশাসই, নিরাবেগ, গুরুভার স্ত্রীলোক, তার মুখে একটা কঠিন কঠোর ভঙ্গিমা লেগেই আছে। অথচ তার রক্তবাঙা চোখ দুটোই সব গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিলে : যখন আমার দিকে তাকালে, দেখি তার চোখের পাতা ফোলা। তাহ'লে সে-ই কি রাত্তিরে অমনভাবে কেঁদেছিলো, আর সে যদি অমন ক'রে কেঁদে থাকে তবে তার স্বামী নিশ্চয়ই সেটা জানবে। অথচ সে ধরা প'ড়ে যাবার ঝুঁকি নিয়েও মিথ্যে ক'রে বলেছে যে তার স্ত্রী কোনো কান্নাকাটি করেনি। কেন এমন মিথ্যে কথা বললে সে? আর তার স্ত্রীই বা কেন অমন সান্ত্বনাহীনভাবে কেঁদে উঠেছিলো? এই পাণ্ডুর-মুখ, সুশ্রী, ঘন কালো শ্মশ্রুসম্বল মানুষটির চারপাশে এক বিষাদ ও রহস্যের আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছে। সে-ই সবার আগে সার চার্লসের লাশটা আবিষ্কার করেছিলো, আর ওই বৃদ্ধের অমন অপঘাতমৃত্যু কীভাবে কোন পরিস্থিতিতে হয়েছে, সে-সম্বন্ধে আমরা শুধু তার জবানবন্দীর ওপরই নির্ভর ক'বে আছি। আমরা কি রিজেন্ট স্ট্রিটের হ্যানসমটায়, তাহ'লে, ব্যারিমোরকেই দেখেছিলাম? এই দাড়ি হয়তো সেই একই দাড়ি। কোচোয়ান অবশ্য একজন অপেক্ষাকৃত বেঁটেখাটো লোকের বর্ণনা দিয়েছিলো, কিন্তু এমন-কোনো ধারণা খুব-একটা সহজ ভুলই হ'তে পারে। এ-ব্যাপারটা ঠিকঠাক আমি কি বুঝতে পারবো কখনও? স্বভাবতই প্রথম কাজ হ'লো গিয়ে গ্রিম্পেনের পোস্টমাস্টারের সঙ্গে দেখা করা, গিয়ে জেনে নেয়া টেলিগ্রামটা সত্যি-সত্যি ব্যারিমোরের নিজের হাতেই তুলে দেয়া হয়েছিলো কি না। উত্তরটা যা-ই হোক না কেন, আমি অন্তত শার্লক হোমসের কাছে কোনো-একটা তথ্য জানিয়ে দিতে পারবো।

ছোটোহাজরির পর সার হেনরির অগুনতি কাগজপত্র নিয়ে বসবার কথা, ফলে সেই সময়টাই আমার এই অভিযানটার পক্ষে প্রকৃষ্ট। জলাভূমির ধার ঘেঁসে বেশ মনোরম একটা পথ গেছে চার মাইল দূরে, সে-পথ ধ'রে হেঁটে গিয়ে আমি একটা অজ পাড়াগাঁয় গিয়ে পৌছুলাম, সেখানে বড়ো-বড়ো দুটো অট্টালিকা চোখে পড়লো, তার একটা এক সরাইখানা, আর অন্যটা ডাক্তার মর্টিমারের বাড়ি, সব বাড়িঘরের ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পোস্টমাস্টার আবার গাঁয়ের মনোহারি দোকানটাও চালান, টেলিগ্রামটার কথা তাঁর স্পষ্ট মনে ছিলো।

'অবশ্যই, সার,' তিনি বললেন। 'ঠিক যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো ঠিক সেইমতোই মিস্টার ব্যারিমোরের কাছে টেলিগ্রামটা বিলি করতে বলেছিলাম আমি।'

'কে গিয়ে বিলি করেছিলো?'

'আমার এই ছেলে। জেমস, গত হপ্তায় তুমি মিস্টার ব্যারিমোরের কাছেই সেই টেলিগ্রামটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে এসেছিলে তো?'

'হ্যাঁ, বাবা, আমি নিজে গিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।'

আমি জিগেস করলাম, 'সরাসরি তার নিজের হাতে তো?'

'না, মানে উনি তখন ওপরের চিলেগুদামে কাজ করছিলেন, কাজেই সেটা আমি সরাসরি ওঁর হাতে তুলে দিতে পারিনি, তবে আমি সেটা মিসেস ব্যারিমোবকে দিয়েছিলাম আর তিনি কথা দিয়েছিলেন তক্ষুনি সেটা তিনি তাঁর স্বামীব হাতে তুলে দেবেন।'

'তুমি কি মিস্টার ব্যারিমোরকে চোখে দেখেছিলে?'

'জি, না। বলেইছি তো, তিনি তখন চিলেগুদামে ছিলেন।'

'তুমি যদি তাকে চোখেই দেখে না-থাকো, তাহ'লে তুমি জানলে কী ক'রে যে সে চিলেগুদামে আছে?'

'তা, তাঁর নিজের স্ত্রী নিশ্চয়ই জানতেন তিনি সত্যি-সত্যি কোথায় আছেন।' এবার পোস্টমাস্টার একটু চ'টে গিয়েই বললেন। 'তিনি কি তারটা পাননি? যদি কোথাও কোনো গোল বেঁধে থাকে তবে খোদ মিস্টার ব্যারিমোরের এসে নালিশ করা উচিত।'

আর এই তদন্ত চালিয়ে কোনো লাভ হবে ব'লে মনে হ'লো না। তবে এটা স্পষ্ট হ'য়ে গেছে যে হোমসের ওই চতুর ফন্দি সত্ত্বেও আমাদের হাতে কোনো প্রমাণই নেই ব্যারিমোর সারা সময়টা তখন লণ্ডনে ছিলো কি না। ধ'রে নেয়া যাক, ছিলো—এটাও ধ'রে নেয়া যাক যে সে-ই সবশেষে জীবন্ত সার চার্লসকে দেখেছিলো আর সেই নতুন ওয়ারিশান লণ্ডনে ফিরে আসা মাত্র ফেউয়ের মতো সব আগে তাঁর পেছনে লেগেছিলো। তারপর কী? সে কি অন্য-কারু দালাল, না তার নিজেরই কোনো দুরভিসন্ধি আছে? বাস্কারভিলদের অমনভাবে নির্যাতন ক'রে তার কী লাভ? *টাইমসের* প্রধান নিবন্ধটা থেকে শব্দ কেটে-কেটে গঁদ দিয়ে কাগজের পিঠে লাগিয়ে ওই অদ্ভুত হুঁশিয়ারিটার কথা আমার মনে প'ড়ে গেলো। ওটা কি তারই কাজ, না অন্য-কারু—যে ব্যারিমোরের সমস্ত প্যাঁচপয়জার ভেস্তে দিতে চাচ্ছে? একমাত্র বোধগম্য মতলবটার কথা হয়তো সার হেনরিই বলেছিলেন, যে বাস্কারভিলদের যদি ভয় দেখিয়ে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়া যায় তাহ'লে ব্যারিমোরদের কপালে ছপ্পর ফাড়বে—তারা দিব্যি আরামের একটা স্থায়ী আশ্রয় পেয়ে যাবে। কিন্তু তরুণ ব্যারনেটের চারপাশ ঘিরে যে গম্ভীর ও সুচতুর চক্রান্ত চলেছে, যা তাঁর চারপাশে একটা অদৃশ্য রহস্যজাল বুনে দিচ্ছে, এই ব্যাখ্যা থেকে তার কিন্তু কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় না। হোমস কিন্তু নিজেই কবুল করেছে সে যে পর-পর এত চাঞ্চল্য-জাগানো মামলার তদন্ত করেছে, তার মধ্যে কখনোই সে এমন জটপাকানো ব্যাসকূটের মুখোমুখি হয়নি। সেই ধূসর, নির্জন রাস্তা ধ'রে যখন হেঁটে ফিরছিলাম, আমি মনে-মনে শুধু এই প্রার্থনাই করছিলাম আমার বন্ধুটি যেন তার সব হাতের কাজ মিটিয়ে ফেলে শিগ্গিরই এখানে এসে আমার কাঁধ থেকে গুরুদায়িত্বের এই ভারি বোঝাটা সরিয়ে নেয়।

হঠাৎ আমার সব ভাবনাচিন্তার খেই ছিঁড়ে গেলো, পেছনে শুনতে পেলাম কারু দৌড়ে আসার শব্দ, কে যেন আবার আমাকে নাম ধ'রে ডাকছে। ডাক্তার মর্টিমারকেই দেখতে পাবো ব'লে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, কিন্তু অবাক হ'য়ে দেখি আমার পেছনে ছুটে

আসছে এক অচেনা লোক। সে এক ছোটোখাটো মানুষ, ছিপছিপে, দাড়িগোঁফ নিখুঁত কামানো, ফিটফাট, মাথার চুলের রঙ হালকা হলুদ, চোয়ালটা রোগা পাতলা, বয়েস ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে হবে, পরনে ছাই রঙের স্যুট, মাথায় স্ট্র হ্যাট। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে টিনের একটা বাক্স, তাতে লতাপাতা উদ্ভিদের নমুনা ভরা, আর তার এক হাতে রয়েছে সবুজ একটা জাল, প্রজাপতি ধরবার জন্যে।

'ডাক্তার ওয়াটসন, আমি জানি আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা ক'রে দেবেন.' আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম হাঁফাতে-হাঁফাতে সেখানে ছুটে এসে সে বললে, 'এখানে এই জলাভূমিটায় আমরা সবাই খুব শাদাসিধে লোকজন থাকি, আলাপ-পরিচয় করার জন্যে কোনো আনুষ্ঠানিকতার ধার ধারি না। আমাদের দুজনেরই বন্ধু ডাক্তার মর্টিমারের কাছে আপনি নিশ্চয়ই আমার নাম শুনেছেন। আমি স্টেপলটন, মেরিপিট হাউসে থাকি।'

'আপনার ওই জাল আর বাক্সটা আমাকে অবশ্য চিনিয়ে দিতো,' আমি বললাম। 'কারণ আমি শুনেছিলাম যে মিস্টার স্টেপলটন একজন প্রাণিবিজ্ঞানী। কিন্তু আপনি আমাকে চিনলেন কী ক'রে?'

'আমি মর্টিমারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, আপনি যখন যাচ্ছিলেন তখন তিনিই তাঁর সার্জারির জানলা থেকে আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা দুজনেই যখন একই দিকে যাবো, আমি ভাবলাম আমি আপনার নাগাল ধ'রে আলাপটা ক'রে নিই। আশা করি রাস্তার ধকলে সার হেনরির কিছু হয়নি?'

'ধন্যবাদ। তিনি ভালোই আছেন।'

'আমরা সবাই একটু ভয়ই পেয়েছিলাম। আশঙ্কা ছিলো সার চার্লসের অমন অপঘাত মত্যুর পর নতুন ব্যারনেট হয়তো এখানে থাকতেই চাইবেন না। কোনো বড়োলোককে এ-রকম কোনো অজ পাড়াগাঁয় এসে মানিয়ে নিতে বলাটা একটু বাড়াবাড়িই হ'য়ে যায়, তবে আপনাকে নিশ্চয়ই এ-কথাটা বলার কোনো দরকার নেই যে এই অঞ্চলের পক্ষে তাঁর এই আগমন কিন্তু বিরাট একটা ব্যাপার। সার হেনরির আশা করি কোনো কুসংস্কারজনিত ভয়-ডর নেই?'

'থাকা সম্ভব ব'লে আমি মনে করি না।'

'একটা ভুতুড়ে কুকুর এই পরিবারটায় এসে হানা দিচ্ছে—এই কিংবদন্তিটা বোধহয় আপনি শুনেছেন?'

'হ্যাঁ, তা শুনেছি বটে।'

'এখানকার চাষাভুষোরা সহজেই সবকিছু বিশ্বাস ক'রে বসে। তাদের অনেকেই এমনকী দিব্যি গেলেও বলবে যে তারা জলায় এমন-একটা জীবকে দেখেছে।' কথাটা তিনি হেসেই বললেন বটে, কিন্তু আমি তাঁর চোখ দেখে বুঝতে পারলাম তিনি নিজে ব্যাপারটাকে যথেষ্ট আমল দেন। 'কিংবদন্তিটা সার চার্লসকে একেবারে পেয়ে বসেছিলো আর এটাই যে তাঁর ওই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

'কিন্তু সেটা কী ক'রে মৃত্যুর কারণ হ'লো?'

'তাঁর স্নায়ু বোধহয় এতটাই টান-টান হ'য়ে ছিলো যে কোনো-একটা কুকুরের আবির্ভাব হ'লেই তাঁর রুগ্ন হৃৎপিণ্ড সেই ধাক্কাটা সামলাতে পারতো না। ইউগাছের সারের মধ্যকার ওই গলিটায় তাঁর জীবনের ওই শেষ রাত্রিটায় তিনি সত্যিই কিছু-একটা দেখেছিলেন ব'লেই আমার অনুমান। কিছু-একটা বিপর্যয় ঘটবে ব'লে আমার শঙ্কা ছিলো, কারণ ওই বৃদ্ধ মানুষটাকে আমার খুব ভালো লাগতো, আর তাঁর হৃৎপিণ্ড যে খুবই দুর্বল, তা আমি জানতাম।'

'সেটা আপনি জানলেন কী ক'রে?'

'বন্ধু মর্টিমার আমাকে সে-কথা বলেছিলেন।'

'আপনার তাহ'লে মনে হয় কোনো কুকুর সার চার্লসকে তাড়া ক'রে এসেছিলো, আর আতঙ্কেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো'

'এর চেয়ে ভালো-কোনো ব্যাখ্যা আপনার জানা আছে?'

'আমি কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুইনি।'

'শার্লক হোমস কী কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন?'

কথাগুলো মুহূর্তের জন্যে আমার শ্বাসরোধ ক'রে দিয়েছিলো প্রায়, কিন্তু আমার সঙ্গীর প্রশান্ত মুখমণ্ডল আর অবিচল দৃষ্টি কোনো বিস্ময়ের অবকাশই রাখেনি।

'ডাক্তার ওয়াটসন, আমরা আপনার পরিচয় জানি না এই ভান ক'রে আমাদের কারুই কোনো কাজ হবে না,' তিনি বললেন। 'আপনার গোয়েন্দা বন্ধুর সব বিবরণ আমাদের এখানে এসে পৌঁছেছে। আর নিজেকে গোপন ক'রে রেখে আপনি তাঁর কীর্তিকাহিনীর গুণকীর্তন করবেন কী ক'রে? মর্টিমার যখন আমাকে আপনার নাম বললেন তিনি কিন্তু আপনার পরিচয়টা অস্বীকার করতে পারেননি। আর আপনি যদি এখানে এসে হাজির হ'য়ে থাকেন তবে তা থেকে এও বোঝা যায় যে মিস্টার শার্লক হোমসও ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, আর স্বভাবতই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা কী জানবার জন্যে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।'

'শঙ্কা হয় আপনার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর আমি দিতে পারবো না।'

'এটা কি জানতে পারি যে তিনি এখানে পদধূলি দিয়ে আমাদের ধন্য করবেন কি না?'

'তাঁর পক্ষে এখন লণ্ডন ছেড়ে আসা সম্ভব নয়। অন্য কতগুলো মামলা নিয়ে তিনি খুব ব্যস্ত আছেন।'

'কী দুর্ভাগ্য! আমাদের কাছে যা এত তমসাচ্ছন্ন ব'লে মনে হচ্ছে সেখানে তিনি হয়তো কোনো আলোকসম্পাত করতে পারতেন। তবে আপনার তত্ত্বতালাশের ব্যাপারে যদি আপনি মনে করেন আমি কোনোভাবে আপনার কাজে আসবো তবে আপনি আমায় শুধু আদেশ করবেন। আপনার সন্দেহের প্রকৃতির কোনো ইঙ্গিত যদি পাই কিংবা যদি জানতে পারি আপনি কীভাবে এই মামলাটার মোকাবিলা করবেন, তবে

আমি হয়তো এখনই আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি, অথবা কোনো পরামর্শ দিতে পারি।'

'আপনাকে আশ্বস্ত করবার জন্যেই বলছি—সার হেনরির সঙ্গে আমি এখানে এসেছি শুধু জায়গাটাকে একবার দেখে নেবার জন্যে। আমার সত্যি কোনোরকম সাহায্যেরই প্রয়োজন নেই।'

'বাঃ!' স্টেপলটন ব'লে উঠলেন। 'আপনার অবশ্য খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে ভেবেচিন্তে কাজ করাই উচিত। অন্যায়ভাবে এ-ব্যাপারে নাক গলাবার জন্যে আমি ন্যায্যভাবেই তিরস্কৃত হলাম। তবে আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি এ-ব্যাপারে আমি আর কোনো উচ্চবাচ্য করবো না।'

আমরা ততক্ষণে এমন-একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যে রাস্তাটা থেকে একটা সরু ঘাসেঢাকা পথ বেরিয়ে জলাভূমির ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চ'লে গেছে। একটা খাড়া, বড়ো-বড়ো পাথর ছড়ানো টিলা উঠেছে ডানদিকে, অতীতে একসময় এটা নিশ্চয়ই গ্র্যানাইট পাথরের পাষাণস্থলী ছিলো। যে-পাশটা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে সেটা একটা কালো উৎরাই, তার গর্তকুলুঙ্গিতে ফার্ন আর কাঁটাঝোপ গজিয়েছে। দূরে কোত্থেকে যেন ধোঁয়ার একটা ধূসর কুণ্ডলি উঠে এসে হাওয়ায় ভেসে আছে।

'জলার ধারের এই রাস্তাটা ধ'রে একটু গেলেই মেরিপিট হাউসে পৌঁছে যাওয়া যাবে,' স্টেপলটন বললেন। 'হয়তো আপনি ঘণ্টা খানেক সময় দিতে পারবেন, তাহ'লে আমি আপনাকে আমার বোনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার আনন্দ পাবো।'

আমার প্রথম চিন্তাটা হ'লো, আমার নিশ্চয়ই সার হেনরির পাশে গিয়ে থাকা উচিত। কিন্তু তারপরেই আমার মনে পড়লো কী পাহাড়প্রমাণ কাগজপত্র, বিল, হিশেবের খাতা, চাহিদাপত্র তাঁর পড়ার টেবিলটায় ছড়িয়ে আছে। এটা ঠিক যে এ-সব কাগজপত্তরের ব্যাপারে আমি তাঁকে কোনো সাহায্যই করতে পারবো না। আর হোমসও বিশেষভাবে ব'লে দিয়েছিলো আমি যেন জলাভূমির প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে ভালো ক'রে খোঁজখবর নিই। আমি স্টেপলটনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম, আর দুজনে রাস্তা থেকে ওই ঘাসেঢাকা পথে নেমে এলাম।

'চমৎকার জায়গা এই জলাভূমি,' উঁচুনিচু ঢেউখেলানো জমি, লম্বা সবুজ গড়ানে আল এবড়োখেবড়ো গ্র্যানাইট পাথরের ফেনায়িত চমকপ্রদ লহরের দিকে তাকিয়ে স্টেপলটন বললেন। 'এই জলাটা দেখে-দেখেও আশ মেটে না। এর মধ্যে কত-যে আশ্চর্য রহস্য লুকিয়ে আছে তা আপনি আন্দাজও করতে পারবেন না। এটা এমনই বিশাল, এমনই নিষ্ফলা আর এমনই রহস্যময়!'

'আপনি তাহ'লে জলাটাকে খুব ভালো ক'রেই চেনেন?'

'আমি তো মাত্র দু-বছর হ'লো এখানে এসেছি। এখানকার বাসিন্দারা আমাকে নবাগতই বলবে। সার চার্লস এখানে এসে গুছিয়ে বসার অল্পদিন পরেই আমরা এখানে আসি। কিন্তু আমার এই বিশেষ শখটা আমায় আশপাশের গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে

নিয়ে গেছে—এখন আমার মনে হয় জায়গাটা আমি যত ভালো ক'রে জানি, তেমন খুব কম লোকই জানে।'

'জানাটা খুব কঠিন বুঝি?'

'খুব কঠিন। যেমন ধরুন, এখানকার উত্তরের ওই বিরাট সমতলটা, মাঝে-মাঝে এর মধ্য থেকে উদ্ভট কতগুলো টিলা উঠে গেছে। এদের মধ্যে আশ্চর্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন?'

'ঘোড়া ছোটাবার পক্ষে খাশা জায়গা।'

'স্বভাবতই আপনি এমন কথাই ভাববেন, অথচ এই ধারণার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে এর আগে অনেকেই প্রাণ খুইয়েছে। এর ওপর ওই যে উজ্জ্বল সবুজ দাগগুলো আছে —দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, তাদের দেখে মনে হচ্ছে বাকি সব জায়গার চাইতে তারা অনেকবেশি উর্বর।'

স্টেপলটন হেসে উঠলেন। 'এটাই হচ্ছে গ্রিম্পেনের সেই কুখ্যাত গাড্ডা। ওই বাদায় বেকায়দায় একবার পা পড়লেই মানুষ বা জন্তু যে-কোনো প্রাণীর মৃত্যু অনিবার্য। এই-তো, কালকেই দেখেছি জলাভূমির একটা টাট্টু ঘোড়া ঘুরতে-ঘুরতে ওখানে গিয়ে পড়ে। সে আর ওখান থেকে বেরিয়ে আসেনি। অনেকক্ষণ অব্দি দেখেছিলাম তার মাথাটা বাদার একটা গর্ত থেকে উঠে আছে, শেষটায় বাদাটা তাকে পুরোপুরি দখল ক'রে নিলে। এমনকী শুখার মরশুমেও এটাকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করা বিপজ্জনক, কিন্তু হেমন্তের এই বৃষ্টি-বাদলার পর জায়গাটা একেবারে মারাত্মক হ'য়ে ওঠে। অথচ আমি কিন্তু দিব্যি এর মাঝখানে গিয়েও বহালতবিয়তে ফিরে আসতে পারি। কী সর্বনাশ! এ-যে দেখছি আরো-একটা বেচারা টাট্টু তার কবলে পড়েছে!'

সবুজ জংলি লতাগুল্মের মধ্যে কী-একটা বাদামি জিনিশ গড়াগড়ি যাচ্ছে আর ছটফট করছে। তারপরে একটা দীর্ঘ, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, দুমড়ে-যাওয়া গলা ওপরে উঠে এলো আর-একটা ভয়ংকর আর্তনাদ জলার ওপর প্রতিধ্বনি তুলে দিলো। আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গে হিম আর অসাড় হ'য়ে গেলো, কিন্তু আমার সঙ্গীর স্নায়ু নিশ্চয়ই আমার চাইতে অনেক কড়া ধাতের।

'গেছে! গেছে!' তিনি ব'লে উঠলেন। 'এই গভীর গাড্ডাটা বেচারিকে খেয়ে ফেলেছে! দু-দিনে দু-দুটো টাট্টু, হয়তো আরো অনেকও গেছে, কারণ শুখা মরশুমে ওখানে যেতে-যেতে তাদের একটা অভ্যেস হ'য়ে যায়, অন্য সময়ে যে কী তফাৎ হয় তারা টেরই পায় না—যতক্ষণ-না বাদাটা তাদের নিজের কবলে পায়। সত্যি এটা ভারি বদজায়গা, এই মস্ত গ্রিম্পেন মায়ার।'

'আর আপনি বলছেন যে আপনি এর ভেতরে অনায়াসে চ'লে যেতে পারেন?'

'হ্যাঁ, এর মধ্যে একটা-দুটো পথ আছে যেখান দিয়ে খুব ক্ষিপ্র কোনো লোক চ'লে যেতে পারে। আমি সেগুলো খুঁজে বার করেছি।'

‘কিন্তু আপনি অমন-একটা ভয়ংকর জায়গায় যেতেই বা চাইবেন কেন?’

‘আচ্ছা, আপনি ওই দূরের টিলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন? এরা কিন্তু আসলে ছোটো-ছোটো একেকটা দ্বীপ, এই অগম্য বাদাটা চারপাশ থেকে এদের ঘিরে রেখেছে—অনেক বছর ধ’রে হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে-এগুতে এই বাদা এদের ঘিরে ফেলতে পেরেছে। সেইখানেই আছে দুর্লভ জাতের সব উদ্ভিদ আর প্রজাপতিগুলো—অবিশ্যি যদি ওদের কাছে পৌঁছুবার ইচ্ছে থাকে আপনার।’

‘আমি অন্য আরেকদিন আমার ভাগ্য পরীক্ষা ক’রে দেখবো।’

অবাক মুখে স্টেপলটন আমার দিকে তাকালেন। ‘ভগবানের দোহাই, অমনতর ভাবনা আপনার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন। না-হ’লে আপনার রক্ত আমার মাথায় লেগে থাকবে। আপনাকে আমি বাজি ধ’রে বলতে পারি ওখান থেকে ফিরে আসবার খুব কম সম্ভাবনাই থাকবে আপনার। শুধু কতগুলো জটপাকানো এলোমেলো চিহ্ন দেখেই আমি ওখানে আনাগোনা করতে পারি।’

‘আরে!’ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ‘ওটা কী?’

এক বিলম্বিত মৃদু কান্নার মতো আওয়াজ, অবর্ণনীয়রকম বিষাদময়, জলাভূমির উপরটা ঝেঁটিয়ে গেলো। হাওয়া ভ’রে ফেলেছে ওই শব্দ, অথচ সেটা যে কোত্থেকে আসছে সেটাই আন্দাজ করা অসম্ভব। একটানা মৃদু মর্মরধ্বনি থেকে সেটা ফুলে-ফেঁপে উঠলো গভীর একটা গরগর নিনাদে, তারপর আবার ডুবে গেলো সেই বিষাদভরা দপ-দপ করা মর্মরধ্বনিতে। স্টেপলটন ভাবি অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

‘আজব জায়গা, এই জলাভূমি!’ বললেন তিনি।

‘কিন্তু ও কীসের আওয়াজ?’

‘চাষাভূষারা বলে এ নাকি বাস্কারভিলদের হাউণ্ড তার শিকারের জন্যে হন্যে হ’য়ে ডুকরে উঠছে। আমিও দু-একবার এই আওয়াজটা শুনেছি, কিন্তু এত জোরে কখনোই নয়।’

আমি চারপাশটা তাকিয়ে দেখলাম, আমার বুকের মধ্যে হিম একটা আতঙ্ক, এই বিশাল ঢেউ-খেলানো সমতল, মাঝে-মাঝে ঘনশ্যামল ঝোপঝাড়। শুধু এক জোড়া দাঁড়কাক আমাদের পেছনেই একটা ঢিবির ওপর ব’সে-ব’সে ডাকছে, তাছাড়া এই বিশাল প্রান্তরে আর-কোথাও প্রাণের কোনো সাড়া নেই।

‘আপনি তো লেখাপড়া জানা মানুষ। আপনি নিশ্চয়ই এ-সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করেন না?’ আমি শুধোলাম। ‘অমনতর অদ্ভুত ডুকরানির উৎসটা কী ব’লে আপনার মনে হয়?’

‘এই দঁকগুলো মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব আওয়াজ করে। হয়তো কাদামাটি ডেবে যাচ্ছে কোথাও, কিংবা জল উঠছে ওপরে, কিংবা আর-কিছু।’

‘না, না, এ তো জ্যান্ত কোনো প্রাণীর গলা।’

'তা হবে হয়তো। আপনি কখনও বিটার্নের গমগমে গলা শুনেছেন?'

'না, কখনও শুনিনি তো।'

'এ ভারি দুর্লভ জাতের একটা পাখি—ইংল্যাণ্ডে প্রায় লুপ্তই হ'তে চলেছে এখন—কিন্তু এই জলায় হয়তো সেও থাকতে পারে। হ্যাঁ, এটা জানলে আমি মোটেই অবাক হবো না যে এইমাত্র আমরা যা শুনতে পেলাম তা হয়তো বিটার্নদের শেষ কারু ডাক।'

'এর মতো বিদ্ঘুটে আর আশ্চর্য কিছু জীবনে আমি আর-কখনও শুনিনি।'

'হ্যাঁ, জায়গাটা সব মিলিয়ে একটু গা ছমছমেই। ওপাশের ওই পাহাড়ি জায়গাটা তাকিয়ে দেখুন। দেখে আপনার কী মনে হয়?'

সারা খাড়া উৎরাইটা ছেয়ে আছে ধূসর সব গোলাকার শিলাখণ্ড, অন্তত গোটা কুড়ি তো হবেই।

'কী ওগুলো? ভেড়ার খোঁয়াড়?'

'না, ও-সব হচ্ছে আমাদের কৃতী পূর্বপুরুষদের বাড়িঘর। এই জলাভূমিতে দল বেঁধে থাকতো প্রাগৈতিহাসিক মানুষজন, তারপর আর বিশেষ কেউ সেখানে থাকেনি, তারা যেভাবে সবকিছু রেখে গিয়েছিলো ঠিক সেইভাবেই এই ছোটো-ছোটো জিনিশগুলো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এগুলো ছিলো তাদেরই কুঁড়েবাড়ি, শুধু ছাদগুলো এখন উড়ে গিয়েছে। আপনার যদি ভেতরে গিয়ে দেখবার কৌতূহল থাকে, তবে এখনও তাদের শোবার ঘর, চুল্লি—এইসব দেখতে পাবেন।'

'এ তো পুরোদস্তুর একটা বসতি। লোকে কখন এখানে থাকতো?'

'নিওলিথিক মানুষ—তারিখ জানা নেই।'

'কী করতো তারা?'

'তারা পাহাড়ের ঢালে তাদের গোরুমোষ চরাতো, যখন ব্রন্জের তরোয়াল পাথরের কুঠারকে জীবনধারা থেকে সরিয়ে দিলে, তখন তারা মাটি খুঁড়ে টিন বার করতে শিখলো। ওই উলটো দিকের টিলাটায় ওই বিশাল পরিখাটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। হ্যাঁ, এটাই তার স্বাক্ষর। হ্যাঁ, খুঁজলে আপনি এই জলাভূমিতে বিস্তর বিচিত্র জিনিশ দেখতে পাবেন, ডাক্তার ওয়াটসন। ওঃ, আমায় একটু মাফ করুন। এ নিশ্চয়ই কোনো সাইক্লোপিড প্রজাপতি হবে।'

আমাদের পথের ওপর একটা ছোট্ট পতঙ্গ বা প্রজাপতি চঞ্চলভাবে উড়ে গেলো, আর অমনি স্টেপলটন চক্ষের পলকে তার পেছনে অসাধারণ উৎসাহে আর বেগে ছুটে গেলেন। হতাশ হ'য়ে দেখলাম সেটা সোজা ওই বিশাল বাদার দিকে উড়ে চ'লে গেলো, কিন্তু আমার সদ্য-চেনা মানুষটা মুহূর্তের জন্যেও থামলেন না, ঝোপ থেকে ঝোপে তার পেছন-পেছন ছুটলেন, আর হাওয়ায় তাঁর সবুজ জালটা ঝাঁপ খেতে লাগলো। তাঁর ধূসর পোশাক আর লাফঝাঁপ দেয়া আঁকাবাঁকা অসমান গতির জন্যে তাঁকেও একটা অতিকায় প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছিলো। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সপ্রশংস চোখে তাঁর ওই অসাধারণ

ক্রিয়াকলাপ দেখছিলাম আর সবসময়েই ভয় হচ্ছিলো কখন-না ওই বিশ্বাসঘাতক বাদায় তাঁর পা হড়কে যায়। আর এমন সময়েই আমি কার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম, তাকিয়ে দেখি একটি মেয়ে প্রায় আমার ঘাড়ে ওপরেই এসে পড়েছে। যে-দিকটা থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠে মেরিপিট হাউসের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছিলো, সেইদিক থেকেই মেয়েটি এসেছে, কিন্তু একেবারে কাছে আসার আগে পর্যন্ত জলাভূমির ঢালটা তাকে ঢেকে রেখেছিলো।

ইনিই যে মিস স্টেপলটন, যাঁর কথা কে যেন আমাদের বলেছিলো, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহই ছিলো না ; একে তো জলাভূমিতে মহিলাদের সংখ্যা খুবই কম, তাছাড়া আমার মনে প'ড়ে গেলো কে যেন তাঁকে পরমা রূপসী ব'লেই বর্ণনা করেছিলো। যে-মহিলাটি এখন আমার দিকে এগিয়ে এলেন, তিনি রূপসীই বটে, কিন্তু এমন রূপসী সচরাচর দেখা যায় না : ভাই-বোনের মধ্যে এত তফাৎ আর হ'তে পারে না : কারণ স্টেপলটনের গায়ের রঙ ফরশাও নয়, ময়লাও নয়, মাঝামাঝি, মাথার চুল হালকা হলুদ আর চোখ দুটো কটা ; আর মহিলাটির গায়ের রঙ—ইংল্যাণ্ডে আমি যত শ্যামাঙ্গী দেখেছি তাদের চাইতে একটু ঘোব—কৃশ ছিমছাম লম্বা গড়ন—এবং সুন্দরী। তাঁর মুখখানিতে গর্বের ভাব, সুচারু মুখটি সুগঠিত ও সুকুমার, তাঁর ঠোঁটদুটি যদি এমন স্পর্শাতুর না-হ'তো, আর সুন্দর কালো চোখ দুটি এমন উৎসুক না-হ'তো, তাহ'লে তাঁকে আবেগহীনা ব'লেই মনে হ'তো। এই নির্জন জলাভূমির পথে এমন চমৎকার দেহবল্লরী আর অভিজাত বেশভূষা সমেত ইনি যেন এক আশ্চর্য মায়া। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ দুটি প'ড়ে আছে তাঁর ভাইয়েরই ওপর, কিন্তু তক্ষুনি তিনি চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি আমার টুপি উঠিয়ে ব্যাখ্যা হিশেবে কিছু-একটা বলবার মতো কথা খুঁজে বেড়াচ্ছি এমন সময় তাঁর কথা শুনে আমার চিন্তা যেন নতুন একটা খাতে ব'য়ে গেলো।

'ফিরে যান!' তিনি বললেন, 'এক্ষুনি সোজা লণ্ডনে ফিরে যান!'

আমি হাবার মতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে শুধু তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ দুটি যেন জ্ব'লে উঠেছে। অস্থিরভাবে তিনি মাটিতে পা দাপালেন।

'কেন ফিরে যাবো?' আমি জিগেস করলাম।

'সে আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না,' মৃদু অথচ ব্যাকুল গলায় অদ্ভুত জড়ানো উচ্চারণে তিনি বললেন। 'কিন্তু দোহাই ঈশ্বরের, আমি যা বলছি তা-ই করুন। ফিরে যান এবং আর কখনও এই জলাভূমিতে পা দেবেন না।'

'কিন্তু আমি তো সবে এখানে এসেছি!'

'পুরুষ! পুরুষ!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'হুঁশিয়ারিটা আপনার মঙ্গলের জন্যে কিনা, সেটা বুঝতে পারেন না? লণ্ডনে ফিরে যান! আজ রাতেই রওনা দিন। যেভাবেই হোক এ-জায়গা থেকে স'রে পড়ুন! চুপ, ওই আমার ভাই আসছে! আমি যা বললাম, তার সামনে তার একটা কথাও না। ওই যে ওখানে অশ্বীপুচ্ছের মধ্যে যে-অর্কিডটা আছে,

সেটা অনুগ্রহ ক'রে আমায় এনে দেবেন? আমাদের এই জলায় প্রচুর অর্কিড হয়, যদিও আপনি জায়গাটার সৌন্দর্য দেখবার পক্ষে একটু দেরি ক'রে ফেলেছেন।'

স্টেপলটন প্রজাপতির আশা ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে-হাঁফাতে ফিরলেন, এই লাফঝাঁপে তাঁর মুখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

'আরে, বেরিল, তুই!' তাঁর অভ্যর্থনার স্বরটি আমার কাছে ঠিক আন্তরিক ব'লে মনে হ'লো না।

'এ কী, জ্যাক! তুমি দেখছি ভারি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছো!'

'হ্যাঁ, আমি একটা সাইক্লোপিড প্রজাপতিকে তাড়া করেছিলাম। ভারি দুর্লভ জাতের প্রজাপতি, হেমন্তের শেষে ক্বচিৎ তাদের দেখা মেলে। দুর্ভাগ্য আমার, ওটার নাগাল পেলাম না!'

কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ভাব না-দেখিয়েই তিনি কথাগুলো বললেন বটে, কিন্তু তাঁর চোখ দুটি অবিশ্রাম একবার আমার একবার মহিলাটির ওপর ঘুরে যাচ্ছিলো।

'দেখছি, তোমরা নিজেরাই আলাপ জমিয়ে নিয়েছো।'

'হ্যাঁ, আমি সার হেনরিকে বলছিলাম জলাভূমির সত্যিকার সৌন্দর্য উপভোগ করার পক্ষে তাঁর একটু দেরিই হ'য়ে গিয়েছে।'

'সে কী? এঁকে তুমি কে ব'লে ঠাউরেছো?'

'ইনিই তো সার হেনরি বাস্কারভিল, তা-ই না?'

'না, না,' আমি ব'লে উঠলাম। 'আমি খুব দীনহীন সাধারণমানুষ, তবে তাঁর বন্ধু বটে। আমার নাম ডাক্তার ওয়াটসন।'

তাঁর চোখ মুখে একটুক্ষণের জন্যে অপ্রস্তুত ভাব ফুটে উঠলো।

বললেন, 'এতক্ষণ আমরা ভুলভাল ধারণা ক'রে কথা বলছিলাম।'

চোখে সেই একই জিজ্ঞাসা, তাঁর ভাই বললেন, 'কথা বলবার সময় অবিশ্যি বেশি পাওনি তোমরা।'

'আমি কথা বলছিলাম, যেন ডাক্তার ওয়াটসন এখানে বেড়াতে আসেননি, বরং এখানে স্থায়ীভাবে থাকতে এসেছেন,' বোন বললেন, 'তাহ'লে একটা অর্কিডের মরশুম আছে, না সে-মরশুম কেটে গিয়েছে, তাতে এঁর নিশ্চয়ই কিছু এসে যাবে না। তবে আপনি আসবেন তো—আসুন না—একবার মেরিপিট হাউস দেখে যাবেন।'

অল্প একটুখানি পথ হাঁটতেই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছে গেলাম—জলাভূমির একটা ন্যাড়া গোছের বাড়ি, আগে অবস্থা যখন ভালো ছিলো তখন এখানে নিশ্চয়ই কোনো পশুপালকের খামার ছিলো কিন্তু এখন মেরামত-টেরামত ক'রে সেটাকে আধুনিক কেতার একটা বসতবাড়ি বানিয়ে নেয়া হয়েছে। বাড়ির চারদিক ঘিরে ফলবাগিচা, তবে গাছগুলো, বাদা অঞ্চলে যেমন হয়, কেমন যেন ঠিকমতো বাড়তে পারেনি, ডালপালাগুলোও ভাঙাচোরা, পুরো জায়গাটির চেহারা কেমন ম্যাড়মেড়ে আর করুণ। এক অদ্ভুত দেখতে জীর্ণশীর্ণ ছেঁড়া মলিন কোট পরা এক বুড়ো চাকর এসে দরজা খুলে

দিলে—এই বাড়ির সঙ্গে বুড়োর শ্রীহীন দশা বেশ মানিয়ে গেছে। ভেতরে অবশ্য বড়ো-বড়ো ঘর, এমন রুচিসম্মত অভিজাত কেতায় আশবাব দিয়ে সাজানো, যে তাতে আমি যেন মহিলাটির হাতের ছোঁয়া দেখতে পেলাম। তাঁদের জানলা থেকে তাকিয়ে দেখি, গ্র্যানাইট পাথরে ভরা জলাটা যেন অভঙ্গুর গড়িয়ে গিয়েছে সুদূর দিগন্তের দিকে। দৃশ্যটা দেখে এই ভেবেই আমার অবাক লাগলো—এই অতিশিক্ষিত মানুষটি আর এই পরমা রূপসী তরুণী কীসের টানে এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন।

যেন আমারই চিন্তার উত্তর হিশেবে ভ্রাতাটি বললেন, 'উদ্ভুট জায়গাটা—না? অথচ তবু আমরা এই বিদঘুটে জায়গাটায় বেশ সুখেই আছি, তা-ই না, বেরিল?'

'বেশ ভালো আছি,' ভগিনীটি বললেন বটে, কিন্তু তাঁর গলায় কোনো বিশ্বাসের ছাপ ছিলো না।

'আমার একটা স্কুল ছিলো,' স্টেপলটন বললেন, 'উত্তরাঞ্চলে। কিন্তু আমার মতো লোকের মনের ধাতের সঙ্গে মিলতো না—কাজকর্ম সবই ছিলো যান্ত্রিক আর একঘেয়ে, তবে তরুণদের সঙ্গে থাকবার আর তাদের কচি মনকে নিজের চরিত্র আর আদর্শ অনুযায়ী গ'ড়ে তোলবার সুযোগটা আমার খুব প্রিয় ছিলো। কিন্তু আমাদের মন্দকপালেরই দোষ। স্কুলে একটা ভীষণ মহামারী লেগে গিয়েছিলো, তিনটি ছেলে মারাও যায়। স্কুল সেই ধাক্কাটা আর কিছুতেই সামলে উঠতে পারেনি, আর আমার পুঁজির বেশির ভাগটাই চিরকালের মতো গচ্চা যায়। অথচ তবু, যদি ছেলেদের ওই মনকাড়া সাহচর্যের অবসান না-হ'তো, আমি নিজের এই দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও খুশি থাকতে পারতাম, কারণ উদ্ভিদবিদ্যা আর প্রাণিতত্ত্বে আমার অনুরাগ এতটাই প্রগাঢ় যে এখানে প্রায় অন্তহীন গবেষণার সুযোগ আছে, আর আমার বোনটিও আমার মতোই প্রকৃতির ভক্ত। আমাদের এই জানলাটা দিয়ে জলাভূমিটার দিকে যখন আপনি তাকিয়েছিলেন, আপনার মুখচোখের ভাব দেখেই বোঝা গেছে, ডাক্তার ওয়াটসন।'

'এটা অবশ্য একবার আমার মনে হয়েছিলো যে এ হয়তো একটু নীরস আর একঘেয়েই ঠেকবে—আপনার হয়তো ততটা নয়, তবে আপনার বোনটির কাছে নিশ্চয়ই।'

'না, না, আমার কখনও একঘেয়ে লাগে না,' বেরিল তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন।

'আমাদের পুঁথিপত্র আছে, পড়াশুনো আছে, আর আমাদের পাড়াপড়শিরাও চমৎকার মানুষ। ডাক্তার মর্টিমার তো নিজের পেশায় একজন ওস্তাদ মানুষ। বিস্তর পড়াশুনো আছে তাঁর। বেচারি সার চার্লসও চমৎকার সঙ্গী ছিলেন। আমরা তাঁকে খুব ভালো চিনতাম, তাঁর অভাব যে কতটা আমাদের বিঁধেছে, সে আমি ব'লে বোঝাতে পারবো না। আপনার কি মনে হয় আজ বিকেলে গিয়ে যদি আমি সার হেনরির সঙ্গে আলাপ ক'রে আসি, সেটা অবাঞ্ছিত উপদ্রব হবে?'

'আমি ঠিক জানি যে তিনি খুব খুশিই হবেন।'

'তাহ'লে আপনি হয়তো জানিয়ে দিতে পারেন যে আমি আজই যাবো। আমাদের

অকিঞ্চিৎকর ধরনে আমরা হয়তো তাঁর জন্যে এমনকিছু ক'রে উঠতে পারবো যাতে এখানকার পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার আগে তাঁর কাছে সব অনেকটা সহজ হ'য়ে আসে। আপনি কি একবার ওপরে আসবেন, ডাক্তার ওয়াটসন, আমার প্রজাপতির সংগ্রহটা দেখবেন? আমার ধারণা দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ এই সংগ্রহ। আপনি যতক্ষণে সে-সব দেখা শেষ করবেন, ততক্ষণে লাঞ্চ প্রায় তৈরি হ'য়ে যাবে।'

আমি কিন্তু আমার দায়িত্বটির কাছে ফিরে যাবার জন্যেই অধীর হ'য়ে ছিলাম। জলাভূমির বিষাদছাওয়া পরিবেশ, দুর্ভাগা টাট্টুটার অমন অপঘাত মৃত্যু, বাস্কারভিলদের কিংবদন্তিটার সঙ্গে জড়ানো এই বিদঘুটে ডুকরানি—সব মিলে আমার বেশ মনখারাপই হ'য়ে গিয়েছিলো। অধিকন্তু, এ-সবের ওপরে, মিস স্টেপলটনের ওই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সাবধানবাণী—এমন তীব্র ঐকান্তিকতার সঙ্গে হুঁশিয়ারিটা তিনি দিয়েছিলেন যে আমার সন্দেহ ছিলো না যে এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গভীর ও গুরুতর কারণ আছে। মধ্যাহ্নভোজে থেকে যাবার জন্যে যতই চাপ দেয়া হোক না কেন, সেটা আমি অনেক কষ্টে ঠেকালাম, তারপর আবার আমার ফিরতি পথে বেরিয়ে পড়লাম, ওই ঘাসেঢাকা পথটি দিয়েই আমি ফিরে চললাম।

এটা অবশ্য মনে হচ্ছিলো যে যারা জানে তাদের জন্যে একটি শর্টকাট নিশ্চয়ই কোথাও আছে—কারণ বড়ো রাস্তায় পৌঁছে আমি আশ্চর্য হ'য়ে দেখলাম মিস স্টেপলটন পথের পাশেই একটা বড়ো পাথরের ওপর ব'সে আছেন। পরিশ্রমে তাঁর মুখটা আশ্চর্যসুন্দর রাঙা হ'য়ে উঠেছে। তিনি তাঁর পাশে হাত বাড়িয়ে দেখালেন।

'ডাক্তার ওয়াটসন, আপনার নাগাল ধরবো ব'লে সারাটা পথ আমি ছুটতে-ছুটতে এসেছি।' মিস স্টেপলটন বললেন, 'এমনকী মাথায় একটা টুপি পরবারও ফুরসৎ পাইনি। আমি আর দাঁড়াবো না, নইলে আমার ভাই হয়তো আবিষ্কার ক'রে ফেলবে যে আমি বাড়ি নেই। আমি শুধু আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনাকে সার হেনরি ভেবে নিয়ে আমি হাঁদার মতো কেমন ভুল ক'রে ফেলেছিলাম। আমি যা-যা বলেছি সব দয়া ক'রে ভুলে যান, আপনার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই।'

'কিন্তু, মিস স্টেপলটন, আমি তো তা ভুলতে পারছি না,' আমি বললাম। 'আমি সার হেনরির বন্ধু লোক, তাঁর ভালোমন্দ আমার অবশ্যই দেখা দরকার। আমাকে শুধু ব'লে দিন সার হেনরি যাতে লণ্ডনে ফিরে যান সেজন্যে আপনি অতটা উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন কীসের জন্যে?'

'মেয়েমানুষের খেয়াল, ডাক্তার ওয়াটসন। আপনি যখন আমায় ভালো ক'রে চিনতে পারবেন, তখন বুঝতে পারবেন আমি কী করি বা বলি তার কোনো যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা আমি সবসময় দিতে পারি না।'

'না, না, আপনার গলার ওই অধীর কম্পনটা শুদ্ধু আমার মনে আছে। আপনার চোখের দৃষ্টিও আমি ভুলে যাইনি। দোহাই আপনার, মিস স্টেপলটন, আপনি আমায়

খোলাখুলি সবকিছু খুলে বলুন, কারণ এখানে আসবার পর থেকেই আমার কেবলই মনে হচ্ছে চারপাশে কতগুলো ছায়া আমাকে ঘিরে রয়েছে। জীবনটা প্রায় ওই বিরাট গ্রিম্পেন মায়ারের মতোই হ'য়ে উঠেছে, এখানে-ওখানে ইতস্তত ছড়ানো সবুজ সব চাপড়া, সেখানে যে-কেউ ডুবে যেতে পারে, পথ দেখাবার কোনো লোকও থাকবে না। আমাকে তা-ই অনুগ্রহ ক'রে বলুন আপনি সত্যি-সত্যি কী বোঝাতে চাচ্ছিলেন, আমি কথা দিচ্ছি আপনার সতর্কবার্তা আমি সার হেনরিকে পৌঁছে দেবো।'

এক ঝলকের জন্যে তাঁর মুখের ওপর একটা দ্বিধার ভাব খেলে গেলো, কিন্তু তারপরেই তাঁর চোখ দুটি আবার কঠিন হ'য়ে উঠলো, বিশেষ যখন আমায় উত্তরে বললেন :

'আপনি ও-সব আবোলতাবোল কথার ওপর বড্ড বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন, ডাক্তার ওয়াটসন। সার চার্লসের মৃত্যুতে ভাই আর আমি দুজনেই বেজায় ধাক্কা খেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো, কারণ জলার পাশ দিয়ে বেড়াবার সময় তাঁর প্রিয় গন্তব্যস্থল ছিলো আমাদের বাড়ি। তাঁর বংশের ওপর যে-অভিশাপটা ঝুলে আছে তা নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করছিলেন তিনি, তাঁর মনে তা এতটাই ছাপ ফেলেছিলো। তারপর যখন এই শোচনীয় পরিণামটা এলো, আমি স্বভাবতই ভেবেছিলাম যে তিনি যে-শঙ্কাবোধ করছিলেন তার নিশ্চয়ই কোনো ভিত্তি আছে। সেইজন্যেই আমি সেই বংশেরই আরেকজন কেউ এখানে থাকতে এসেছেন শুনে খুব বিচলিত বোধ করেছিলাম, মনে হয়েছিলো তিনি কী বিপদের মধ্যে পা বাড়িয়েছেন, সে-সম্বন্ধে তাঁকে সাবধান ক'রে দেয়া উচিত। আমি শুধু এটুকুই বোঝাতে চাচ্ছিলাম।'

'কিন্তু বিপদটা কী?'

'আপনি হাউণ্ডের গল্পটা জানেন তো?'

'ও-সব গাঁজাখুরি গল্প আমি বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি করি। সার হেনরির ওপর যদি আপনার কোনো প্রভাব থেকে থাকে, তাহ'লে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যান যেখানে তাঁর বংশের লোকেদের নিয়তি অমন ভয়ানক আর মারাত্মক হয়েছে। জগৎটা বিশাল বড়ো। তবে কেন তিনি এমন-একটা বিপজ্জনক জায়গায় থাকতে চাইবেন?'

'যেহেতু এটা বিপজ্জনক জায়গা। সার হেনরির স্বভাবটাই অমন। কোনো স্পষ্ট আর-কোনো খবর যদি আপনি আমায় না-দিতে পারেন, তাহ'লে এখান থেকে তাঁকে নড়ানো একেবারেই অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

'স্পষ্ট কিছু আমি বলবো কী ক'রে, যখন আমি নিজেই স্পষ্ট কিছু জানি না।'

'মিস স্টেপলটন, আমি আপনাকে শুধু আরেকটা কথা শুধোবো। প্রথম যখন আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তখন এছাড়া আর-কিছুই যদি আপনি বোঝাতে না-চেয়ে থাকেন, তাহ'লে আপনি কী বলছিলেন, সেটা আপনার ভাইকে শুনতে দিতে চাননি কেন? তাঁর বা অন্য-কারু তো সে-সব কথায় আপত্তি করার মতো কিছু ছিলো না।'

'আমার ভাই খুব সাগ্রহে চাইছে যে হলে যেন কেউ থাকে, কারণ এই জলাভূমির গরিবগুর্বোদের পক্ষে সেটাই মঙ্গলের হবে। সে যদি জেনে যায় যে আমি এমনকিছু বলেছি যাতে সার হেনরি তড়িঘড়ি এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চ'লে যান, তাহ'লে সে বিষম খেপে যাবে। কিন্তু আমি তো এখন আমার কর্তব্যকাজ করেছি—আমি আর-কিছুই বলবো না। আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে—না-হ'লে সে আমায় খুঁজে না-পেয়ে ভাববে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আচ্ছা, চলি। গুডবাই!'

ওই ছড়ানো মস্ত-মস্ত পাথরখণ্ডগুলোর মধ্যে ক-মিনিটের মধ্যেই তিনি উধাও হ'য়ে গেলেন। আর আমি, অস্পষ্ট কতগুলো শঙ্কায় বুক ভ'রে, বাস্কারভিল হলের রাস্তা ধরলাম।

৮

ডাক্তার ওয়াটসনের প্রথম প্রতিবেদন

এখন থেকে কী-কী ঘ'টে যাচ্ছে আমি তা পর-পর সাজিয়ে দেবো—মিস্টার শার্লক হোমসের উদ্দেশে লেখা আমার চিঠিগুলো যেমন ছিলো, যা আমার সামনে টেবিলের ওপর প'ড়ে আছে। একটা পৃষ্ঠা শুধু খোয়া গেছে, না-হ'লে এগুলো ঠিক যেমন লেখা হয়েছিলো ঠিক তেমনি আছে। আমার স্মৃতির চাইতে অনেক বেশি নিখুঁতভাবে এরা আমার তৎকালীন অনুভূতি আর সন্দেহগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে। এইসব বিয়োগান্ত ঘটনাগুলির মধ্যে যতখানি স্পষ্ট কোনো ধারণা করা যায়, ঠিক ততখানিই আছে এইসব চিঠিতে।

বাস্কারভিল হল, ১৩ অক্টোবর

প্রিয় হোমস :

আমার আগেকার চিঠি ও তারগুলো, তোমায় মোটামুটি ভালোভাবেই, জগতের এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত কোণাটায় কী-কী ঘটেছে, সে-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রেখেছে। যত বেশিক্ষণ এখানে থাকা যায়, ততই গভীরভাবে এই জলাভূমির আত্মা যেন কারু সত্তার মধ্যে ঢুকে যায়, এই জলার বিশাল বিস্তার, এর ভয়াবহ আকর্ষণ সবই আত্মাকে দখল ক'রে ফ্যালে। একবার তুমি তার বুকে বেরিয়ে পড়বামাত্র তুমি আধুনিক ইংল্যাণ্ডের সমস্ত চিহ্নই পেছনে ফেলে আসো, আবার অন্যদিক থেকে তুমি প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের লোকজনদের ঘরবাড়ি আর কাজকর্ম সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে ওঠো। তুমি যখন হেঁটে যাও তোমার চারপাশে প'ড়ে থাকে বিস্মৃত মানুষজনের আবাস—তাদের গোরস্থান আর প্রকাণ্ড সব একশিলা সমেত, যেগুলো নাকি তাদের মন্দিরের চিহ্ন। যখন তুমি ছেঁড়াখোঁড়া পাহাড়ি পটভূমিতে তাদের এই ধূসর পাথরগুলির দিকে তাকাও তুমি তোমার নিজের সময়টাকে পেছনে ফেলে আসো, আর যদি তুমি আচমকা দেখে ফ্যালো নগ্নদেহ কোনো রোমশ পুরুষ তার নিচু দরজা দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে তার ধনুকের গুণে চকমকি পাথরের ফলা লাগানো তীর তাগ ক'রে ধ'রে আছে তখন তোমার মনে হবে তোমার চাইতে তার উপস্থিতিটাই এখানে অনেকবেশি স্বাভাবিক। আশ্চর্য ব্যাপার হ'লো এটাই যে যেখানকার জমি এমন নিষ্ফলা বন্ধ্যা সেখানেই কি না তারা এমন দলে-দলে বাস করেছে। আমি কোনো পুরাতত্ত্ববিদ নই, কিন্তু আমি কল্পনা ক'রে নিতে পারি তারা কোনো লুঠতরাজপ্রিয় যুদ্ধবাজ লোক ছিলো না, যেখানে অন্য-কেউ থাকতে চায় না

সেই অনুর্বর জমিতেই তারা বাধ্য হ'য়ে থাকতে শুরু করেছিলো।

এই সব-কিছুই অবশ্য, তুমি আমাকে যে-কাজে পাঠিয়েছিলে, তার সঙ্গে বেমানান—তার সঙ্গে এদের কোনো সম্বন্ধই নেই, আর তোমার অতি বস্তুনিষ্ঠ মনের কাছে এ-সব কথা হয়তো মোটেই কৌতূহলোদ্দীপক ঠেকবে না। সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, না পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই বিতর্কের সময় তোমার একান্ত ঔদাসীন্যের কথা আমার এখনও মনে আছে। আমাকে তাই সার হেনরি বাস্কারভিল সম্পর্কিত তথ্যগুলোর কাছে ফিরে আসতে দাও।

গত কয়েকদিন তুমি যদি কোনো প্রতিবেদন না-পেয়ে থাকো, তবে তার কারণ কিন্তু এটাই যে জানাবার মতো কোনো গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটেনি। তারপরেই হঠাৎ এমন-একটা বিস্ময়কর পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লো, যা আমি যথাসময়ে তোমার কাছে বিবৃত করবো। কিন্তু, তার আগে, আমি তোমাকে এর সঙ্গে জড়ানো অন্য কতগুলো ব্যাপার জানিয়ে দিতে চাই।

তাদের একটা হ'লো, জলাভূমিতে পালিয়ে-আসা ওই কয়েদির কথা, যে-সম্বন্ধে আমি তোমাকে খুব অল্প কথাই জানিয়েছি। সে যে বেমালুম উধাও হ'য়ে গিয়েছে, এই কথাটা বিশ্বাস করার মতো জোরালো যুক্তি আছে এখন : তাতে অবশ্য এই অঞ্চলের নিঃসহায় বাসিন্দারা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছে। তার পালিয়ে যাবার পর পনেরো দিন কেটে গিয়েছে—এর মধ্যে তাকে কোথাও দেখাও যায়নি অথবা তার সম্বন্ধে কিছু শোনাও যায়নি। এতটা সময় সে যে এই জলায় টিকে থাকতে পেরেছে, এটা কিন্তু বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য কেউ যদি আত্মগোপন ক'রে থাকতে চায় তবে তাতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। এইসব পাথুরে কুটিরগুলোর যে-কোনো একটায় গিয়ে সে লুকিয়ে থাকতে পারতো। কিন্তু জলাভূমির কোনো ভেড়াকে পাকড়ে কেটেকুটে রেঁধে না-খেলে সেখানে খাবার কিছুই নেই। আমরা তাই, ধ'রে নিয়েছি যে সে সটকে পড়েছে, আর দূর-দূরান্তের চাষীরা তার ফলে এখন অন্তত নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারবে।

এ-বাড়িতে আমরা চার-চারজন সমর্থ মানুষ থাকি, ফলে আমরা অবশ্য নিজেদের ওপর ভালো ক'রে খেয়াল রাখতে পারবো, তবু আমি কবুল করছি স্টেপলটনদের কথা ভাবলেই আমার কেমন যেন অস্বস্তি জাগে। তারা এমন জায়গায় থাকে, যেখানে চার মাইলের মধ্যে কোনো সহায় সাহায্য নেই। সেখানে থাকে এক দাসী, এক বুড়োশুড়ো গৃহভৃত্য, বোনটি আর তার ভাই—ভাইটি অবশ্য তেমন বলবানও নয়। এই নটিংহিলের খুনের মতো দুর্ধর্ষ আর মরিয়া কোনো অপরাধীর পাল্লায় পড়লে এরা একেবারেই অসহায় হ'য়ে পড়বে—সে যদি একবার গিয়ে ওখানে ঢুকতে পারে, তবে আর নিস্তার নেই। তাঁদের হাল দেখে সার হেনরি আর আমি দুজনেই খুব উদ্বেগের মধ্যে আছি, এ-রকমও প্রস্তাব করা হয়েছিলো যে কোচোয়ান পার্কিনস সেখানে রাতে ঘুমুতে যাবে, কিন্তু স্টেপলটনরা সে-কথা কানেই নেননি।

খবর হচ্ছে এটাই যে আমাদের বন্ধু ব্যারনেট আমাদের রূপসী প্রতিবেশিনীটি সম্বন্ধে

বিশেষ আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছেন। এতে অবশ্যি বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ ঘণ্টারা এখানে এই নির্জন জায়গায় সবসময় ভারি হ'য়ে ঝুলে থাকে, তাতে তাঁর মতো কাজের লোকের সময় যেন আর কাটেই না, এদিকে প্রতিবেশিনীটিও মনোহারিণী আর পরমা রূপসী। তাঁর ঠাণ্ডা মেজাজের আবেগশূন্য ভ্রাতার সঙ্গে বেশ বৈসাদৃশ্য আছে—তাঁর মধ্যে বরং এমন-একটা বৈশিষ্ট্য আছে যাকে মনে হয় ক্রান্তীয় আর বিজাতীয়। অথচ ভ্রাতাটির মধ্যেও যে কোথাও ভেতরে-ভেতরে আগুন জ্বলছে, তার আভাসও পাওয়া যায়। বোনের ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়, কারণ আমি তাঁকে দেখেছি সারাক্ষণ দাদার দিকে অপাঙ্গে তাকাতে, যেন তিনি যে-সব কথা বলছেন তাতে তিনি তাঁর দাদার অনুমোদন চান। আশা করি দাদা বোনটির সঙ্গে সদয় ব্যবহারই করেন। মানুষটার চোখে একটা শুষ্ক দীপ্তি আছে, তাঁর পাতলা দুটি ঠোঁট দৃঢ়-সম্বদ্ধ—এ-সব হয়তো কারু দৃঢ়তাই বোঝায়, হয়তো রুক্ষ কর্কশ স্বভাবটাও বোঝায়। তোমার কাছে ইনি খুবই কৌতূহলের বিষয় হবেন ব'লে মনে হয়।

সেই প্রথম দিনেই তিনি বাস্কারভিলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, আর ঠিক তার পরদিন সকালেই তিনি আমাদের দুজনকে সেই জায়গাটা দেখাতে নিয়ে যান আপাতদৃষ্টিতে যেখানে নচ্ছার হিউগোর কিংবদন্তিটার সূত্রপাত ঘটেছিলো। জলাভূমির ওপর দিয়ে কয়েক মাইল দূরে একটা জায়গায় যেতে হয়েছিলো আমাদের এই অভিযানে, জায়গাটা এমনই ভয়াবহ আর অস্বস্তিকর যে তাই দেখেই বোধহয় গল্পটার উৎপত্তি হয়েছিলো। এবড়োখেবড়ো শিলাবন্ধুর টিলাগুলোর মাঝখানে একটা উপত্যকা প'ড়ে আছে—সেখান থেকে বেরিয়েছে খোলামেলা একটা তৃণভূমি, তার মাঝে-মাঝে গজিয়েছে শাদা কার্পাসের ঝোপ। ঠিক তার মাঝখানেই উঠে গিয়েছে বিশাল পাথর, জীর্ণ, কিন্তু তাদের তীক্ষ্ণ ডগা অতিধারালো, শেষটায় তাদের দেখায় যেন কোনো অতিকায় ভয়ানক জানোয়ারের দুটি খ'য়ে-যাওয়া দাঁত। প্রায় সবদিক থেকেই অতীতের সেই শোচনীয় অপঘাতের দৃশ্যের সঙ্গেই মিলে যায়। সার হেনরি বিষম আগ্রহ নিয়ে স্টেপলটনকে একাধিকবার জিগেস করলেন তিনি সত্যি-সত্যি মানুষের জাগতিক ব্যাপারে অতিপ্রাকৃতের নাক গলানোর সম্ভাবনাটায় বিশ্বাস করেন নাকি। খুবই হালকা গলায় কথা বলছিলেন তিনি, তবে এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে তাঁর ঔৎসুক্যটা ঐকান্তিক। স্টেপলটন অবশ্য উত্তর দেবার সময় একটু সাবধানই ছিলেন, তবে এটা সহজেই দেখা যাচ্ছিলো যে যতটা তিনি বলতে পারতেন তার চেয়ে ঢের কম কথা বলছেন, আর তিনি যে তাঁর নিজের মতটা ব্যারনেটের অনুভূতির কথা ভেবেই পুরোপুরি খুলে বলছেন না তাও বোঝা যাচ্ছিলো। প্রায় একই ধরনের কতগুলো ঘটনার কথা তিনি আমাদের শোনালেন, যেখানে বংশধরেরা কোনো-একধরনের অশুভ প্রভাবে ভুগেছে, আর তিনি শেষটায় আমাদের এই ধারণাটি উপহার দিয়েই বিদায় নিলেন যে তিনিও এই ব্যাপারে জনপ্রিয় মতটাই বিশ্বাস করেন।

ফিরে আসার সময়ে আমরা মধ্যাহ্নভোজের জন্যে মেরিপিট হাউসে থেকে

গিয়েছিলাম, আর সেখানেই মিস স্টেপলটনের সঙ্গে সার হেনরির আলাপ হয়েছিলো। তাঁকে দেখবামাত্র, প্রথম মুহূর্তটা থেকেই, তিনি যে তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন সেটা বোঝা গেলো, আর অনুভূতিটা যদি পারস্পরিক না-হ'য়ে থাকে, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই মস্ত-একটা ভুল ক'রে ফেলেছি। হেঁটে যখন বাড়ি ফিরছি, তিনি বারে-বারে তাঁরই কথা বলছিলেন, আর তারপর থেকে এমন একটাও দিন যায়নি যখন আমরা ভাইবোনের মধ্যে কারু-না-কারু দেখা পাইনি। আজ রাত্তিরে তাঁরা এখানে নৈশভোজে আসবেন আর আগামী হপ্তায় কখনও একসময় আমাদেরও তাঁদের ওখানে যাবার কথা। কেউ নিশ্চয়ই ভাবতে পারে, এমন-একটা জুটি স্টেপলটনের খুবই মনঃপূত হবে, কিন্তু আমি একাধিকবার খেয়াল ক'রে দেখেছি স্টেপলটন সেটা আদৌ পছন্দ করছেন না —বিশেষত সার হেনরি যখন তাঁর বোনকে বেশি মনোযোগ দেন, তখন তাঁর মুখে বেশ কঠোর বিতৃষ্ণাই যেন ফুটে ওঠে। তিনি যে নিজের বোনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত তাতে কোনো সন্দেহই নেই, আর বোনটি সঙ্গে না-থাকলে সারাটা জীবন তাঁকে একা-একাই কাটাতে হবে, কিন্তু এই চমৎকার বিবাহবন্ধনে তিনি যদি বাধা হ'য়ে দাঁড়ান, তাহ'লে সেটা হবে স্বার্থপরতার চূড়ান্ত। অথচ তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি চান না এঁদের অন্তরঙ্গতা প্রেমে পরিণত হোক, এবং আমি খেয়াল ক'রে দেখেছি বেশ কয়েকবারই তিনি এঁদের অন্তরঙ্গ আলাপে বাধা দিয়েছেন। প্রসঙ্গত বলি, তুমি যে আমায় ব'লে দিয়েছিলে আমি যেন কখনও সার হেনরিকে কোথাও একা-একা যেতে না-দিই, সেটা আরো কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠবে যদি আমাদের অন্যান্য ঝামেলার মধ্যে একটা প্রেমপ্রণয়ের ব্যাপার এসে জুড়ে যায়। তোমার আদেশ আমি যদি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করি, তাহ'লে আমার জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই বিষম একটা ঘা খাবে।

সেদিন—আরো ঠিকঠাক বলতে গেলে, গত বৃহস্পতিবার—ডাক্তার মর্টিমার আমাদের এখানে মধ্যাহ্নভোজে এসেছিলেন। লং ডাউনে তিনি মাটির ঢিবি খুঁড়ে ফেলে এমন-কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক করোটি পেয়েছেন যা তাঁকে একেবারে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দিয়েছে। এ-রকম একাগ্রচিত্ত উৎসাহী লোক বোধহয় আর-কখনও ছিলো না! পরে স্টেপলটনরাও এসে হাজির হয়েছিলেন এবং সার হেনরির অনুরোধে ডাক্তার মর্টিমার সবাইকে নিয়ে গেলেন সেই ইউগাছের বীথিপথে, সেই ভয়ংকর রাত্রে ঠিক কী হয়েছিলো সেটাই দেখাবার জন্যে। ইউ বীথি দীর্ঘ, নিরানন্দ একটি ভ্রমণপথ, দু-পাশে ছাঁটা ঝোপঝাড়ের দেয়াল, তার দু-পাশে ঘাসের দুটি সরু আঁচল চ'লে গিয়েছে। শেষ প্রান্তে একটা প্রাচীন ভেঙে-পড়া গ্রীষ্মাবাস। পথের ঠিক মাঝখানটায় জলার দিকের সেই ফটক, যেখানে ওই বৃদ্ধ তাঁর চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন। ফটকটা শাদা, কাঠে তৈরি —একটা আগল আছে। তার ওপাশেই সেই বিশাল জলাভূমি। ব্যাপারটা সম্বন্ধে তোমার তত্ত্বটা আমার মনে ছিলো, ঠিক কী হয়েছিলো সেটা আমি কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করলাম। বৃদ্ধ যখন সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছিলেন, কিছু-একটা জলাভূমি পেরিয়ে ছুটে আসছে, সেটা নিশ্চয়ই তাঁকে এতটাই আতঙ্কিত ক'রে তুলেছিলো

যে তাঁর বোধবুদ্ধি যেন লোপ পেয়েছিলো, তিনি ছুট লাগালেন, ছুটেই চললেন, শেষটায় শুধু আতঙ্ক আব অবসাদেই তাঁর মৃত্যু হ'লো। ওই সেই দীর্ঘ সুড়ঙ্গের যতো অন্ধকার পথটা আমার সামনেই প'ড়ে আছে। কিসের ভয়ে তিনি ছুটে পালাচ্ছিলেন? বাদার কোনো ভেড়াখেদানে কুকুরের ভয়ে? নাকি কোনো ভুতুড়ে কুকুরের ভয়ে— মিশকালো, নিঃশব্দ আর দানবিক? ব্যাপারটায় কি কোনো মানুষের হাত ছিলো? পাণ্ডুবর্ণ সদাসতর্ক ব্যারিমোর যতটা বলে তার চেয়ে বেশি কোনো কথা কি সে জানে? সব কেমন অস্পষ্ট আর আবছা, কিন্তু সবসময়েই তার আড়ালে থেকে যায় কোনো দুষ্কৃতীর করাল কালো ছায়া।

শেষ চিঠি লেখার পর আরো-একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি হলেন ল্যাফটার হলের মিস্টার ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, আমাদের দক্ষিণে মাইল চারেক দূরে থাকেন। মানুষটি বয়োবৃদ্ধ, লাল মুখো, শাদা চুল, আর মেজাজটা তিরিক্ষি, খিটখিটে। তাঁর প্রবল উৎসাহ ব্রিটিশ আইনব্যবস্থায়, মামলামোকদ্দমায় বিস্তর টাকা খুইয়েছেন। তিনি মামলা লড়েন শুধু মামলা করারই আনন্দে, কোনো মামলায় তিনি যে-কোনো পক্ষ নিতে পারেন, কাজেই এটা তাঁর একটা ব্যয়বহুল আমোদ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও হয়তো কোনো পথ দিয়ে কারু যাওয়াই তিনি বন্ধ ক'রে দিলেন, আর যাজকপল্লিকে স্পর্ধা দেখিয়ে বলেন, সাধ্য থাকে তো তাঁরা পথটা খুলে দিক। আবার অন্য সময়ে তিনি হয়তো নিজের হাতে অন্য-কারু বাড়ির ফটক ভেঙে দিলেন, বললেন এখান দিয়ে স্মরণাতীত কাল থেকেই লোক চলাচল করতো। আস্ফালন ক'রে বাড়ির মালিককে বলেন, বেশ তো, গিয়ে অনধিকার প্রবেশের জন্যে মামলা রুজু করুন। প্রাচীন মহালগুলির স্বত্ব আর সাধারণের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে তাঁর বিস্তর জ্ঞান, এবং এই জ্ঞান তিনি সময়ে-সময়ে ফার্নওয়ার্দি গ্রামের লোকদের পক্ষে আবার কখনও তাদের বিপক্ষে লেলিয়ে দেন, তার ফলে গাঁয়ের লোকেরা কখনও তাঁকে কাঁধে নিয়ে জয়ধ্বনি দিতে-দিতে যায়, কখনো-বা তাঁর কুশপুতুল বানিয়ে পোড়ায়—সব নির্ভর করে তাঁর শেষতম কীর্তিটার ওপর। তাঁর হাতে নাকি এখন সাত-সাতটা মোকদ্দমা আছে, সম্ভবত তাতেই তাঁর বাকি সব টাকা গোল্লায় যাবে, আর তিনিও তাঁর হুল খুইয়ে ভবিষ্যতে গোবেচারি নিরীহ মানুষ ব'নে যাবেন। এই আইনের হুজ্জোতটা ছেড়ে দিলে, মানুষটাকে বেশ সদাশয় আর মধুর স্বভাব ব'লেই মনে হয়। এঁর কথা আমি এইজন্যেই লিখছি যে তুমি আমায় নির্দেশ দিয়েছিলে আমি যেন আশপাশের সমস্ত লোকেরই বর্ণনা পাঠাই। এখন তিনি একটা নতুন ব্যাপারে উৎসাহী হ'য়ে উঠেছেন : তিনি একজন শখের জ্যোতির্বিদ ব'লে তাঁর একটা চমৎকার টেলিস্কোপ আছে, সেটা নিয়ে তিনি নিজের বাড়ির ছাতে শুয়ে থাকেন, আর সেই জেল-পালানো কয়েদির খোঁজ পাবার আশায় সারাক্ষণ জলাভূমির এপাশ থেকে ওপাশ তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখেন। যদি তিনি তাঁর সব উৎসাহ শুধু এতেই লাগাতেন তবে সবই বেশ ভালো হ'তো, কিন্তু এখানে জোর গুজব যে তিনি নাকি ডাক্তার মর্টিমারের বিরুদ্ধে একটা মামলা ঠুকে দেবেন, কারণ তিনি নাকি উত্তরাধিকারীর অনুমতি বিনাই

একটি পারিবারিক সমাধি খুঁড়ে ফেলেছেন : সেই-যে লং ডাউনে তিনি মাটির ঢিবি খুঁড়ে নিওলিথিক মাথার খুলিগুলি বার করেছিলেন সেইজন্যেই তাঁর এই আক্রোশ। আমাদের জীবন যাতে একঘেয়ে হ'য়ে না-ওঠে, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্টই সাহায্য করেন এবং আমাদের যার বিশেষ অভাব সেই রঙ্গ-কৌতুকের খোরাক জোগান।

এবং এখন, জেলপালানো কয়েদি সম্বন্ধে, স্টেপলটন যুগল, ডাক্তার মর্টিমার আর ল্যাফটার হলের ফ্র্যাংকল্যাণ্ড সম্বন্ধে সর্বশেষ খবর জানাবার পর আমাকে এবারে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপারটা উপসংহারে জানাতে দাও। তোমাকে ব্যারিমোরদের সম্বন্ধে আরো খবর জানাচ্ছি— বিশেষত কাল রাতে যে-চমকপ্রদ ব্যাপারটা ঘ'টে গিয়েছে, এখন তোমাকে তা-ই বলছি।

প্রথমত সেই তারটার কথা, ব্যারিমোর সত্যি-সত্যি এখানে আছে কিনা জানবার জন্যে যেটা তুমি লণ্ডন থেকে পাঠিয়েছিলে। আমি তো আগেই বলেছি, পোস্টমাস্টার সাহেবের এজাহার থেকে বোঝা গিয়েছিলো যে তোমার উদ্দেশ্যটা একেবারে মাঠে-মারা গিয়েছিলো আর হ্যাঁ বা না কোনোটাই প্রমাণ করবার মতো সাবুদ আমাদের হাতে নেই। ব্যাপারটা আমি সার হেনরিকেও বলেছিলাম। আর তিনি তক্ষুনি, তাঁর সোজাসুজি ধবনে, ব্যারিমোরকে ডেকে পাঠিয়ে জিগেস করেছিলেন সত্যি সে নিজে ওই টেলিগ্রামটা নিয়েছিলো কি না। ব্যারিমোর বললে, সে নিজেই নিয়েছিলো।

'ছোকরাটি কি তোমার নিজের হাতে সেটা দিয়েছিলো?' সার হেনরি নাছোড়।

ব্যারিমোরকে খুবই অবাক দেখালো। খানিকক্ষণ ভেবে সে বললে, 'না, সে-সময়ে আমি ওপরের ওই চিলেগুদামে ছিলাম, আমার স্ত্রী সেটা ওপরে এসে আমায় দিয়েছিলেন।'

'তুমি নিজেই কি তার উত্তরটা পাঠিয়েছিলে?'

'না, আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম কী উত্তর দিতে হবে, তিনি নিচে গিয়ে সেটা লিখে পাঠিয়েছিলেন।'

সন্ধেবেলায় সে নিজেই আবার কথাটা পেড়েছিলো।

'আজ সকালে আপনি আমাকে যে এত জেরা করলেন, আমি তার উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারিনি, সার হেনরি,' সে বললে। 'আশা করি আপনার বিশ্বাস খোয়াবার মতো গর্হিত কিছু ক'রে ফেলেছি, এমন কথা বলা আপনার উদ্দেশ্য নয়?

সে-রকম কিছু যে নয়, এ-কথা ব'লে সার হেনরিকে তাকে আশ্বস্ত করতে হয়েছিলো, তাকে তাঁর অনেকগুলো পুরোনো পোশাকআশাক দিয়েই শেষটায় শান্ত করেছিলেন। তখন লণ্ডন থেকে তাঁর নতুন পোশাকপরিচ্ছদ এসে পড়েছিলো ব'লেই তাঁর কোনো মুশকিল হয়নি।

মিসেস ব্যারিমোর আমার কৌতূহলের বিষয়। বেশ ভারিক্কি মোটাশোটা গড়ন, অত্যন্ত সীমিত দৃষ্টি, তীব্রভাবে সভাভব্য, আর বেশ শুচিবায়ুগ্রস্ত। তার মধ্যে আবেগঅনুভূতি ব'লে যে কিছু আছে, তা তোমার মনে হবে না। তবু, আমি তো তোমাকে

আগেই জানিয়েছি, এখানে এসে প্রথম রাতেই তাকে আমি ব্যাকুলভাবে কান্নাকাটি করতে শুনেছিলাম, আর পরেও একাধিকবার তার গালে চোখের জলের দাগ দেখেছি। কোনো গভীর শোক বা ব্যথা নিশ্চয়ই তার হৃদয়টাকে কুরে-কুরে খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে আমি বোঝবার চেষ্টা করি তার কি কোনো অপরাধের স্মৃতি আর গ্লানি আছে যেটা তাকে হানা দিয়ে বেড়ায়, আর মাঝে-মাঝে আমার এই সন্দেহও হয়, ব্যারিমোর তার স্ত্রীকে নির্যাতন করে কি না? সে কি পরিবারের অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী লোক? সবসময়েই আমার মনে হয়েছে লোকটার স্বভাবের মধ্যে একটা বিশেষ আপত্তিকর কোনো বৈশিষ্ট্য আছে, কিন্তু কাল রাত্তিরের অ্যাডভেঞ্চার আমার সব সন্দেহকেই একেবারে তুঙ্গে নিয়ে গিয়ে মাথায় চড়িয়ে দিয়েছে।

অথচ এদিকে কিন্তু ব্যাপারটাকে অতি তুচ্ছ ব'লেই মনে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে আমার ঘুম খুব গাঢ় আর গভীর হয় না, তার ওপরে এ-বাড়িতে এসে সবসময়েই আমাকে যখন হুঁশিয়ার থাকতে হয় আমার ঘুম আগের চেয়ে অনেকবেশি হালকা হ'য়ে গিয়েছে। কাল রাতে প্রায় দুটো নাগাদ, আমার ঘরের পাশ দিয়ে কার সন্তর্পণ চলার শব্দ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়, আমি উঠে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখি, করিডর দিয়ে এক দীর্ঘ কালো ছায়া চ'লে যাচ্ছে। ছায়াটা এমন লোকের যে হাতে একটা মোমবাতি নিয়ে মৃদু পায়ে করিডর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকটার পরনে শার্ট আর প্যান্টালুন, পায়ে কোনো জুতো নেই। আমি শুধু তার আদরাটাই দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু তার উচ্চতাই আমাকে ব'লে দিলে এ নিশ্চয়ই ব্যারিমোর। সে খুব আস্তে-আস্তে, অতি সাবধানে, হাঁটছে, আর তার সমস্ত হাবভাবের মধ্যেই কেমন একটা গোপন-গোপন দোষী-দোষী ভাব।

আমি তোমাকে আগেই বলেছি যে ঢাকাবারান্দা গিয়ে শেষ হয়েছে একটা অলিন্দে, যেটা হলের চারদিক দিয়ে গেছে, কিন্তু করিডরটা আবার গিয়ে শুরু হয়েছে একেবারে অন্য দিকটায়। সে দৃষ্টির বাইরে চ'লে যাওয়া অব্দি আমি অপেক্ষা ক'রে রইলাম, তারপর তার পেছন নিলাম। যখন আমি ঘুরে অলিন্দটার কাছে এসেছি, সে তখন দূরের করিডরটার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে। আর একটা খোলা দরজা দিয়ে একটু আলো এসে পড়েছিলো, সেই মিটমিটে আলোতেই আমি দেখতে পেলাম সে ওই ঘরগুলোর একটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। এখন, এই ঘরগুলোর কোনোটাতেই কোনো আশবাবপত্র নেই, এ-সব ঘরে কেউ থাকেও না। ফলে তার এই অভিসার আগের চেয়েও আরো রহস্যময় হ'য়ে উঠলো। আলোটা ঠায় পড়েছিলো করিডরে, তার মানে সে নিশ্চয়ই নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। আমি পা টিপে-টিপে যতটা নিঃশব্দে পারি ওই প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে এসে দরজার এক কোণা থেকে ঘরের মধ্যে উঁকি দিলাম।

জানলার কাচের গায়ে মোমবাতিটা চেপে ব্যারিমোর গুড়ি মেরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের একটা পাশ আমার দিকে ফেরানো ছিলো। আর সে যখন জলাভূমির অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিলো তার মুখখানা অধীর প্রত্যাশায় টান-টান হ'য়ে উঠেছিলো। খুব উদ্‌গ্রীব হ'য়ে কয়েক মিনিট ধ'রে সে ওই দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর

একটা নৈরাশ্যের আওয়াজ ক'রে অধীরভঙ্গিতে বাতিটা নিভিয়ে দিলে। তক্ষুনি, আমি হুড়মুড় ক'রে আমার ঘরে ফিরে এলাম। আর তার একটু পরেই এলো ওই সন্তর্পণ চলার শব্দ—আবার কেউ ঘরের পাশ দিয়ে চোরের মতো ফিরে চ'লে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে আমি যখন আবার লঘু নিদ্রার মধ্যে ডুবে গিয়েছি তখন শুনতে পেলাম কোথাও একটা তালার মধ্যে চাবি ঘোরানো হ'লো, কিন্তু আওয়াজটা কোত্থেকে এলো সেটা বুঝতে পারিনি। এইসবের কী-যে মানে হয়, তা আমি অন্তত আন্দাজ করতে পারছি না, কিন্তু এই বিমর্ষ বাড়িটার মধ্যেই কিছু-একটা গোপন কারবার চলেছে। কখনও-না-কখনও আমরা তার কিনারা ক'রে ফেলতে পারবো। আমার নিজের তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা দিয়ে আমি তোমাকে উত্যক্ত করতে চাই না, কারণ তুমি আমাকে বলেছিলে তোমাকে শুধু তথ্যই সরবরাহ ক'রে যেতে। আজ সকালে সার হেনরির সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা হয়েছে, কাল রাতে আমি যা-যা দেখেছি তারই ভিত্তিতে আমরা কী করা যায় তার একটা ফন্দি এঁটেছি। এক্ষুনি সে-সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। তবে তার বিবরণ নিশ্চয়ই আমার পরবর্তী প্রতিবেদনটাকে খুবই চিত্তাকর্ষক ক'রে তুলবে।

৯

জলাভূমির ওপর আলো

[ডাক্তার ওয়াটসনের দ্বিতীয় প্রতিবেদন]

বাস্কারভিল হল, ১৫ অক্টোবর

প্রিয় হোমস :

আমার এই দায়ের গোড়ার দিকটায় যদি আমি তোমাকে বিশেষ-কোনো খবর জোগাতে না-পেরে থাকি, তবে এখন তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমি ওই নষ্ট-করা সময়টুকু পুষিয়ে নিচ্ছি, পর-পর অনেক ঘটনাই যেন হুড়মুড় ক'রে আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমার শেষ প্রতিবেদনটার আমি শেষ করেছিলাম জানলার কাছে ব্যারিমোর দাঁড়িয়ে আছে, এই দারুণ তথ্যটা দিয়ে ; এখন, এর মধ্যেই, এমন-সব ঘটনা ভিড় ক'রে এসেছে যে, আমি যদি আন্দাজে ভুল ক'রে না-থাকি, তোমাকে একেবারে তাজ্জব ক'রে দেবে। ঘটনাগুলো এমন দিকে মোড় নিয়েছে যে তা আমি আগে থেকে আন্দাজও করতে পারিনি। কতগুলো দিক থেকে অবশ্য গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় সে-সব ঘটনা অনেক স্বচ্ছ হ'য়ে এসেছে, আবার কতগুলো দিকে বিচ্ছিরিরকম জট পাকিয়েও গেছে। তবে আমি তোমাকে সব কথাই গোড়া থেকেই খুলে বলবো, আর তুমি নিজেই সে-সব বিচার ক'রে নিতে পারবে।

পরের দিন সকালে, ছোটোহাজরির আগেই, আমার অ্যাডভেঞ্চারের জের টেনেই আমি ওই কবিডরটা ধ'রে গিয়ে ব্যারিমোর আগের রাতে যে-ঘরটায় গিয়ে ঢুকেছিলো, সে-ঘরটা ঘুঁটিয়ে দেখে এসেছি। পশ্চিমের জানলাটা, যেটা দিয়ে সে অমন উৎসুকভাবে তাকিয়েছিলো, আমি লক্ষ ক'রে দেখলাম, ঘরের অন্য-সব জানলার চাইতে তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে—এখান থেকে জলাভূমিকে সবচেয়ে কাছে থেকে দেখা যায়। দুটো গাছের মাঝখানে একটু ফাঁক আছে, সেইজন্যে কেউ সরাসরি নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পারে ; অন্য-সব জানলা থেকে শুধু দূরের দৃশ্যগুলোই চোখে পড়ে। তা থেকে এটাই বোঝা যায় যে, ব্যারিমোর—যেহেতু এই জানলাটাই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে—নিশ্চয়ই এখান থেকেই কারু বা কিছুর খোঁজে জলাটার দিকে তাকিয়েছিলো। রাত্তিরটা ছিলো ঘন অন্ধকারে ঢাকা, তাতে আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না কী ক'রে সে সেখানে কাউকে দেখতে পাবে ব'লে আশা করেছিলো। দুম ক'রে আমার মনে হ'লো, কী জানি, এটা কোনো প্রেম-ট্রেমের ব্যাপার নয় তো। সেটাই ব্যাখ্যা ক'রে দেবে কেন

সে অমন চোরের মতো পা টিপে-টিপে যাচ্ছিলো, আর তার স্ত্রীই বা কেন অত কাতর হ'য়ে আছে। লোকটার চেহারায় একটা সম্মোহনী শক্তি আছে, গ্রামেব কোনো তরুণীর মনোহরণ করতেই পারে সে, কাজেই আমার এই তত্ত্বটার পেছনে যুক্তির একটু সমর্থনও আছে। আমার ঘরে ফিরে এসে পরে আমি যে খুট ক'রে দরজা খোলবার শব্দ শুনেছিলাম, সেটা হয়তো এটাই বোঝায় যে তারপর সে কোনো গোপন অভিসারে বেরিয়ে গিয়েছিলো। সেদিন সকালে আমি এইভাবেই একটা যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা করেছিলাম. আর আমার সন্দেহগুলো কোন দিকে যাচ্ছে আমি তোমাকে তা-ই জানাচ্ছি, পরে হয়তো ফাঁস হ'য়ে যাবে যে এ-সব সন্দেহ সম্পূর্ণ ভিত্তিবিহীন ছিলো।

ব্যারিমোরের এই সন্তর্পণ চলাফেরার সত্যিকার তাৎপর্য যা-ই হোক না কেন, আমার মনে হয়েছিলো বিশদ ব্যাখ্যা পাবার আগে পর্যন্ত সবকিছুই নিজের কাছে চেপে রেখে দেবো—পরে হয়তো কখনও এমন সময় আসবে তখন আর ঢাক-ঢাক গুড়গুড়ের কোনো দরকারই হবে না আমার। ছোটোহাজরির পর তাঁর পড়ার ঘরে গিয়ে ব্যারনেটের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিলো, আমি যা-যা দেখেছি সব আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম। আমি যতটা আশা করেছিলাম, ততটা চমকে যেতে তাঁকে কিন্তু দেখলাম না।

'আমি জানি যে ব্যারিমোর রাত্তিরে ঘুরে বেড়ায়, আমি নিজেই এ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবো ব'লে ঠিক করেছিলাম,' তিনি বললেন। 'দু-তিনবার প্যাসেজে আমি তার পায়ের আওয়াজ পেয়েছি। কখনও আসছে কখনও বেরিয়ে যাচ্ছে, আপনি যে-সময়টার কথা বললেন, ঠিক তখন।'

'তাহ'লে হয়তো, রোজ রাত্তিরেই সে ওই একটা বিশেষ জানলার কাছে যায়,' আমি বললাম।

'হয়তো যায়। যদি তা-ই হয়, তবে আমরা তার পেছন নিতে পারবো, দেখতে পারবো সে আসলে কী চায়। আমি শুধু ভাবছি তিনি যদি এখানে থাকতেন তবে আপনার বন্ধু হোমস কী করতেন?'

'আমার বিশ্বাস এক্ষুনি আপনি যে-প্রস্তাবটা করলেন, তিনি নিশ্চয়ই ঠিক তা-ই করতেন,' আমি বললাম। 'তিনি ব্যারিমোরকে অনুসরণ করতেন এবং দেখতেন সে কী করে।'

'তাহ'লে আমরা দুজনে মিলেই তা-ই করবো।'

'সে নিশ্চয়ই আমাদের শুনতে পেয়ে যাবে।'

'লোকটা একটু কালা আছে, কিন্তু তা হোক বা না-হোক, আমাদের এই সুযোগটা নিতেই হবে। আজ রাতে আমরা দুজনে আমার ঘরেই ব'সে থাকবো যতক্ষণ-না সে তার পাশ দিয়ে চ'লে যায়।' সার হেনরি খুব খুশি হ'য়ে তাঁর হাত কচলালেন, জলাভূমির এই শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের মধ্যে এ-রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ পেয়ে তিনি যে ভারি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছেন, সেটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেলো।

সার চার্লসের জন্যে যে-স্থপতি নকশা তৈরি করেছিলেন আর লণ্ডনের যে-ঠিকাদার

নতুন বাড়িটা বানাবার কাজ করছিলেন, ব্যারনেট তাঁদের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলছিলেন —অর্থাৎ আমরা আশা করতে পারি কিছুদিনের মধ্যেই বিস্তর অদলবদলের কাজ শুরু হ'য়ে যাবে। প্লিমথ থেকে বাড়ি সাজাবার জন্যে আশবাবওলারাও এসেছিলো, বোঝাই যাচ্ছে আমাদের বন্ধুটির মগজে বড়ো-বড়ো নানা পরিকল্পনা আছে, এবং বংশের হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করতে কোনো কার্পণ্য করবেন না। যখন বাড়িটার জীর্ণ সংস্কার শেষ হবে এবং নতুন আশবাব দিয়ে ঘরগুলো সাজানো হবে, তখন ষোলোকলা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর শুধু চাওয়ার থাকবে একজন স্ত্রী। নিজেদের মধ্যে ব'লেই বলছি, সেই অভাবটাও পূরণ হ'তে বেশি দেরি হবে না, যদি অবশ্য মহিলাটিও ইচ্ছুক থাকেন, অন্তত তার স্পষ্ট কতগুলো ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে, কারণ, আমি এর আগে কখনও আর-কাউকে দেখিনি যে কোনো মেয়েকে দেখে এমন পাগল হ'য়ে উঠতে পারে, আমাদের রূপসী প্রতিবেশিনী মিস স্টেপলটনকে দেখে তিনি যতটা হয়েছেন। অথচ তবু প্রকৃত প্রণয়ের পথও বেশ ঘোরালো, অমন সহজ বা মসৃণ নয়—অথচ এমন পরিস্থিতিতে এ-রকম ভজকট হবার কিন্তু কথা ছিলো না। আজকেই, যেমন, অপ্রত্যাশিত একটা হাওয়ার ধাক্কায় জলের নিস্তরঙ্গ উপরিতলটা ভেঙে গিয়েছিলো, যার ফলে আমাদের বন্ধুটি যেমন বিমূঢ় তেমনি বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন।

এই-যে এক্ষুনি লিখলাম, ব্যারিমোর সম্বন্ধে আমাদের কী কথাবার্তা হয়েছিলো, তারপরেই সার হেনরি মাথায় হ্যাট চাপিয়ে বেরুবার আয়োজন করলেন। সত্যি-বলতে, আমিও তা-ই করলাম।

'কী, আপনিও আসছেন নাকি, ওয়াটসন?' আমার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে তিনি জিগেস করলেন।

'সেটা নির্ভর করে আপনি জলায় যাচ্ছেন কিনা তার ওপর,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ওদিকেই যাচ্ছি।'

'তো, আপনি তো জানেনই আমাকে কী হুকুম দেয়া হয়েছে। বেমক্কা কোনো ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না, তবে আপনি তো নিজের কানেই শুনেছেন হোমস কী রকম সনির্বন্ধ নির্দেশ দিয়েছিলেন আমি যেন আপনার সঙ্গ ত্যাগ না-করি, বিশেষত আপনি যাতে একা-একা বাদার দিকে না-যান।'

সার হেনরি মধুরভাবে হেসে আমার কাঁধে হাতে রাখলেন।

'শুনুন, ওয়াটসন,' তিনি বললেন, 'হোমস, তাঁর বিপুল প্রজ্ঞা সত্ত্বেও, এটা আগে থেকে আন্দাজ করতে পারেননি এই জলাভূমিতে আসার পর থেকে আমার জীবনে কী-কী ঘটবে, বুঝেছেন? আমি ঠিক জানি, আপনি পৃথিবীতে সেই শেষ মানুষটি যিনি অন্যের আমোদ-আহ্লাদে বেরসিকের মতো বাগড়া দেন। আমি একাই যাবো।'

কথাটা আমাকে একটা বিচ্ছিরি ঝামেলায় ফেলে দিলে। কী বলি, কী করি, কিছুই আমি ভেবে পেলাম না। আমি মনস্থির ক'রে নেবার আগেই তিনি তাঁর ছড়িটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু যখন আমি ঘটনাটা ফিরে ভাবি, তখন আমার বিবেক আমায় তিক্তভাবে ভর্ৎসনা করে : তাঁকে আমার নজরের বাইরে চ'লে যেতে দেয়া উচিত হয়নি, কোনো-একটা অছিলা বা ছুতো ক'রে আমি তাঁর সঙ্গ নিতে পারতাম। যদি আমি তোমার কাছে ফিরে গিয়ে বলি তোমার নির্দেশ অমান্য করেছি ব'লে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন আমার অনুভূতিগুলো যে কী-রকম হবে, তা আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম। এর চিন্তাতেই আমার মুখ-চোখ রাঙা হ'য়ে ওঠে। হয়তো তাঁর নাগাল আমি এখনও ধ'রে ফেলতে পারবো, হয়তো খুব দেরি হ'য়ে যায়নি এখনও, কাজেই তক্ষুনি আমি মেরিপিট হাউসের দিকে রওনা হ'য়ে পড়লাম।

যত দ্রুত পারি, প্রায় ছুটেই আমি চললাম, কিন্তু সার হেনরির কোনো দেখা নেই কোথাও ; শেষে আমি সেখানটায় এসে পড়লাম যেখানে এই রাস্তাটা থেকে আরেকটা পথ বেরিয়ে বাদার দিকে গেছে। সেখানে আমার একটু শঙ্কাও হ'লো, আমি ভুল দিকে এসে পড়িনি তো ; শেষে আমি একটা টিলার ওপরে উঠে চারপাশে তাকালাম—এটা সেই টিলা যেটায় গ্র্যানাইট পাথর তোলবার জন্যে একটা অন্ধকার খাদান খোঁড়া হয়েছিলো। উঠেই, আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। প্রায় সোয়া মাইল দূরে, তিনি বাদার পথ ধ'রেই চলেছেন, তাঁর সঙ্গে এক মহিলাও আছেন, তিনি নিশ্চয়ই মিস স্টেপলটনই হবেন। স্পষ্ট বোঝা গেলো, এরই মধ্যে তাঁদের দুজনের মনের মিল হ'য়ে গেছে, আর তাঁরা আগে থেকেই ঠিক ক'রে পরস্পরের সঙ্গে দেখা করেছেন। গভীর আলাপে মগ্ন, তাঁরা দুজনে খুব আস্তে হাঁটছিলেন, আর আমি দেখতে পেলাম মিস স্টেপলটন বারে-বারে হাত নেড়ে কী-সব বলছেন, খুবই আন্তরিকতার সঙ্গেই নিশ্চয়ই, আর সার হেনরিও গভীর মনোযোগ দিয়ে কান পেতে সব শুনছেন, আর একবার দু-বার তিনি বিষম আপত্তি ক'রেই তাঁর মাথা ঝাঁকালেন। আমি পাথরগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁদের লক্ষ করছিলাম, এর পরে যে কী করবো, তা-ই ভেবে পারছিলাম না। তাঁদের অনুসরণ ক'রে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ কথাবার্তার ছেদ টেনে দেয়াটা নিছকই বর্বরোচিত হবে, অথচ এটাও তো আমার অকাট্য কর্তব্য : কখনও, এক মুহূর্তের জন্যেও, তাঁকে চোখের আড়াল হ'তে দেয়া চলবে না। কোনো বন্ধুর ওপর খোচরের মতো নজর রেখে যাওয়াটা একটা ঘৃণিত কাজ। এদিকে, তখনও আমি বিমূঢ় হ'য়ে ভাবছি কী করবো, শুধু এই টিলার ওপর থেকে এঁদের ওপর নজর রেখে যাবো, আর পরে বিবেকদংশনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে তাঁর কাছে সব স্বীকার ক'রে দেবো আমি সারাক্ষণ কী করেছি? সাত্যি-যে আচমকা যদি তাঁর কোনো বিপদআপদ এসে হাজির হয়, তবে আমি এত দূরে আছি যে আমি তাঁর কোনো কাজেই লাগবো না, অথচ আমি ঠিক জানি তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমার অবস্থাটা কী-রকম সঙিন হ'য়ে উঠেছে. এর চেয়ে বেশি আর-কিছুই আমার করার নেই।

আমাদের বন্ধু, সার হেনরি, আর ওই মহিলা তখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাঁদের কথাবার্তার গভীর ভাবে মগ্ন হ'য়ে আছেন, হঠাৎ এমন সময় আমি

টের পেলাম যে আমিই এই দৃশ্যের একমাত্র দর্শক নই। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো হাওয়ার মধ্যে সবুজ কী-একটা ভেসে বেড়াচ্ছে, দ্বিতীয়বার তাকিয়েই দেখতে পেলাম কেউ-একজন একটা লাঠির ডগায় সেটা বুলিয়ে নিয়ে ওই উবড়োখাবড়ো জমির মধ্যে ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। আরে, এ তো স্টেপলটন, তাঁর ওই প্রজাপতি পাকড়াবার জালটা সমেত। আমার চাইতে তিনি-ই বরং ওই যুগলের অনেকটা কাছে, দেখে মনে হ'লো তিনি তাঁদের দিকেই এগুচ্ছেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই সার হেনবি হঠাৎ মিস স্টেপলটনকে তাঁর পাশে টেনে নিলেন। তাঁর বাহু দুটি মিস স্টেপলটনকে জড়িয়ে আছে, আর তিনি তাঁর মুখটা একপাশে সরিয়ে তাঁর হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছেন। তিনি মহিলার মুখের ওপর তাঁর নিজের মুখটা নামিয়ে আনছেন, আর মহিলাটি উলটে একটা হাত তুলে বাধা দেবার চেষ্টা করছেন। পরমুহূর্তেই দেখি তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে স'রে গেলেন আর ঘুরে তাকালেন। এই বাধার কারণ খোদ স্টেপলটন। তিনি খ্যাপার মতো তাঁদের দিকে ছুটে যাচ্ছেন, তাঁর ওই উদ্ভট জালটা তাঁর পেছনে-পেছনে ঝুলছে। প্রেমিক যুগলের সামনে তিনি যেন বিষম উত্তেজনায় হাত-পা নেড়ে বিষম একটা নৃত্য জুড়ে দিয়েছেন। এই দৃশ্যের মানেটা কী, তা আমি আন্দাজ করতে পারলাম না। তবে আমার মনে হ'লো স্টেপলটন বিস্তর চোটপাট ক'রে সার হেনরিকে বেদম তিরস্কার করছেন, আর সার হেনরি, যিনি একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করছিলেন, যখন দেখলেন স্টেপলটন তাঁর কথা কানেই তুলছেন না, তিনি ক্রমেই চ'টে যাচ্ছিলেন। মহিলাটি পাশেই বেশ দাম্ভিকভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। শেষটায় স্টেপলটন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাঁর বোনকে এক উদ্ধত জুলুমবাজের ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করলেন, আর বোনটি সার হেনরির দিকে অসহায়ের মতো দ্বিধাভরে একবার তাকিয়ে তাঁর ভাইয়ের পাশে-পাশেই হাঁটা লাগালেন। প্রাণিবিজ্ঞানীর ওই ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছিলো তাঁর বোনটিও তাঁর অসন্তোষের কারণ। ব্যারনেট একটুক্ষণ তাঁদের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ধীরে-ধীরে যে-পথ দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই পথ ধ'রেই ফিরে আসতে লাগলেন, তাঁর মাথাটা ঝুলে পড়েছে, আশাভঙ্গের এক বিমর্ষ ছবি।

এ-সবকিছুর মানে যে কী হবে আমি তা আন্দাজই করতে পারছিলাম না, তবে আমার বন্ধুটির অগোচরে এমন-একটা অন্তরঙ্গ দৃশ্যের সাক্ষী হ'য়ে রইলাম ব'লে গভীরভাবে লজ্জিত হ'য়ে উঠলাম। আমি, সেইজন্যে, টিলাটা থেকে ছুটে নেমে এসে ব্যারনেটের মুখোমুখি হলাম। তাঁর মুখটা রাগে রাঙা হ'য়ে উঠেছে, ভুরু দুটো কুঁচকোনো, হতভম্ব দশাটা কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের।

'আরে, ওয়াটসন! আপনি আবার কোন আকাশ থেকে ঝপ ক'রে নেমে এলেন?' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই বলবেন না যে আমার মানা সত্ত্বেও আপনি আমার পেছন-পেছন এসেছিলেন!'

সবকিছু ব্যাখ্যা ক'রে বললাম : তাঁর পেছন-পেছন না-আসাটা কেমন অসম্ভব ছিলো আমার পক্ষে, কেমন ক'রে আমি তাঁর অনুসরণ করেছি, আর কেমন ক'রেই বা আমি

প্রত্যক্ষ করেছি কী-কী ঘটেছে। এক মুহূর্তের জন্যে আগুনঝরা চোখে আমার দিকে তাকালেন তিনি, কিন্তু আমার সরলসোজা কথা শুনে সেই ক্রোধ যৎকিঞ্চিৎ প্রশমিত হ'লো, শেষটায় তিনি একটু খেদেব সঙ্গেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন।

'এই বিশাল প্রেয়ারির মাঝখানে কেউ ব্যক্তিগত কথাবার্তার জন্যে বেশ-একটা নিভৃত নিরাপদ জায়গাই পাবে ব'লেই হয়তো কারু মনে হবে।' তিনি বললেন, 'কিন্তু, কী কাণ্ড, সারা তল্লাটটাই যেন আমার প্রেম নিবেদন করার দৃশ্যটা দেখবার জন্যে ছুটে এসেছিলো—আর সেই প্রেম নিবেদনটাই বা কেমন করুণ আর ব্যর্থ হ'লো শেষটায়! তা থিয়েটারের কোনখানটায় গিয়ে আপনি বসেছিলেন?'

'আমি ওই টিলাটার ওপরে ছিলাম।'

'অ্যা? একেবারে পেছনের আসনে? কিন্তু তাঁর ভাইটি ছিলেন একেবারে সামনের সারিতে। তাঁকে আমাদের ওপর গিয়ে চড়াও হ'তে দ্যাখেননি?'

'হ্যাঁ, তা দেখেছি।'

'আচ্ছা, তাঁকে কি কখনও আপনার পাগল ব'লে মনে হয়েছে—এই তাঁর এই ভ্রাতৃদেবটিকে?'

'তা কখনও মনে হয়নি অবশ্য।'

'বলবো যে, আমারও তা কখনও মনে হয়নি। আজকের ঘটনাটার আগে অব্দি তাঁকে আমি প্রকৃতিস্থ মানুষ ব'লেই মনে ক'রে এসেছি, কিন্তু এটা আপনি আমার কাছে শুনে রাখুন—হয় তাঁর নয়তো আমারই কোনো পাগলা গারদে গিয়ে ওঠা উচিত। আচ্ছা, আমার ব্যাপারটা কী বলুন তো? আপনি তো আমার সঙ্গে কয়েক হপ্তা কাটিয়েছেন, ওয়াটসন, এবার আমায় সোজাসুজি বলুন তো। যে-মেয়েকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, আমি কি তার স্বামী হবার অযোগ্য?'

'আমি তা মনে করি না।'

'তাঁর তো আমার জাগতিক পদমর্যাদা সম্বন্ধে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না—তাহ'লে আমি লোকটাই বুঝি তাঁর অপছন্দের কারণ। আমার বিরুদ্ধে তাঁর নালিশটা কী? আমি জেনেশুনে জীবনে কখনও কোনো পুরুষ বা নারীকে কোনো আঘাত করিনি। অথচ ইনি কিনা এঁর বোনের আঙুলের ডগাটুকু অব্দি আমাকে ছুঁতে দেবেন না।'

'উনি কি তা-ই বলেছেন নাকি?'

'তা তো বলেইছেন, তারপর আরো কত-কী ব'কে গিয়েছেন। আপনাকে বলছি, ওয়াটসন, আমি তাঁকে এই ক-সপ্তাহ ধ'রে জেনেছি, কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মনে হচ্ছিলো আমার জন্যেই তাঁর জন্ম হয়েছে, আর তিনি, নিজেও—আমার সঙ্গে যখন থাকেন, তখন তিনি খুব খুশি থাকেন, এটা আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। মেয়েদের চোখে অদ্ভুত-একটা আলো থাকে, কোনো কথার চাইতেও সে-আলো বেশি মুখর। কিন্তু ভ্রাতাটি—তিনি আমাদের কিছুতেই একা থাকতে দেবেন না, তাঁকে আমার সঙ্গে যেতে দেবেন না, আর শুধু আজই প্রথম আমি দেখলাম তাঁর সঙ্গে নিরিবিলিতে দুটো কথা

বলবার সুযোগ পেয়ে গেছি। আমার সঙ্গে দেখা করতে তাঁর আনন্দই হয়েছিলো, কিন্তু তিনি আমায় বললেন যে তিনি প্রেম ভালোবাসা সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে চান না, আর পারলে হয়তো আমাকেও ভালোবাসার কথা বলতে দিতেন না। তিনি শুধু একই কথা বার-বার আউড়ে যাচ্ছিলেন, এ-জায়গাটা ভয়ানক, আর বিপজ্জনক, এবং আমি যদ্দিন-না এখান থেকে চ'লে যাচ্ছি, তিনি কিছুতেই সুখী হ'তে পারবেন না। আমি তাঁকে বললুম, যখন থেকে আমি তাঁকে দেখেছি, তখন থেকেই আমি মনস্থ ক'রে ফেলেছি এখান থেকে চ'লে যাবার কোনো তাড়াই নেই আমার। একমাত্র যে-উপায়ে কাজটা সারা যেতে পারে তা হ'লো তিনিও যদি আমার সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবেই। এই ব'লে আমি তাঁকে এমনকী বিয়ে করার প্রস্তাবও দিয়েছিলুম, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দেবার আগেই তাঁর ওই মূর্তিমান ভ্রাতাটি এসে উপস্থিত, পাগলের মতো মুখ চোখ তাঁর, যেমন খ্যাপার মতো আমাদের দিকে তেড়ে এলেন। রাগে শাদা হ'য়ে গিয়েছিলেন তিনি, তাঁর ওই কটা চোখ দুটি ক্ষিপ্ত আগুনশিখার মতো জ্বলছিলো। এই মহিলাটির সঙ্গে আমি কী করছি? মহিলার প্রতি এমন মন দেবার সাহস আমার হয় কোত্থেকে, যখন তাঁর নিজেরই সেটা বিষম অরুচিকর ঠেকে? আমি কি ভেবেছি যে আমি এক ব্যারনেট ব'লেই আমি আমার ইচ্ছেমতো যা-খুশি তা-ই ক'রে পার পেয়ে যাবো? ইনি যদি তাঁর ভাই না-হতেন, তবে আমি তাঁকে এ-কথার কী জবাব দিতে হয়, ভালো ক'রেই জানিয়ে দিতুম। আমি শুধু তাঁকে বললুম যে তাঁর বোনের প্রতি আমার যে-অনুভূতি তা এমনই যে তার জন্যে আমার মোটেই কোনো লজ্জা নেই, আর আমি এও আশা করি তিনি নিশ্চয়ই আমার স্ত্রী হ'তে রাজি হ'য়ে আমার সম্মানিত করবেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভই হয়নি, তখন আমিও আমার মেজাজ হারিয়ে ফেললুম, যতটা উচিত তার চেয়েও কড়াভাবে হয়তো আমি তাঁকে জবাব দিলুম, বিশেষ ক'রে বোনটি তো পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তো পুরো ব্যাপারটার শেষ হ'লো যখন তিনি তাঁর বোনটিকে নিয়ে চ'লে গেলেন—সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন—আর তারপর এই আমি, এই আজ পাড়াগাঁয় ভ্যাবাচাকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি। এমন হতভম্ব এখানে বোধহয় কেউ কোনোদিনও হয়নি। আচ্ছা, আপনিই আমাকে বলুন, ওয়াটসন, এর কী মানে হয়? আপনি যদি ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন তবে আমি চিরকাল আপনার কেনা হ'য়ে থাকবো।'

তো-তো ক'রে একটা-দুটো ব্যাখ্যার চেষ্টা আমি করেছিলাম, কিন্তু সত্যি, আমি নিজেও কেমন বিমূঢ় বোধ করছিলাম। আমাদের এই বন্ধুটির গল্প, তাঁর ধনদৌলত, তাঁর বয়েস, তাঁর স্বভাবচরিত্র আর তাঁর চেহারা-শ্রী—সবই তাঁর পক্ষে যাবে ; তাঁর বিরুদ্ধে একটা-কোনো কথাও আমার জানা নেই, যদি-না তাঁর বংশের ওই ছায়াচ্ছন্ন অভিশাপটাই তাঁর বিরুদ্ধে যায়। তাঁর আগ্রহ-উৎসাহ যে এমন বিচ্ছিরি রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে, মহিলাটির নিজের ইচ্ছেটা কী সেটা না-জেনেই, আর মহিলাটিই বা কেমন, কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন—পুরো ব্যাপারটাই আজব, বিস্ময়কর।

আমাদের সব জল্পনা অবশ্য বিরাম পেলো, যখন সেদিনই অপরাহ্ণে খোদ স্টেপলটন দেখা করতে এলেন। সকালবেলার ওই অভদ্র ব্যবহারের জন্যে তিনি মাফ চাইতে এসেছেন। সার হেনরির পড়ার ঘরে ব'সে দুজনের মধ্যে অনেকক্ষণ কী যেন সব কথা হ'লো আর এত-সব কথাবার্তার ফল এটাই হ'লো, যে-দুজনের বন্ধুতার মধ্যে যে-চিড়, যে-ফাটলটা ধরেছিলো, সেটা দূর হ'য়ে গেলো, আর তারই নিদর্শন হিশেবে ঠিক হ'লো যে, আগামী শুক্রবার আমরা মেরিপিট হাউসে নৈশভোজে আপ্যায়িত হবো।

'এখনও আমি এ-কথা বলছি না যে ইনি পাগল নন,' সার হেনরি বললেন, 'সকালবেলায় তিনি যেভাবে আমাদের দিকে তেড়ে এসেছিলেন তখন তাঁর চোখে যে-আগুন জ্বলছিলো, তার ছবিটা আমি মন থেকে কিছুতেই সরিয়ে দিতে পারছি না। তবে এটুকু আমি মানবো যে আর-কেউই এর চেয়ে ভালোভাবে ক্ষমা চাইতে পারতো না।'

'তাঁর ওই ব্যবহারের কোনো ব্যাখ্যা কি তিনি দিয়েছেন?'

'বলেছেন, তাঁর ওই বোনটিই তাঁর জীবনের সর্বস্ব। সেটা বেশ স্বাভাবিকই, আমি এই ভেবেই খুশি যে বোনটির যথার্থ মূল্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। তাঁরা নাকি সবসময়েই একসঙ্গে ছিলেন, আর তাঁর কথা অনুযায়ী তিনি নাকি ভারি নিঃসঙ্গ মানুষ, সঙ্গী বলতে আছে শুধু তাঁর এই বোনটিই, কাজেই তাঁকে হারাবার কথা ভাবতেই তিনি চোখে বিভীষিকা দেখেছিলেন। তিনি নাকি বুঝতেই পারেননি যে, অন্তত তা-ই তিনি বললেন, আমি ক্রমেই তাঁর বোনের অনুরক্ত হ'য়ে পড়ছি, কিন্তু যখন তিনি নিজের চোখেই দেখতে পেলেন ব্যাপারটা সত্যি এখানে এসে দাঁড়িয়েছে, এবং বোনটিকে হয়তো তাঁর কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তিনি এমন-একটা ধাক্কা খেলেন যে তারপরে কিছুক্ষণ তিনি কী বলেছেন বা কী করেছেন তার জন্যে তিনি আদৌ দায়ী নন। যা-কিছু ঘটেছে তার জন্যে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন তিনি কতটা বোকা আর কতটাই বা স্বার্থপর—তিনি নিজেই জানেন না তিনি কী ক'রে ভাবতে পেরেছিলেন তাঁর বোনের মতো অমন সুন্দরী একজন মহিলাকে তিনি সারাজীবনের জন্যে নিজের কাছে আটকে রেখে দেবেন। বোনটি যদি তাঁকে ছেড়ে চ'লেই যান, তবে তিনি বরং চাইবেন সে যেন আর-কারু কাছে নয়, আমার মতন একজন প্রতিবেশীর কাছেই আসেন। তবে সব সত্ত্বেও এ তাঁর কাছে এক দুর্বিষহ আঘাত তো বটেই, এবং এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে তাঁর খানিকটা সময় লাগবে। তাঁর তরফ থেকে তিনি তাঁর সমস্ত আপত্তি বা বিরোধিতা সরিয়ে নেবেন, যদি আমি তাঁকে কথা দিই যে তিন মাসের জন্য ব্যাপারটা নিয়ে আমি আর-কোনো বাড়াবাড়ি করবো না, বরং মহিলার বন্ধুত্ব নিয়েই তুষ্ট থাকবো, তার প্রণয় ভিক্ষা করবো না। আমি অবশ্য কথা দিয়েছি, এবং ব্যাপারটাও সেখানে মিটে গিয়েছে।'

তো এইভাবেই আমাদের ছোট্ট একটা রহস্য পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। এই বাদার মধ্যে যে-ভাবে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি, তাতে এ থেকেই হয়তো আমরা কোন অতলে তলিয়ে

যেতে পারতাম। এখন আমরা জানি, স্টেপলটন কেন তাঁর বোনের পাণিপ্রার্থীর ওপর এমন অসন্তুষ্ট হ'য়ে তাকান—এমনকী সেই পাণিপ্রার্থী যদি সার হেনরির মতো যোগ্য পাত্র হন, তবু। এখন আমি অন্য-একটা সূত্রের কথা বলবো, জটপাকানো সুতোর গোলার মধ্য থেকে এই সূত্রটাকে আমি বার ক'রে এনেছি—তা হ'লো রাত্তিরের সেই ফুঁপিয়ে কান্নার রহস্য, মিসেস ব্যারিমোরের গালে কেন চোখের জলের দাগ থাকে, আব বাটলার কেন অমন চোরের মতো গোপনে পশ্চিমের ওই জাফরি-কাটা জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোমস, আমাকে একটু বাহবা দাও, আর বলো তোমাব প্রতিনিধি হিশেবে আমি তোমায় আদপেই আশাহত করিনি—তুমি যখন বিশ্বাস ক'রে আমায় এখানে পাঠিয়েছিলে, তখন আমার ওপর নির্ভব করার জন্যে তোমার মনে কোনো খেদ নেই। এই সমস্ত কিছুই কিন্তু একটি রাত্রির কাজেই পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে।

আমি বলেছি মাত্র 'একটি রাত্রির কাজ', কিন্তু, সত্যি-বলতে, কাজটা ছিলো দু-রাত্তির জোড়া, কাবণ প্রথম রাতে আমরা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। সার হেনরির সঙ্গে আমি তাঁর ঘরেই ব'সে ছিলাম, রাত প্রায় তিনটে অব্দি, কিন্তু সিঁড়ির মাথায় ওই ঘড়িটার সুরেলা ঢংঢং আওয়াজ ছাড়া আর-কিছুই, কোনো শব্দই. আমরা শুনতে পাইনি। খুবই মনখারাপ-করা ছিলো এই রাতজাগা পাহারা, আর তার শেষ হয়েছিলো যখন আমরা দুজনেই যে যার চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভাগ্যিশ আমরা নিরাশ হ'য়ে পড়িনি, বরং আবার চেষ্টা ক'রে দেখবো ব'লেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে উঠেছিলাম। পবের রাত্তিরে আমরা বাতির শিখা কমিয়ে দিলাম, ব'সে-ব'সে সিগারেট ফুঁকতে লাগলাম, সামান্য-কোনো আওয়াজও আমরা করিনি। ঘণ্টা যে কত আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয় সে-কথা ভাবলেই অবিশ্বাস্য ঠেকে, কিন্তু তবু এক ধরনের ধৈর্যভরা কৌতূহল আমাদের উদগ্রীব ক'রে রেখেছিলো—নিশ্চয়ই শিকারিরাও তা-ই অনুভব করে যখন সে তাকিয়ে থাকে তার পাতা ফাঁদের দিকে, যেখানে তার শিকার ঘুরতে-ঘুরতে এসে আটকে যাবে। একটা বাজলো, তারপর দুটো. আর আমরা হতাশায় প্রায় দ্বিতীয় বারও হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছি, এমন সময় দুম ক'রে আমরা চেয়ারে তড়াক ক'রে উঠে ব'সে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলাম—আমাদের শ্রান্ত ক্লান্ত ইন্দ্রিয়গুলো আবারও সজাগ হ'য়ে উঠলো। আমরা বারান্দায় একটা পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

খুবই চোরের মতো পা টিপে-টিপে কে যেন চলেছে, আমাদের ঘরের পাশ দিয়ে গিয়ে সেই ক্ষীণ শব্দ দূরে মিলিয়ে গেলো। যখন ব্যারনেট সন্তর্পণে তাঁর দরজা খুললেন, আমরা শিকারের পিছনে ছুটলাম। আমাদের লোকটি এর মধ্যেই গ্যালারির পাশ দিয়ে ঘুরে এগিয়েছে, ঢাকাবারান্দা পুরোপুরি অন্ধকারে ঢাকা। আমরাও চোরেরই মতো পা টিপি-টিপে এগিয়ে গিয়ে দালানের অন্য ধারে গিয়ে হাজির হলাম। ঠিক সময়মতোই পৌঁছেছিলাম আমরা, ঝলকের জন্যে চোখে পড়লো ঢ্যাঙা একটি মূর্তি, কালো শ্মশ্রুগুম্ফ মণ্ডিত, তাঁর কাঁধদুটি গোলাকার, প্যাসেজটা দিয়ে ধীরে-ধীরে এগুচ্ছে। তারপর সে আগের মতোই সেই একই দরজাটা খুললো, আর মোমবাতির আলো অন্ধকারে যেন

একটা কাঠামোর ছাঁচ এঁকেছে। বিমর্ষ ঢাকাবারান্দায় এসে পড়েছে শুধু একটিই হলুদ রশ্মি। আমরা খুব সতর্ক হ'য়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগুলাম, কাঠের পাটাতনের প্রতিটি তক্তাই আগে সাবধানে পরখ ক'রে নিয়ে তবেই সর্বাঙ্গের ওজন চাপালাম তার ওপর। আমরা আগেই সাবধান হ'য়ে আমাদের বুটজুতো খুলে এসেছিলাম, কিন্তু, তবুও, পুরোনো কাঠগুলো আমাদের পায়ের তলায় ক্যাঁচক্যাঁচ ক'রে গুমরে উঠতে লাগলো। মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছিলো সে-যে এই আওয়াজ শুনতে পায়নি, তা অসম্ভব। তবে, লোকটা ভাগ্যিশ একটু কানে খাটো, তাছাড়া সে নিজে যা করছে তাতেই পুরোপুরি মগ্ন হ'য়ে আছে। যখন শেষটায় আমরা দরজায় গিয়ে পৌঁছুলাম এবং তার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম, আমরা দেখতে পেলাম জানলাটার পাশে সে গুঁড়ি মেরে দাঁড়িয়ে, হাতে মোমবাতি, তার শাদা নিবিষ্ট মুখটা জানলার কাচে চেপে-ধরা—ঠিক যেমনটি আমি দেখেছিলাম দু-রাত আগে।

আমরা এই অভিযানের কোনো কর্মপ্রণালী ঠিক ক'রে আসিনি, কিন্তু ব্যারনেট এমন ধাতেব মানুষ যাঁর মনে হয় সরাসরি কিছুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াই সবচেয়ে স্বাভাবিক কাজ। তিনি সটান ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আর তৎক্ষণাৎ ব্যারিমোর তড়াক ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়ে হিস-হিস ক'রে একটা আওয়াজ ক'রে উঠলো, আমাদের সামনে সে দাঁড়িয়ে রইলো, কম্পিত কলেবর এবং ক্রুদ্ধ। তার মুখের ওই শাদা মুখোশের মাঝখানে গনগন ক'রেই যেন জ্বলছে তার কালো দুটি চোখ, একবার সার হেনরি আরেকবার আমার দিকে তাকিয়ে সে যেন বিভীষিকা দেখছে—এমনি স্তম্ভিত দেখালো তাকে।

'এখানে তুমি কী করছো, ব্যারিমোর?'

'কিছুই না, হুজুর।' তার উত্তেজনা এতই বেশি যে সে যেন ঠিক ক'রে কথাও বলতে পারছে না। তার হাতের মোমবাতিটা কাঁপছে। আর তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছায়ারা লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠছে আর নামছে। 'এ শুধু এই জানলাটা হুজুর, রাতে আমি এসে দেখে যাই পাল্লাগুলো ঠিকঠাক আটকানো আছে কিনা।'

'দোতলায়?'

'হ্যাঁ, হুজুর, সব জানলাই।'

'দ্যাখো, ব্যারিমোর,' কঠোর স্বরে সার হেনরি বললেন, 'আমরা ঠিক করেছি সত্য কথাটি তোমার মুখ থেকে বার ক'রে নেবো, ফলে ট্যাঁ-ফোঁ না-ক'রে চটপট ব'লে ফ্যালো, তাতে তোমার অনেক মুশকিল বেঁচে যাবে। কই, বলো! কোনো মিথ্যে কথা, ওজর, অজুহাত না! ওই জানলার কাছে গিয়ে তুমি কী করছিলে?'

লোকটা কেমন অসহায়ের মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। দ্বিধা-দুর্দশার একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে গেলে যেমন হয়, তেমনিভাবেই সে তার হাত দুটি কচলাচ্ছে।

'আমি কোনো অনিষ্ট করছিলাম না, হুজুর। আমি শুধু জানলায় এই বাতিটা তুলে ধরেছিলাম।'

'কিন্তু কেন তুমি এই জানলাটায় এসে মোমবাতি তুলে ধরেছিলে?'

'আমাকে জিগেস করবেন না, সার হেনরি—আমাকে জিগেস করবেন না। আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি হুজুর, এ আমার নিজের কোনো গোপন বিষয় নয়—আমি এর কথা কিছুই বলতে পারবো না। যদি এটা আমার নিজের ব্যাপার হ'তো, আর-কেউ যদি এতে জড়িত না-থাকতো, তাহ'লে আমি আপনার কাছে কিছুই গোপন করার চেষ্টা করতাম না।'

দুম ক'রে হঠাৎ আমার মাথায় একটা ভাবনা খেলে গেলো। জানলার গোবরাট থেকে মোমবাতিটা আমি তুলে নিলাম—ব্যারিমোর সেটা সেখানে রেখে দিয়েছিলো।

'ও নিশ্চয়ই কোনো সংকেত হিশেবেই আলোটা তুলে ধরেছিলো,' আমি বললাম। 'দেখা যাক, ওদিক থেকে উত্তরে কোনো সংকেত আসে কি না।'

ঠিক যেমন ক'রে সে মোমবাতিটা তুলে ধরেছিলো, তেমনিভাবে হাতে মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আমি বাইরের নৈশ তমসার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আবছাভাবে দেখতে পেলাম গাছপালার নিবিড় কালো জটলা আর জলাভূমির ঈষৎ হালকা-কালো বিস্তার, কারণ চাঁদ গিয়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। আর তারপরেই আমি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম, কারণ হলদে এক আলোর সূচ্যগ্র ডগা হঠাৎ অন্ধকারের ঢাকনাটা ফুঁড়ে গিয়ে জানলার কাঠামো যে চৌকো পরিসর সৃষ্টি করেছিলো তারই মাঝখানে ঠায় জ্বলজ্বল ক'রে আছে।

'ওই-যে, সংকেত।' আমি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলাম।

'না, না, হুজুর ও কিছুই না—মোটেই কিছু না,' বাটলার ভাঙা গলায় ব'লে উঠলো। 'আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, হুজুর—'

'জানলার এদিক থেকে ওদিকে মোমবাতিটা নিয়ে যান, ওয়াটসন!' ব্যারনেট চেঁচিয়ে বললেন। 'দেখুন অন্য আলোটাও ওভাবে নড়াচড়া করছে! তাহ'লে এবার হতচ্ছাড়া, তুমি কি অস্বীকার করতে পারবে এটা কোনো সংকেত নয়? বলো, শিগ্গির বলো! ওই দূরে ওপাশে কে তোমার ষড়যন্ত্রের যন্ত্রী, আর এই চক্রান্তটাই বা কী চলেছে?'

লোকটার মুখ খোলাখুলি বেপরোয়া হ'য়ে উঠলো। 'এটা আমার ব্যাপার, আপনার নয়। আমি কিছুই বলবো না।'

'তাহ'লে এক্ষুনি তুমি আমার কাজ ছেড়ে কেটে পড়ো।'

'তা-ই হবে, হুজুর। চাকরি যদি ছাড়তেই হয়, ছাড়বো।'

'আর তুমি অপমান মাথায় ক'রে যাবে। সত্যি, নিজের সম্বন্ধে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত। এই একই ছাতের তলায় তোমার বংশের লোক আমাদের সঙ্গে একশো বছরেরও ওপর ধ'রে থেকেছে। আর এখন কিনা আমি আবিষ্কার করলাম তুমি আমার বিরুদ্ধে কোনো গভীর ষড়যন্ত্রে লেগেছো।'

'না, না, হুজুর; না, আপনার বিরুদ্ধে নয়!'

এটা কোনো স্ত্রীলোকের গলা, আর মিসেস ব্যারিমোর, তার স্বামীর চাইতেও ঢের বেশি ফ্যাকাশে আর আতঙ্কিত, দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার দশাসই শরীরটা শাল আর ঘাঘরায় বেশ হাসির খোরাকই হ'য়ে উঠতো, যদি-না তার মুখচোখে অমন তীব্র

মনোভাবটা ফুটে উঠতো।

'আমাদের যেতে হবে, এলিজা। এইই আমাদের শেষ। তুমি আমাদের তল্পিতল্পা গুছিয়ে নাও,' বাটলার বললে।

'ওঃ, জন, জন! শেষটায় আমি তোমাকে এখানে এনে ফেললাম? এ আমারই কৃতকর্ম, সার হেনরি—সবটাই আমার। ও যা করেছে সব আমার খাতিরে, নিজে থেকে ও কিছুই করেনি, যা করেছে সব আমি ওকে করতে বলেছি ব'লে।'

'তাহ'লে, সব খোলশা ক'রে বলো। এ-সব কাজের অর্থ কী?'

'আমার বেচারা ভাইটা জলাভূমিতে না-খেয়ে মরতে বসেছে। আমাদের দোরের কাছে এসে ও এভাবে ম'রে যাবে, এটা আমরা হ'তে দিতে পারি না। এই আলোটা ছিলো ওকে এই খবরটা দেবারই সংকেত যে ওর জন্যে খাবার তৈরি-করা আছে, আর ওর আলো সংকেতে জানিয়ে দেয় সে-খাবার ঠিক কোথায় নিয়ে যেতে হবে।'

'তাহ'লে তোমার ভাই—'

'জেল-পালানো কয়েদি, হুজুর—সেই খুনে সেলডেন।'

'এটাই সত্যি কথা, হুজুর,' বললে ব্যারিমোর। 'আমি তো আপনাকে বলেইছি, হুজুর, এ আমার নিজের কোনো গোপন ব্যাপার নয়, আর আমি সব কথা আপনাকে খুলেও বলতে পারবো না। কিন্তু এখন তো সব কথা আপনারা জেনে গেলেন, দেখতেই পেলেন এ আপনার বিরুদ্ধে কোনো চক্রান্ত মোটেই নয়।'

এটাই তাহ'লে রাত্তিরের এই সন্তর্পণ হাঁটাচলা আর জানলার আলোর ব্যাখ্যা? সার হেনরি আর আমি দুজনেই স্তম্ভিত হ'য়ে ব্যারিমোরের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এ কি সত্যি সম্ভব যে এই ভারিক্কি মান্যগণ্য চেহারার স্ত্রীলোকটির সঙ্গে দেশের অতি-কুখ্যাত এক অপরাধীর রক্তের যোগাযোগ আছে?

'হ্যাঁ, হুজুর, আমার পদবি সেলডেন, আর ও আমার ছোটো ভাই। বাচ্চা যখন ছিলো, তখন আমরা ওকে বড্ড বেশি লাই দিয়েছি, সে যা চাইতো তা-ই তাকে দিয়েছি, শেষটায় সে ভাবতে শুরু ক'রে দিলে যে আস্ত জগৎটাই বুঝি তারই বিনোদনের জন্যে তৈরি হয়েছে, সে এখানে যা খুশি তা-ই ক'রে পার পেয়ে যাবে। তারপর, যখন বড়ো হ'লো, সে প'ড়ে গেলো বদ সঙ্গীদের খপ্পরে, আর খোদ শয়তানই যেন তার শরীরে ঢুকে পড়লো। শেষটায় আমার মায়ের বুক ভেঙে গেলো, আর আমাদের বংশের নাম ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে লাগলো। অপরাধ থেকে অপরাধে সে ক্রমেই অধঃপাত থেকে আরো-অধঃপাতে যেতে লাগলো, শুধু ঈশ্বরের কৃপাই তাকে ফাঁসির মঞ্চ থেকে ছিনিয়ে এনেছে; কিন্তু আমার কাছে, হুজুর, সে এখনও ওই কোঁকড়া-চুল বাচ্চা ছেলেটি, যাকে আমি কোলে-পিঠে ক'রে বড়ো করেছি, তার সঙ্গে খেলাধুলো করেছি—যেমন কোনো দিদি করে। সেই জন্যেই সে জেল ভেঙে পালিয়েছে, হুজুর। সে জানে যে আমি এখানে থাকি, আর আমাদের কাছে কোনো সাহায্য চাইলে আমরা কিছুতেই তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবো না। এক রাত্রে সে যখন ধুঁকতে-ধুঁকতে এখানে এসে পৌঁছুলো, বিধ্বস্ত আর বুভুক্ষু,

পেছনে-পেছনে পুলিশ তাড়া ক'রে আসছে, আমরা আর কীই বা করতে পারতাম? আমরা তাকে ঘরে এনে খাইয়ে-দাইয়ে তার শুশ্রূষা করলাম। তারপর আপনি, হুজুর, ফিরে এলেন, আর আমার ভাইটি ভাবলে যে জলাভূমিটাই নিশ্চয়ই নিরাপদ আশ্রয় হবে, যদ্দিন-না এই হৈ-চৈ শেষ হ'য়ে যায়, সে ওখানেই লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। প্রতি দ্বিতীয় রাতে, সে যে এখনও ওখানে আছে, এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আমরা জানলায় একটা আলো রাখি, আর যদি তার তরফ থেকে কোনো জবাব আসে তবে আমার স্বামী তার জন্যে কিছু মাংসরুটি নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে আসে। রোজই আমরা প্রত্যাশা করি সে বুঝি দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু যতক্ষণ অব্দি সে ওখানে আছে তাকে তো আমরা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিতে পারি না। সম্পূর্ণ সত্য এটাই, হুজুর, আমি নিজে একজন সৎ খ্রিষ্টান—যদি আপনার মনে হয় এ-ব্যাপারে কেউ দোষী, তবে সে আমার স্বামী নয়, আমি নিজে—শুধু আমার জন্যেই সে এ-সব কাজ করেছে।'

স্ত্রীলোকটির গলার স্বর এমনি তীব্র ও ঐকান্তিক যে তার কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য ব'লেই মনে হ'লো।

'এ কি সত্যি কথা, ব্যারিমোর?'

'হ্যাঁ, সার হেনরি। প্রতিটি বর্ণ সত্য।'

'হুম, নিজের স্ত্রীর পাশে দাঁড়াবার জন্যে আমি তোমায় কোনো দোষ দিতে পারি না। আমি কী-কী বলেছি, সব ভুলে যাও। যাও, তোমাদের ঘরে চ'লে যাও, দুজনেই। সকালে আমরা এ নিয়ে ফের কথা বলবো।'

যখন তারা চ'লে গেলো, আমরা আবার জানলা দিয়ে তাকালাম। সার হেনরি দড়াম ক'রে জানলাটা খুলে দিয়েছিলেন ব'লে ঠাণ্ডা রাতের হাওয়া এসে আমাদের মুখ চোখে ঝাপটা মারলে। দূরে অন্ধকারে তখনও একরত্তি একটা হলদে আলো জ্ব'লে আছে।

'লোকটার দুঃসাহস দেখে তাজ্জব হ'য়ে যাচ্ছি,' বললেন সার হেনরি।

'সে হয়তো এমন কোথাও ঘাপটি মেরে আছে যাতে তাকে শুধু এখান থেকেই দেখা যায়।'

'খুব সম্ভব। জায়গাটা কত দূরে ব'লে আপনার মনে হয়?'

'মনে হয় ওই চূড়াটার কোনো ফাটলে।'

'দু-এক মাইলের বেশি নিশ্চয়ই নয়।'

'ততটাও হবে কিনা সন্দেহ।'

'ব্যারিমোর যখন খাবার নিয়ে যায়, তখন বেশি দূর অবশ্য হ'তে পারে না। আর ও অপেক্ষা ক'রে আছে, নরাধম, ওই মোমবাতিটার পাশেই। ঠিক আছে, ওয়াটসন, আমি লোকটাকে পাকড়াও করতে যাবো।'

'আমিও সঙ্গে যাবো,' আমি বললাম।

'তাহ'লে আপনার রিভলভারটা সঙ্গে নিন, আর পায়ে বুটজুতো চড়ান। যত

তাড়াতাড়ি আমরা বেরুতে পারি, ততই ভালো—শেষটায় নচ্ছারটা হয়তো তার আলো নিভিয়ে ওখান থেকে সটকে পড়বে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা দরজার বাইরে এসে আমাদের অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে তাড়াহুড়ো ক'রে চললাম আমরা, হেমন্তের হাওয়ার মধ্যে ম্যাড়মেড়ে সকাল আসছে আর ঝরাপাতার মর্মরশব্দ উঠছে। শেষরাত্তিরের হাওয়াটা ক্ষয় আর ভিজে মাটির গন্ধে ভারি হ'য়ে আছে। মাঝে-মাঝে ঝলকের জন্যে চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারে, কিন্তু আকাশটা ছেয়ে মেঘের পুঞ্জ চলেছে। যেই আমরা জলাভূমিতে এসে পড়লাম অমনি শুরু হ'য়ে গেলো মিহি বৃষ্টি। সামনে তখনও আলোটা মিটমিট করছে।

আমি জিগেস করলাম, 'আপনি কি সশস্ত্র?'

'আমার একটা ফাঁস-লাগানো শিকারি চাবুক আছে।'

'আমাদের চটপট তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, কারণ সে নাকি বেজায় মরিয়া লোক। আচমকা ধ'রে ফেলতে হবে তাকে, যাতে বাধা দেবার কোনো সুযোগ পাবার আগেই সে আমাদের কাবুতে এসে পড়ে।'

'আচ্ছা, ওয়াটসন,' ব্যারনেট বললেন, 'হোমস এ-ব্যাপারে কী বলতেন? অন্ধকারের এই প্রহরটা—যখন অমঙ্গলের শক্তি জেগে ওঠে?'

ঠিক যেন তাঁর প্রশ্নের জবাবেই আচমকা জলাভূমির সেই বিশাল বিষাদের মধ্য থেকে সেই অদ্ভুত ডুকরানিটা উঠে এলো, যেটা আমি আগেই বিস্তৃত গ্রিম্পেন মায়ারের ধার থেকে শুনতে পেয়েছিলাম। রাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে, হাওয়ার দমকার সাথে-সাথে সেটা এলো—এক বিলম্বিত, গভীর, চাপা শব্দ, তারপরে একটা স্পষ্ট গরগর, আর তারপরে সেই কাতর আর্তনাদে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলো। বার-বার ভেসে আসতে লাগলো সেই শব্দ, সমস্ত হাওয়া যেন তার সঙ্গে-সঙ্গে দপদপ করছে—বিকট, বন্য আর ভয়াবহ। ব্যারনেট আমার জামার আস্তিন চেপে ধরলেন, আর সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁর শাদা মুখটা চকচক ক'রে উঠলো।

'কী সর্বনাশ! এটা কী, ওয়াটসন?'

'আমি জানি না। এই আওয়াজটা নাকি এই বাদায় হয়। আগেও একবার আমি শব্দটা শুনেছি।'

শব্দটা ম'রে গেলো তারপর, আর এক পরিপূর্ণ স্তব্ধতা আমাদের চেপে ধরলো। আমরা উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু আর-কিছুই শোনা গেলো না।

'ওয়াটসন,' ব্যারনেট বললেন, 'এটা একটা হাউণ্ডের চীৎকার।'

আমার শিরায়-শিরায় রক্ত যেন হিম হ'য়ে গেলো, কারণ তাঁর গলার স্বরটা ভাঙা শোনালো যা থেকে বোঝা গেলো একটা প্রচণ্ড বিভীষিকা আচমকাই তাঁকে পাকড়ে ধরেছে।

'এই শব্দটাকে এরা কী বলে?' তিনি জিগেস করলেন।

'এরা কারা?'

'এখানকার এই গেঁয়ো লোকেরা?'

'কী আপদ! এরা তো সব মুখ্যুশুখ্যু লোক। এরা কী বলে না-বলে তাতে আপনি কান দিতে যাবেন কেন?'

'আমাকে বলুন, ওয়াটসন। এরা এই শব্দটাকে কী বলে?'

'এরা একে বলে এটাই বাস্কারভিলদের হাউণ্ডের ডাক।'

তিনি গুমরে উঠলেন, তারপর চুপ ক'রে রইলেন কয়েক মিনিট।

'হাউণ্ডেরই ডাক ছিলো,' শেষটায় তিনি বললেন, 'কিন্তু শুনে মনে হ'লো ডাকটা এসেছিলো ওই দূর থেকে—অনেক মাইল দূর থেকে।'

'ডাকটা যে কোত্থেকে এসেছিলো সেটা ঠিক ক'বে বলা মুশকিল।'

'হাওয়ার দমকার ওঠাপড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডাকটাও উঠছিলো পড়ছিলো। ওই দিকেই তো ওই বিশাল গ্রিম্পেন মায়ার—তা-ই না?'

'হ্যাঁ, তা বটে।'

'আওয়াজটা ওখান থেকেই আসছিলো। আচ্ছা, ওয়াটসন, সত্যি ক'রে বলুন দেখি, আপনার কি মনে হয়নি যে ওটা হাউণ্ডেরই ডাক ছিলো? আমি কোনো দুধের শিশু নই। সত্যি কথা বলতে আপনার ভয় পাওয়া উচিত নয়।'

'শেষবার যখন আমি ডাকটা শুনেছিলাম, স্টেপলটন আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেছিলেন শব্দটা কোনো অদ্ভুত পাখিরও ডাক হ'তে পারে।'

'না, না, হাউণ্ডেরই ডাক। হা ঈশ্বর, এ-সব গল্পটল্পর মধ্যে তাহ'লে কি একটুখানি সত্যও আছে? এমন অলুক্ষুণে কোনো শক্তির কাছ থেকে সত্যিই কি আমার কোনো বিপদ আসবে? আপনি নিশ্চয়ই তা বিশ্বাস করেন না, করেন কি, ওয়াটসন?'

'না, না।'

'লণ্ডনে ব'সে-ব'সে গল্পটা শুনে হেসে উড়িয়ে দেয়া এক কথা, কিন্তু জলাভূমির এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অমন একটা ডাক কান পেতে শোনা পুরোপুরি আলাদা ব্যাপার। আর আমার জ্যেঠামশাই! মাটিতে যখন প'ড়ে ছিলেন, তাঁর পাশেই হাউণ্ডের পায়ের ছাপ ছিলো। সব কি-রকম খাপে-খাপে মিলে যাচ্ছে। নিজেকে আমার ভীরু কাপুরুষ ব'লে মনে হয় না, ওয়াটসন, কিন্তু তবু ওই ডাক আমার সমস্ত রক্তকে একেবারে হিমজমাট ক'রে দিয়েছে। আমার হাতটা একবার ধ'রে দেখুন।'

কোনো মর্মরশিলার মতোই হিম তাঁর হাত।

'কালকেই আপনি ঠিক হ'য়ে যাবেন।'

'আমার মনে হয় না আমার মাথার মধ্য থেকে ওই ডাকটাকে কখনও আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে পারবো। এখন আমাদের কী করা উচিত ব'লে মনে করেন, ওয়াটসন?'

'আমরা কি ফিরে যাবো?'

'না, না, কিছুতেই না, আমরা আমাদের লোকটাকে পাকড়াতে এসেছি এবং তাকে পাকড়াবোই। আমরা ওই কয়েদিটার পেছনে লেগেছি, আর একটা নরকের হাউণ্ড—সত্যি মিথ্যে কে জানে—আমাদের পেছনে লেগেছে। আসুন, আসুন। নরকের সব শয়তানকেও যদি এই জলাভূমিতে লেলিয়ে দেয়া হয়, আমরা তবু ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ছাড়বো।'

অন্ধকারের মধ্যে হোঁচট খেতে-খেতে আমরা এগিয়ে চললাম, চারদিকে উঁচুনিচু পাহাড়গুলোর অন্ধকার ঝাপসা ছায়া, আর সামনে ঠায় জ্ব'লে আছে হলদে আলোর সেই বিন্দু। কোনো আলকাৎরার মতো কালো রাত্রে কোনো আলোর ফোঁটার মতো প্রতারক আর-কিছুই নেই, দূরত্বটা কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না, কখনও মনে হয় দূরে দিগন্তের কাছে আলোটা জ্ব'লে আছে, কখনও মনে হয় আমাদের সামনেই, বুঝি কয়েক গজ দূরে। কিন্তু শেষটায় আমবা দেখতে পেলাম আলোটা কোত্থেকে আসছে, আর তখনই আমরা বুঝতে পারলাম আমরা সত্যি তার কাছে এসে পড়েছি। পাহাড়ের খাঁজে একটা শস্তা মোমবাতি বসানো, দু-পাশে পাহাড়ের গা উঁচু হ'য়ে আড়াল তৈরি করেছে—সেখানে হাওয়ার ঝাপট লাগে না, আর শুধু বাস্কারভিল হল ছাড়া আর-কোথাও থেকে তাকে যাতে না-দেখা যায়, তার জন্যেই আড়াল তৈরি করা হয়েছে। গ্র্যানাইটের একটা মস্ত চাঁই আমাদের আগমনকে ঢেকে রেখেছে, আর সেই চাঁইটার পেছনে গুঁড়ি মেরে, ওপর দিয়ে এই সংকেতরশ্মির দিকে তাকালাম আমরা। জলাভূমির মাঝখানে এই একটাই মোমবাতি জ্বলছে, আশপাশে জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, শুধু এই একটি খাড়া হলুদ শিখা, তার দু-পাশে পাথরের গা চকচক ক'রে উঠেছে—দেখে ভারি অদ্ভুত লাগে।

'এখন আমরা কী করবো?' ফিশফিশ ক'রে শুধোলেন সার হেনরি।

'এখানে অপেক্ষা করবো। সে নিশ্চয়ই আলোটার ধারে-কাছেই কোথাও আছে। দেখি, এক নজর তাকে দেখা যায় কি না।'

কথাগুলো যেই মুখ থেকে বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, আমরা দুজনেই তাকে দেখতে পেলাম। যে-ফাটলটার মধ্যে মোমবাতিটা জ্বলছে, তার ওপরকার পাথরগুলো থেকে বেরিয়ে এলো একটা হলদে অলুক্ষুণে মুখ, ভয়ানক একটা জান্তব মুখচ্ছবি, সবরকম নোংরা কাজের চিহ্ন মুখটাকে দাগি ক'রে রেখে দিয়ে গেছে। সারা গায়ে কাদা, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, আর জট পাকানো ঝোলা লম্বা চুল—এ মুখ হয়তো সেই জংলিদেরই কারু, ইতিহাসেরও আগে যারা এককালে এই পাহাড়ের গর্তে-ফাটলে থাকতো। তার নিচে থেকে আলো উঠে এসেছে, তার ধূর্ত কুতকুতে চোখ দুটোয় তারই প্রতিবিম্ব, অন্ধকারের মধ্যে একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাচ্ছে ওই চোখ, যেন কোনো ধূর্ত বন্য জন্তু শিকারিদের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে হঠাৎ।

কিছু নিশ্চয়ই তার সন্দেহকে উসকে দিয়েছে। হয়তো ব্যারিমোরের কোনো বিশেষ গোপন সংকেত ছিলো, যেটা আমরা দিইনি। কিংবা লোকটা হয়তো অন্য-কোনো কারণে ধরতে পেরেছে ব্যাপার বিশেষ সুবিধের নয়, কিন্তু তার ওই বজ্জাত মুখটায় আমি পড়তে

পেলাম ভয়। যে-কোনো মুহূর্তে সে আলো থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। আমি সেই জন্যে সামনে একটা লাফ দিলাম, আর সার হেনরিও তা-ই করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকটি চীৎকার ক'রে সে আমাদের অভিশাপ দিলে, আর একটা পাথর ছুঁড়ে মারলে—যে বড়ো পাথরের চাঁইটার আড়ালে আমরা লুকিয়েছিলাম তার গায়ে ঘা খেয়ে পাথরটা চুরমার হ'য়ে গেলো। সে যখন দুম ক'রে লাফ দিয়ে উঠে ছুট লাগাবে তখন এক ঝলকের জন্যে আমি তার হোঁৎকা, বেঁটেখাটো, পালোয়ান শরীরটাকে দেখতে পেলাম। আর ঠিক তখনই, কী ভাগ্য, মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে এলো। আমরাও পাহাড়ের কিনার দিয়ে ছুটে গেলাম : ওই-যে আমাদের শিকার, অন্যধারটা দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে পালাচ্ছে, কোনো পাহাড়ি ছাগলের কায়দায় পথের পাথর-টাথর টপকে পেরিয়ে যাচ্ছে সে। আমার রিভলভারের একটা লাগসই গুলি ছুঁড়ে আমি তাকে খোঁড়া ক'রে দিতে পারতাম, কিন্তু রিভলভারটা আমি সঙ্গে এনেছিলাম আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাচাতে, কোনো পলায়মান নিরস্ত্র লোককে গুলি করবার জন্যে নয়।

আমরা দুজনেই ভালো দৌড়ুতে পারি, বেশ তরতাজাও ছিলাম, কিন্তু একটু পরেই আমরা বুঝে ফেললাম তার নাগাল ধরার সাধ্য আমাদের নেই। চাঁদের আলোয় অনেকক্ষণ তাকে দেখতে পেয়েছিলাম আমরা, তারপর সে দূরের একটা টিলার বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে একটা বিন্দুর মতো ঝড়ের বেগে ছুটে গেলো। আমরা ছুটলাম তো ছুটলামই, যতক্ষণ-না পুরো নাজেহাল হ'য়ে গেলাম ; ততক্ষণে আমাদের সঙ্গে তার ব্যবধান ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে। শেষটায় আমরা থেমে, দুটো পাথরের ওপর ব'সে প'ড়ে, হাঁফাতে-হাঁফাতে দেখলাম দূরে সে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা অত্যন্ত অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটলো। আমরা তখন পাথর দুটো থেকে উঠে দাড়িয়ে, ওই আশাহীন পেছন-ধাওয়া ত্যাগ ক'রে ফেরবার জন্যে পা বাড়াতে যাচ্ছি। ডান দিকে চাঁদ নিচু হ'য়ে নেমে এসেছে, আর গ্র্যানাইটের রুক্ষ এবড়োখেবড়ো চূড়াটা ওই রুপোলি থালাটার নিচের বাঁকা রেখার কাছে উঠে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে জ্বলজ্বলে পটভূমির সামনে কোনো আবলুশ কাঠের মূর্তির মতো, আমি চূড়ার ওপর একটা মনুষ্যমূর্তি দেখতে পেলাম। ভেবো না যে এ আমার কোনো বিকারের ঘোর, হোমস, আমি তোমাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে এত স্পষ্টভাবে আর-কিছুই আমি জীবনে দেখিনি। যদ্দুর আন্দাজ করতে পারলাম, রোগা ঢ্যাঙা একটা লোকের মূর্তি, সে দাঁড়িয়ে আছে তার দু-পা একটু ফাঁক ক'রে, তার হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা, মাথাটা নোয়ানো, যেন সে সামনের ওই বিরাট বন্য প্রান্তর আর খাদান সম্বন্ধে কিছু ভাবছে— যেটা তার পেছনে প'ড়ে আছে। ওই ভয়ংকর জায়গাটার কোনো অপদেবতাই হবে বুঝি সে। সে কিন্তু ওই কয়েদি নয়। কয়েদি যেখানটায় মিলিয়ে গিয়েছিলো, এই লোকটা তার চেয়ে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাছাড়া এই লোকটা অনেক লম্বা। বিস্ময়ে অস্ফুট একটা চীৎকার ক'রে লোকটাকে আমি আঙুল তুলে ব্যারনেটকে দেখালাম। কিন্তু যেই আমি তাঁর বাহু চেপে ধরতে যাবো, মূর্তিটা মিলিয়ে

গেলো। ওই-যে, গ্র্যানাইটের তীক্ষ্ণধার চূড়া তখনও বিদ্ধ ক'রে আছে চাঁদের তলদেশ, কিন্তু তার শিখরে সেই স্তব্ধ নিশ্চল ছায়ামূর্তিটির কোনো চিহ্নই নেই।

আমি সেদিকটায় যেতে চাচ্ছিলাম, পাহাড়ের চূড়াটা খুঁজে দেখতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু সেটা এখান থেকে অনেকটাই দূরে। ব্যারনেটের সব স্নায়ু তখনও সেই ডুকরানির জেরে শিউরে-শিউরে উঠছে, যে-ডাকটা তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছে তাঁর বংশের ভীষণ কিংবদন্তিটা, আবার নতুন ক'রে কোনো অভিযানে বেরুবার ইচ্ছে তাঁর ছিলো না। শিখরের ওই নিঃসঙ্গ মূর্তিটিকে তিনি দ্যাখেননি, তিনি সেই রোমাঞ্চ বুঝবেন কী ক'রে—ওই মূর্তিটির অদ্ভুত উপস্থিতি আর প্রভুত্বের ভঙ্গিমা আমাকে যেটা দিয়েছিলো। 'প্রহরীদের কেউ হবে, সন্দেহ নেই,' তিনি বললেন, 'ওই কয়েদিটি জেল ভেঙে পালাবার পর গোটা জলাভূমিই কোতোয়ালির লোকজনে থিকথিক করছে।' হ্যাঁ, তাঁর ব্যাখ্যাটা হয়তো ঠিকই হবে, কিন্তু আরো-কিছু প্রমাণ আমি হাতে-নাতে চাচ্ছিলাম। আজ আমরা ঠিক করেছি প্রিন্সটাউনের কর্তাদের সব খবর জানিয়ে বলবো নিরুদ্দিষ্ট লোকটিকে ঠিক কোনখানে খুঁজতে হবে, কিন্তু আমরা যে লোকটাকে পাকড়ে ফেলে বাহবা নিতে পারলাম না, এর জন্যে ভারি দুঃখ হচ্ছিলো। গত রাতের অভিযানগুলো ছিলো এইরকম, আর তোমাকে মানতেই হবে, প্রিয় হোমস, প্রতিবেদন হিশেবে বেশ ভালো ক'রেই সবকিছু আমি লিখতে পেরেছি। তোমাকে যা-যা বললাম, তার অনেকটাই হয়তো অবান্তর, কিন্তু তবু আমার মনে হয়, তোমার সব খুঁটিনাটিই জানা উচিত, যাতে তুমি ইচ্ছেমতো বেছে নিতে পারো সমস্যাটার সমাধানের জন্যে কোন-কোন তথ্য তোমার কাজে লাগবে। আমরা নিশ্চয়ই একটু এগিয়ে যেতে পেরেছি। ব্যারিমোরদের কথাই ধরো, আমরা তাদের রহস্যময় আচরণের কারণটা বার ক'রে ফেলতে পেরেছি, তাইতে পরিস্থিতিটা অনেক সহজ আর স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ওই জলাভূমি, তার সব রহস্য আর তার অদ্ভুত বাসিন্দাদের নিয়ে তেমনি দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য থেকে গিয়েছে। হয়তো আমার পরের লেখায় আমি সেদিকটাতেও খানিকটা আলো ফেলতে পারবো। তবে সবচেয়ে ভালো হ'তো যদি তুমি নিজেই আমাদের কাছে এসে হাজির হ'তে পারতে।

১০

ডাক্তার ওয়াটসনের ডাইরি থেকে একটা টুকরো

এতক্ষণ ধ'রে আমি গোড়ার দিকের ব্যাপাবগুলো শার্লক হোমসকে যে-ভাবে প্রতিবেদন মারফৎ পাঠিয়ে ছিলাম, তা থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারছিলাম। এখন, অবশ্য, আমি আমার আখ্যানেব এমন-একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি যে আমি এই পদ্ধতিটা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছি, বরং আরো-একবার আমি বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি আমার স্মরণশক্তিকে, অবশ্য তখন যে-ডাইরি রাখছিলাম তা থেকে সাহায্য নিয়েই। ওই ডাইরি থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি আমাকে নিয়ে যাবে সেইসব দৃশ্যে যা আমার স্মৃতির মধ্যে সব খুঁটিনাটি সমেত অক্ষয় গাঁথা হ'য়ে আছে। আমি, তাহ'লে, এগিয়ে যাই ওই কয়েদির পেছনে নিষ্ফল তাড়া আর আমাদের অন্য-সব অদ্ভুত অভিজ্ঞতার রাতটার পরের দিনের সকাল থেকে।

অক্টোবর ১৬—কুয়াশা ঢাকা একটা ম্যাড়মেড়ে নিষ্প্রভ দিন, সঙ্গে আবার ঝিরঝিরে বৃষ্টিও হচ্ছে। ধাবমান পুঞ্জ মেঘে বাড়িটা ঢাকা পড়েছে ; মেঘ মাঝে-মাঝে স'রে যায়, শুধু জলাভূমির নিরানন্দ বাঁকা রেখাগুলোকে দেখাতেই ; টিলাগুলোর ঢালগুলোর সরু-সরু রুপোলি রেখা, দূরে এদের ভেজা মুখগুলোয় যখন এবং যেখানে আলো এসে পড়ে, চিকচিক ক'রে ওঠে। ভেতরে-বাইরে সবখানেই ছেয়ে আছে বিষাদ। রাত্তিরের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ব্যারনেট কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছেন। আমারও বুকের মধ্যে একটা ভার চেপে আছে, আমি যেন আঁচ করতে পারছি বিপদ আসন্ন—সেই বিপদটা যে কী, তা জানি না ব'লেই সে যেন আরো-ভয়ানক, যেন সবসময়েই উদ্যত হ'য়ে আছে।

এ-রকম কোনো অনুভূতি হবার কোনো কারণই কি নেই? একবার শুধু বিবেচনা ক'রে দেখুন, একটা দীর্ঘ ঘটনার ধারা যেন আমাদের চারদিকে যে কোনো অলুক্ষুণে নারকীয় শক্তি কাজ ক'রে যাচ্ছে, তার দিকেই তো আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। বাস্কারভিল হলের শেষ মালিকের অপঘাত মৃত্যু যেন পারিবারিক কিংবদন্তিটার সমস্ত শর্তই মেনে নিয়েছিলো, তারপর চাষীদের কাছ থেকে বারে-বারে শোনা যায় তারা নাকি ওই বাদায় এক অদ্ভুত জীবকে দেখতে পেরেছে। দু-দুবার আমি নিজের কানেই শুনেছি সেই ডুকরানি যা ঠিক যেন দূরের কোনো হাউণ্ডের একটানা ডাক। এটা এমনই অবিশ্বাস্য, এমনই অসম্ভব যে এ যেন সত্যিই প্রকৃতির সাধারণ রীতিনিয়মের বাইরে চ'লে গিয়েছে। এমন-এক ভুতুড়ে হাউণ্ড যে বাস্তবে কিন্তু তার পায়ের ছাপ রেখে যায়, বাতাস ভ'রে যায় তার গরগরে, ডুকরানিতে—এ কি সত্যি ভাবা যায়! স্টেপলটন হয়তো এমন

কুসংস্কার মেনে নিতে পারেন, আর মর্টিমারও, কিন্তু পৃথিবীতে আমার যদি সামান্য কোনো গুণ থেকে থাকে, তবে সেটা হ'লো কাণ্ডজ্ঞান, কিছুই আমাকে এমন-কোনো ভুতুড়ে হাউণ্ডের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাতে পারবে না। তা যদি করি, তবে আমি নিজেও তো ওই চাষাভুষো বেচারিদের দলে ভিড়ে যাবো, যারা শুধু মাত্র পৈশাচিক কোনো কুকুরকে নিয়েই সন্তুষ্ট নয়, তারা এমনকী তাকে বর্ণনা করতেও চায়—তার মুখচোখ থেকে নাকি জাহান্নামের আগুন ঠিকরে বেরোয়। হোমস তো এমনতর আজগুবি কথা শুনতেই চাইবে না, আর আমি তো তারই প্রতিনিধি। কিন্তু তথ্য হ'লো তথ্য, আর আমি দু-দুবার জলাভূমিতে তার প্রলম্বিত ডুকরে-ওঠা শুনেছি। ধরুন সত্যি যদি এখানে প্রকাণ্ড একটা হাউণ্ড শৃঙ্খলবিহীন ঘুরে বেড়ায়, এটা কিন্তু সবকিছুরই একটা ব্যাখ্যা দেবে। কিন্তু এমন-একটা হাউণ্ডকে গোপনে লুকিয়ে রাখা যাবে কোথায়, কোথায় সে তার খাবার পাবে, কোত্থেকেই বা সে আচমকা এসে হাজির হ'লো, আর এও বা কী-রকম যে দিনের আলোয় কেউ তাকে কখনও দ্যাখেনি?

এটা অবিশ্যি কবুল করতেই হয় যে এই স্বাভাবিক কৈফিয়ৎটার মধ্যেও অনেক মুশকিল আছে। আর সবসময়েই, ওই হাউণ্ড ছাড়াই, আমাদের তথ্য হিশেবে মনে রাখতে হবে যে লণ্ডনে এ-ব্যাপারে নাক গলিয়েছিলো মানুষ, হ্যানসমের সেই লোকটা, আর ওই চিঠি, যাতে জলাভূমি সম্বন্ধে সার হেনরিকে হুঁশিয়ার ক'রে দেয়া হয়েছিলো। এটুকু অন্তত জলজ্যান্ত বাস্তব, কিন্তু সে হয়তো কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর কাজ, আবার তাকে বিষম শত্রু ব'লে ভেবে নেয়াও একইরকম সহজ কাজ। সেই বন্ধুটি বা শত্রুটি এখন কোথায়? সে কি লণ্ডনেই থেকে গিয়েছে, না আমাদের পেছন-পেছন এখানে এসেও হাজির হয়েছে? সে কি—সে কি ওই অচেনা মানুষটাই, যাকে আমি শিলাবন্ধুর শিখর-চূড়ে দেখেছিলাম?

সত্যি-যে আমি তাকে দেখেছিলাম একটি ঝলকের জন্যে, অথচ তবু কতগুলো বিষয় আমি হলফ ক'রে বলতে পারি। সে এমন-কেউ নয়, যাকে আমি এখানে আগে দেখেছি, অবশ্য সকল পাড়াপড়শির সঙ্গে এখনও আমার দেখা হয়নি। সেই মূর্তিটা ছিলো স্টেপলটনের চাইতে অনেক লম্বা, ফ্র্যাঙ্কল্যাণ্ডের চাইতেও অনেক রোগা ছিপছিপে, ব্যারিমোর সম্ভব হ'লেও হ'তে পারতো, কিন্তু তাকে তো আমরা আমাদের পেছনে রেখে এসেছিলাম, আর এ-বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে সে কিছুতেই আমাদের অনুসরণ করতে পারতো না। তাহ'লে কোনো অচেনা লোকই আমাদের পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে আছে, ঠিক যেমন লণ্ডনেও একজন আমাদের পেছনে লেগেছিলো। তাকে আমরা কিছুতেই এড়িয়ে চলতে পারিনি। যদি একবার আমি সেই লোকটাকে ধরতে পারতাম, তাহ'লে হয়তো শেষ অব্দি আমরা আমাদের সব মুশকিলের আসান ক'রে ফেলতে পারতাম। শুধু এই একটা কাজেই এখন আমি আমার সব শক্তি লেলিয়ে দেবো।

আমার প্রথম ঝোঁকটা ছিলো আমার এই পরিকল্পনার কথা সার হেনরিকে খুলে বলা। কিন্তু আমার দু-নম্বর এবং সবচেয়ে আক্কেলের কাজ হ'লো, আমার নিজের খেলাটা

আমি নিজেই খেলে যাবো, এ নিয়ে কিচ্ছুটি বলবো না। তিনি গুম হ'য়ে আছেন এখন, খুবই বিচলিত। জলাভূমির সেই ডুকরানি তাঁর স্নায়ুগুলোকে এক্কেবারে অদ্ভুত জেরবার ক'রে দিয়ে গেছে। আমি এমনকিছু তাঁকে বলতে চাই না যাতে তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠা আরো বেড়ে যায়, আমার মতলবটা হাঁসিল করতে আমি একা-একাই এগুবো।

সকালে ছোটোহাজরির পর একটা বিশ্রী কাণ্ড হ'য়ে গেলো। ব্যারিমোর সার হেনরির সঙ্গে কথা বলবার অনুমতি চেয়েছিলো, আর দুজনে সাব হেনরির পড়ার ঘরে খানিকক্ষণ গোপনে কাটিয়েছিলো—বিলিয়ার্ড রুমে ব'সে-ব'সে আমি একাধিকবার শুনতে পেলাম গলার স্বর বেশ চ'ড়ে যাচ্ছে। আর কী নিয়ে যে এই উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছে সে-সম্বন্ধে আমার বেশ স্পষ্ট ধারণাই ছিলো। কিছুক্ষণ বাদে ব্যারনেট দরজা খুলে আমাকে ডেকে পাঠালেন।

'ব্যারিমোর ভাবছে তার ক্ষোভের কারণ আছে,' তিনি বললেন। 'তার নাকি মনে হচ্ছে যে যখন সে স্বেচ্ছায় গোপন রহস্যটি আমাদের কাছে ফাঁস ক'রে দিয়েছে, তখন তার শালার পেছনে তাড়া ক'রে যাওয়াটা আমাদের নাকি উচিত হয়নি।'

বাটলার আমাদের সামনেই দাঁড়িয়েছিলো, খুব পাণ্ডুর মুখ-চোখ কিন্তু বেশ শান্ত, প্রকৃতিস্থ।

'আমি হয়তো একটু তেতে গিয়েই কথাটা বলেছি, হুজুর,' সে বললে, 'আর যদি তা ক'রে থাকি তবে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও বলবো যে, আমি খুব চমকেই গিয়েছিলাম যখন সকালবেলায় আপনাদের ফিরে আসার আওয়াজ পেলাম, আর জানতে পেলাম যে আপনারা নাকি সেলডেনকে খুঁজে বার করতে গিয়েছিলেন। বেচারাকে এমনিতেই যথেষ্ট ভুগতে হচ্ছে, তার ওপর আমি যদি তার পেছনে কাউকে লেলিয়ে দিই, সেটা তো আরো বিচ্ছিরি দেখায়।'

'তুমি যদি স্বেচ্ছায় গোড়াতেই আমাদের সব কথা খুলে বলতে তাহ'লে ব্যাপারটা অন্যরকম হ'তো,' ব্যারনেট বললেন। 'তুমি শুধু তখনই আমাদের বলেছো, কিংবা তোমার স্ত্রী বলেছে, যখন কথাটা তোমার কাছ থেকে নিংড়ে বার ক'রে নেয়া হয়েছিলো, তখন তোমার আর কোনো চারা ছিলো না।'

'সার হেনরি, আমি ভাবতেই পারিনি আপনারা তার সুযোগটা নেবেন—সত্যি, হুজুর, আমি সে-কথা ভাবতেও পারিনি।'

'লোকটা জনসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক। জলাভূমিতে চারদিকে কত নিরিবিলি বাড়িঘর ছড়ানোছিটোনো, আর সে এমন মরিয়া হ'য়ে উঠেছে যে কোনো বাছবিচারই করবে না, যা খুশি তা-ই ক'রে বসবে। একবার শুধু তার মুখটা দেখতে পেলেই তুমি তা বুঝতে পারতে। মিস্টার স্টেপলটনের বাড়িটার কথাই ধরো, সেখানে তাকে ঠেকাবার জন্যে একা স্টেপলটন ছাড়া আর-কেউ নেই। তাকে তালাচাবি বন্ধ ক'রে না-রাখা অব্দি কারুই কোনো নিরাপত্তা নেই।'

'ও জোর ক'রে কারু বাড়িতে ঢুকবে না, হুজুর। এ-কথা আমি দিব্যি গেলে বলতে

পারি। আর সে এ-দেশে আর-কখনও আর-কারু কোনো অনিষ্ট করবে না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, সার হেনরি, দিন কয়েকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা পাকা হ'য়ে যাবে, আর সে দক্ষিণ আমেরিকা চ'লে যাবে। ঈশ্বরের দোহাই, হুজুর, আমি আপনাকে অনুনয় ক'রে বলছি—সে যে এখনও জলাভূমিতে আছে, এ-কথাটা হুজুর পুলিশকে কিছুতেই জানাবেন না। তারা বাদায় খানাতল্লাশি করা ছেড়ে দিয়েছে, যদ্দিন-না জাহাজ ছাড়ে সে তদ্দিন এখানে নিরিবিলিতে লুকিয়ে থাকতে পারবে। আমার স্ত্রী আর আমাকে বিপদে না-ফেলে আপনারা তার কথা কাউকে বলতেও পারবেন না। আমি আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা চাচ্ছি, হুজুর, পুলিশকে খবরটা দেবেন না।'

'আপনি কী বলেন, ওয়াটসন?'

আমি শুধু কাঁধ ঝাঁকালাম। 'সে যদি আর-কোনো ঝামেলা না-পাকিয়ে দেশ ছেড়ে চ'লে যায়, তাহ'লে করদাতাদের ঘাড় থেকে একটা বোঝা অন্তত নেমে যাবে।'

'কিন্তু যাবার আগে সে যদি আর-কারু ওপর আবার হামলা করে, ঝঞ্ঝাট পাকায়, তাহ'লে?'

'ও-রকম পাগলের মতো ও কিছু করবে না, হুজুর। তার যা-যা লাগবে, সব আমরা তাকে দিয়ে দিয়েছি। এখন কোনো অপরাধ করলে সে তো দেখিয়েই দেবে সে এখন কোথায় লুকিয়ে আছে।'

'তা সত্যি,' বললেন সার হেনরি। 'তাহ'লে, ব্যারিমোর—'

'ঈশ্বর আপনার ভালো করুন, হুজুর। আমার হৃদয় থেকে আপনাকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি! যদি পুলিশ ওকে আবার পাকড়াও করতো তবে আমার স্ত্রী সেই ধাক্কায় ম'রেই যেতো।'

'আমরা হয়তো কোনো গুরুতর অপরাধে সাহায্য ক'রে অন্যায় করছি, ওয়াটসন? তবে, সবকিছু এখন শোনবার পর, আমার ঠিক মনে হয়নি যে লোকটিকে আমি ধরিয়ে দিতে পারি। তো এখানেই এই ব্যাপারটার ইতি হ'য়ে গেলো। ঠিক আছে, ব্যারিমোর, তুমি এখন যেতে পারো।'

ভাঙা-ভাঙা কিছু কৃতজ্ঞতার কথা ব'লে লোকটা যাবে ব'লে ফিরেছিলো, কিন্তু একটু দোনোমনা ক'রে আবার সে ফিরে এলো।

'আপনি আমাদের এত উপকার করলেন, হুজুর, যে প্রতিদানে আমি যদ্দুর পারি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। একটা জিনিশ আমি জানি, সার হেনরি, আর হয়তো এ-কথা আমার আগেই বলা উচিত ছিলো, কিন্তু করোনারের আদালতের অনুসন্ধান চুকে-বুকে যাবার অনেক পরে ব্যাপারটা আমি জানতে পারি। কোনো মর্তমানুষকে আমি এ-নিয়ে একটি কথাও বলিনি অ্যাদ্দিন। ব্যাপারটা দুর্ভাগা সার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত।'

ব্যারনেট আর আমি দুজনেই লাফিয়ে উঠলাম।

'তুমি জানো তিনি কীভাবে মারা গিয়েছিলেন?'

'না, হুজুর, সে-বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।'

'তবে?'

'শুধু জানি রাতে তখন তিনি ফটকের ধারে কেন গিয়েছিলেন। এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।'

'স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেখা করতে? *তিনি?*'

'হ্যাঁ, হুজুর।'

'আর সেই স্ত্রীলোকের নাম?'

'নামটা আমি বলতে পারবো না, হুজুর, তবে নামের আদ্যক্ষরগুলো বলতে পারি। তার আদ্যক্ষরগুলো ছিলো এল.এল.।'

'এ-কথা তুমি জানলে কেমন ক'রে ব্যারিমোর?'

'সার হেনরি, আপনার জ্যেঠামশায় সেদিন সকালে একটা চিঠি পেয়েছিলেন। সাধারণত তাঁর কাছে বিস্তর ডাক আসতো, কারণ তিনি খুব জনপ্রিয় মানুষ ছিলেন, সকলের জন্যেই তাঁর ছিলো অবারিত দ্বার, তাঁর দয়াদক্ষিণ্যের কথাও লোকে জানতো, কাজেই কেউ কোনো মুশকিলে পড়লেই তাঁর শরণ নিতো। কিন্তু সেদিন সকালে এমনই দৈবের যোগাযোগ, শুধু এই একখানি চিঠিই এসেছিলো, কাজেই সেটা আমি বিশেষভাবেই খেয়াল করেছিলাম। চিঠিটা এসেছিলো কুম্ব ট্রেসি থেকে, আর কোনো মেয়ের হাতের লেখায় ঠিকানা লেখা ছিলো।'

'তো?'

'তো, হুজুর, ব্যাপারটা নিয়ে তখন আমি আর মাথা খামাইনি, আর আমার স্ত্রী না-বললে হয়তো কখনোই এ নিয়ে আর ভাবতাম না। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সে সার চার্লসের পড়ার ঘর সাফ করছিলো—তাঁর মৃত্যুর পর সে-ঘরে আর-কেউ কখনও পাও রাখেনি—আর সে দেখতে পেলে চুল্লির পেছন দিকে একটা চিঠির ছাই-ভস্ম প'ড়ে আছে। তার বেশির ভাগটাই পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে, কিন্তু ছোট্ট একটা টুকরো, একটা পাতার শেষ দিক, তখনও অটুট আছে—আর লেখাটা পড়াও যাচ্ছে, যদিও কালো পটের ওপর ধূসর একটুখানি লেখা। আমাদের দেখে মনে হয়েছিলো এটা সম্ভবত মূল চিঠিটার পরে একটা পুনশ্চ, তাতে লেখা ছিলো : "দোহাই, দোহাই আপনার, আপনি তো সত্যিকার ভদ্রলোক, এ-চিঠি পুড়িয়ে ফেলুন আর দশটার সময় ফটকের কাছে চ'লে আসুন।" তার তলায় ওই দুই আদ্যক্ষর : এল.এল.।'

'কাগজের টুকরোটা তোমার কাছে আছে?'

'কাগজটা নাড়তেই সেটা ঝুরঝুর হ'য়ে প'ড়ে যায়।'

'সেই একই হাতের লেখার আর-কোনো চিঠি কি সার চার্লস পেয়েছিলেন?'

'হুজুর, আমি তাঁর চিঠিপত্র সম্বন্ধে বিশেষ-কোনো খেয়াল করিনি কখনও। এটাও আমার নজরে পড়তো না, যদি-না সেদিন ওই একটাই চিঠি আসতো।'

'আর এই এল.এল. কে হ'তে পারে সে-সম্বন্ধে তোমার কোনো ধারণাই নেই?'

'না, হুজুব। আপনারাও যতটুকু জানেন, আমিও ঠিক ততটুকুই জানি। তবে আমি

আশা ক'রে আছি, আমরা যদি এই স্ত্রীলোকটিকে পাকড়াতে পারি, তবে সার চার্লসের মৃত্যু সম্বন্ধে আমরা আরো অনেককিছুই জানতে পারবো।'

'আমি আদপেই এটা বুঝতে পারছি না, ব্যারিমোর, অ্যাদ্দিন তুমি এই জরুরি খবরটা চেপে রেখেছিলে কেন?'

'হুজুর, তার ঠিক পর-পরই আমাদের নিজের এই সংকট এসে হাজির হ'লো। আর তাছাড়া, হুজুর, আমরা দুজনেই সার চার্লসের খুব অনুরাগী ছিলাম, বিশেষ ক'রে আমাদের জন্যে তিনি যা-যা করেছিলেন, তার জন্যে তো বটেই। এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে আমাদের মৃত প্রভুর কোনো উপকারই হ'তো না, আর যখন কোনো ব্যাপারে কোনো মেয়েছেলে জড়িত থাকে; তখন খুব হুঁশিয়ার হ'য়েই এগুনো উচিত। এমনকী আমাদের মধ্যে যারা অতি ভালোমানুষ—'

'তোমার মনে হয়েছিলো এতে তাঁর নামে কালি ছিটোবে?'

'হুজুর, আমি শুধু ভেবেছিলাম, এ থেকে হয়তো ভালো কিছুই বেরুবে না। তবে এখন যখন আপনি আমাদের এতটা দয়া দেখালেন, আর তাছাড়া আমাব মনে হচ্ছিলো আপনাকে এই ব্যাপার সম্বন্ধে সব কথা খুলে না-বলা আপনার প্রতি অকৃতজ্ঞতা হবে।'

'বেশ, ব্যারিমোর, তুমি এখন যেতে পারো।'

বাটলার যখন চ'লে গেছে, সার হেনরি আমার দিকে ফিরলেন। 'কী, ওয়াটসন, এই নতুন আলোটি সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?'

'মনে তো হয় অন্ধকার আরো ঘুটঘুটে কালো হ'য়ে এলো।'

'আমারও তা-ই মনে হয়। তবে আমরা যদি শুধু এই এল.এল.-এর কোনো হদিশ পাই, পুরো ব্যাপারটাই তাহ'লে পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। অন্তত ততটুকু আমরা লাভ করেছি। আমরা জানি যে অন্তত একজন আছে যে সব খবর জানে—শুধু যদি তাকে এখন খুঁজে পাই! এখন আমাদের কী করা উচিত ব'লে আপনার মনে হয়?'

'এক্ষুনি হোমসকে সব জানিয়ে দিতে হবে। সে যে-সূত্রটা খুঁজছিলো, এতে সে সেটা পেয়ে যাবে। এর পর সে যদি সশরীরে এখানে এসে হাজির না-হয়, তবে আমি তাকে খুবই ভুল বুঝেছি।'

আমি তক্ষুনি আমার ঘরে ফিরে এসে হোমসের জন্যে সকালের কথাবার্তার একটা প্রতিবেদন তৈরি ক'রে ফেললাম। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, সে এখন তার হাতের কাজগুলো নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, কারণ বেকার স্ট্রিট থেকে যে-চিরকুটগুলো আমি পাচ্ছিলাম, সেগুলো সংখ্যায় বেশি তো নয়ই, আবার খুব সংক্ষিপ্তও, আমি তাকে যে-সব তথ্য জুগিয়েছি সে-সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্য নেই, আর আমার এই এখানকার কাজেরও উল্লেখ শুধু নামমাত্রই হ'তো। সন্দেহ নেই, ওই ব্ল্যাকমেলের মামলাটাই তার সব ভাবনাচিন্তা দখল ক'রে ব'সে আছে। কিন্তু তবু এই নতুন তথ্যটা নিশ্চয়ই তার মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং আবার এ-ব্যাপারটায় তার কৌতূহলকে উসকে দেবে। আমি চাই যে সে এখানে আসুক।

অক্টোবর ১৭—আজ সারাদিন ঝমঝম ক'রে শুধু বৃষ্টিই পড়েছে। আইভিলতাগুলোয় মর্মর জেগেছে, ছাদের ছাঁচগুলো থেকে টপটপ ক'রে জল ঝরেছে। ওই ন্যাড়া, কনকনে ঠাণ্ডা আশ্রয়হীন বাদায় ওই কয়েদিটির যে কী হ'লো, আমি তা-ই ভাবছিলাম। বেচারা! তার দুষ্ক্রিয়াগুলো যা-ই হ'য়ে থাকুক না কেন, সে তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে যথেষ্ট ভুগেছে। আর তারপরই আমি সেই অন্যজনের কথা ভাবলাম—হ্যানসমের জানলার সেই মুখ, চাঁদের আলোর পটে দাঁড়ানো সেই মূর্তি। সেও কি এই মুষলধার বর্ষণের মধ্যে বাইরেই আছে—সেই অদৃশ্য প্রহরী, অন্ধকারে ঢাকা সেই লোক? সন্ধেবেলায় আমি গায়ে একটা বর্ষাতি চাপিয়ে ওই ভিজে চপচপে বাদায় অনেকটাই হেঁটে গেলাম, কত-কি বিচ্ছিরি কালো-কালো ভাবনা কল্পনায়, বৃষ্টি আছড়াচ্ছে মুখে, আর হাওয়ার ঝাপটা কানে শিস দিয়ে যাচ্ছে। এখন এই মহা বাদাটিতে যারা ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়বে, ঈশ্বর তাদের রক্ষা করুন, কারণ ওই নিরেট কঠিন উৎরাইগুলোও জলাভূমিতেই পরিণত হ'য়ে যাচ্ছে। সেই একাকী প্রহরীকে যে-কালো শিখরচূড়ে দেখেছিলাম, সেই চূড়াটা পেয়ে গেলাম আমি, আর তার শিলাবন্ধুর চূড়া থেকে আমি নিচে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলাম শোকবিহ্বল তরাইগুলো। ঝড়ের ঝাপটা তাদের লালচে মুখে ঝাপ্পড় মারছে, আর ভারি-ভারি স্লেট-রঙা মেঘপুঞ্জ নিচু হ'য়ে ঝুলে আছে ল্যাণ্ডস্কেপের ওপর, পেছনে-পেছনে ধূসর মালার মতো, ওই অতিকায় আশ্চর্য টিলাগুলোর গায়ে। বাঁয়ে দূরের নিচু ঢালে, ফিনফিনে কুয়াশায় আধো-ছাওয়া, গাছপালার ওপর দিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে বাস্কারভিল হলের দুটি মিনার। আমি শুধু ওই একটা জায়গাতেই মানুষের জীবনের ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম, অবশ্য ওই প্রাগৈতিহাসিক কুঁড়েবাড়িগুলো ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে টিলার ঢালে। দু-রাত্তির আগে আমি যে-একাকী মানুষটিকে ওই একই জায়গায় দেখতে পেয়েছিলাম, তার কোনো চিহ্নই কোনোখানে নেই।

ফিরে যখন আসছি, জলাভূমির একটা বন্ধুর পথে, তাঁর ছোট্ট গাড়িটায় ক'রে এসে ডাক্তার মর্টিমার আমার নাগাল ধরলেন, রাস্তাটা বেরিয়েছিলো ফাউলমায়ারের দূরে-বসানো একটা খামারবাড়ি থেকে। তিনি আমাদের খুব খোঁজখবর নিতেন, প্রায় কোনোদিনই বাদ যায়নি যেদিন তিনি বাস্কারভিল হলে এসে আমাদের দিন কেমন কাটছে সে-খোঁজ নেননি। তিনি খুব ঝোলাঝুলি করলেন তাঁর ওই ছোটো গাড়িটায় উঠে পড়তে, তিনি বাড়ির দিকে আমায় পৌঁছে দেবেন। তাঁর খুদে স্প্যানিয়েলটা হারিয়ে যাওয়ায় তাঁকে খুবই মনখারাপ দেখাচ্ছিলো। সে নাকি একা-একা বাদায় চ'লে গিয়েছিলো, তারপর আর ফিরে আসেনি। আমি যতটা পারি তাঁকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম, তবে আমার মনে প'ড়ে যাচ্ছিলো ওই টাট্টুটা গ্রিম্পেন মায়ারে কীভাবে ডুবে গিয়েছিলো, তিনি যে আবার তাঁর খুদে কুকুরটিকে দেখতে পাবেন তা আমার মনে হ'লো না।

'আচ্ছা, মর্টিমার,' ওই উবড়োখাবড়ো সড়কটা দিয়ে ঝাঁকুনি খেয়ে যেতে-যেতে আমি শুধোলাম, 'গাড়িতে ক'রে সহজে যাওয়া যায়, এমন দূরত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন-কিছু লোকও আছে, যাদের আপনি চেনেন না?'

'তেমন-কেউ আছে ব'লে তো মনে হয় না?'

'আচ্ছা, আপনি কি তাহ'লে বলতে পারেন, এমন-কোনো মহিলা আছেন কি না যাঁর নামের আদ্যক্ষর দুটি এল.এল.?'

ক-মিনিট ভাবলেন তিনি। বললেন, 'না। তবে কিছু জিপসি আছে, আর কিছু দিনমজুর—তাদের কথা আমার জানা নেই, কিন্তু এখানকার চাষী বা ভদ্রলোকদের মধ্যে এমন-কেউ নেই যার নামের আদ্যক্ষর এল.এল.। না, না, একটু সবুর করুন,' একটু থেমে, তিনি বললেন, 'লরা লায়ন্স আছে—তার নামের আদ্যক্ষর তো এল.এল.—কিন্তু সে তো থাকে কুম্ব ট্রেসিতে।'

'সে কে, বলুন তো,' আমি শুধোলাম।

'সে ফ্ল্যাংকল্যাণ্ডের মেয়ে।'

'অ্যাঁ? ওই বাতিকবুড়ো ফ্ল্যাংকল্যাণ্ড?'

'ঠিক তা-ই। মেয়েটি লায়ন্স নামে এক শিল্পীকে বিয়ে করেছিলো, সে এই জলাভূমিতে এসেছিলো স্কেচ আঁকতে। শেষে প্রমাণ হ'লো যে লোকটা কুলাঙ্গার, মেয়েটিকে ছেড়ে চ'লে যায়। দোষটা অবশ্য, যতটা শুনেছি, পুরোপুরি একতরফা ছিলো না। বাপ মেয়েটির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই রাখতে চাননি, কারণ সে তাঁর সম্মতি ছাড়াই বিয়ে করেছিলো, তাছাড়া হয়তো দুটো-একটা অন্য কারণও থাকতে পারে। তো, ওই পুরোনো পাপী আর ছোকরা পাপীর মধ্যে প'ড়ে লরা বেচারি বিস্তর ভুগেছে।'

'তো মেয়েটির চলে কী ক'রে?'

'মনে তো হয় বুড়ো ফ্ল্যাংকল্যাণ্ড তাকে অল্পকিছু মাসোহারা দেন, তবে সে খুব-একটা বেশি হবে না, কারণ তাঁর নিজের সম্পত্তি-টম্পত্তি এখন বিশ বাঁও জলে ডুবে আছে। মেয়েটি যদি অন্যায় কিছু ক'রেও থাকে, সে শেষটায় অসহায়ভাবে কুপথে চ'লে যাক—এটা কেউ চাইবে না। তার গল্প চারপাশে চাউর হ'য়ে গিয়েছিলো। আর বেশ কয়েকজনই তার জন্যে কিছু-কিছু করেছেন যাতে মেয়েটি সৎপথে থেকে জীবন কাটাতে পারে। অন্তত স্টেপলটন কিছু সাহায্য করেছিলো, আর আরেকজন তার সহায় ছিলেন —সার চার্লস। আমিও সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করেছিলাম। যাতে সে টাইপরাইটার কিনে তার নিজের একটা ব্যাবসা ফাঁদতে পারে।'

কেন আমি এত-সব খোঁজখবর নিচ্ছি, তিনি তাঁর কারণটা জানতে চাচ্ছিলেন, তবে আমি বিশেষ-কিছু ফাঁস না-ক'রেই তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করতে পারলাম। কারণ আমরা কেন-যে কাউকে আমাদের গোপন কথা বলতে যাবো, তার কোনোই যুক্তি নেই। কাল সকালে আমি কুম্ব ট্রেসির রাস্তাটা খুঁজে বার করবো, আর যদি এই মিসেস লায়ন্সের —যাঁর সম্বন্ধে ভালোমন্দ দুইই রটেছে—সঙ্গে দেখা করতে পারি, তবে এই রহস্যশৃঙ্খলের একটি জট খুলে ফেলবার চেষ্টা করা যাবে। আমি নিশ্চয়ই খোদ মহানাগের প্রজ্ঞাই লাভ ক'রে ফেলেছি, কারণ মর্টিমার যখন বেশ চাপ দিয়ে আমায় অসুবিধেতেই ফেলে দিচ্ছিলেন, তখন আমি দিব্যি ভালোমানুষের মতো তাঁকে জিগেস ক'রে বসলাম

ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের করোটির ছাঁচটা কী-রকম, আর বাকিটা রাস্তা ওই করোটিতত্ত্ব ছাড়া আর-কিছুই কানে আসেনি। শার্লক হোমসের সঙ্গে এতগুলো বছর আমি নিছক মিছেমিছিই কাটাইনি।

এই মন-খারাপ-করা ঝোড়ো দিনটায় আর যা-যা ঘটেছিলো, তার শুধু একটাই আমি উল্লেখ করবো। সে হ'লো সবে আমার সঙ্গে ব্যারিমোরের যে কথাবার্তা হ'লো, যেটা আমার হাতে একটা তুরুপের তাশ তুলে দিলে, যথাসময়ে সেটা খেলা যাবে।

মর্টিমার নৈশভোজের জন্যে থেকে গিয়েছিলেন আর তিনি আর ব্যারনেট তারপর *একার্তে* ব'লে যে তাশের বাজি আছে, সেটা খেলতে ব'সে গিয়েছিলেন। বাটলার লাইব্রেরি ঘরে আমার কফি নিয়ে এসেছিলো, আর সুযোগ পেলে আমি তাকে গোটা কয় প্রশ্ন করেছিলাম।

'আচ্ছা, ব্যারিমোর,' আমি জিগেস করলাম, 'তোমার এই গুণধর শ্যালকটি চ'লে গেছে, না এখনও ওখানে লুকিয়ে আছে?'

'আমি জানি না, হুজুর। ঈশ্বরের কাছে দোয়া চাচ্ছি—ও যেন চ'লে গিয়েই থাকে, কারণ এখানে সে বিস্তর ঝামেলা ছাড়া আর-কিছুই আমদানি করেনি! শেষবার তার জন্যে খাবার রেখে আসার পর থেকে তাব কথা আমি আদৌ শুনিনি, সে আজ তিন দিন আগেকার কথা।'

'তখন তুমি তাকে দেখেছিলে?'

'না, হুজুর; তারপরে যখন ওদিকটায় গিয়েছিলাম, দেখি খাবার সেখানে নেই।'

'তাহ'লে সে নিশ্চয়ই তখন সেখানে ছিলো?'

'তা-ই অবশ্য আপনি ভাববেন, হুজুর, যদি-না অন্য লোকটা সে-খাবার না নিয়ে থাকে।'

কফির পেয়ালা সবে আমি মুখে তুলছিলাম, আমি তড়াক ক'রে লাফিয়ে ব'সে ব্যারিমোরের দিকে তাকালাম।

'তুমি তাহ'লে জানো যে সেখানে অন্য-কোনো লোকও আছে?'

'হ্যাঁ, হুজুর, জলাভূমিতে আরো-একজন লোক আছে।'

'তাকে তুমি চোখে দেখেছো?'

'না, হুজুর।'

'তাহ'লে তার কথা তুমি জানলে কী ক'রে?'

'সেলডেন আমাকে তার কথা বলেছিলো, হুজুর। হপ্তাখানেক কি তারও আগে। সেও ওখানে গা ঢাকা দিয়ে আছে, তবে সে কোনো কয়েদি-টয়েদি নয়, যদ্দুর আমি বুঝতে পেরেছি। ব্যাপারটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি, ডাক্তার ওয়াটসন—আপনাকে আমি সোজাসুজি ব'লে দিচ্ছি, হুজুর। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগেনি।' হঠাৎ তীব্র আবেগ ভ'রে সে ব'লে উঠলো।

'ব্যারিমোর, আমার কথা শোনো। তোমার প্রভুর এই ব্যাপারটায় আমার নিজের কোনো স্বার্থ নেই। আমি এখানে এসেছি শুধু তাঁকে একটু-আধটু সাহায্য করতেই। আমাকে তুমি খুব খোলাখুলি বলো তো দেখি, ব্যাপারটা কেন তোমার ভালো লাগছে না।'

ব্যারিমোর একটুক্ষণ দোনোমনা করলে, যেন তার ও-রকম উত্তেজিত হ'য়ে ওঠার জন্যে এখন তার আপশোশই হচ্ছে, নয়তো কথায় ঠিক নিজের মনের ভাবটা গুছিয়ে বলতে পারছে না।

'এই যা-সব কাজকারবার চলেছে, হুজুর,' শেষটায় সে চেঁচিয়েই বললে, বৃষ্টির ঝাপট লাগা জানলার দিকে হাত নেড়ে—ওই জানলার ওপাশেই জলাভূমি। 'কোথাও একটা জায়গায় ভীষণ বদমায়েশির খেলা চলেছে, শয়তানি একটা চক্রান্ত দানা পাকিয়ে উঠছে, এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। সার হেনরি যদি ফের লণ্ডনে ফিরে যান তাহ'লে আমি, হুজুর, খুব খুশি হবো!'

'কিন্তু কিসে তুমি অমন আঁৎকে উঠেছো?'

'সার চার্লসের মৃত্যুটাই দেখুন। সেটাই যথেষ্ট খারাপ, সেই কথাই করোনার বলেছিলেন। রাত্তিরে বাদা থেকে যে-ডুকরানি ওঠে, তার কথাই ধরুন। এ-তল্লাটে কাউকে পাবেন না যে সূর্য ডুবে যাবার পর জলাভূমি পেরিয়ে যাবে—হাজার ইনাম দিলেও না। এই অচেনা লোকটিকেই দেখুন, গা ঢাকা দিয়ে আছে ওখানে, শুধু নজর রেখে যাচ্ছে, অপেক্ষা ক'রে রয়েছে! কিসের অপেক্ষা ক'রে আছে ও? এর মানেই বা কী? এর মানে বাস্কারভিল বংশের কারু কোনো ভালো এতে নেই, সার হেনরির নতুন কাজের লোকেরা এসে হলের দায় সমঝে নিলে আমি রেহাই পাই—আমি আহ্লাদের সঙ্গে এ-চাকরিতে ইস্তফা দেবো।'

'কিন্তু এই অচেনা লোকটা,' আমি বললাম, 'তার সম্বন্ধে তুমি আমায় কিছু বলতে পারো? সেলডেন সত্যি কী বলেছিলো? সে কি জানতো সে কোথায় লুকিয়ে থাকে কিংবা কী করে?'

'সে তাকে একবার দু-বারই মাত্র দেখেছিলো, কিন্তু লোকটা গভীর জলের মাছ, কিছুই ফাঁস করেনি। গোড়ায় সে ভেবেছিলো এ বুঝি পুলিশের গোয়েন্দা, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছিলো তার নিজের কোনো মতলব আছে। দেখে-শুনে ভদ্দরলোক ব'লেই মনে হচ্ছিলো, কিন্তু এ যে ওখানে কী করছে তা সে বুঝতে পারেনি।'

'কোথায় আস্তানা গেড়েছে বলেছিলো?'

'টিলার গায়ের পুরোনো বাড়িগুলোর একটায়—পাথরের বাড়ি, যেখানে অতীতের মানুষ থাকতো।'

'আর তার খাবারদাবার?'

'সেল্‌ডেন জানতে পেরেছিলো একটি ছোকরা তার সব ফাইফরমাশ খাটে, যা-যা দরকার সব এনে-টেনে দেয়। বোধহয় কেনাকাটার জন্যে ছোকরাটা কুম্ব ট্রেসিতেই যায়।'

'বেশ, ব্যারিমোর। পরে কখনও এ নিয়ে হয়তো আবার কথা বলবো।'

বাটলার যখন চ'লে গেছে, আমি কালো জানলাটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, ঝাপসা কাচের মধ্য দিয়ে আমি ধাবমান পুঞ্জমেঘ আর হাওয়ার দমকায় ঝুঁটিনাড়া গাছপালার আগা দেখতে পেলাম। বাড়ির ভেতরটাতেই রাত্তিরটা খ্যাপা, বন্য, বাইরে বাদার ওখানে ওই খুদে পাথুরে বাড়িতে এ-রাত এখন কী-রকম হবে? কোন তীব্র ঘৃণা লোককে তাড়া ক'রে ফেরে, যাতে সে এমন সময়ে এমন-কোনো বাড়িতে আস্তানা গাড়ে? আর এত-সব কষ্ট সে সয় কেন, কোন সে গভীর তীব্র উদ্দেশ্য তাকে তাড়িয়ে ফেরে? ওখানে, বাদার ওই পাথুরে খুদে বাড়িতে, সম্ভবত সেই হেঁয়ালিটার উৎপত্তি, যেটা আমায় এমন বিহ্বল ও হতচকিত ক'রে দিয়েছে। আমি দিব্যি গেলে নিজেকে বললাম, মানুষের সাধ্যের মধ্যে যা আছে সব আমি করবো, কালকেই। আর-একটা দিনও যেতে দেবো না—এই রহস্যের মাঝখানে না-সেঁধিয়ে!

১১

গিরিচূড়ার ওপর লোকটা

আমার ব্যক্তিগত ডাইরির উদ্ধৃতিটাই ছিলো গত অধ্যায়টা, আমার এই কাহিনটাকে সেই উদ্ধৃতি ১৮ই অক্টোবর অব্দি নিয়ে এসেছে, আর এটা সেই সময় যখন অদ্ভুত-সব ঘটনা হুড়মুড় ক'রে ছুটে চলছিলো তাদের ভয়ংকর উপসংহারের দিকে। পরের কয়েকদিনের ঘটনাগুলো আমার স্মৃতির মধ্যে এমন অনপনেয়ভাবে খোদাই হ'য়ে রয়েছে, আমি সে-সব তখনকার লেখা কোনো টীকাভাষ্য ছাড়াই ব'লে দিতে পারি। আমি তাহ'লে শুরু করছি যে-দিন আমি দুটো খুব জরুরি তথ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, তার পরদিন থেকে: তথ্যগুলোর একটা এই, যে, কুম্ব ট্রেসির মিসেস লরা লায়ন্স সার চার্লস বাস্কারভিলকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলো, এমন সময়ে এবং এমন জায়গায় যেখানে এবং যখন তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন ; অন্যটি হ'লো জলাভূমিতে যে-লোকটা চুপিসাড়ে ওৎ পেতে আছে, তাকে পাওয়া যাবে পাহাড়ের গায়ের ওই পাথুরে কুঁড়েঘরগুলোর একটায়। এই দুটো তথ্য আমার দখলে ছিলো ব'লে আমি ভাবলাম যে হয় আমার বুদ্ধিতে নয় আমার সাহসে নিশ্চয়ই এতটাই ঘাটতি আছে যে এরপরও এই দুর্বোধ্য ও রহস্যময় বিষয়গুলোয় আমি নতুন কোনো আলো ফেলতে পারছি না।

আগের দিন সন্ধেয় আমি মিসেস লায়ন্সের বিষয়ে যা-যা জেনেছিলাম, সে-সব কথা আমি ব্যারনেটকে খুলে বলবার কোনো সুযোগই পাইনি, কারণ ডাক্তার মর্টিমার অনেক রাত্তির অব্দি তাঁর সঙ্গে তাশ খেলে কাটিয়েছিলেন। ছোটোহাজরির সময়, অবশ্য, আমি আমার আবিষ্কারের কথা বললাম, এও জিগেস করলাম আমার সঙ্গে কুম্ব ট্রেসিতে যেতে তাঁর ইচ্ছে আছে কি না। গোড়ায় তিনি আসার জন্যে খুবই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু পরে, দ্বিতীয়বার ভেবে-চিন্তে, আমাদের দুজনের কাছেই মনে হ'লো আমি যদি একাই যাই তাহ'লেই হয়তো বেশি ভালো হবে। সাক্ষাৎকারটা যত বেশি আনুষ্ঠানিক হবে হয়তো ততই কম খবর আদায় করতে পারবো আমরা। আমি সেইজন্যেই সার হেনরিকে পেছনে ফেলেই আমার নতুন সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে যেতে আমার বেশ একটু বিবেকপীড়াও হচ্ছিলো।

কুম্ব ট্রেসিতে পৌঁছে আমি পার্কিনসকে বললাম গাড়ি থামাতে, তারপর যে-মহিলাটিকে জেরা করতে এসেছি তাঁর খোঁজখবর নিলাম। তাঁর ঘরগুলোর সন্ধান পেতে অবশ্য কোনো মুশকিলই হ'লো না, কারণ তাঁর বাড়িটা ছিলো গ্রামের ঠিক মাঝখানে আর বেশ সাজানোগোছানো। একটি পরিচারিকা বিনা আড়ম্বরেই আমাকে ভেতরে নিয়ে

গেলো, আর আমি যেই বসবার ঘরে ঢুকে দেখি এক মহিলা একটি রেমিংটন টাইপরাইটারের সামনে ব'সে আছেন, আমাকে দেখেই স্মিত হেসে অভ্যর্থনা করবার জন্যে তড়িঘড়ি লাফিয়েই উঠলেন। তাঁর মুখ থেকে হাসি কিন্তু পরক্ষণেই মিলিয়ে গেলো, যখন তিনি দেখতে পেলেন যে আমি তাঁর চেনা লোক নই—তিনি তক্ষুনি ফের ব'সে প'ড়ে আমার আগমনের কারণ জানতে চাইলেন।

মিসেস লায়ন্সকে প্রথম দেখেই মনে হয় তিনি অপরূপ সুন্দরী। তাঁর চোখে আর চুলে হালকা বাদামি রঙের জৌলুশ, আর তাঁর গাল দুটিতে যদিও ফুটফুট কিছু দাগ রয়েছে, তবু তাঁর গাল কোনো শ্যামাঙ্গিনীর অনির্বচনীয় সুষমায় রাঙা হ'য়ে আছে, কোনো হলদে-সবুজ গোলাপের বুকে যে-স্নিগ্ধসুচারু গোলাপি আভা থাকে তা-ই যেন ফুটে বেরুচ্ছে মুখ থেকে। আমি আবারও বলছি, তাঁর রূপ প্রথম দেখলে সত্যি তাক লেগে যায়, কিন্তু এর পরেই জেগে ওঠে অস্বস্তি আর খুঁতখুঁতে ভাব। এই মুখটার মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু-একটা গোলমেলে দিক র'য়ে গিয়েছে। অভিব্যক্তির কিছু রুক্ষতা, সম্ভবত চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা কঠিন ভাব, ঠোঁটদুটিতে একটু শিথিলতা—সব মিলিয়ে এই অপরূপ সৌন্দর্যকে যেন মাটিই ক'রে দিয়েছে। তবে এ-সবই কিন্তু পরে মনে হয়। সেই মুহূর্তে আমি শুধু এটাই অনুভব করেছিলাম যে আমি এক অপরূপার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই অসামান্যা সুন্দরী আমায় জিগেস করছেন আমার আগমনের উদ্দেশ্য কী? ঠিক সেই মুহূর্তটার আগে আমি কিন্তু ঠিক বুঝতেও পারিনি আমার কাজটা কতটা স্পর্শাতুর।

'আপনার বাবার সঙ্গে পরিচয় হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে,' আমি বললাম।

গৌরচন্দ্রিকাটা যে নিতান্তই বেখাপ্পা হ'লো, মহিলা সেটা তক্ষুনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

'বাবার সঙ্গে আমার কোনোই মিল নেই,' তিনি বললেন। 'আমি তাঁর কোনো ধার ধারি না, আর তাঁর বন্ধুরাও আমার বন্ধু নন। যদি প্রয়াত সার চার্লস বাস্কারভিল এবং আরো কয়েকজন সদাশয় মানুষ না-থাকতেন, তাহ'লে আমাকে বোধহয় না-খেয়েই থাকতে হ'তো, আর বাবার তাতে কিছুই এসে যেতো না।'

'আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি প্রয়াত সার চার্লস বাস্কারভিল সম্বন্ধেই।'

মহিলাটির মুখের ফুটফুটে দাগগুলো কেমন উগ্রভাবে ফুটে উঠলো।

'তাঁর সম্বন্ধে আমি আপনাকে কী বলতে পারি?' তিনি জিগেস করলেন, আর তাঁর আঙুলগুলো টাইপরাইটারের চাবিগুলোর ওপর কেমন যেন অস্বস্তিতে ঘুরে ফিরে চললো।

'আপনি তো তাঁকে চিনতেন, চিনতেন না?'

'আমি আগেই বলেছি তাঁর সহৃদয়তার জন্যে আমি তাঁর কাছে গভীরভাবে ঋণী। আমি যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি তা শুধু আমার দুঃসময়ে তিনি আমার সহায় হয়েছিলেন ব'লেই।'

'আপনি কি তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন?'

মহিলাটি তক্ষুনি চোখ তুলে তাকালেন, তাঁর হালকা বাদামি চোখে রাগের ঝিলিক।

'এ-সব প্রশ্নের মানে কী?' ধারালো গলায় তিনি জিগেস করলেন।

'মানে হ'লো লোকজানাজানি হ'য়ে কোনো-একটা কেলেঙ্কারি যাতে না-হয়। ব্যাপারটা যাতে আমাদের হাতের বাইরে চ'লে না-যায়, সেইজন্যে এখানেই বরং আমায় কথাগুলো জিগেস করতে দিন।'

মহিলাটি চুপ ক'রে রইলেন, তাঁর মুখ খুব ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠেছে। শেষটায় যখন চোখ তুলে তাকালেন তখন তাঁর হাবভাবে একটা বেপরোয়া ঔদ্ধত্যের ছাপ ফুটে উঠেছে।

'ঠিক আছে। আমি উত্তর দেবো।' তিনি বললেন, 'বলুন, আপনার প্রশ্ন কী?'

'সার চার্লসকে আপনি চিঠি লিখতেন?'

'হ্যাঁ, তাঁর দয়া আর ঔদার্যের স্বীকৃতি জানিয়ে দু-একবার তাঁকে আমি চিঠি লিখেছি।'

'ও-সব চিঠির তারিখ কি আপনার কাছে আছে?'

'না।'

'তাঁর সঙ্গে কখনও আপনার দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, বার দু-এক মাত্র, যখন তিনি কুম্ব ট্রেসিতে এসেছিলেন। তিনি নিভৃতি ভালোবাসতেন, লোকের উপকার তিনি খুব গোপনেই করতেন।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা যদি ক্বচিৎ-কখনও হ'য়ে থাকে, আর তাঁকে যদি আপনি মাত্র দু-একবারই চিঠি লিখে থাকেন, তবে তিনি আপনার দশা সম্বন্ধে এত-সব জানলেনই বা কী ক'রে যে আপনাকে অমনভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন?'

খুবই সাগ্রহে তিনি আমার মুশকিল আসান ক'রে দিলেন।

'বেশ ক-জন ভদ্রলোক আমার দুর্দশার কথা জানতেন এবং তাঁরাই একজোট হ'য়ে আমার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন মিস্টার স্টেপলটন, সার চার্লসের প্রতিবেশী ও তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি খুবই সদাশয় মানুষ, আর সার চার্লস তাঁর মারফৎই আমার দুরবস্থার কথা জানতে পেরেছিলেন।'

আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম যে সার চার্লস বাস্কারভিল মিস্টার স্টেপলটনের মাধ্যমেই নানা সময়ে দানখয়রাতের ব্যবস্থা করতেন, তাই মহিলাটির কথার মধ্যে সত্যের ছাপ ছিলো।

'আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে আপনি কি কখনও সার চার্লসকে চিঠি লিখেছিলেন?' আমি আমার জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েই গেলাম।

মিসেস লায়ন্স ফের রাগে রক্তরাঙা হ'য়ে উঠলেন।

'সত্যি, মশাই, আপনার প্রশ্নটা বিষম বেয়াড়া।'

'আমি দুঃখিত, কিন্তু আমি আবারও ওই একই প্রশ্ন করছি।'

'তাহ'লে আমার উত্তর—কক্খনো না।'

'এমনকী সার চার্লসের মৃত্যুর দিনটিতেও নয়?'

রাগের ওই রাঙা ভাবটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেলো—তার বদলে আমার সামনে রইলো মড়ার মতো ফ্যাকাশে একটা মুখ। তাঁর শুকনো ঠোঁট দুটি 'না' কথাটা উচ্চারণও করতে পারলো না, কথাটা তাঁর মুখে আমি দেখতে পেলেও শুনতে আদৌ পাইনি।

'আপনার স্মৃতি নিশ্চয়ই আপনাকে ঠকাচ্ছে,' আমি বললাম। 'আমি আপনার চিঠি থেকে একটা টুকরো অব্দি উদ্ধৃত করতে পারি। সেটা এইরকম : "দোহাই, দোহাই আপনার, আপনি তো ভদ্রলোক, দয়া ক'রে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন আর দশটার সময় ফটকের কাছে উপস্থিত থাকবেন।" '

আমার মনে হ'লো মহিলা মূর্ছা গেলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ঐকান্তিক চেষ্টা ক'রে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

প্রায় খাবি খেতে-খেতেই যেন বললেন, 'ভদ্রলোক ব'লে জগতে কেউ কি নেই?'

'আপনি কিন্তু সার চার্লসের ওপর অবিচার করছেন। তিনি কিন্তু চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু কখনও-কখনও চিঠি পুড়ে গেলেও পড়া যায়। এখন তো আপনি স্বীকার করছেন যে আপনি এ-চিঠি লিখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, লিখেছি,' কথার তোড়ে তাঁর বুক থেকে যেন কান্নাই ঝ'রে পড়ছিলো। চেঁচিয়ে ভাঙা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওই চিঠি লিখেছি। কেনই বা অস্বীকার করবো? তার জন্যে আমার তো লজ্জায় অধোবদন হবার কোনো কারণ নেই। আমি তাঁর সাহায্য চেয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিলো তাঁর সঙ্গে আমার যদি সরাসরি মুখোমুখি দেখা হয় তাহ'লে আমি তাঁর সাহায্য পাবো, সেজন্যেই তাঁকে আমি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম।'

'কিন্তু অমন একটা সময়ে কেন?'

'কারণ আমি তখনই সদ্য-সদ্য জানতে পেরেছিলাম যে পরদিন তিনি লণ্ডন চ'লে যাচ্ছেন, আর হয়তো মাস কয়েক সেখানে থেকে যাবেন। আরো তাড়াতাড়ি সেখানে যেতে না-পারার বেশ কতগুলো কারণ ছিলো।'

'কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দেখা না-ক'রে বাগানের মধ্যে রঁদেভু কেন?'

'আপনার কি মনে হয় কোনো মেয়ে অমন সময়ে কোনো আইবুড়ো লোকের বাড়ি যেতে পারে?'

'তো, আপনি সেখানে গিয়ে পৌঁছুবার পর কী হ'লো?'

'আমি তো যাইইনি।'

'মিসেস লায়ন্স!'

'না। আমি ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমি কখনও যাইনি। হঠাৎ একটা

বিষয় আমার যাওয়ায় বাধা দেয়।'

'সেটা কী?'

'সেটা খুবই গোপন ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা আমি বলতে পারবো না।'

'তাহ'লে আপনি এটা মেনে নিচ্ছেন যে আপনি সার চার্লসের সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে বন্দোবস্ত করেছিলেন—ঠিক যে-সময়, যে-জায়গায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো। কিন্তু আপনি অস্বীকার ক'রে বলছেন যে আপনি তখন দেখা করতেই যাননি।'

'হ্যাঁ, এটাই সত্যি কথা।'

আমি বার-বার তাঁকে এ নিয়ে জেরা করলাম, কিন্তু এর বেশি আর-কিছুই তাঁর কাছ থেকে বার করা গেলো না।

'মিসেস লায়ন্স,' এই দীর্ঘ অমীমাংসিত সাক্ষাৎকারের পর আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আপনি যা-কিছু জানেন, তার সব কথা খোলাখুলি খুলে না-ব'লে আপনি কিন্তু নিজের ঘাড়ে একটা বিষম গুরুদায়িত্ব তুলে নিলেন, আর নিজেকে একটা ভুল বোঝাবুঝির ফাঁদে ঠেলে দিলেন। আমাকে যদি পুলিশের সাহায্য নিতে হয় তখনই আপনি হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে যাবেন আপনি নিজে কেমন বিশ্রীভাবে এ-ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছেন। আপনার অবস্থা যদি নির্দোষই হয়, তাহ'লে প্রথম বারে আপনি কেন অস্বীকার করেছিলেন সে-দিন আপনি সার চার্লসকে চিঠি লিখেছিলেন?'

'কারণ আমি ভয় পেয়েছিলাম যে পাছে তা থেকে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত হয়, আর আমি হয়তো একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়বো।'

'আর সার চার্লস যাতে চিঠিটা নষ্ট ক'রে ফ্যালেন, সেজন্যেই বা অতটা চাপ দিয়েছিলেন কেন?'

'চিঠিটা যখন প'ড়েইছেন, তখন সে-কথা তো আপনার জানা উচিত।'

'আমি তো বলিনি যে আমি গোটা চিঠিটা পড়েছি।'

'আপনি তার একটা টুকরো উদ্ধৃত করেছেন।'

'আমি শুধু পুনশ্চটাই উদ্ধৃত করেছি। যেমন বলেছি, চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো, তার সবটা মোটেই পড়া যাচ্ছিলো না। আমি আবারও আপনাকে জিগেস করছি, কেন আপনি সার চার্লসকে তাঁর মৃত্যুর-দিনে-হাতে-পাওয়া ওই চিঠিটা নষ্ট ক'রে ফেলবার জন্যে এমনভাবে পেড়াপিড়ি করেছিলেন।'

'ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়।'

'সেজন্যেই তো এ-ব্যাপারে কোনো প্রকাশ্য তদন্ত আপনার এড়িয়ে চলা উচিত।'

'তাহ'লে সব আপনাকে খুলেই বলি। আপনি যদি আমার দুর্ভাগা জীবন সম্বন্ধে কিছু শুনে থাকেন, তাহ'লে আপনি জানেন যে আমি কিছু না-ভেবেচিন্তেই দুম ক'রে একটা বিয়ে ক'রে ফেলেছিলাম, পরে যে-জন্যে আমাকে বিস্তর আপশোশ করতে হয়েছে।'

'আমি শুধু এটুকুই শুনেছি।'

'আমার স্বামীকে আমি বিষম ঘৃণা করি, তার জন্যেই আমার জীবনটা এক অবিশ্রাম নির্যাতনের শিকার হ'য়ে উঠেছে। এদিকে আইন তার পক্ষে, আর রোজ আমি এই দুঃসহ সম্ভাবনাটার মুখোমুখি পড়ি—যদি সে আমায় জোর ক'রে তার সঙ্গে থাকতে বাধ্য করে। আমি যখন সার চার্লসকে ওই চিঠিটা লিখেছিলাম, তখন আমি জানতে পেরেছিলাম আমি যদি কিছু টাকাকড়ি দিতে পারি, তবে হয়তো আমি আমার স্বাধীনতা ফিরে পাবো। আমার কাছে তার মানে ছিলো সবকিছু—মনের শান্তি, সুখ, আত্মসম্মান—সবকিছু। আমি সার চার্লসের বদান্যতার কথা জানতাম, ভেবেছিলাম তিনি যদি সরাসরি আমার মুখ থেকেই আমার কথা শোনেন, তাহ'লে তিনি হয়তো আমায় সাহায্য করবেন।'

'তাহ'লে আপনি যাননি কেন?'

'কারণ এর মধ্যে আমি অন্য-একটা সূত্র থেকে সাহায্যটা পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'কেন, তাঁহ'লে, আপনি সার চার্লসকে চিঠি লিখে সব কথা ব্যাখ্যা ক'রে বলেননি?'

'পরদিন সকালবেলায় খবর-কাগজে তার মৃত্যুসংবাদ না-পড়লে আমি নিশ্চয়ই তা-ই করতাম।'

মহিলাটির কাহিনী বেশ সুসংলগ্ন শোনালো, আমার অত জেরাতেও তার কাহিনীটাকে আমি ঝাঁকিয়ে দিতে পারিনি। আমি শুধু এটাই খোঁজ নিয়ে জানতে পারি ওই শোচনীয় অপঘাত মৃত্যুর সময় তিনি সত্যি-সত্যি তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিয়ে ভাঙার মামলা দায়ের করেছিলেন কি না।

তিনি যদি সত্যিই সে-রাতে বাস্কারভিল হলে গিয়ে থাকেন তবে তিনি এ-কথা বলতে সাহস পেতেন না তিনি আদপেই সেখানে যাননি, কারণ তাঁকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ির দরকার হ'তো, আর একেবারে শেষরাত ছাড়া তিনি কুম্ব ট্রেসিতে আর ফিরতে পারতেন না। এ-রকম কোনো অভিযান কিছুতেই গোপন রাখা যেতো না। তাই, তিনি যে সত্যি কথাই বলছেন এটাই সম্ভব ব'লে মনে হয়, অন্তত সম্পূর্ণ সত্য যদি নাও ব'লে থাকেন, এর অনেকটাই সম্ভবত সত্যি। আমি একটু নিরাশ হ'য়ে বিমূঢ় হ'য়ে ফিরে এলাম। আরো-একবার একটা কানাগলির শেষে এসে দেয়ালে ঠেকে গিয়েছি আমি ; আমি যে-পথটাই ধরি না কেন, তার শেষেই একটা ক'রে পাঁচিল উঠে যায়, আর আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথটা আটকে যায়। অথচ তবু যতই আমি মহিলাটির মুখচোখ আর হাবভাবের কথা ভাবলাম ততই আমার মনে হ'লো কিছু-একটা তিনি যেন আমার কাছে চেপে গিয়েছেন। কথাটা শুনে তিনি ও-রকম ফ্যাকাশে হ'য়ে গিয়েছিলেন কেন? অমন জোর ক'রে সত্যি কথাটা তাঁর কাছ থেকে নিঁড়ে বার ক'রে নেবার আগে প্রতিটি কথাই বা তিনি অস্বীকার করেছিলেন কেন? ওই অপঘাত মৃত্যুর শোচনীয় মুহূর্তে তিনি অমন চুপ ক'রে ছিলেন কেন? নিশ্চয়ই এর একটাই ব্যাখ্যা হয় : নিজেকে তিনি যতটা নিরীহ নির্দোষ ব'লে সাজাতে চান না কেন, আসলে কিন্তু তা নয়।

তবে আপাতত এদিকে আমি আর এগুতে পারবো না, বরং অন্য সূত্রটার দিকেই এবার মন দিতে হবে—এবার উত্তরটা খুঁজতে হবে জলাভূমিব পাহাড়ের ঢালে ওই পাথুরে কুঁড়েঘরগুলোরই মধ্যে।

এবং সেই দিকটাও যথেষ্ট অস্পষ্ট হ'য়ে আছে। গাড়ি ক'বে ফেরবার সময় সেটাই বুঝতে পেরে গেলাম, লক্ষ ক'রে দেখলাম কেমন ক'রে পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢাল ওই আদিম মানুষদের চিহ্ন দেখিয়ে দিচ্ছে। ব্যারিমোরের একমাত্র ইঙ্গিত ছিলো যে এই অচেনা লোকটি থাকে এ-সব পরিত্যক্ত কুঁড়েবাড়িরই কোনো-একটায়, এদিকে জলাভূমির আগাপাশতলায় অন্তত কয়েকশো এ-রকম কুঁড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তবে দিক দেখাবার জন্যে আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তো আছে, কারণ আমি দেখতে পেয়েছিলাম লোকটি দাঁড়িয়েছিলো ব্ল্যাক টরের চুড়োয়। সেটাই তাহ'লে আমার সন্ধানের কেন্দ্র। সেখান থেকে প্রত্যেকটি কুঁড়ে আমাকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে হবে যতক্ষণ-না আমি ঠিক কুঁড়েটা খুঁজে বার করতে পারি। লোকটা যদি তার ভেতরে থেকে থাকে, তাহ'লে তার নিজেব মুখ থেকেই শোনা যাবে সে আসলে কে এবং কেনই বা আমাদের পেছনে এমনভাবে লেপটে আছে, যদি তার জন্যে আমার রিভলভারটা ব্যবহার করতে হয়, তাও সই। রিজেন্ট স্ট্রিটের ভিড়ভাট্টার মধ্যে সে হয়তো আমাদের হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ও-রকম নিরিবিলি বাদায় সেটা সে কীভাবে করবে এ নিয়ে তার হয়তো ধাঁধা লেগে যাবে। আবার এমন যদি হয় যে কুঁড়েবাড়িটা আমি খুঁজে পেলাম, কিন্তু তার অধিবাসীটি তার ভেতরে নেই, তাহ'লে আমাকে সেখানে ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। কখন সে ফেরে, তা সেই অপেক্ষা যত দীর্ঘই হোক না কেন। হোমস লণ্ডনে তাকে ধরতে পারেনি। কিন্তু আমার গুরু যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে আমি যদি তাকে পাকড়ে ফেলতে পারি, তবে সে হবে আমার জিত।

এই তদন্তটার বেলায় ভাগ্য বারে-বারে আমাদের বিরুদ্ধে গিয়েছে, কিন্তু এখন অন্তত সে আমারই সহায়ই হ'লো। আর সৌভাগ্যের বার্তাবহটি আর-কেউ নন, খোদ মিস্টার ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, তিনি তাঁর বাগিচার ফটকের বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন, শাদা জুলফি, রাঙা মুখ, ফটকটা ঠিক আমার রাস্তার ওপরেই।

'এই-যে, ডাক্তার ওয়াটসন, নমস্কার,' অনভ্যস্ত খুশি মেজাজে তিনি প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'আপনার ঘোড়াগুলোকে একটুক্ষণের জন্যে জিরিয়ে নিতে দিন। বরং ভেতরে এসে আমার সঙ্গে একটু সীধু পান করুন। তবে আমাকে কিন্তু বাহবা দিতে হবে আপনাকে।'

নিজের মেয়ের সঙ্গে তিনি কী ব্যবহার করেছিলেন শোনবার পর থেকে আমি তাঁর ওপর একটু বিরূপই হ'য়ে পড়েছিলাম, কিন্তু পার্কিনসের সঙ্গে গাড়িটাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবার জন্যে আমি একটু ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম, আর তাই এই সুযোগটাকে আমি লুফে নিলাম। আমি নেমে প'ড়ে সার হেনরিকে খবর পাঠিয়ে দিলাম যে আমি হেঁটেই ফিরে যাবো, রাতের খাবার আগে। তারপর আমি ফ্র্যাংকল্যাণ্ডকে অনুসরণ ক'রে তাঁর খাবারঘরে

গিয়ে হাজির হলাম।

'আজ আমার পক্ষে একটা মস্ত দিন, মশাই—আমার জীবনের একটি স্মরণীয় লাল তারিখ।' খুক-খুক ক'রে হাসতে-হাসতেই খোশমেজাজে তিনি বললেন। 'আজ এক ঢিলে দু-দুটো পাখি মেরেছি। এ-তল্লাটের লোকজনকে আমি বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম যে আইন হ'লো আইন, আর এখানে অন্তত একজন-কেউ আছে যে আইনের শরণ নিতে কোনো ভয় পায় না। বুড়ো মিডলটনের বাগিচার মাঝখান দিয়ে আমি লোকের যাতায়াতের অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে দিয়েছি, একেবারে তার সদর দরজার একশো গজের মধ্যে। ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয়? আমরা এ-সব বড়োলোকদের শিখিয়ে দেবো যে জনসাধারণের অধিকারকে তারা পায়ে মাড়িয়ে যেতে পারে না, গোল্লায় যাক ব্যাটারা। আর আমি সেই বনটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি যেখানে ফার্নওয়ার্দির লোকেরা চড়ুইভাতি করতে যেতো। এই নরকের জীবগুলো মনে করে যে সম্পত্তির অধিকার ব'লে কোনো কথাই নেই, তারা ইচ্ছেমতো খাবারদাবার মদটদ নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। দুটো মামলারই নিষ্পত্তি হ'যে গেছে, ডাক্তার ওয়াটসন, আর দুটোরই রায় গেছে আমার পক্ষে। সার জন মোরল্যাণ্ডকে যেদিন অনধিকার প্রবেশের জন্যে নাজেহাল করেছিলাম, তারপর থেকে এমন সুদিন আর আমার আসেনি—তাঁর ধারণা ছিলো তিনি তাঁর নিজের জমিতেই গুলিগোলা চালিয়ে শিকার খেলছেন।'

'সেটা আপনি করেছিলেন কীভাবে?'

'আরে, আইনের বই ঘেঁটে দেখুন, মশাই। পড়লে আপনারই অনেক লাভ হবে —মামলাটা কুইনস বেঞ্চে উঠেছিলো, ফ্র্যাংকল্যাণ্ড বনাম মোরল্যাণ্ড। তাতে আমার দু-হাজার পাউণ্ড জলে গিয়েছিলো বটে, কিন্তু আদালতের রায় বেরিয়েছিলো আমারই পক্ষে।'

'তাতে কি আপনার নিজের কোনো ফায়দা হয়েছিলো?'

'কিছুই না, মশাই, কিচ্ছু না। আমি জাঁক ক'রে বলতে পারি এতে আমার নিজের কোনোই স্বার্থ ছিলো না। সব্বাইকার উপকার হবে—শুধু এই ভাব থেকেই আমি কাজ করি। যেমন, আমার কোনো সন্দেহই নেই যে ফার্নওয়ার্দির লোকজন আজ রাতে আমার কুশপুতুল পোড়াবে। শেষ যে-বার লোকে এ-রকমটা করেছিলো আমি কোতোয়ালিতে জানিয়ে দিয়ে বলেছিলাম এ-রকম ধিক্কারযোগ্য ঘটনা তাদের বন্ধ ক'রে দেয়া উচিত। কাউন্টির কোতোয়ালির দশাটা একেবারে কেলেঙ্কারি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মশাই, আমার সুরক্ষার যে-ব্যবস্থা তাদের করা উচিত, সেটা তারা আমায় জোগায়নি। তবে ফ্র্যাংকল্যাণ্ড বনাম রেজাইনার মামলাটা অবিশ্যি ব্যাপারটা সাধারণের গোচরে নিয়ে আসবে। আমি তাদের ব'লেও দিয়েছিলাম যে আমার প্রতি তারা যে দুর্ব্যবহার করেছে, সেজন্যে পরে তাদের পস্তাতে হবে, আর এর মধ্যেই আমার কথা ফলতে শুরু ক'রে দিয়েছে।'

আমি জিগেস করলাম, 'কেমন ক'রে?'

বুড়োর মুখে বেশ-একটা সবজান্তার ভঙ্গি ফুটে উঠলো।

'কারণ তারা যে-কথাটা জানবার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে আছে, সেটা আমিই তাদের ব'লে দিতে পারি, কিন্তু এই পাজিগুলোকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে আমি রাজি হবো না।'

তাঁর এইসব পরচর্চার হাত থেকে কীভাবে রেহাই পাওয়া যায়, আমি তারই একটা অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু এখন আমার মনে হ'লো এ-বিষয়ে আরো-কিছু শোনা যাক। এই পুরোনো পাপীর স্ববিরোধী স্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় আমি আগেই পেয়েছি, জানি, যদি আমি এ-বিষয়ে কোনো জোর কৌতূহল দেখাই তাহ'লেই তিনি তাঁর গোপন কথা বলা নির্ঘাত বন্ধ ক'রে দেবেন।

'নিশ্চয়ই কোনো চোরাশিকারির মামলা?' আমি খুব উদাসীন ভাব দেখিয়ে বললাম।

'হা-হা-হা, আরে বাপু, তার চাইতেও অনেক বেশি গুরুতর বিষয়। বাদার সেই কয়েদিটার সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?'

আমি চমকে গেলাম। বললাম, 'সে কোথায় আছে, তা আপনি জানেন? আপনি কি তা-ই বলতে চান?'

'ঠিক কোথায় যে আছে তা হয়তো জানি না, তবে আমি এটা ঠিক জানি যে তাকে পাকড়াবার ব্যাপারে পুলিশকে আমি সাহায্য করতে পারবো। আপনার কি কখনও খেয়াল হয়নি যে লোকটাকে পাকড়াবার উপায় হচ্ছে কোত্থেকে সে খাবার পায় সেইটে জানা —আর সেই সূত্র ধ'রে তার কাছে যাওয়া।'

তিনি বড্ড অস্বস্তিজনকভাবেই সত্যি কথাটির কাছাকাছি চ'লে যাচ্ছেন দেখে আমি বললাম, 'তাতে অবিশ্যি কোনো সন্দেহ নেই, তবে আপনি কী ক'রে জানলেন যে সে এই জলাভূমিটারই কোথাও আছে?'

'আমি জানি, যেহেতু আমি স্বচক্ষে দেখেছি কে তার কাছে খাবার নিয়ে যায়।'

ব্যারিমোরের জন্যে আমার বুকটা বেজায় দ'মে গেলো। এই হিংসুটে, গাঁয়ে-মানে-না আপনি-মোড়ল বুড়োর পাল্লায় পড়লে ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক হ'য়ে উঠবে। কিন্তু তাঁর পরের কথা শুনেই আমার বুক থেকে এই ভারি বোঝাটা নেমে গেলো।

'আপনি শুনে তাজ্জব হবেন যে তার কাছে খাবার নিয়ে যায় একটা বাচ্চা ছেলে। ছাতে দূরবিন চোখে রোজই আমি তাকে দেখতে পাই। রোজই একই সময়ে একই রাস্তা ধ'রে সে যায়। আর ওই কয়েদির কাছেই যদি না-যায়, তবে আর কোথায়ই বা সে যাবে?'

সত্যি, আমার ভাগ্য ভালো বলতে হবে! তবু আমি সব কৌতূহল চেপে রাখলাম! একটা বাচ্চা ছেলে! ব্যারিমোর অবশ্য বলেছিলো আমাদের অজানা লোকটাকে সবকিছু জোগান দেয় একটি ছোটো ছেলে। ফ্র্যাংকল্যাণ্ড তাহ'লে আচমকাই, কয়েদিব নয়, এই অজানা লোকটির পথেই মুখ থুবড়ে পড়েছেন। আমি যদি তাঁর কাছ থেকে তাঁর এই জ্ঞানটিকে বার ক'রে নিতে পারি, তবে আমার সন্ধানের কষ্ট অনেকটাই বেঁচে যাবে। কিন্তু অবিশ্বাস আর ঔদাসীন্যই হবে আমার হাতের তুরুপের তাশ।

'আমি অবশ্য বলবো যে জলাভূমির কোনো রাখালের ছেলেই সে হবে, বাবার জন্যে খাবার নিয়ে যায়। এটাই সবচেয়ে সম্ভবপর ব'লে আমার মনে হয়।'

একটু প্রতিবাদ দেখেই ওই হামবড়া বুড়োটি একেবারে চ'টে আগুন। কেমন যেন বিচ্ছিরি ভাবে আমার দিকে তাকালেন তিনি। ততক্ষণে তাঁর ধূসর গোঁফদাড়ি একটা রাগি বেড়ালের লোমের মতো খাড়া-খাড়া হ'য়ে উঠেছে।

'তাই বুঝি?' ওই বিশাল ছড়ানো জলাভূমিটাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওই দূরের ব্ল্যাক টরটা দেখতে পাচ্ছেন? আর তার পরেই যে নিচু টিলাটা আছে, যার গায়ে কাঁটাঝোপ আছে? গোটা বাদার মধ্যে ওটাই সবচেয়ে পাথুরে জায়গা। তো কোনো রাখাল বুঝি সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়বে? আপনার কথাটা মশাই, একেবারেই উদ্ভট —যুক্তিহীন।'

আমি মিনমিন ক'রে উত্তরে বললাম যে আমি অবশ্য সব তথ্য না-জেনেই কথাটা ব'লে ফেলেছি। আমার এই নতি স্বীকারে তিনি ভারি খুশি হ'য়ে উঠলেন, এতটাই খুশি যে আরো-সব গোপন কথা ফাঁস ক'রে ফেললেন তখন।

'আপনি নিশ্চয়ই ধ'রে নিতে পারেন, মশাই, যে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুবার জন্যে যথেষ্ট সংগত কারণ আছে আমার। ওই বাণ্ডিল নিয়ে ছেলেটিকে যেতে আমি বার-বার দেখেছি। রোজ, আর কখনও-কখনও দিনে দু-বারও, আমি দেখতে পেয়েছি --আরে, একটু সবুর করুন, ডাক্তার ওয়াটসন। আমার চোখ আমাকে ফাঁকি দিচ্ছে নাকি, না কি সত্যি এখন টিলার গায়ে কিছু-একটা ন'ড়ে বেড়াচ্ছে?'

টিলাটা বেশ কয়েক মাইল দূরে, কিন্তু ওই ম্যাটমেটে সবুজ আর ধূসরের মধ্যে একটা কালো দাগ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

'আসুন, মশাই, আসুন!' চেঁচিয়ে বললেন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড, ততক্ষণে তিনি ওপরতলায় ছুট লাগিয়েছেন। 'আপনি আপনার নিজের চোখে দেখেই রায় দিতে পারবেন।'

ছাতে একটা তেপায়ার ওপর বসানো ছিলো একটা টেলিস্কোপ—প্রকাণ্ড একটা দুর্ধর্ষ দূরবিন! ফ্র্যাংকল্যাণ্ড তাতে তাঁর চোখ লাগিয়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন।

'শিগ্গির, ডাক্তার ওয়াটসন, শিগ্গির দেখুন, নইলে ও টিলাটা পেরিয়ে যাবে।'

ওই তো ছেলেটি, সত্যি-সত্যিই কাঁধে একটা ছোট্ট পুঁটুলি চাপানো, এই ছোকরা পাহাড় বেয়ে বেশ কষ্ট ক'রেই আস্তে-আস্তে উঠে যাচ্ছে। যখন সে চূড়ায় পৌঁছুলো, আমি ঝলকের জন্যে হিম নীল আকাশের পটে ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরা তার পুঁচকে চেহারাটা দেখতে পেলাম। চারদিকে কেমন চোরাচাউনিতে সে একবার তাকিয়ে নিলে, ভঙ্গিতে কেমন একটা গোপন-গোপন ভাব, যেন সে দেখে নিচ্ছে তার পিছু নিয়ে কেউ আসছে কি না। তার পরেই সে টিলার ওপাশে উধাও হ'য়ে গেলো।

'কী? ঠিক বলিনি আমি?'

'নিশ্চয়ই, একটি বাচ্চা ছেলে আছে ওখানে, কিছু-একটা ঢাকঢাক গুড়গুড় কাজ করছে।'

'আর সেই কাজটা যে কী, এক গাঁইয়া কনস্টেবলও সেটা আঁচ করতে পারবে। তবে আমার কাছ থেকে তারা টুঁ শব্দটিও বার ক'রে নিতে পারবে না, আর আপনাকেও কথা দিতে হবে, ডাক্তার ওয়াটসন, আপনাকেও সব গোপন রাখতে হবে। আপনি ওদের একটা কথাও বলতে পারবেন না। বুঝেছেন?'

'আপনার যা ইচ্ছে।'

'আমার সঙ্গে ওরা বিচ্ছিরি ব্যবহার করেছে—ধিক্কারযোগ্য ব্যবহার। যখন ফ্র্যাংকল্যাণ্ড বনাম রেজাইনার মামলাটায় সত্যি কথা সব ফাঁস হ'য়ে যাবে, তখন সারা দেশে টি-টি প'ড়ে যাবে। পুলিশকে আমি কোনো সাহায্যই করবো না, কিছুতেই না। হতচ্ছাড়া যদি আমার কুশপুতুল না-পুড়িয়ে আমাকেই খুঁটিতে বেঁধে পোড়াতো, পুলিশ তাতে থোড়াই পরোয়া করতো। এ কী, আপনি নিশ্চয়ই এক্ষুনি যাবেন না! এই মস্ত ঘটনাটার সম্মানে আমার সঙ্গে ওই সীধু কিন্তু আপনাকে শেষ ক'রে যেতে হবে।'

কিন্তু তাঁর সব অনুরোধ-উপরোধই আমি কাটিয়ে দিলাম, তিনি শেষটায় আমায় হেঁটেই বাড়ি পৌঁছে দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু তাতেও তাঁকে আমি নিরস্ত করলাম। যতক্ষণ তার নজর আমার ওপর রইলো, ততক্ষণ আমি রাস্তা ধ'রেই চললাম, তারপর রাস্তা ছেড়ে নেমে এলাম জলাভূমিতে, আর ওই-যে পাথুরে টিলাটার ওপাশে ছোকরাটি উধাও হ'য়ে গিয়েছে, সেই দিকেই ছুটলাম। সবকিছুই আমার অনুকূলে চলেছে, আর আমি নিজের কাছেই শপথ ক'রে নিলাম, দৈব যদি আমাকে এই সুযোগটা জুগিয়ে দিয়েই থাকে, তাহ'লে আমি ধৈর্য বা উৎসাহের অভাবে সেই সুযোগটা হারাবো না।

আমি যখন টিলার চূড়ায় পৌঁছুলাম, সূর্য ততক্ষণে ডুবতে শুরু করেছে, আর আমার নিচে যে দীর্ঘ ঢাল নেমে গিয়েছে তা একদিকে সোনালি-সবুজ আর অন্যদিকে ধূসর ছায়ায় ভ'রে আছে। সবচেয়ে দূরের দিগন্তরেখায় নিচু হ'য়ে ঝুলে আছে আবছা কুয়াশা, যার মধ্য থেকে উগ্রভাবে ফুটে বেরিয়েছে উদ্ভট দেখতে দুটি পাহাড়, বেলিভার আর ভিক্সেন: সেই বিশাল ছড়ানো জমিতে কোনো শব্দ কিংবা চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্র নেই। শুধু একটা বিশাল ধূসর পাখি, কোনো গাংচিল কিংবা কোনো সারস হবে, নীল আকাশে পাখা মেলে দিয়েছে। আকাশের ওই বিরাট খিলান আর তার তলার বন্ধ্যা ঊষর জমির মধ্যে ওই পাখি আর আমিই সম্ভবত একমাত্র জ্যান্ত প্রাণী। খা-খা প্রান্তর, নিঃসঙ্গতার অনুভূতি, আর আমার এই কাজটার রহস্য আর গুরুত্ব—এই সবকিছু মিলে গিয়ে আমার বুকের মধ্যে হিম ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই ছোকরাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আমার নিচে, পাহাড়ের খোঁদলে, গোল কতগুলো আদিম পাথুরে কুঁড়ে জট পাকিয়ে আছে, আর তাদের ঠিক মাঝখানে একটা কুঁড়ে আছে যার ছাতটা এখনও পুরো ভেঙে পড়েনি, আবহাওয়ার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে একটা ঢাকনার কাজ করে। সেটা দেখবামাত্র আমার বুকটা লাফিয়ে উঠলো। এই নিশ্চয়ই সেই ঘুপচি যার মধ্যে অচেনা লোকটা ওৎ পেতে থাকে। অবশেষে আমার পা এসে পৌঁছেছে তার গোপন আস্তানার দেহলিতে —তার গুপ্ত কথা এখন আমার হাতের মুঠোয়!

স্টেপলটন যেমনভাবে প্রজাপতি ধরবার সময় তার জাল বাগিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে যান, তেমনি সাবধানি পায়ে আমি ওই কুঁড়েটার দিকে এগিয়ে গেলাম। কেউ-যে সেখানে সত্যি-সত্যি থাকে, তার প্রমাণ পেয়ে আমি তখন উল্লসিত হ'য়ে উঠেছি। পাথরের চাঙড়গুলোর মধ্য দিয়ে একটা অস্পষ্ট পথ গেছে কুঁড়েটার ভাঙাচোরা গুহার মুখে, সেটাকেই দরজা হিশেবে ব্যবহার করা হয়। ভেতরে সব থম মেরে আছে। অচেনা লোকটা সেখানে ওৎ পেতে আছে হয়তো, কিংবা হয়তো জলাভূমিতেই চ'রে বেড়াচ্ছে। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনায় আমার স্নায়ুগুলো সব দপদপ ক'রে উঠছে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি রিভলভারের বাঁটটা চেপে ধরলাম। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে আমি দরজাটার মধ্য দিয়ে উঁকি দিলাম। ভেতরটা ফাঁকা।

কিন্তু ভেতরে যথেষ্ট চিহ্ন-প্রমাণ ছড়ানো যা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় আমি কোনো ভুল করিনি। এখানটাতেই নির্ঘাৎ লোকটা থাকে। একটা বর্ষাতিতে মোড়া কতগুলো কম্বল প'ড়ে আছে পাথরের একটা পাটায়, যেখানে এককালে নিওলিথিক মানুষ ঘুমুতো। একটা রুক্ষগোছের চুল্লিতে স্তূপ হ'য়ে ছড়িয়ে আছে ছাই। তার পাশেই কতগুলো রান্নার বাসন আর উপকরণ, আধ বালতি জল। অনেকগুলো খালি টিন দেখে বোঝা গেলো এই খুপরিটায় বেশ-কিছুদিন ধ'রেই কেউ ছিলো, আর ওই অল্প আলোয় চোখ স'য়ে যাবার পর আমি দেখতে পেলাম ঘরের কোণে একটা ছোটো তাওয়া আর আধ বোতল স্পিরিট রয়েছে। কুঁড়ের মধ্যখানে একটা চ্যাপটা পাথর, সেটাই তার টেবিলের কাজ করে, আর তার ওপর প'ড়ে আছে ছোট্ট একটা কাপড়ের পুঁটুলি--নিশ্চয়ই দুরবিনে চোখ লাগিয়ে যে-পুঁটুলিটা আমি ওই ছোকরার কাঁধে দেখেছিলাম। তার মধ্যে আছে একটা পাঁউরুটি, এক টিন ভর্তি মাংস, আর দুটো টিনে পিচফল। সেগুলোকে ভালো ক'রে দেখে যেই আবার নামিয়ে রাখতে যাবো, দেখি তার তলায় একটা কাগজে কী যেন লেখা। আমি সেটা তুলে দেখি, তাতে আঁকাবাঁকা হরফে পেনসিলে লেখা :

'ডাক্তার ওয়াটসন কুম্ব ট্রেসিতে গিয়েছেন।'

মিনিট খানেক ওই কাগজটা হাতে ক'রে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, এই ছোট্ট বার্তাটার মানে কী হ'তে পারে। এই রহস্যময় লোকটা তাহ'লে আমারই পেছনে লেপটে আছে, সার হেনরির নয়। সে নিজে আমায় অনুসরণ করেনি, বরং আমার পেছনে একজন চর লাগিয়েছে—সম্ভবত, ওই ছোকরাকেই—আর এটা তারই দেয়া খবর। সম্ভবত জলাভূমিতে পা দেবার পর থেকে আমি এক পাও ফেলিনি যা কেউ খেয়াল করেনি, এবং পরে যা জানিয়ে দিতে ভোলেনি। সবসময়েই অবশ্য এক অদৃশ্য উপস্থিতির অনুভূতি ছিলো আমার, একটা সূক্ষ্ম জাল আমাদের চারপাশে বিছানো আছে, এবং আলগোছে খুব সাবধানে খাটিয়ে-রাখা জালটা খুব হালকা নরম হাতে ধ'রে রাখা, কিন্তু কোনো-এক চরম মুহূর্তে এক মোক্ষম টান পড়বে, আর তখনই কেউ টের পাবে কোন ফাঁসে সে আটকে গিয়েছে।

একটা চিরকুট যখন পাওয়া গেছে, তখন আরো কতগুলো চিরকুটও থাকতে পারে ;

আমি তাই সেগুলোর খোঁজে কুঁড়েটার চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। সে-রকম কোনো কিছুরই চিহ্ন পর্যন্ত নেই কোথাও, আর এই-যে লোকটা এখানে এই অদ্ভুত জায়গাটায় এসে উঠেছে, কোথাও এমন-কোনো সূত্র নেই যা দেখে আন্দাজ করা যায় লোকটার স্বভাবচরিত্র কেমন, আর উদ্দেশ্যই বা কী—শুধু এটুকু বোঝা যাচ্ছে তার ধাতটা স্পার্টাবাসীদের মতো, জীবনযাপনের ব্যাপারে কোনো আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের যে কোনো তোয়াক্কা রাখে না। সে কি আমাদের কোনো ভয়ানক শত্রু, নাকি দৈবাৎ কোনো দেবদূতই আমাদের বাঁচাতে এসেছে? আমি ঠিক করলাম, যতক্ষণ-না এ-তথ্য জানতে পারছি ততক্ষণ এই কুঁড়ে ছেড়ে আমি যাবো না।

বাইরে সূর্য নিচে ডুবে যাচ্ছে, পশ্চিম দিকটা জ্ব'লে উঠেছে লালে আর সোনালিতে। মস্ত ওই গ্রিম্পেন মায়ারের দূর-দূর জলা থেকে তারই রাঙা প্রতিফলন ঠিকরে বেরুচ্ছে। ওই-যে বাস্কারভিল হলের দুটি মিনার, আর দূরে ঝাপসা ধোঁয়ার কুণ্ডলি বুঝিয়ে দিচ্ছে গ্রিম্পেন গ্রামটাকে। এই দুয়ের মাঝখানে টিলার আড়ালে স্টেপলটনদের বাড়ি। সন্ধেবেলার সোনালি আলোর মধ্যে সবকিছু কেমন মধুর মোলায়েম আর শান্তশিষ্ট দেখাচ্ছে, অথচ তবু আমি যখন তাকিয়ে-তাকিয়ে ওদের দেখলাম আমার মনের মধ্যে কিন্তু প্রকৃতির এই শান্তির ভাব ছিলো না, বরং আমার বুকটা কেঁপে উঠছিলো এরপরই যে আসন্ন সাক্ষাৎ অপেক্ষা ক'রে আছে তার অস্পষ্টতা আর বিভীষিকায়। স্নায়ুগুলো সব ঝনঝন করছে, কিন্তু আমার সংকল্প দৃঢ়, আমি কুঁড়েঘরের অন্ধকারের মধ্যে ব'সে আমি তার বাসিন্দাটির অপেক্ষা করতে লাগলাম।

আর তারপর, অবশেষে, তাকে শুনতে পেলাম আমি। দূর থেকে ভেসে এলো পাথরের ওপর কার যেন বুটজুতোর খটখট আওয়াজ। তারপর আরো-একবার, আবারও একবার. শব্দটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। আমি ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণটায় স'রে গেলাম, পকেটের মধ্যে পিস্তলের যোড়াটা টেনে তুললাম, ঠিক করলাম অচেনা লোকটার কিছুটা পরিচয় না-পাওয়া অব্দি আমি নিজে দেখা দেবো না। দীর্ঘ একটা বিরতি, তাতে বোঝা গেলো সে থেমে পড়েছে। তারপর আবারও একবার পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো, কুঁড়ের দরজার ওপর কার যেন ছায়া এসে পড়েছে।

'সন্ধেটা চমৎকার, প্রিয় ওয়াটসন,' একটা চেনা গলা কথা ক'য়ে উঠলো, 'আমার সত্যি মনে হয় ভেতরের চাইতে বাইরে এলেই তুমি ঢের বেশি আরাম পাবে।'

১২

জলাভূমিতে মরণ

দু-এক মুহূর্ত আমি রুদ্ধশ্বাসে ব'সে রইলাম, নিজের কানকেও যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর আমার বোধবুদ্ধি আর গলার স্বর ফিরে এলো, আর মুহূর্তের মধ্যে আমার বুক থেকে যেন বিষম দায়িত্বের বোঝাটা নেমে গেলো। ওই ঠাণ্ডা, ক্ষুরধার, বিদ্রূপের স্বর জগতে শুধু একজনেরই হ'তে পারে।

'হোমস!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—'হোমস!'

'বেরিয়ে এসো,' সে বললে, 'আর অনুগ্রহ ক'রে রিভলভারটা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার।'

ওই রূঢ় গোবরাটের তলা দিয়ে মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি সে বাইরে একটা পাথরের ওপর ব'সে আছে, আমার মুখের তাজ্জব দশা দেখে তার ধূসর চোখ দুটো যেন নাচছে। বেশ কৃশ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু তেমনি সজাগ আর সতর্কই আছে, তার তীক্ষ্ণ মুখখানিকে দিনের শেষ রোদ্দুর যেন ব্রনজের মুখ বানিয়ে দিয়েছে, হাওয়া তাকে ক'রে দিয়েছে রুখু-শুকু। তার ওই টুইডের স্যুট আর কাপড়ের টুপিতে তাকে দেখাচ্ছে জলাভূমির যে-কোনো ট্যুরিস্টের মতোই, তার ধাতের মধ্যে বেড়ালদের মতোই পরিষ্কার থাকার যে-প্রবণতা ছিলো, তারই নিদর্শন হিশেবে তার গাল নিখুঁত কামানো, পরনের পোশাক ফিটফাট, দেখে মনে হচ্ছে সে যেন বেকার স্ট্রিটেই আছে।

সজোরে তার হাত দুটো ঝাঁকিয়ে আমি বললাম, 'জীবনে আর-কখনও কাউকে দেখে এত খুশি আমি হইনি।'

'কিংবা এর চেয়ে বেশি আশ্চর্যও হইনি, না?'

'হ্যাঁ, তাও কবুল করছি।'

'তোমাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, বিস্ময়টা কিন্তু একতরফা ছিলো না। আমি ভাবতেও পারিনি যে তুমি আমার সাময়িক আস্তানাটার খোঁজ পেয়ে গেছো আর দরজার কুড়ি পায়ের মধ্যে আসবার আগে তুমি যে ঘরের মধ্যে আছো, তাও আন্দাজ করতে পারিনি।'

'বোধ করি আমার পায়ের ছাপ দেখেছো?'

'না, ওয়াটসন, জগতের অত পায়ের ছাপের মধ্য থেকে তোমার পায়ের ছাপ চিনতে পারতাম ব'লে মনে হয় না। যদি সত্যি কখনও তুমি আমাকে ঠকাতে চাও তাহ'লে তোমাকে তোমার তামাকওলাটিকে বদলাতে হবে, কারণ অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ব্র্যাডলি মার্কা

সিগারেটের শেষটা দেখেই আমি বুঝতে পারি যে দোস্ত ওয়াটসনও নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও আছে। পথের পাশেই তুমি পোড়া সিগারেটটা দেখতে পাবে। আমার ফাঁকা কুঁড়েটায় ঢুকে পড়বার ঠিক আগটায় শেষ মুহূর্তে তুমি ওটা ছুঁড়ে ফেলেছিলে নিশ্চয়ই।'

'ঠিক তাই।'

'আমিও তা-ই ভেবেছিলাম। আর কোনোকিছুতে লেগে থাকবার একটা দারুণ তারিফ করার মতো গোঁ আর ক্ষমতা তোমার আছে, সেটা জানি ব'লেই আমি ধরতে পেরেছিলাম যে তুমি ওই কুঁড়ের ভেতরটায় ওৎ পেতে আছো ভেতরে ঢুকলেই যাতে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, হাতের নাগালেই কোনো হাতিয়ার আছে, হা ক'রে ব'সে আছো কখন এর বাসিন্দাটি ফেরে। তো তুমি তাহ'লে সত্যি-সত্যি ভেবে নিয়েছিলে যে আমিই সেই অপরাধী?'

'তুমি যে কে তা তো জানতাম না, কিন্তু সেটা জেনে নেবো ব'লে পণ করেছিলাম।'

'চমৎকার, ওয়াটসন! তবে আমি যে কোথায় আছি, সেটা তুমি বার করেছিলে কী ক'রে? যে-রাত্তিরে তুমি কয়েদিকে খুঁজতে বেরিয়েছিলে, তখন বুঝি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে? আমি হাঁদার মতো চাঁদটাকে আমার পেছনে উঠতে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ তখনই তোমায় দেখতে পেয়েছিলাম।'

'আর তারপর, নিশ্চয়ই, সবগুলো কুঁড়েঘর তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে শেষটায় এখানে এসে পৌঁছেছো?'

'না। তোমার ছোকরাটাকে লোকে দেখেছে, আর তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম ঠিক কোথায় তোমাকে খুঁজতে হবে।'

'নিশ্চয়ই সেই টেলিস্কোপওলা বুড়ো ভদ্রলোকের কাজ। যখন দুরবিনের পরকলা থেকে আলো ঠিকরে বেরিয়েছিলো, গোড়ায় আমি সেটা বুঝতে পারিনি।' হোমস উঠে কুঁড়ের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলো। 'হাঁ, কার্টরাইট দেখছি আমার রশদ এনে রেখে গিয়েছে। অ্যাঁ, এ-কাগজটা কী? ও, তাহ'লে তুমি কুম্ব ট্রেসিতে গিয়েছিলে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস লরা লায়ন্সকে দেখতে?'

'ঠিক তাই।'

'শাবাশ! আমাদের দুজনের গবেষণা দেখছি সমান্তরাল পথ ধ'রে পাশাপাশি চলেছে, যখন আমরা শেষটায় এক জায়গায় গিয়ে তদন্তের ফলাফল জুড়ে দেখবো, তখন আশা করি মামলাটার সবকিছুই আমরা জেনে যাবো।'

'সত্যি, তুমি যে এখানেই আছো, এতে আমি দারুণ খুশি হয়েছি, কারণ এই গুরুদায়িত্ব আর এই রহস্য—দুইই আমার স্নায়ুগুলির পক্ষে বড্ড বেশি হ'য়ে উঠছিলো। কিন্তু এটাই ভারি আশ্চর্য—তুমি এখানে এলেই বা কী ক'রে, আর কীই-বা করছিলে

অ্যাদ্দিন? আমি তো ভেবেছিলাম তুমি বেকার স্ট্রিটে ব'সে-ব'সে ওই ব্ল্যাকমেলের মামলাটা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছো।'

'তুমি যাতে অমনকিছু ভাবো, আমি তা-ই চেয়েছিলাম।'

'তাহ'লে তুমি শুধু আমায় ব্যবহার করো, কিন্তু কখনও বিশ্বাস করো না!' একটু তেতো ভাবেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'হোমস, আমি তোমার কাছ থেকে এর চাইতে ভালো ব্যবহার আশা করেছিলাম।'

'আরে বাপু, অন্য অনেক মামলার মতোই এটাতেও তুমি আমাকে অমূল্য সাহায্য করেছো। তুমি যদি ভেবে থাকো যে আমি তোমার ওপর চালাকি খেলেছি, তাহ'লে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। সত্যি-বলতে, খানিকটা তোমার ভালোর জন্যেই আমি এমনটা করেছি, তুমি যে কতটা বিপদের মধ্যে আছো সেটা বুঝতে পেরেই আমি নিজে এখানে এসে গোটা ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করেছি। যদি আমি সার হেনরি আর তোমার সঙ্গে থাকতাম, তবে আমার দৃষ্টিভঙ্গিও তোমাদেরই মতো হ'তো, আর আমার উপস্থিতি আমাদের ওই দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতো। ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, তাতে হলে থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না, এখন অন্তত আমি ইচ্ছেমতো যেখানে খুশি যেতে পারি। মামলাটার মধ্যে আমি যে কে, আমার স্থান কোথায়, সেটা কেউই জানে না। আর এভাবে গা ঢাকা দিয়ে আছি ব'লে সংকটের সময় আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবো।'

'কিন্তু আমাকে এমন অন্ধকারে রাখলে কেন?'

'তোমাকে জানালে আমাদের বিশেষ-কোনো ফায়দা হ'তো না, হয়তো শেষটায় আমার পরিচয়টাও ফাঁস হ'য়ে যেতো। তুমি হয়তো আমাকে এসে কিছু বলতে চাইতে, কিংবা দয়াপরবশ হ'য়ে আমার আরামস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে কিছু জিনিশ এনে দিতে চাইতে, আর তার ফলে একটা অনাবশ্যক ঝুঁকি নেয়া হ'তো। আমি কার্টরাইটকে আমার সঙ্গে নিয়ে এসেছি—মনে আছে, এক্সপ্রেস আপিশের ওই ছেলেটিকে—আমার সহজসরল চাহিদা সব সে-ই মিটিয়েছে—একটা পাঁউরুটি, আর একটা সাফসুতরো কলার। এর চাইতে বেশি একটা লোকের আর কী-ই বা লাগে? তাছাড়া সে আমায় দিয়েছে বাড়তি একজোড়া চোখ, ভারি চটপটে একজোড়া পা—আর দুইই আমার অমূল্য সাহায্য করেছে।'

'তাহ'লে আমার পাঠানো প্রতিবেদনগুলো সব মাঠে মারা গেছে।' আমার গলাটা কেঁপে গেলো, বিশেষ ক'রে যখন মনে পড়লো সেগুলো লিখতে আমার কতটা খাটুনি গেছে, আর লিখে ফেলবার পর অহংকারই বা কতটা হচ্ছিলো।

হোমস তার পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার ক'রে আনলে।

'এই দ্যাখো, বাপু, তোমার প্রতিবেদনগুলো, আর সত্যি বলছি, তুমি দারুণ লিখেছো—আর আমিও খুব মন দিয়ে পড়েছি। আমি চমৎকার একটা ব্যবস্থা ক'রে এসেছি, তাতে আমার কাছে পৌঁছুতে এগুলোর শুধু একটা দিন বেশি লাগে। এমন-

একটা বিষম জটিল মামলায় তুমি যে-উৎসাহ ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছো তাতে তোমাকে বিস্তর বাহবা দিচ্ছি।'

আমার ওপর এমন চালাকি খেলায় আমি বড্ড ঘা খেয়েছিলাম, তখনও আমার গা জ্বলছিলো, কিন্তু হোমসের এই আন্তরিক তারিফে আমার সব রাগ জল হ'য়ে গেলো। এটাও আমি মনে-মনে বুঝতে পারলাম, সে যা বলেছে তা-ই ঠিক. সে যে জলায় কোথাও আছে এটা যে আমি জানতাম না, এটাই আমাদের কাজ হাঁসিল করার পক্ষে খুব ভালো হয়েছে।

'এই-তো ভালো হ'লো.' আমার মুখের ওপর থেকে ছায়াটা স'রে গিয়েছে দেখে হোমস বললে, 'এবার আমায় বলো দেখি মিসেস লায়ন্সের সঙ্গে তোমার দেখা করার ফল কী হ'লো—আমার পক্ষে এটা আন্দাজ করা মোটেই কঠিন ছিলো না যে তুমি তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছিলে, কারণ আমি আগেই ধরতে পেরেছিলাম যে কুম্ব ট্রেসিতে কেউ যদি এ-ব্যাপারে আমাদের কাজে আসতে পারেন তো তিনি এই মহিলাই। সত্যি-বলতে, তুমি যদি আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে না-যেতে তো কালকে আমি নিজেই যেতাম।'

সূর্য এরই মধ্যে ডুবে গিয়েছে, জলাভূমির ওপর সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। হাওয়ায় ঠাণ্ডা ভাব, আমরা এই ঠাণ্ডাটা এড়াবার জন্যে কুঁড়ের মধ্যে চ'লে গেলাম। সেখানে, সন্ধের আলো-অন্ধকারে দুজনে ব'সে, আমি হোমসকে খুলে বললাম মহিলাটির সঙ্গে আমার কী কথাবার্তা হয়েছে। তার আগ্রহ এত বেশি দেখালো যে কোনো-কোনো কথা আমাকে দু-দুবার আওড়াতে হ'লো।

'এ-বিষয়টা খুব জরুরি,' আমার কথা শেষ হ'লে সে বললে, 'এই অতীব জটিল রহস্যটার মধ্যে এমন কতগুলো ফাঁক ছিলো যা আমি কিছুতেই ভরাট করতে পারছিলাম না— তোমার কথায় সেই ফাঁকগুলো উবে গেলো। তুমি সম্ভবত জানো যে এই মহিলাটির সঙ্গে স্টেপলটন লোকটার দারুণ খাতির আছে—ঘনিষ্ঠতাই।'

'এই ঘনিষ্ঠতার কথাটা আমি জানতাম না।'

'এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। তাঁদের মধ্যে দেখাশুনো হয়, তাঁরা একে-আরকে চিঠি লেখেন, দুজনের মধ্যে খুব ভালো বোঝাপড়া আছে। এবার তাহ'লে আমরা হাতে একটা খুব জোরালো হাতিয়ার পেয়ে গিয়েছি। এটাকে ব্যবহার ক'রে যদি আমি কোনো মতে তাঁর স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে পারি—'

'তাঁর স্ত্রী?'

'তুমি আমাকে এতক্ষণ যে-সব কথা শোনালে তার বিনিময়ে এবার আমি তোমাকে কতগুলো তথ্য দিচ্ছি। এই-যে মহিলাটি এখানে যিনি মিস স্টেপলটন নামে পরিচিতা, তিনি আসলে তাঁর স্ত্রী।'

'তাজ্জব কাণ্ড, হোমস! তুমি কী বলছো, তা তুমি ঠিক জানো? তাহ'লে ইনি কী ক'রে সার হেনরিকে নিজের স্ত্রীর প্রেমে পড়বার জন্যে তাতিয়ে দিচ্ছিলেন?'

'সার হেনরির এই প্রেমে-পড়া খোদ সার হেনরির ক্ষতি করা ছাড়া আর-কারু গায়ে আঁচড়টুকুও কাটবে না। তিনি শুধু এই দিকটায় বিশেষ নজর রেখেছিলেন যে সার হেনরি

যেন এঁর সঙ্গে *প্রেম না-করেন*, সে তো তুমি নিজেই দেখেছো। আমি আবারও বলছি এই মহিলাটি তাঁর স্ত্রী, তাঁর বোন নন।'

'কিন্তু এত আঁটঘাট বেঁধে এমন-একটা জোচ্চুরির কারণ কী?'

'কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে মহিলাটি যতক্ষণ আইবুড়ি হিশেবেই হাবভাব করবেন, ততক্ষণই তাঁর বেশি কাজে লাগবেন।'

আমার সমস্ত অকথিত অনুভূতি, আমার যত অস্পষ্ট সন্দেহ, হঠাৎ যেন দানা বেঁধে উঠলো, আর প্রাণিবিজ্ঞানীটির ওপর সংহত হ'লো। এই নির্বিকার, জৌলুশবিহীন লোকটার মধ্যে, তার শোলার টুপি আর প্রজাপতিধরা জাল সমেত, আমি সাংঘাতিক ভয়ংকর কিছু-একটা যেন দেখতে পেলাম—মুখে হাসি, বুকে জিঘাংসা, এ-লোকটা তো অসীম ধৈর্য আর চাতুর্যের মিশেল।

'তাহ'লে. ইনিই কি তিনি—আমাদের শত্রু—ইনিই কি লণ্ডনে আমাদের পেছনে ফেউয়ের মতো এঁটে ছিলেন?'

'হেঁয়ালিটাকে আমি অন্তত সেইভাবেই পড়েছি।'

'আর সেই হুঁশিয়ারিটা—সেটা নিশ্চয়ই মহিলাটির কাছ থেকেই এসেছিলো?'

'নিঃসন্দেহে।'

যে-অন্ধকারটা এতক্ষণ আমায় চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিলো, তার মধ্যে আধো দেখা আধো ভেবে নেয়া এক পৈশাচিক শয়তানি আস্তে-আস্তে মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হ'য়ে উঠলো।

'তুমি কি এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত, হোমস? মহিলাটি যে তাঁর স্ত্রী, এটা তুমি জানলে কী ক'রে?

'কারণ তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হবার পর তোমাকে তাঁর আত্মজীবনী শোনাতে গিয়ে তিনি এতটাই আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছিলেন যে তোমায় তিনি তাঁর জীবনের একটি সত্যি কথা ব'লে ফেলেছিলেন, এবং এটা আমি নিশ্চিত বলতে পারি পরে তিনি সেজন্যে বারে-বারে পস্তিয়েছেন। তিনি এককালে উত্তর ইংল্যাণ্ডে স্কুলশিক্ষক *ছিলেন*। তো, একজন স্কুলমাস্টারকে খুঁজে বার করাবার মতো কোনো সহজ কাজ আর নেই। শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের মধ্যে দিয়ে সহজেই কেউ জেনে নিতে পারে কে কবে এই পেশায় ছিলেন। অল্প খানিকটা খোঁজ নেবার পরই আমি জানতে পারি যে একটি স্কুল একটা ভীষণ পরিস্থিতিতে বিষম দুর্দশায় প'ড়ে যায়— আর স্কুলটা যার ছিলো—তার নামটা অবশ্যি অন্য ছিলো—সে তার স্ত্রীকে নিয়ে একদিন বেপাত্তা হ'য়ে যায়। বিবরণটা খাপে-খাপে মিলে যায়। যখন আমি জানতে পারি যে নিরুদ্দিষ্ট শিক্ষকটির পতঙ্গতত্ত্বে খুব আগ্রহ ছিলো, তখন পুরোপুরি শনাক্ত ক'রে ফেলা গেলো।'

অন্ধকার ধীরে-ধীরে উঠে যাচ্ছে, তবে এখনও অনেকটাই ছায়ায় ঢাকা।

'এই মহিলাটি যদি সত্যিই তাঁর স্ত্রী হন, তাহ'লে মিসেস লরা লায়ন্স এর মধ্যে আসেন কী ক'রে?'

'তোমার নিজের খোঁজখবর থেকেই সেই জটটার ওপর আলো এসে পড়েছে।

মহিলাটির সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকার পরিস্থিতিটা অনেকটাই স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। তাঁর এবং তাঁর স্বামীর মধ্যে যে বিয়ে ভেঙে ফেলার একটা মামলা উঠবে, এ-কথাটা আমি জানতাম না। সেক্ষেত্রে, স্টেপলটনকে চিরকুমার ভেবে নিয়ে, মহিলাটি নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী হবেন ব'লে স্বপ্ন দেখছেন!'

'আর যখন তাঁব ভুলটা ভেঙে যাবে?'

'বাঃ, তখন মহিলাটি আমাদের কাজে আসবেন। আমাদের প্রথম কর্তব্য—আমাদের দুজনেরই প্রথম কাজ—কাল গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা। তোমার কী মনে হয়, ওয়াটসন, তুমি কি তোমার জীবন্ত দায়িত্বটি থেকে অনেকক্ষণ দূরে স'রে থাকোনি? তোমার থাকা উচিত ছিলো বাস্কারভিল হলে।'

শেষ রাঙা রশ্মিগুলো ততক্ষণে পশ্চিমে মিলিয়ে গিয়েছে, জলাভূমির ওপর রাত নেমে এসেছে এখন। বেগনি আকাশে দু-একটা মিটমিটে তারা উঁকিঝুঁকি মারছে।

'শেষ একটা প্রশ্ন, হোমস,' উঠতে-উঠতে আমি শুধোলাম, 'তোমার আর আমার মধ্যে নিশ্চয়ই লুকোচুরির কিছু নেই। এ-সব কিছুর মানে কী? লোকটা কী চায়?'

উত্তর দেবার সময় হোমসের গলা নেমে এলো, 'খুন, ওয়াটসন, খুন—ঠাণ্ডা মাথায়, সূক্ষ্ম জাল বিছিয়ে, সুপরিকল্পিত ভাবে খুন করতে চায়। বিশদ-কিছু আমার কাছে জানতে চেয়ো না। সার হেনরির চারপাশে যেমন তার জাল গুটিয়ে আসছে, তেমনি আমার জালও এর চারপাশে গুটিয়ে আসছে, আর তোমার সাহায্যে সে আমার হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। শুধু একটাই বড়ো ভয় র'য়ে গেছে আমাদের, একটাই বিপদ। আমরা জাল গুটিয়ে নেবার আগেই যদি তার ঘাটা পড়ে! শুধু আরেকটা দিন—খুব বেশি হ'লে, আর দিন দুই—তার মধ্যেই আমার মামলাটা সম্পূর্ণ হ'য়ে যাবে, কিন্তু তার আগে অব্দি মা যেমন ভাবে তাঁর বাচ্চা সামলান তেমনিভাবে তোমায় সার হেনরিকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখতে হবে। আজ তুমি যে-কাজ হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলে, সেটা যদিও খুবই কাজে এসেছে, তবু আমার মনে হয় তুমি তার পাশ থেকে চ'লে এসে ভালো করোনি—ওই শোনো।'

বাদার স্তব্ধতার মধ্য থেকে আতঙ্ক আর যন্ত্রণার একটা প্রলম্বিত চীৎকার বেরিয়ে এলো—ভয়ংকর এক আর্তনাদ। আমার শিরায়-শিরায় রক্ত জ'মে যেন বরফ হ'য়ে গেলো ওই ভয়াবহ আর্তস্বরে।

'অ্যাঁ! হায় ভগবান!' আমি যেন খাবি খেলাম। 'এ কী? এর মানে কী?'

হোমস ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে পড়েছে, কুঁড়ের দরজায় তার অন্ধকার ক্ষিপ্র মূর্তি, তার কাঁধ নিচু, উদ্যত, মাথাটি সামনে বাড়ানো, সে তাকিয়ে আছে ওই অন্ধকারের দিকেই।

'চুপ!' ফিশফিশ ক'রে সে বললে। 'শ-শ-শ্!'

ওই গর্জনটা উগ্র ছিলো ব'লেই এমন তীব্র শুনিয়েছিলো, কিন্তু ওই ছায়ায় ঘেরা প্রান্তরে অনেক দূর থেকে সেটা ভেসে এসেছিলো। এখন সেটা ফেটে পড়লো আমাদের কানে, আরো কাছে, আরো জোরালো, আর আরো আর্ত।

'কোথায়?' হোমস ফিশফিশ ক'রে বললে, কিন্তু তার স্বরের কম্পন থেকে আমি

টের পেলাম এই ইস্পাতকঠিন মানুষটির অন্তরাত্মা অব্দি কেঁপে উঠেছে। 'কোত্থেকে আওয়াজটা আসছে, ওয়াটসন?'

অন্ধকারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, 'মনে হয়, ওখানে!'

'না, ওই দিকে।'

আবার স্তব্ধ রাত্রিকে চিরে-ফেঁড়ে সেই যন্ত্রণাক্লিষ্ট চীৎকার ভেসে এলো, শব্দটা এখন আরো-জোর, আরো-কাছে। আর তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে নতুন আরেকটা আওয়াজ, একটা গভীর গরগর চাপা গর্জন, ধ্বনিময় অথচ ভয়ানক, যেন কোনো সমুদ্রের চাপা একটানা মর্মরধ্বনির মতো উঠছে আর পড়ছে।

'সেই হাউণ্ড!' হোমস চেঁচিয়ে উঠলো। 'এসো, ওয়াটসন, এসো। কী সর্বনাশ, দেরি হ'য়ে যায়নি তো আমাদের?'

জলাভূমির ওপর দিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে সে ছুটতে শুরু ক'রে দিলে, আর আমি ছুটলাম তার পেছন-পেছন। কিন্তু এখন আমাদের সামনেকার এই এবড়োখেবড়ো জমির কোনোখান থেকে আচম্বিতে এলো এক অন্তিম আর্তনাদ, আর তারপরেই ধুপ ক'রে ভারি-একটা কিছু আছড়ে পড়লো মাটিতে। থমকে থেমে প'ড়ে উৎকর্ণ হ'য়ে আমরা শোনবার চেষ্টা করলাম। সেই দমবন্ধ বাতাসহীন রাত্রির ভারি স্তব্ধতাকে আর কোনো শব্দই ভেঙে দিলো না।

আমি দেখলাম হোমস তার কপালে তার হাত রাখলে, যেন বিমূঢ় বিহ্বল। মাটিতে সে তার পা ঠুকলো।

'সে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, ওয়াটসন! আমরা বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছি।'

'না, না, নিশ্চয়ই না!'

'আমি একটা গবেট, হাত মুঠো ক'রে ব'সে ছিলাম। আর তুমি, ওয়াটসন, এবার দ্যাখো যাঁকে তোমার আগলে রাখার কথা তাকে ছেড়ে এসে কী হ'লো! কিন্তু, ভগবানের দিব্যি, যদি সমূহ খারাপটাই ঘ'টে গিয়ে থাকে, তাহ'লে আমরা তার শোধ নেবোই নেবো।'

সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমরা অন্ধের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগলাম। পাথরের চাঙড়ে ধাক্কা খাচ্ছি, কাঁটাঝোপের মধ্যে জোর ক'রে ঢুকে পড়ছি, হাঁফাতে-হাঁফাতে উঠছি চড়াইতে ছুটে নামছি উৎরাই দিয়ে—যেদিক থেকে ওই ভয়ংকর শব্দগুলো আসছিলো, সবসময় শুধু সেই শব্দকেই লক্ষ্য ক'রে ছুটছি। একেকটা চড়াইতে উঠেই হোমস চারপাশে অধীর চোখে তাকায়, কিন্তু জলাভূমির ওপর গাঢ় ছায়া, আর তার বিকট মুখটায় কিছুই নড়ছে না।

'কিছু কি দেখতে পাচ্ছো?'

'কিছু না।'

'কিন্তু ওই শোনো—ওটা কী?'

নিচু একটা গোঙানির শব্দ আমাদের কানে এলো। ওই আবার সেটা, আমাদের বাঁ দিকে! সেদিকটায় পাহাড়ের একটা আল একেবারে খাড়া হ'য়ে শেষ হয়েছে, তার

তলাতেই পাথর বেছানো একটা ঢাল। সেই এবড়োখেবড়ো রুক্ষ জমির ওপর একটা কালো মতো আবছা অসমান কিছু চিৎপাত প'ড়ে আছে। আমরা যেই সেদিক পানে ছুটলাম, সেই আবছা জিনিশটা একটা স্পষ্ট শক্ত চেহারা নিয়ে নিলে। কে-একজন লোক মাটিতে উপুড় হ'য়ে প'ড়ে আছে, মুখটা মাটিতে গোঁজা, লোকটার মাথাটা উৎকট একটা কোণ ক'রে দোমড়ানো, কাধ দুটো গুটিয়ে গেছে, শরীরটা কুঁজো হ'য়ে গোটানো যেন এক্ষুনি একটা ডিগবাজি খাবে। ভঙ্গিটা এমনি উৎকট আর উদ্ভট যে সেই মুহূর্তে আমি বুঝতেই পারিনি যে সেই গোঙানিটা ছিলো তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যাবার শব্দ। ছায়ার মধ্যে নিচু হ'য়ে যে-শরীরটা আমরা দেখছি তার মধ্য থেকে কোনো মৃদু স্বর বা কোনো খশখশে আওয়াজও আর উঠছে না। হোমস তার হাত রাখলে তার ওপর, পরমুহূর্তেই হাতটা ছিটকে সরিয়ে নিলে, তার মুখে সভয় আর্তনাদ। তার জ্বালানো দেশলাইয়ের আলোয় দেখতে পেলাম তার রক্তেমাখা হাত, আলো এসে পড়েছে একটি রক্তধারার ওপর, রক্তের যে-স্রোতটা বেরিয়ে আসছে বলির চূর্ণ-বিচূর্ণ মাথার খুলি থেকে। আর সেই আলো আরো-একটা জিনিশের ওপর গিয়ে পড়েছে যা দেখে আমাদের বুক যেন ভেঙে গেলো, যেন এক্ষুনি অজ্ঞান হ'য়ে পড়বো—সার হেনরি বাস্কারভিলের দেহ!

তাঁর ওই লালচে ট্যুইড স্যুটটা ভুলে যাবার কোনো সম্ভাবনাই আমাদের ছিলো না—ঠিক যে-স্যুটটা প'রে তিনি প্রথম দিন সকালে বেকার স্ট্রিটে এসেছিলেন। পোশাকটা শুধু এক নজর দেখেছি কি দেখিনি, দেশলাইয়ের কাঠিটা দপ ক'রে নিভে গেলো। সেই সঙ্গে যেন ধুক ক'রে আমাদের বুকভরা আশাও নিভে গেলো। হোমস কাতরভাবে গুমরে উঠলো, অন্ধকারের মধ্যেও তার ফ্যাকাশে শাদা মুখটা চকচক ক'রে উঠেছে।

'জানোয়ার! জানোয়ার!' ঘুষি পাকিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'ওহ, হোমস তাঁকে নিজের ভাগ্যের কাছে এভাবে সঁ'পে দিয়ে ছেড়ে আসার জন্যে আমি জীবনে কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না।'

'তোমার চাইতে আমারই দোষ বেশি, ওয়াটসন। আমার মামলাটাকে নিটোল নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ করার জন্যে আমি কিনা আমার মক্কেলের জীবনটাই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। আমার সারা জীবনের কাজের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড়ো ধাক্কা! কিন্তু আমি কেমন ক'রে জানবো—*কেমন ক'রে জানবো, বলো*—যে আমার সমস্ত সাবধানবাণী সত্ত্বেও এমনভাবে একা-একা বাদায় এসে তিনি নিজের জীবনটাকে বিপন্ন করবেন।'

'আমরা যে তাঁর চীৎকার আর্তনাদ সব শুনেছি—কী দারুণ সেই আর্তনাদ! হা ঈশ্বর! অথচ তাঁকে রক্ষা করতে পারিনি! তাকে অমনভাবে যে মৃত্যুর মুখে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সেই পিশাচ হাউণ্ডটাই বা কোথায় গেছে! নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে সেটা ওই বড়ো পাথরগুলোর আড়ালে কোথাও ওৎ পেতে আছে! আর স্টেপলটন—সে-ই বা কোথায়? তাকে তার এই পৈশাচিক কাজের জবাবদিহি করতে হবে।'

'তা সে করবে। যাতে সে তা করে আমি সেটা দেখবো। জ্যেঠা-ভাইপো দুজনেই খুন হয়েছেন—একজন শুধু জানোয়ারটাকে চোখে দেখেই ভয়ে হার্টফেল করেছিলেন, ভেবেছিলেন সেটা ভুতুড়ে জানোয়ার, আর অন্যজন সেটার হাত থেকে রেহাই পাবার

জন্যে খ্যাপার মতো ছুটতে গিয়ে মরেছেন। কিন্তু এখন আমাদের এই জানোয়ারটার সঙ্গে মানুষের যোগাযোগটা প্রমাণ করতে হবে। শুধু আমরা যা কানে শুনেছি, তাছাড়া আমরা জানোয়ারটার অস্তিত্বটা অব্দি দিব্যি গেলে বলতে পারবো না, যেহেতু সার হেনরি নিশ্চয়ই উঁচু থেকে প'ড়ে গিয়েই মারা গিয়েছেন। কিন্তু, ঈশ্বরের দোহাই, লোকটা যতই ধূর্ত হোক না কেন, আর-একটা দিন কাটবার আগেই সে আমার কবলে এসে পড়বে!'

ওই দোমড়ানো লাশটার দু-পাশে আমরা ভগ্ন চিত্তে দাঁড়িয়ে আছি, এই আকস্মিক আর অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশটায় অভিভূত, স্তম্ভিত! আমাদের এত চেষ্টা, এত শ্রম—সবকিছুর কি না এমন শোচনীয় একটা পরিণতি হ'লো! তারপর, চাঁদ যখন উঠলো, আমরা পাহাড়টার চূড়ায় গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানেই আমাদের বেচারি বন্ধুটি অমনভাবে প'ড়ে আছেন, আর ওই চূড়া থেকে আমরা ছায়ায় ঢাকা জলাভূমির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আদ্ধেক রুপোলি আদ্ধেক অন্ধকার এই চূড়া থেকে বন্ধুটি নিচে গড়িয়ে পড়েছেন। দূরে, বেশ কয়েক মাইল দূরে, গ্রিম্পেনের দিকটায়, একটা স্থির নিষ্কম্প হলুদ বাতি জ্বলছে : এই আলো শুধু স্টেপলটনদেরই নিরিবিলি বাড়িটা থেকে আসতে পারে। সেদিকে তাকিয়ে একটা তিক্ত অভিসম্পাত দিয়ে আমি আমার মুঠো-করা হাতটা নাড়লাম।

'লোকটাকে এক্ষুনি গিয়ে কেন পাকড়ে ফেলছি না আমরা?'

'আমাদের মামলাটা এখনও শেষ হয়নি। লোকটা একের নম্বরের ধূর্ত আর হুঁশিয়ার। আমরা কী জানি, তা নয়—আমরা কী প্রমাণ করতে পারি, সেটাই আসল। একটা ভুল চাল দিলেই লোকটা হয়তো আমাদের হাত এড়িয়ে চম্পট দেবে।'

'তাহ'লে এখন আমরা কী করবো?'

'কাল আমাদের অনেককিছু করার থাকবে। আজ রাত্তিরে আমরা শুধু আমাদের দুর্ভাগা বন্ধুটির অন্তিম কাজই করতে পারি।'

ওই খাড়া ঢালটা ধ'রে আমরা দুজনে নেমে এলাম, তারপর মৃতদেহটির দিকে এগুলাম— চকচকে রুপোলি পাথরগুলোর ওপর কালো কিন্তু স্পষ্ট প'ড়ে আছে দেহটা। মুচড়ে-যাওয়া ওই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আর বিষম যন্ত্রণার কথা মনে পড়তেই কেমন একটা ব্যথার দমকে আমার দু-চোখ সজল আর ঝাপসা হ'য়ে এলো।

'সাহায্যের জন্যে লোক ডেকে পাঠাতে হবে, হোমস! আমরা এঁকে ধরাধরি ক'রে হল অব্দি নিয়ে যেতে পারবো না। কী আশ্চর্য, তুমি কি পাগল হ'য়ে গেলে নাকি?'

হোমস ততক্ষণে একটা চীৎকার ক'রে লাশটার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এবার সে আমার হাতদুটি ধ'রে কচলাতে শুরু করলো, নাচলো, গাইলো, লাফালো। এই কি আমার সেই কঠিন, কঠোর, আত্মসংবৃত বন্ধু? এই আগুন কোথায় লুকিয়েছিলো?

'দাড়ি। দাড়ি! লোকটার দাড়ি আছে!'

'দাড়ি?!'

'এ ব্যারনেট নয়!—এ হ'লো আরে, এ তো আমার পড়োশি, ওই জেল-পালানো কয়েদি।'

যেন জ্বরের ঘোরে তাড়াহুড়ো ক'রে আমরা লাশটা উলটে চিৎ ক'রে দিলাম। আর

সেই ভেজা দাড়ি, রক্ত পড়ছে টপটপ, ঠাণ্ডা স্বচ্ছ চাঁদের দিকে উঁচিয়ে রইলো। সেই ভাঁজ-পড়া কপাল, কোটরে ব'সে-যাওয়া পাশবিক দুটি চোখ—না, ভুল করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। এটা সত্যি সেই একই মুখ, যেটা মোমবাতির আলোয় পাথরের ওপর থেকে আগুনঝরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলো—এটা সেলডেনের মুখ, সেই খুনীর।

তারপরেই ঝলকের মধ্যে আমার কাছে সব স্পষ্ট হ'য়ে গেলো। আমার মনে প'ড়ে গেলো ব্যারনেট একবার আমায় বলেছিলেন তাঁর সব পুরোনো পোশাক-আশাক তিনি ব্যারিমোরকে দিয়ে দিয়েছেন। ব্যারিমোর সে-সব এর হাতে তুলে দিয়েছে যাতে পালাবার সময় তার সুবিধে হয়। বুটজুতো, শার্ট, মাথার টুপি—সবকিছুই সার হেনরির। এই অপঘাত মৃত্যুর শোচনীয়তা অবশ্য তাতে একতিলও কমেনি, কিন্তু এই লোকটি অন্তত দেশের আইনকানুন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডই পেতো। ব্যাপারটা আসলে যে কী, তা আমি হোমসকে খুলে বললাম, আমার হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতায় আর উল্লাসে নাচতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

'তাহ'লে এই পোশাক-আশাকই বেচারার মৃত্যুর কারণ,' হোমস বললে। 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে হাউণ্ডটার সামনে সার হেনরির ব্যবহার-করা কিছু জিনিশ ধ'রে দেয়া হয়েছিলো, যাতে হাউণ্ডটা সে-সব শুঁকে রাখতে পারে—সম্ভবত হোটেল থেকে চুরি-যাওয়া সেই বুট জুতোই হবে—আর সেটাই এই লোকটার মরণ ডেকে এনেছে। তবে, এখানেও একটা আজব ব্যাপার আছে। সেলডেন কী ক'রে এই ঘুটঘুটে আঁধারে টের পেয়েছিলো যে হাউণ্ডটা তারই পেছন নিয়েছে?'

'শুনতে পেয়েছিলো নিশ্চয়ই।'

'এই ঘাগু কয়েদিটির মতো কেউ বাদায় কোনো হাউণ্ডের আওয়াজ পেয়ে এমন আতঙ্কে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠবে কেন?' "বাঁচাও! বাঁচাও!" ব'লে চীৎকার করলে তাকে তো ধরা প'ড়ে যেতে হবে! জানোয়ারটা যে তার পেছনেই লেগেছে, এটা জানবার পর সে নিশ্চয়ই অনেকটা পথই চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ছুটেছিলো। কিন্তু সে কী ক'রে জানলো যে এটাকে তারই পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে?'

'আমার কাছে তার চেয়েও বড়ো রহস্য হ'লো কেন এই হাউণ্ডটা, যদি আমাদের সব জল্পনা সত্য ব'লে ধ'রে নিই—'

'আমি কোনো জল্পনা করিনি।'

'বেশ, তাহ'লে বলো, আজই রাতে কেন হাউণ্ডটাকে লেলিয়ে দেয়া হ'লো। আমার ধারণা সে নিশ্চয়ই এই বাদায় সবসময় শেকলবিহীন ঘুরে বেড়ায় না। স্টেপলটন নিশ্চয়ই তাকে লেলিয়ে দেবে না, যদি-না তার এ-কথা ভাববার কারণ থাকে সে সার হেনরি জলাভূমিতে আসবেন।'

'আমার মুশকিলটা কিন্তু আরো দুরপনেয়, কারণ আমি ঠিক জানি আমরা শিগগিরই তোমার অনুমানের একটা ব্যাখ্যা পেয়ে যাবো, কিন্তু আমার সমস্যা এখনও একটা দুর্ভেদ্য রহস্য হ'য়েই আছে। এখন প্রশ্ন হ'লো, এই হতভাগার লাশটা নিয়ে, আমরা কী করবো? আমরা নিশ্চয়ই শেয়ালকুকুর কাকচিলের জন্যে এটা এখানে প'ড়ে থাকতে দিতে পারি না।'

'আমার পরামর্শ হ'লো আমরা লাশটাকে এই কুঁড়েগুলোর একটার মধ্যে রেখে দিয়ে পুলিশকে গিয়ে সব খবর জানাই।'

'ঠিক। আমরা দুজনে এতটা দূর ধরাধরি ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবো। আরে, ওয়াটসন, এটা কী? এ যে দেখছি খোদ লোকটাই এসে হাজির, কেমন আশ্চর্য আর বেপরোয়া দ্যাখো! তুমি যে সন্দেহ করছো, এটা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না-পায়—ঘুণাক্ষরেও না—নইলে আমার সমস্ত প্ল্যানই বরবাদ হ'য়ে যাবে!'

কে-একজন যেন বাদার ওপর দিয়ে আমাদের দিকেই আসছে, একটা চুরুটের মৃদু লাল আভা দেখতে পেলাম আমি। জ্যোৎস্না পড়েছে তার ওপর আর আমি তার ছিমছাম চেহারা আর চালিয়াত চলন দেখে তাকে প্রাণিবিজ্ঞানী ব'লেই চিনে ফেললাম। আমাদের দেখেই তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর আবার এগিয়ে এলেন।

'আরে, ডাক্তার ওয়াটসন যে, আপনিই কি, সত্যি? রাত্তিরের এমন সময় আপনাকে এই বাদায় দেখতে পাবো ব'লে আমি আশাই করিনি; কিন্তু, কী সর্বনাশ—এ আবার কী? কেউ জখম হয়েছে নাকি? না—না—আমায় বলবেন না যে ইনি আমাদের বন্ধু সার হেনরি!'

তিনি হুড়মুড় ক'রে আমার পাশ কাটিয়ে গিয়ে লাশটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর আমি শুনতে পেলাম তীব্র একটা শ্বাস নেবার শব্দ, তাঁর আঙুলগুলো থেকে চুরুটটা খ'সে পড়লো।

তোৎলাতে-তোৎলাতে জিগেস করলে : 'কে—ইনি কে?'

'এ হ'লো সেলডেন, যে-কয়েদিটি প্রিন্সটাউন থেকে ভেগেছিলো।'

স্টেপলটন মৃতের মতো পাংশুমুখে আমাদের দিকে তাকালেন, কিন্তু শেষটায় প্রচণ্ড চেষ্টা ক'রে তিনি তাঁর বিস্ময় আর ব্যর্থতাবোধটা চেপে ফেললেন। তীক্ষ্ণ চোখে একবার হোমস আর একবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : 'উঃফ্, কী বীভৎস কাণ্ড! ও মরলো কেমন ক'রে?'

'এই পাথরগুলোয় প'ড়ে এর ঘাড় ভেঙেছে ব'লেই মনে হচ্ছে। আমি আর আমার বন্ধু বাদায় একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, তখনই আমরা একটা চীৎকার শুনি।'

'আমিও একটা চীৎকার শুনেছিলাম। সেইজন্যেই আমি বেরিয়ে এসেছি। সার হেনরি সম্বন্ধে আমার ভারি দুর্ভাবনা হচ্ছিলো।'

আমি আর জিগেস না-ক'রে পারলাম না : 'বিশেষভাবে সার হেনরিই বা কেন?'

'কারণ আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের বাড়ি যেতে। তিনি এলেন না দেখে আমি ভারি আশ্চর্য হয়েছিলাম, স্বভাবতই আমি তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবেই শঙ্কা বোধ করছিলাম, আর তখনই জলাভূমির এই চীৎকারগুলো শুনতে পেলাম। আচ্ছা—' আবারও হোমস আর আমার মুখে চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি—'এই চীৎকার ছাড়া আর-কিছু আপনারা শুনেছিলেন নাকি?'

'না,' হোমস বললে, 'আপনি শুনেছিলেন?'

'না।'

'তাহ'লে আপনি কী মনে ক'রে প্রশ্নটা করলেন?'

'ওঃ, আপনারা তো জানেনই চাষাভুষোরা এখানে একটা ভুতুড়ে হাউণ্ড সম্বন্ধে কত কী বলে। তারা বলে, তাকে নাকি রাত্তিরে এই বাদায় দেখা যায়। আমি শুধু ভাবছিলাম আজ রাতে অমন-কোনো আওয়াজ সত্যি-সত্যি শোনা গেছে কি না।'

আমি বললাম, 'আমরা তো অমনতর কিছুই শুনিনি।'

'এই বেচারার মৃত্যু সম্বন্ধে আপনার অনুমান কী?'

'আমার সন্দেহ নেই যে একটানা খোলা জায়গায় রোদে পুড়ে জলে ভিজে আর উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় লোকটার মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিলো। নিশ্চয়ই খ্যাপার মতো বাদায় ছুটছিলো, তারপর দুম ক'রে আচমকা পাথর থেকে প'ড়ে গিয়ে ঘাড়টা ভেঙেছে।'

'সেটাই সবচেয়ে যুক্তিসংগত অনুমান ব'লেই মনে হয়,' স্টেপলটন বললেন, তাঁর দীর্ঘশ্বাসটাকে আমি তার হাঁফ ছেড়ে বাঁচার লক্ষণ হিশেবেই নিলাম। 'আপনি এ-সম্বন্ধে কী মনে করেন, মিস্টার শার্লক হোমস?'

আমার বন্ধু মাথা নুইয়ে তাঁকে একটা সেলাম ঠুকলো। বললো, 'আপনি দেখছি চট ক'রেই লোকজনকে চিনে নিতে পারেন।'

'ডাক্তার ওয়াটসন এখানে আসার পর থেকেই আমরা আপনাকেও এখানে আশা ক'রে আসছিলাম। আপনি এসেই কি না একটা শোচনীয় মৃত্যু দেখলেন।'

'হ্যাঁ, তা বটে। আমার সন্দেহ নেই আমার বন্ধুটির ব্যাখ্যাই সব তথ্য সামলে দিয়েছে। কাল যখন লণ্ডনে ফিরে যাবো, তখন একটা বিচ্ছিরি অভিজ্ঞতার স্মৃতি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।'

'ও, আপনি কালকেই ফিরে যাবেন নাকি?'

'তা-ই তো ইচ্ছে।'

'এখানে পর-পর যে-সব অদ্ভুট ঘটনা ঘ'টে আমাদের বোমকে দিয়েছে, আপনার আগমন আশা করি সেইসব ধাঁধায় খানিকটা আলো ফেলে দেবে।'

হোমস তার কাঁধ ঝাঁকালে। 'আশা করলেও সবসময়েই কি কেউ আর সাফল্য পায়! কেউ যখন কোনো তদন্ত করে, তখন সে নির্জলা তথ্য চায়—কিংবদন্তি বা গুজব নয়। না, এটা মোটেই সন্তোষজনক মামলা নয়।'

আমার বন্ধুটি খুব সরলসোজা ভঙ্গিতে খোলাখুলিভাবেই কথাগুলো বললো। স্টেপলটন তবু তখনও এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপর তিনি আমার দিকে ফিরলেন।

'এই বেচারার মৃতদেহটা ধরাধরি ক'রে আমার বাড়িতেই নিয়ে যেতে বলতাম, কিন্তু এটা আমার বোনকে এমন ভয় পাইয়ে দেবে যে, সেখানে নিয়ে যাওয়াটা উচিত হবে না। আমার মনে হয় এর মুখটা যদি কিছু চাপা দিয়ে ঢেকে রাখি, তাহ'লে সকাল অব্দি এ ঠিকই থাকবে।'

এবং তারই ব্যবস্থা করা হ'লো। স্টেপলটনের আতিথেয়তার উপরোধ প্রত্যাখ্যান

ক'রে হোমস আর আমি বাস্কারভিল হলের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়লাম, প্রাণিবিজ্ঞানীটি একা-একাই নিজের বাড়ি ফিরবেন। পেছন ফিরে তাকিয়ে আমরা দেখতে পেলাম ছায়ামূর্তিটি ওই বিশাল বাদায় আস্তে-আস্তে চলেছে, তার পেছনে রুপোর মতো আলোয় চকচক-করা ঢালটায় একটা কালো দাগ সেটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে লোকটা যেখানে প'ড়ে আছে সে একটু আগে বীভৎসভাবে অপঘাতে মরেছে।

আমরা যখন জলাভূমি পেরিয়ে যাচ্ছি, হোমস বললে, 'অবশেষে আমরা একেবারে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। লোকটার কী স্নায়ুর জোর! যখন আবিষ্কার করলে যে তার ষড়যন্ত্রের বলি হয়েছে ভুল লোক, তখন তা প্রায় তাকে অবশ ক'রে দিচ্ছিলো, অথচ কত সহজেই সেই ধাক্কাটা সে সামলে নিলে। আমি তোমাকে লণ্ডনেই বলেছিলাম, ওয়াটসন, আর এখনও আমি সে-কথা আবার বলবো : যে আমাদের ইস্পাতি অস্ত্রের পক্ষে এর চাইতে উপযুক্ত শত্রু আর-কখনও আমরা পাইনি।'

'তোমাকে যে সে দেখে ফেললো, এজন্যে আমি দুঃখিত।'

'এবং আমিও গোড়ায় দুঃখিত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন তো আর এর কোনো চারা নেই।'

'এখন যখন ও জেনে ফেলেছে যে তুমি এখানে এসে পড়েছো, তখন তার প্ল্যানের ওপর এর কী প্রভাব পড়বে ব'লে তুমি মনে করো?'

'হয়তো এ তাকে আরো হুঁশিয়ার ক'রে তুলবে, কিংবা এ হয়তো তাকে এক্ষুনি একটা মরিয়া শেষ চেষ্টায় তাতিয়ে দেবে। বেশিরভাগ চালাক অপরাধীর মতোই, নিজের ধূর্ত বুদ্ধির ওপর তার বড্ড বেশি বিশ্বাস, সে হয়তো ভাবছে যে সে আমাদের পুরোপুরি বোকা বানিয়ে দিতে পেরেছে।'

'আমরা তাকে এক্ষুনি গ্রেফতার করছি না কেন?'

'ওহে দোস্ত ওয়াটসন, তুমি তো দেখছি জন্মাবামাত্র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছো। তোমার ধাতটাই হচ্ছে এক্ষুনি একটা হেস্তনেস্ত ক'রে নেয়া যাক। কিন্তু, তর্কের খাতিরে, একবাব ভাবো যে আমরা ওকে আজ রাত্তিরেই গ্রেফতার করলাম, তাতে আমাদের বিশেষ কী ফায়দাই বা হবে? ওর বিরুদ্ধে কিছুই আমরা প্রমাণ করতে পারবো না। এটাই তো ওর শয়তানি বুদ্ধির প্যাঁচ। যদি ও অন্য-কোনো মানুষের সাহায্য নিতো, আমরা হয়তো কিছু সাবুদ পেয়ে যেতাম, কিন্তু আমাদের যদি ওই প্রকাণ্ড হাউণ্ডটাকে টেনে-হিঁচড়ে প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে যেতে হয়, তাহ'লে তার মালিকের গলায় ফাঁসির দড়ি জড়িয়ে দেবার ব্যাপারে সে কোনো সাহায্যই করবে না।'

'কিন্তু মামলাটা তো নিশ্চয়ই আমাদেরই হাতে আছে।'

'তার ছায়াটা অব্দি নেই—শুধু আছে কিছু সন্দেহ আর জল্পনা। এ-রকম একটা উদ্ভট গল্প নিয়ে আর এমন একটা প্রমাণ নিয়ে আদালতে গিয়ে হাজির হই তো তবে সেখান থেকে হেসেই আমাদের তাড়িয়ে দেবে।'

'সার চার্লসের মৃত্যুর ব্যাপারটা আছে।'

'তাঁকে মৃত পাওয়া গিয়েছিলো, গায়ে একটা আঁচড়ের দাগও ছিলো না। তুমি আর

আমি জানি যে তিনি শুধু বিষম আতঙ্কেই হার্টফেল ক'রে মারা গিয়েছিলেন, আমরা এও জানি কী সেটা তাঁকে ওই বিভীষিকা দেখিয়েছিলো; কিন্তু বারোজন গবেট জুরিকে সে-কথাটা বিশ্বাস করাবো কী ক'রে? কোনো হাউণ্ডের কোন চিহ্নটা সেখানে আছে? তার দাঁতের দাগই বা কোথায়? এটা ঠিক যে আমরা জানি এ-রকম কোনো হাউণ্ড কোনো লাশকে কামড়ায় না, আর জানোয়ারটা তাঁর নাগাল ধরবার আগেই সার চার্লস মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের তো সে-সব *প্রমাণ* করতে হবে, কিন্তু সে-সব প্রমাণ করবার মতো অবস্থা আমাদের নেই।'

'আচ্ছা, তাহ'লে, এই আজ রাতের ব্যাপারটা?'

'আজ রাত্তিরেও আমাদের দশা খুব-একটা পালটায়নি। আবারও, লোকটার অমন অপঘাত মৃত্যুর সঙ্গে হাউণ্ডটার প্রত্যক্ষ কোনো সংযোগ নেই। হাউণ্ডটাকে আমরা চোখেই দেখিনি। আমরা তার গরগরটাই শুধু শুনেছি, কিন্তু এটা আমরা প্রমাণ করবো কী ক'রে যে সে-ই মৃত লোকটার পেছনে তেড়ে এসেছিলো? এর পেছনে কোনো মোটিভই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না, না, দোস্ত; আমাদের এটা মেনে নিতেই হবে যে আপাতত আমাদের হাতে কোনো সাক্ষী সাবুদ প্রমাণ নেই, কিন্তু সেই সাবুদ প্রমাণ জোগাড় ক'রে নেবার জন্যে ঝুঁকি যা-ই থাক না কেন, সেটাই শেষ অব্দি কাজে লাগবে।'

'তো সেটা তুমি কী ক'রে করতে চাচ্ছো?'

'আমার একটা মস্ত আশা আছে যে সবকিছু বিশদ ক'রে খুলে বলবার পর মিসেস লরা লায়ন্সের কাছ থেকে অনেকখানি সাহায্য পাওয়া যাবে। তাছাড়া আমি নিজেও একটা ফন্দি এঁটেছি। তাতে যে-ঝুঁকিটা আছে, তার জন্যে কালকের দিনটা চাই; কিন্তু আমি আশা করি দিনটা কাটার আগেই শেষটায় সব আমাদের হাতের মুঠোয় এসে যাবে।'

তার কাছ থেকে আর-কিছুই বার করা গেলো না, আর সে হেঁটে চললো, চিন্তায় কোথাও-হারিয়ে-যাওয়া, একেবারে বাস্কারভিল হলের ফটকটা পর্যন্ত।

'তুমি ওপরে আসছো তো?'

'হ্যাঁ, আর লুকিয়ে থাকবার কোনো কারণ দেখছি না। কিন্তু, ওয়াটসন একটা শেষ কথা। সার হেনরির কাছে হাউণ্ডটা সম্বন্ধে টুঁ শব্দটিও কোরো না। স্টেপলটন আমাদের যেভাবে আমাদের বোঝাতে চেয়েছে, সেই ভাবেই সেলডেনের মৃত্যু হয়েছে ব'লেই তাকে ভাবতে দিয়ো। কাল তাঁর যে বিষম অগ্নিপরীক্ষা হবে, তার জন্যে তাঁর তাহ'লে মনের জোর থাকবে, তোমার প্রতিবেদন যদি আমার ঠিকঠাক মনে থাকে, তাহ'লে সার হেনরি কাল রাতে ওদের বাড়িতে নৈশভোজে যাবেন, তা-ই না?'

'আমিও তো নেমন্তন্ন পেয়েছি।'

'তাহ'লে কোনো-একটা ওজুহাত দেখিয়ে তুমি যাবে না—সার হেনরিকে একাই যেতে হবে। তার ব্যবস্থা অবশ্য সহজেই করা যায়। আর এখন, সান্ধ্যভোজের জন্যে যদি বড্ড বেশি দেরি হ'য়ে গিয়ে থাকে, আমরা দুজনেই নিশ্চয়ই নৈশভোজের জন্যে তৈরি হ'য়ে আছি।'

১৩

জাল বেছানো

শার্লক হোমসকে দেখে অবাক হবার বদলে বেশি কিন্তু খুশিই হলেন সার হেনরি, কারণ হালে যে-সব ঘটনা ঘটেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভাবছিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই শিগগিরই লণ্ডন থেকে এসে হাজির হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর ভুরু দুটো কিঞ্চিৎ ওপরেই তুললেন, যখন দেখলেন যে আমার বন্ধুর সঙ্গে কোনো লটবহরই নেই, এবং তার জন্যে কোনো কৈফিয়ৎও নেই। আমরা দুজনে মিলে তাকে তার যা-যা দরকার দিয়ে দিলাম, আর তারপর একটু বেশি রাতের নৈশভোজে ব'সে আমরা যতটা ব্যারনেটের জানা উচিত শুধু সেই কথাগুলোই এক-এক ক'রে বললাম। কিন্তু গোড়াতেই আমাকে একটা বিচ্ছিরি দায় সামলাতে হ'লো : ব্যারিমোর আর তার স্ত্রীর কাছে সেলডেনের মৃত্যুর খবরটা ভাঙতে হ'লো। ব্যারিমোরের কাছে তা হয়তো ছিলো দারুণ একটা স্বস্তিরই ব্যাপার, কিন্তু তার স্ত্রীর তার এপ্রনে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো। সারা জগতের কাছে সেলডেন ছিলো রগচটা, হিংস্র মানুষ, আদ্ধেক বর্বর আদ্ধেক শয়তান ; কিন্তু দিদির কাছে সে চিরকালই ছিলো তার কিশোরী বেলার ছোট্ট জেদি খামখেয়ালি ভাইটি, যে তার হাত চেপে ধ'রে থাকতো : যার জন্যে কোনো মেয়েই চোখের জল ফ্যালে না তার মতো অলুক্ষুণে দুর্ভাগা আর কে আছে?

'সকালবেলাতেই ওয়াটসন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পর সারাটা দিন আমি কেমন মন খারাপ ক'রে ব'সে ছিলুম,' ব্যারনেট বললেন। 'তবে আমাকে একটু তারিফও করতে হবে, কারণ আমি আমার কথা রেখেছি। যদি একা বাড়ি থেকে বেরুবো না ব'লে কথা না-দিতুম, তাহ'লে আমি হয়তো সন্ধেটা বেশ ফুর্তি ক'রেই কাটাতে পারতুম, কারণ স্টেপলটন আমাকে তাঁদের ডেরায় নেমন্তন্ন ক'রে ছিলেন।'

'আপনার সন্ধেটা যে জমজমাট আমোদেই কাটতো তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই,' হোমস একটু বিরস গলাতেই বললে। 'ধরুন না কেন—আপনি ঘাড় ভেঙে ম'রে প'ড়ে আছেন ভেবে আমরা আপনার জন্যে বিলাপ করছিলাম শুনলে আপনি হয়তো পছন্দ করবেন না।'

সার হেনরির চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে গেলো। 'তার মানে?'

'এই হতভাগা আপনার পোশাক প'রে ছিলো। আমার ভয় হয়, আপনার খাশ ভৃত্যটি তাকে ওই পোশাক দিয়েছিলো ব'লে পুলিশের কাছে বিস্তর ঝামেলা পোহাবে।'

'তা মনে হয় না। আমি যদ্দুর জানি, সেগুলোর কোনোটাতেই কোনো বিশেষ

মার্কামারা ছিলো না।'

'সেটা তার সৌভাগ্য বলতে হবে—সত্যি-বলতে, আপনাদের সকলের পক্ষেই সেটা সৌভাগ্য, কারণ এই ব্যাপারটায় আপনারা সবাই আইনের উলটো পথে চলেছেন। আমি জানি না একজন বিবেকবান গোয়েন্দা হিশেবে এই পুরো গেরস্থালিটাকেই গ্রেফতার করা আমার সর্বপ্রথম কর্তব্য কি না। ওয়াটসনের প্রতিবেদনগুলো সবই দারুণ আপত্তিকর দলিল—আপনাদের সবাইকেই ফাঁসিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।'

'কিন্তু আসল মামলাটার কী হ'লো?' ব্যারনেট শুধোলেন। 'এই জটজটিলতার মধ্য থেকে কোনো অর্থ বার করতে পেরেছেন আপনি? এখানে এসে পৌঁছুবার পর সব দেখেশুনে আমি আর ওয়াটসন মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পেরেছি ব'লে তো মনে হয় না।'

'আমার মনে হয় শিগগিরই আমি পরিস্থিতিটাকে যথেষ্ট স্পষ্ট আর হালকা ক'রে তুলতে পারবো। বিষম জটিল আর বড্ড কঠিন এই প্রহেলিকাটা। এখনও কতগুলো জায়গা আছে যেখানে ঠিকঠাক আলো পড়েনি—তবে আলো পড়তে শুরু করেছে, যা হবার শিগগিরই হবে।'

'আমাদের একটা বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, ওয়াটসন নিশ্চয়ই তার কথা আপনাকে জানিয়েছেন। বাদায় আমরা হাউণ্ডের ডাক শুনতে পেয়েছিলুম, তাই গোটা ব্যাপারটাকেই বাজে কুসংস্কার ব'লে উড়িয়ে দেয়া যায় ব'লে আমার মনে হয় না। আমি যখন পশ্চিমে ছিলুম তখন সারমেয় জাতি সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা হয়েছিলো, কোনো কুকুরের গরগর ডাক শুনলে আমি বুঝতে পারি। আপনি যদি তার মুখটায় কোনো জালতি পরিয়ে তাকে শেকলে বেঁধে ফেলতে পারেন, তবে আমি শপথ ক'রেই বলবো যে আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা।'

'আপনি যদি আমায় একটু সাহায্য করেন তবে তার মুখে মুখঠুশি পরিয়ে তাকে শেকলে বেঁধে ফেলতে পারবো নিশ্চয়ই।'

'আপনি আমাকে যা বলবেন আমি তা-ই করবো।'

'চমৎকার, আর আমি আমার কথা আপনাকে অন্ধের মতো মেনে চলতে বলবো, সবসময় পেছনের কারণ-টারণ জিগেস করতে পারবেন না।'

'আপনার যেমন অভিরুচি।'

'আপনি যদি তা করেন, তবে আমার মনে হয় আমাদের এই ছোটো সমস্যাটার সমাধান হ'য়ে যাবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে—'

হোমস হঠাৎ দুম ক'রে থেমে গেলো, আমার মাথার ওপর দিয়ে চ'লে গেছে তার দৃষ্টি, শূন্যে, হাওয়ায়। তার মুখের ওপর বাতির আলো এসে পড়েছে, আর তার মুখটাকে এমন একাগ্র আর নিষ্কম্প দেখাচ্ছে যে দেখে মনে হ'তে পারতো এ-বুঝি চমৎকার-খোদাই-করা ধ্রুপদী কোনো পাথরমূর্তি, সজাগ প্রত্যাশারই কোনো চমকপ্রদ মূর্ত রূপ।

'কী ব্যাপার?' আমরা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম।

যেন অনেক চেষ্টা ক'বে মনের ভেতরকার কোনো তীব্র আবেগকে সামলাচ্ছে, এমনভাবেই সে মুখ নামিয়ে তাকালে। তার মুখচোখ সবই এখনও শান্ত, সমাহিত, কিন্তু তার চোখ দুটো কৌতুকে আর উল্লাসে জ্বলজ্বল ক'রে উঠেছে।

'শিল্পরসিকের মুগ্ধতাকে ক্ষমা করবেন,' উলটো দিকের দেয়ালে সারি-সারি যে তেলরঙে আঁকা পোর্ট্রেট ছিলো, তার দিকে তাকিয়ে সে হাত নাড়লে। 'ওয়াটসন মোটেই স্বীকার করবে না যে আমি শিল্পকলার কিছু জানি, কিন্তু সে নিতান্তই তার অসূয়া, কারণ শিল্পকলা সম্বন্ধে আমাদের দুজনের দেখার ভঙ্গি আলাদা। এই-যে, এখানে সত্যি চমৎকার সব পোর্ট্রেটের সার রয়েছে।'

'আপনার কথা শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি,' একটু অবাক হ'য়েই আমার বন্ধুটির দিকে তাকিয়ে সার হেনরি বললেন। 'আমি অবশ্য কখনও এমন ভান করি না যে আমি ছবি-টবির খুব-একটা সমঝদার, কোনো ছবির বদলে আমি বরং কোনো ঘোড়া বা গোরু-মোষেরই জাত বিচার করতে পারি। আমি জানতুমই না যে চিত্রকলার জন্যে আপনি খুব-একটা সময় পান।'

'দেখলেই আমি বলতে পারি কোনটা ভালো, আর এখন একটা দারুণ ছবি দেখছি সামনে। ওই-যে নীল রেশমে ঢাকা মহিলাটি, আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, ওটা একটা কেণ্ডলার আর ওই পরচুলা মাথায় গাট্টাগোট্টা ভদ্রলোকটি নিশ্চয়ই একটা রেনল্ডস। ধ'রে নিচ্ছি এ-সবই পরিবারের মানুষজনদের ছবি?'

'প্রতিটিই।'

'আপনি নামগুলো জানেন?'

'ব্যারিমোর এ-বিষয়ে আমায় শিখিয়ে-পড়িয়ে দিচ্ছিলো, আমার তো মনে হয় আমি মোটামুটি ভালোই শিখে নিয়েছি।'

'টেলিস্কোপওলা ওই ভদ্রলোক কে?'

'উনি রিয়ার-অ্যাডমিরাল বাস্কারভিল, পশ্চিম ইণ্ডিসে রডনির অধীনে কাজ করেছিলেন। ওই যাঁর গায়ে নীল কুর্তা আর হাতে গোল ক'রে ভাঁজ-করা কাগজের তাড়া, উনি সার উইলিয়াম বাস্কারভিল, পিট-এর আমলে হাউস অভ কমন্স-এ উনি সমিতিগুলোর সভাপতি ছিলেন।'

'আর আমার উলটোদিকের ওই ঘোড়সোয়ারটি—ওই যাঁর গায়ে কালো মখমল আর ঝালর?'

'ওঃ, তাঁর সম্বন্ধে সবকিছু জানবার আপনার দাবি আছে। ইনিই সব সর্বনাশের গোড়া, পাজির পাঝাড়া হিউগো, তিনিই বাস্কারভিলদের হাউণ্ড লেলিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা যে তাঁকে কখনও ভুলে যাবো এমন-কোনো সম্ভাবনা নেই।'

আমি বেশ কৌতূহলী হ'য়েই ছবিটার দিকে তাকালাম আর একটু চমকেও উঠলাম।

'কী কাণ্ড।' হোমস ব'লে উঠলো, 'দেখে তো মনে হয় শান্তশিষ্ট মধুর স্বভাবের মানুষ। তবে এ-কথা আমি সাহস ক'রে বলবো যে চোখ দুটোর মধ্যে যেন খোদ শয়তান

লুকিয়ে আছে। আমি মনে-মনে তাঁর যে ছবি এঁকেছিলাম, সেটা ছিলো কোনো দশাসই উগ্রচণ্ড মানুষের।'

'ছবিটা যে তাঁরই, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ ক্যানভাসের পেছনে নাম আর ১৬৪৭ সাল লেখা আছে।'

হোমস আর-কিছুই প্রায় বললে না ; এই ধেড়ে হুল্লোড়বাজের ছবিটা তাকে যেন চুম্বকের মতো আটকে রেখেছে ; খাবার সময় সারাক্ষণই সে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো। যতক্ষণ-না সার হেনরি শেষটায় তাঁর নিজের ঘরে চ'লে গেলেন, ততক্ষণ অব্দি আমি তার ভাবনাটা কোন দিকে যাচ্ছে তার কোনো খেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হোমস আমায় ভোজনঘরে ফের ফিরিয়ে নিলে, তার শোবার ঘরের মোমবাতি তার হাতে, আর সেটা সে ওই সময়ের দাগে-ধরা দেয়ালের ছবিটার তুলে ধরলো।

'কিছু কি দেখতে পাচ্ছো তুমি ওখানে?'

আমি সেই চওড়া পালকের টুপি, কোঁকড়ানো সুসজ্জিত চুলের গুচ্ছ, শাদা ঝালর দেয়া কলার আর তাদের মাঝখানে বসানো সোজা কঠোর মুখখানির দিকে তাকালাম। মুখটা আদপেই পাশবিক নয়, বরং পরিপাটি, কঠোর, কঠিন একখানি মুখ, ঠোঁট দুটো পাৎলা দৃঢ়বদ্ধ, আর চোখে ঠাণ্ডা অসহিষ্ণু দৃষ্টি।

'তোমার চেনা কারু মুখের মতো দেখতে লাগছে?'

'চোয়ালের কাছটা যেন সার হেনরির মতো।'

'হুঁ, হয়তো একটু আভাসের মতো। কিন্তু একটু দাঁড়াও!'

হোমস একটা চেয়ারের ওপর উঠে, বাঁ হাতে আলোটা বাগিয়ে ধ'রে, ডান হাতটা বাঁকিয়ে চওড়া টুপি আর চূর্ণ কুন্তলের ওপর রাখলে।

আমি তাজ্জব হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কী আশ্চর্য!'

ক্যানভাসের মধ্য থেকে স্টেপলটনের মুখটা যেন লাফিয়ে বেরিয়ে এলো।

'হাঁ, এবার তাহ'লে দেখতে পাচ্ছো। আমার চোখ মুখটাকে দ্যাখে, তার বাইরের সাজসজ্জা নয়। কোনো অপরাধতাত্ত্বিকের প্রথম কাজটাই হ'লো ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে আসলকে দেখতে শেখা।'

'কিন্তু এ তো অবাক কাণ্ড। এটা তো তারই ছবি হ'তে পারতো।'

'হ্যাঁ, পেছনের দিকে ফিরে যাবার এ একটা আশ্চর্য দৃষ্টান্ত—শারীরিক ও মানসিক দু-দিক থেকেই কেউ-কেউ বংশের পূর্বজদের বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়। পারিবারিক ছবিগুলো ভালো ক'রে কেউ যদি দ্যাখে তবে সে সহজেই পুনর্জন্মে বিশ্বাস ক'রে বসতে পারে। লোকটা যে একজন বাস্কারভিল—সেটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।'

'উত্তরাধিকার হিশেবে সম্পত্তি দাবি করবার মতলব নিয়ে এসেছে।'

'ঠিক তা-ই। দৈবাৎ এই ছবিটা দেখেই আমরা সবচেয়ে স্পষ্ট হারানো সূত্রটা পেয়ে গেছি। আমরা তাকে কব্জা ক'রে ফেলেছি, ওয়াটসন, এবার আমরা তাকে আমাদের কবলে পেয়েছি। এখন আমি সাহস ক'রে ব'লে দিতে পারি কাল রাত্তিরের আগেই সে

আমাদের জালে ধরা প'ড়ে অসহায়ভাবে ছটফট করবে—ঠিক তার নিজের পাকড়ানো কোনো প্রজাপতির মতো। একটা পিন, একটা কর্ক, আর একখানা কার্ড—ব্বাস, তাহ'লেই আমরা তাকে আমাদের বেকার স্ট্রিটের সংগ্রহের মধ্যে জুড়ে দিতে পারবো।'

ছবিটার কাছ থেকে স'রে যেতে-যেতে সে তার একটা দুর্লভ অট্টহাসিতে সে ফেটে পড়লো। আমি তাকে খুব-একটা হাসতে দেখিনি, কিন্তু সে যখন ক্বচিৎ-কখনও হেসে ওঠে তখন বোঝা যায় কারু নিশ্চয়ই বারোটা বেজে গিয়েছে।

আমি খুব সকাল-সকালই ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলাম, কিন্তু হোমস নিশ্চয়ই আরো আগেই উঠে প'ড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো, কারণ পোশাক পরতে-পরতে আমি দেখতে পেলাম সে খোয়াবেছানো রাস্তাটা দিয়ে ফিরে আসছে।

'হ্যাঁ, আজ সারাটা দিনই বাজে কাটবে,' কাজের আনন্দে হাত দুটো কচলাতে-কচলাতে সে মন্তব্য করলে, 'সব ঠিকঠাক জায়গায় জাল বেছানো হ'য়ে গিয়েছে, এবার শুধু জাল টেনে তোলবারই ওয়াস্তা। দিনটা শেষ হবার আগেই আমরা জানতে পারবো আমরা আমাদের ওই পাৎলা চোয়ালওলা রাঘব বোয়ালটিকে পাকড়াতে পারলাম কি না, নাকি সে জাল ছিঁড়ে পালিয়ে গেছে!'

'তুমি কি এরই মধ্যে বাদায় গিয়েছিলে নাকি?'

'আমি গ্রিম্পেন থেকে প্রিন্সটাউনে সেলডেনের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছি। আমি তোমাদের কথা দিতে পারি এই ঝামেলাটা নিয়ে আর কেউ এসে তোমাদের বিপাকে ফেলবে না। এবং আমি আমার বশম্বদ কার্টরাইটের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি, না-হ'লে বেচারা আমার কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে মন খারাপ ক'রে ব'সে থাকতো, পোষা কুকুর যেমন তার প্রভুর কবরের কাছে গিয়ে মুখ গুঁজে কেঁউ-কেঁউ করে।'

'এর পরের চালটা কী?'

'সার হেনরির সঙ্গে দেখা করা। আঃ, এই-যে, তিনি এসে পড়েছেন!'

'সুপ্রভাত, হোমস,' ব্যারনেট বললেন। 'আপনাকে ঠিক একজন জেনারেলের মতো দেখাচ্ছে—সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষের সঙ্গে ব'সে-ব'সে যেন যুদ্ধের ফন্দি আঁটছেন!'

'পরিস্থিতিটা ঠিক তা-ই। ওয়াটসন জানতে চাচ্ছিলো হুকুম কী।'

'এবং সেটা আমিও জানতে চাচ্ছি।'

'চমৎকার। যদ্দুর জানি, আজ রাত্তিরে তো আপনার স্টেপ্‌লটনদের ওখানে নৈশভোজে যাবার কথা।'

'আশা করি আপনারাও সঙ্গে আসবেন। ওঁরা ভারি অতিথি বৎসল, আপনাদের দেখতে পেয়ে ওঁরা খুবই খুশি হবেন।'

'আমাকে আর ওয়াটসনকে লণ্ডন চ'লে যেতে হবে।'

'লণ্ডন?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় আমরা ওখানেই অনেক বেশি কাজে আসবো।'

ব্যারনেটের মুখটা লম্বা হ'য়ে গেলো। 'আমি আশা করেছিলুম আপনারা এই দুঃসময়টা কাটিয়ে ওঠবার সময় আমার পাশে থাকবেন। একলা মানুষের পক্ষে হল কিংবা বাদা কোনোটাই খুব-একটা মনোরম জায়গা নয়।'

'শুনুন, শুনুন, আমার ওপর আপনাকে অটল বিশ্বাস রাখতে হবে, আর আমি যা বলবো অক্ষরে-অক্ষরে শুধু তা-ই করতে হবে। আপনি আপনার বন্ধুদের বলতে পারেন যে আপনার সঙ্গে যেতে পারলে আমরা খুবই খুশি হতাম, কিন্তু সেই জরুরি মামলাটায় ফেঁসে গিয়ে আমাদের শহরে চ'লে যেতে হচ্ছে। শিগ্গিরই আবার ডেভনশিয়রে ফিরতে পারবো ব'লে আশা করছি। ওঁদের কাছে এই খবরটা দেবার কথা আপনার মনে থাকবে তো?'

'দিতেই যদি বলেন, তবে দেবো।'

'আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, এর আর কোনো বিকল্পই নেই।'

ব্যারনেটের ভুরু দুটো এমনভাবে কুঁচকে গিয়েছিলো, যে আমি বুঝতে পারলাম আমরা বুঝি তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি ভেবে তিনি খুবই আহত বোধ করছেন।

ঠাণ্ডা গলায় তিনি শুধোলেন, 'কখন আপনারা যেতে চান?'

'ছোটোহাজরি সেরেই। আমরা গাড়িতে ক'রে কুম্ব ট্রেসিতে যাবো, তবে ওয়াটসন তার লটবহর সব এখানেই রেখে যাবে, সে যে এখানে আবার ফিরে আসবে এ তারই জামানত। ওয়াটসন, তুমি স্টেপলটনকে একটা চিরকুট পাঠিয়ে জানিয়ে দাও যে তুমি যেতে পারছো না ব'লে বিশেষ দুঃখিত।'

'আপনাদের সঙ্গে-সঙ্গে আমারও লণ্ডন চ'লে যেতে দারুণ ইচ্ছে হচ্ছে,' ব্যারনেট বললেন। 'আমি কেন একা-একা এখানে প'ড়ে থাকবো?'

'কারণ এটাই আপনার কর্তব্যস্থল। কারণ আপনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে আমি যা-ই বলবো আপনি তা-ই করবেন, আর আমি আপনাকে এখানে থাকতে বলছি।'

'ঠিক আছে, তবে। আমি এখানেই থাকবো।'

'আরেকটা কথা! আমি চাই যে আপনি মেরিপিট ভবনে ঘোড়ার গাড়ি ক'রেই যাবেন, তবে সেখানে পৌঁছে গাড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন, তাঁদের জানতে দেবেন যে আপনি হেঁটেই হলে ফিরবেন ব'লে ঠিক করেছেন।'

'ওই বাদার ওপর দিয়ে হেঁটে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনি তো বারে-বারে আমাকে এ নিয়েই সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন— কিছুতেই যেন একা-একা জলাভূমির ওপর দিয়ে যাতায়াত না-করি।'

'এবারে আপনি অনায়াসে এবং নিরাপদেই তা করতে পারবেন। আপনার মনের জোর আর সাহসে আমার যদি এতটা আস্থা না-থাকতো তবে আমি এই পরামর্শ দিতাম না, কিন্তু আপনি যে হেঁটে ফিরে আসবেন, এ-কাজটা এখন জরুরি হ'য়ে উঠেছে।'

'তাহ'লে আমি তা-ই করবো।'

'আর আপনি যদি আপনার জীবনকে দাম দেন, তবে খেয়াল রাখবেন, মেরিপিট হাউস থেকে সরাসরি যে-রাস্তাটা গ্রিম্পেন রোডে গিয়ে পড়েছে, সেটা ছাড়া আর-কোনো দিকেই আপনি যাবেন না, আপনার বাড়ি ফিরে আসার সেটাই সোজা রাস্তা।'

'আপনি যা-যা বললেন, আমি ঠিক তা-ই করবো।'

'চমৎকার। যত চটপট পারি ছোটোহাজবি সেরেই আমি বেরিয়ে পড়তে চাই, যাতে বিকেলের মধ্যেই লণ্ডন পৌঁছে যেতে পারি।'

আমি তো এই কর্মসূচি শুনে একেবারে থ, যদিও আমার মনে ছিলো যে হোমস রাত্তিরেই স্টেপলটনকে বলেছিলো যে পরদিনই তার অবস্থান খতম হ'য়ে যাবে, তবু এটা কখনও আমার মাথায় খেলেনি যে সে আমাকেও সঙ্গে ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে, আর এটাও আমি বুঝতে পারছিলাম না যে যখন সে নিজেই ঘোষণা করেছে যে সংকট একেবারে ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে তখন আমরা দুজনেই এখানে গরহাজির থাকবো কেন। তবে বিনাবাক্যব্যয়ে তার নির্দেশ মান্য করা ছাড়া উপায়ই বা আর কী আছে ; কাজেই আমরা আমাদের বিমর্ষ বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ; আর ঘণ্টা দুই বাদে কুম্ব ট্রেসি স্টেশনে হাজির হ'য়ে ঘোড়ার গাড়িটাকে আমরা ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম। একটি ছোট্ট ছেলে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলো।

'কোনো হুকুম আছে, হুজুর?'

'তুমি এই ট্রেনে ক'রেই লণ্ডন চ'লে যাবে, কার্টরাইট। পৌঁছুবামাত্র তুমি সার হেনরি বাস্কারভিলকে, আমার নাম ক'রে, তার ক'রে জানাবে যে আমি আমার যে পকেটবুকটা ভুল ক'রে ফেলে এসেছি, সেটা যদি তিনি খুঁজে পান তো তক্ষুনি যেন রেজিস্টারিডাকে বেকার স্ট্রিটের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন।'

'জি, হ্যাঁ।'

'আর স্টেশনের আপিশে গিয়ে জিগেস ক'রে এসো আমার নামে কোনো বার্তা আছে কি না।'

ছেলেটি একটি টেলিগ্রাম হাতে ক'রে ফিরে এলো, হোমস সেটা আমার হাতে তুলে দিলে। তাতে লেখা :

'তার পেয়েছি। অস্বাক্ষরিত গ্রেফতারি পরোয়ানা সমেত গিয়ে হাজির হবো। পৌঁছুবো পাঁচটা চল্লিশে।—লেস্ট্রেড।'

'এটা আমার সকালের তারেরই উত্তর। আমি মনে করি, ইনিই সরকারি গোয়েন্দাদের মধ্যে সকলের সেরা, আমাদের হয়তো তাঁর সাহায্যের দরকার হবে। এবারে, ওয়াটসন, আমার মনে হয় তোমার পরিচিতা মিসেস লরা লায়ন্সের কাছে গেলেই আমাদের সময়ের সদ্ব্যবহার হবে।'

এতক্ষণে তার ফন্দিফিকিরগুলি একটু-একটু ক'রে বোঝা যেতে শুরু করেছে। স্টেপলটনদের সে ব্যারনেটের মারফৎই বিশ্বাস করাবে যে আমরা সত্যি-সত্যিই এখান থেকে চ'লে গিয়েছি, যখন প্রকৃত উদ্দেশ্য হ'লো, যখন আমাদের দরকার হবে, তখন

আমরা কিন্তু আশপাশেই থাকবো। লণ্ডন থেকে পাঠানো সেই টেলিগ্রামটার কথা যদি সার হেনরি স্টেপলটনদের কাছে উল্লেখ করেন, তাহ'লেই তাদের মন থেকে সন্দেহের শেষ ছায়াটুকুও দূর হ'য়ে যাবে। আমি এরই মধ্যে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম কী ক'রে ওই সরু-চোয়াল রাঘব বোয়ালটির চারপাশে আমাদের জাল গুটিয়ে আসছে।

মিসেস লরা লায়ন্স তাঁর দফতরেই ব'সে ছিলেন, আর শার্লক হোমস এমন সোজাসুজি কোনো রাখঢাক না-রেখেই তার কথা শুরু করলে যে তিনি বেশ আশ্চর্যই হ'য়ে গেলেন।

'প্রয়াত সার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু কী পরিস্থিতিতে হয়েছিলো আমি তারই তদন্ত করতে এসেছি,' কোনো ভণিতা না-ক'রেই সে বললে, 'আমার এই বন্ধু, ডাক্তার ওয়াটসন, আমায় আগেই জানিয়েছেন আপনি তাঁকে কী বলেছেন, আর কীই বা তাঁর কাছে আপনি চেপে গিয়েছেন।'

তিনি প্রায় রণংদেহি ভঙ্গিতেই বললেন, 'কী আবার চেপে গিয়েছি?

'আপনি কবুল করেছেন যে আপনি সার চার্লসকে রাত দশটার সময় ফটকের কাছে আসতে অনুরোধ করেছিলেন। আমরা জানি যে তাঁর মৃত্যুর স্থান ও কাল হচ্ছে তা-ই। আপনি শুধু চেপে গিয়েছেন এ-দুয়ের মধ্যে সংযোগটা কী!'

'এ-দুয়ের মধ্যে কোনো সংযোগই নেই।'

'সেক্ষেত্রে এই কাকতালটাকে অসাধারণই বলতে হবে। তবে আমার মনে হয় আমরা শেষ অব্দি এ-দুয়ের মধ্যে কী সংযোগ আছে, সেটা দাঁড় করাতে পারবো। আমি আপনার সঙ্গে কোনো রাখঢাক না-রেখেই খোলাখুলি কথা বলছি, মিসেস লায়ন্স। আমরা এটাকে খুনের মামলা ব'লেই মনে করি, আর এ-সম্বন্ধে যাবতীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ শুধু আপনার বন্ধু মিস্টার স্টেপলটনকেই নয়, তাঁর স্ত্রীকেও জড়াতে পারে।'

মহিলাটি চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন : '*তাঁর স্ত্রী?!*

'এ-তথ্যটি এখন আর গোপন নেই যে যে-মহিলাটি তাঁর বোন হিশেবে পরিচয় দিতেন, তিনিই আসলে তাঁর স্ত্রী।'

মিসেস লয়েন্স ততক্ষণে ধপ ক'রে তাঁর চেয়ারে ব'সে পড়েছেন। তাঁর হাত দুটো চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরেছে, আর আমি দেখতে পেলাম তাঁর গোলাপি নখগুলো মুঠোর এই চাপে একেবারে শাদা হ'য়ে গিয়েছে।

'তাঁর স্ত্রী!' আবারও বললেন তিনি। 'তাঁর স্ত্রী। কিন্তু তিনি তো বিয়ে করেন-নি।'

শার্লক হোমস শুধু তার কাঁধ দুটো ঝাঁকালে।

'প্রমাণ করুন। আমার কাছে প্রমাণ ক'রে দেখান। আর আপনি যদি তা করতে পারেন—!' তাঁর চোখের আগুন কথার চাইতেও অনেক বেশি মুখর হ'য়ে উঠলো।

'আমি তার জন্যে তৈরি হ'য়ে এসেছি,' তার পকেট থেকে এক গোছা কাগজ বার ক'রে হোমস বললে। 'চার বছর আগে ইয়র্কে এই যুগলের যে ছবি তোলা হয়েছিলো

এটা সেটা। এর গায়ে লেখা আছে "মিস্টার ও মিসেস বান্দেলোয়র, কিন্তু এর মধ্যে তাঁকে চিনতে—এবং মহিলাটিকেও চিনতে আপনার কোনো অসুবিধে হবে না, অবশ্য যদি আপনি আগে মহিলাটিকে চাক্ষুষ দেখে থাকেন ; এই দেখুন তিন-তিনটে লিখিত বিবরণ, বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীদের লেখা, যাঁরা সে-সময় সেন্ট অলিভার স্কুলে ছিলেন, এবং মিস্টার ও মিসেস বান্দেলোয়রকে চিনতেন। প'ড়ে দেখুন, তারপর বলুন এঁদের পরিচয় সম্বন্ধে আপনার তখনও কোনো সন্দেহ থাকে কি না।'

তিনি সেগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর যখন চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন তখন তাঁর মুখটাকে কোনো মরিয়া স্ত্রীলোকের কঠিন মুখের মতোই দেখালো।

বললেন, 'মিস্টার হোমস, এই লোকটা আমাকে এই শর্তে বিয়ে করতে চেয়েছিলো যে আগে আমাকে আমার স্বামীর সঙ্গে বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। এই নরাধম আমার কাছে কত-যে ডাহা মিথ্যে কথা বলেছে, যতরকম মিছে কথা বলা যায়, সব। কক্‌খনও সে আমাকে একটাও সত্যি কথা বলেনি। আর কেন—কেন? আমি ভেবেছিলাম সবই বুঝি আমার জন্যে, আমার খাতিরে। কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আমি সবসময়ই তার হাতের একটা খেলনা বৈ আর-কিছু ছিলাম না। সে যদি আমার সঙ্গে বেইমানি ক'রে থাকে তবে আমিই বা কেন তার কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙবো না? তার বদমায়েশি কৃতকর্মের পবিণামের হাত থেকে আমিই বা তাকে কেন বাঁচাবো? আপনার যা ইচ্ছে করে আমায় জিগেস করতে পারেন, আমি আর একটা কথাও চেপে রাখবো না। একটা কথা আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, যখন আমি ওই চিঠিটা লিখেছিলাম আমি স্বপ্নেও ভাবিনি যে তাতে ওই বুড়ো ভদ্রলোকের কোনো বিপদ হ'তে পারে, তিনিই তো আমার সবচেয়ে সদাশয় বন্ধু ছিলেন।'

'মাদাম, আমি আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি,' শার্লক হোমস বললে। 'এ-সব ঘটনার কথা খুলে বলতে গিয়ে আপনার নিশ্চয়ই খুবই কষ্ট হচ্ছে। হয়তো সত্যি-সত্যি কী ঘটেছিলো আমি যদি তা খুলে বলি আপনার পক্ষে তা সহ্য করা সহজ হবে। আপনি শুধু আমায় বলবেন, আমি কোনো মৌলিক ভুল করছি কি না। চিঠিটা পাঠাবার পরামর্শ তো স্টেপলটনই দিয়েছিলেন?'

'কী লিখতে হবে, সেটাও তিনি ব'লে দিয়েছিলেন।'

'বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা মোকদ্দমা চালাবার সব খরচপত্র সামলাবার জন্যে আপনার যে টাকা লাগবে, সেটা আপনি সার চার্লসের কাছ থেকেই পেয়ে যাবেন—তিনি এই ওজুহাতই দিয়েছিলেন তো?'

'ঠিক তা-ই।'

'তারপর চিঠিটা পাঠিয়ে দেবার পর তিনিই আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করা থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন তো?'

'তিনি বলেছিলেন, এ-রকম কোনো কাজের জন্যে আর-কেউ যদি টাকা দেয় তো

তাঁর আত্মসম্মানে ঘা লাগবে। তিনি নিজে গরিব মানুষ হ'লে কী হবে আমাদের দুজনের মিলনের সমস্ত বাধা দূর করবার জন্যে নিজের শেষ কপর্দকটুকুও তিনি ব্যয় করবেন।'

'তাঁর চরিত্রের মধ্যে দেখছি বেশ-একটা পূর্বাপর সংগতি আছে। আর তারপর খবরকাগজে তাঁর মৃত্যুর প্রতিবেদন পড়বার আগে আর-কিছুই আপনি শুনতে পাননি নিশ্চয়ই?'

'না।'

'আর তিনি আপনাকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে সার চার্লসের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা আপনি কিছুতেই ফাঁস করবেন না?'

'হ্যাঁ, তা-ই করেছিলেন। বলেছিলেন যে মৃত্যুটা ভারি রহস্যময়, আর তথ্যগুলো যদি বেরিয়ে পড়ে তবে সব্বাই নির্ঘাৎ আমাকেই সন্দেহ করবে। আমাকে বিষম ভয় দেখিয়ে তিনি চুপ করিয়ে রেখেছিলেন।'

'ঠিক। তবে আপনার নিজের বেশ সন্দেহ হয়েছিলো?'

খানিকটা ইতস্তত ক'রে তিনি মুখ নিচু করলেন। বললেন, 'আমি তাঁকে জানি। তবে তিনি যদি আমার বিশ্বাস ভঙ্গ না-করতেন তবে আমিও কক্ষনো তাঁর কথা কাউকে বলতাম না।'

'সব দেখেশুনে মনে হয় আপনার একটা বিষম ফাঁড়া কেটে গেছে,' শার্লক হোমস বললে। 'আপনি তাঁকে নিজের মুঠোর মধ্যে পেয়ে গিয়েছিলেন, আর তিনি সেটা জানতেনও, অথচ এখনও আপনি বেঁচে আছেন। বেশ ক-মাস ধ'রেই একটা বিষম খাদের পাশ দিয়ে সরু এক চিলতে রাস্তা দিয়ে আপনি হাঁটছিলেন। আপনাকে আমরা এখন সুপ্রভাত জানাবো, মিসেস লায়ন্স, আর খুব-সম্ভব শিগ্গিরই আপনি আমাদের কাছ থেকে আবার খবর পাবেন।'

'আমাদের মামলাটা বেশ গুছিয়ে আনা গেছে,' লণ্ডন থেকে আসা এক্সপ্রেস ট্রেনটার জন্যে যখন অপেক্ষা করছি, হোমস আমায় বললে, 'একটার পর একটা মুশকিল আসান হ'য়ে যাচ্ছে। শিগ্গিরই আমি সবকিছু মিলিয়ে একটা সুসংলগ্ন কাহিনী তৈরি ক'রে ফেলতে পারবো : একালে এমন জটিল আর রগরগে কোনো অপরাধের ব্যাপার আর ঘটেনি। অপরাধতত্ত্বের ছাত্রদের হয়তো মনে থাকবে যে '৬৬ সালে লিটল রাশিয়ার গ্রোনডোতে এই ধরনের কিছু ঘটনা পর-পর ঘটেছিলো, আর তাছাড়া তো নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যাণ্ডারসনদের খুনের ব্যাপারটাও আছে; কিন্তু এই মামলাটার নিজস্ব এমন কতগুলো দিক আছে, যা সম্পূর্ণ এরই নিজস্ব। এমনকী এই দুর্দান্ত ফন্দিবাজ লোকটার বিরুদ্ধে আমরা স্পষ্ট কোনো মামলা সাজিয়ে উঠতে পারিনি। তবে আজ রাত্তিরে শুতে যাবার আগে ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না-হ'লে আমি ভারি অবাক হবো।'

গর্জন করতে-করতে লণ্ডন এক্সপ্রেস এসে স্টেশনে ঢুকে পড়লো। আর তার প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে এক বেঁটেখাটো শক্তসমর্থ বুলডগ মার্কা লোক লাফিয়ে নেমে

পড়লে। আমরা তিনজনেই পরস্পরের হাত ধ'রে ঝাঁকালাম, আর লেস্ট্রেড যেভাবে সসম্ভ্রমে আমার সঙ্গীর দিকে তাকালেন, তাতেই আমি তক্ষুনি টের পেয়ে গেলাম প্রথম যে-বার দুজনে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন, তারপরে তিনি আমার বন্ধুটির কাছ থেকে অনেককিছু শিখেছেন। এই কেজোবুদ্ধির মানুষটা তখন কীভাবে এই যুক্তিবিজ্ঞানীর তত্ত্বগুলো কী-রকম তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিতেন, সেটা আমার এখনও বেশ ভালোই মনে আছে।

'কোনো রাঘব বোয়াল নাকি?' লেস্ট্রেড জিগেস করলেন।

'অনেক বছর হ'লো এমন বৃহৎ-কেউ ঘাই মারেনি,' হোমস বললে। 'রওনা হবার আগে আমাদের হাতে দু-ঘণ্টা সময় আছে। সেই ফাঁকে রাত্তিরের খাওয়াটা সেরে নিলেই আমরা ভালো করবো, আর তারপর, লেস্ট্রেড, আপনার গলা থেকে আমরা লণ্ডনের কুয়াশা সরিয়ে দেবো—ডার্টমুরের বিশুদ্ধ নৈশবায়ু কিঞ্চিৎ সেবন করলেই সব ধোঁয়াশা কেটে যাবে। ককখনও সেখানে যাননি? ওঃ, তা বেশ, তাহ'লে আপনি প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতাটা কখনোই ভুলতে পারবেন না।'

১৪

বাস্কারভিলদের হাউণ্ড

শার্লক হোমসের স্বভাবের এই একটা দোষ—অবশ্য সত্যি যদি তাকে দোষ বলা যায় —যে একেবারে কাজ হাঁসিল করবার আগে অব্দি অন্য-কাউকে তার পুরো মতলবটা কিছুতেই ফাঁস করতো না। অংশত তার স্বভাবের এই দিকটা এসেছে তার ওস্তাদি দেখাবার ধাতটা থেকেই, তার চারপাশে যারাই থাকবে তাদের ওপর একটু-আধটু সর্দারি করতে আর তাদের তাক লাগিয়ে দিতে তার ভারি ভালো লাগতো। অংশত অবশ্য এটা এসেছে তার পেশাদারি হুঁশিয়ারি থেকেই, যেটা তাকে বলতো ককখনো যেন কোনো ঝুঁকি না-নেয়। ফলাফল, অবশ্য, তার সহযোগী বা সহকারীদের পক্ষে বেশ মুশকিলেরই হ'য়ে উঠতো। আমি নিজে তার ভুক্তভোগী, কিন্তু সেদিন যে ঘোড়ার গাড়ি ক'রে অন্ধকারের মধ্যে লম্বা পথটা পেরিয়ে যাচ্ছিলাম, তার চাইতে বেশি বোধহয় আর-কোনোদিনই ভুগিনি। আমাদের সামনে প'ড়ে আছে মস্ত একটা অগ্নিপরীক্ষা ; অবশেষে আমরা চরম একটা চেষ্টা করতে চলেছি, অথচ তবু হোমস কিছুটি বলেনি, আমি শুধু খানিকটা আঁচ করতে পারছিলাম তার কাজের ধরনটা কী-রকম হ'তে চলেছে। প্রত্যাশায় আমার স্নায়ুগুলো টগবগ করছিলো যখন শেষটায় আমাদের মুখে এসে পড়লো হিমেল হাওয়ার ঝাপটা আর সরু পথটার দু-পাশে পড়লো অন্ধকার ফাঁকা জমি, যা আমায় জানিয়ে দিলে যে আবার আমরা জলাভূমিতে এসে পৌঁছেছি। ঘোড়াগুলোর প্রত্যেকটি কদম আর চাকার প্রতিটি আবর্তন আমাদের ক্রমেই চূড়ান্ত অ্যাডভেঞ্চারটির কাছে নিয়ে আসছিলো।

ভাড়াগাড়ির গাড়োয়ান সঙ্গে আছে ব'লে আমাদের কথাবার্তা তেমন এগুতে পারেনি, ফলে আমরা নানা তুচ্ছ বিষয়েই আলোচনা করেছি, অথচ উত্তেজনায় আর উৎকণ্ঠায় আমাদের স্নায়ু টনটন ক'রে উঠেছিলো। সেই অস্বাভাবিক সংযমের পর, আমরা যখন শেষটায় ফ্র্যাংকল্যাণ্ডের বাড়ি পেরিয়ে এলাম আর বুঝতে পারলাম আমরা হলেরই কাছাকাছি এসে পড়ছি, অর্থাৎ একেবারেই রণক্ষেত্রে, তখন আমি অন্তত একটু স্বস্তি বোধ করলাম। আমবা কিন্তু দরজা অব্দি গাড়িতে ক'রে যাইনি, বীথিপথের মুখটায় এসে ফটকের কাছেই নেমে পড়েছি। গাড়োয়ানকে ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বলা হ'লো চটপট কুম্ব ট্রেসিতে ফিরে যেতে, আর আমরা মেরিপিট হাউসের দিকে হাঁটতে শুরু ক'রে দিলাম।

'আপনার কাছে অস্ত্র আছে তো, লেস্ট্রেড?'

ছোটোখাটো গোয়েন্দাপ্রবরটি একটু হেসেই ফেললেন। 'যতক্ষণ আমি পাৎলুন প'রে থাকি আমার একটা হিপ-পকেটও থাকে, আর যতক্ষণ আমার ওই হিপ-পকেট থাকে ততক্ষণ তাতে কিছু-একটা রাখি আমি।'

'বেশ! আমি আর আমার বন্ধুও জরুরি অবস্থার জন্যে তৈরি হ'য়ে আছি।'

'আপনি কিন্তু মামলাটা বিষয়ে মস্ত একটা কুলুপ এঁটে রেখেছেন, মিস্টার হোমস। খেলাটা এখন তাহ'লে কী?'

'একটা অপেক্ষার খেলা।'

'বাপ্‌স, জায়গাটা দেখে খুব তো হাসিখুশি ব'লে মনে হচ্ছে না,' গোয়েন্দাটি একটু শিউরেই উঠলেন। চারপাশে তাকিয়ে শুধু দেখা যায় পাহাড়ের বিমর্ষ ঢালগুলো আর গ্রিম্পেন মায়ারের ওপর বিশাল একটা কুয়াশার ঝিল। 'সামনে তো দেখতে পাচ্ছি একটা বাড়িতে আলো জ্বলছে।'

'ওটাই মেরিপিট হাউস, আমাদেব গন্তব্যের শেষ। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, এখন থেকে পা টিপে-টিপে হাঁটুন, আর ফিশফিশানির চাইতে জোবে কথা বলবেন না।'

আমরা অতিসাবধানে পথটা ধ'রে চলছিলাম, যেন বাড়িটার দিকেই যাচ্ছি, কিন্তু বাড়িটা থেকে যখন প্রায় দুশো গজ দূরে এসে পৌঁছেছি, তখন হোমস আমাদের থামিয়ে দিলে।

'এতেই হবে,' সে বললে।' ডান দিকের ওই পাথরগুলো চমৎকার একটা আড়ালের কাজ দেবে।'

'আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে?'

'হ্যাঁ, এখানেই আমরা সময়মতো ঝাঁপিয়ে পড়াব জন্যে ওৎ পেতে থাকবো। লেস্ট্রেড, এই নিচু ফোকরটায় ঢুকে পড়ুন। ওয়াটসন, তুমি তো বাড়িটার ভেতরে গিয়েছো, তা-ই না? তুমি কি কোন ঘর কোন দিকে সেটা বলতে পারবে? এদিকটায় ওই-যে জাফরিকাটা জানলাগুলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কী?'

'মনে তো হচ্ছে রসুই ঘরের জানলা।'

'আর তার ওধারে ওটা, যেটা আলোয় এত ঝলমল করছে?'

'এটা নিশ্চয়ই খাবারঘর।'

'খড়খড়িগুলো ওঠানো। তুমিই এই জায়গাটাব হালচাল সবচেয়ে ভালো জানো। শব্দ না-ক'রে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে দেখে এসো তারা কী করছে—কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, কিছুতেই তারা যেন জানতে না-পারে যে কেউ তাদের ওপর নজর রাখছে।'

আমি পা টিপে-টিপে পথটা দিয়ে এগুলাম, স্থগিতবৃদ্ধি আপেলবাগিচাকে যে নিচু দেয়ালটা ঘিরে আছে, তার আড়ালে নুয়ে প'ড়ে ছায়ার মধ্যে দিয়ে গুঁড়ি মেরে হেঁটে শেষটায় আমি এমন-একটা জায়গায় পৌঁছুলাম, যেখান থেকে আমি সরাসরি খড়খড়ি ওঠানো জানলাটার দিকে তাকাতে পারি।

ঘরের মধ্যে শুধু দুজন পুরুষই, সার হেনরি আর স্টেপলটন। গোল টেবিলটার দু-ধারে তাঁরা ব'সে আছেন। তাঁদের মুখের একটা পাশই শুধু আমার দিকে ফেরানো। দুজনেই চুরুট ফুঁকছেন, তাঁদের সামনে কফি আর সুরাপাত্র। স্টেপলটন বেশ উত্তেজিতভাবেই কী যেন বলছেন, কিন্তু ব্যাবনেটকে দেখাচ্ছে বিবর্ণ আর উম্মনা। হয়তো ওই নিরিবিলি জলাভূমি দিয়ে একা-একা হেঁটে ফিরতে হবে ভেবেই তাঁর মনটা এমন ভারি হ'য়ে আছে।

তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দেখি, স্টেপলটন উঠে দাঁড়িয়ে ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন, আর সার হেনবি তাঁর গেলাসটা আবার ভ'রে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে চুরুট ফুঁকতে লাগলেন। একটা দরজা খোলার আওয়াজ হ'লো খুট, আর অমনি শুনতে পেলাম খোয়ার ওপর কার যেন বুটের মুচমুচে শব্দ। আমি যে-দেয়ালটার আড়ালে গুঁড়ি মেরে আছি, পায়ের শব্দ দেয়ালের ঠিক উলটো দিক দিয়ে চলেছে। সন্তর্পণে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি বাগিচার এককোণায় একটা বাহির-বাড়ির দরজার কাছে এসে প্রাণিবিজ্ঞানী থেমেছেন। তালায় একটা চাবি ঘুরলো, আর যেই তিনি ভেতরে ঢুকলেন ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত ধস্তাধস্তিব মতো আওয়াজ ভেসে এলো। মাত্র মিনিটখানেক ছিলেন তিনি ভেতরে, তারপর শুনতে পেলাম আবারও একবার তালার মধ্যে চাবি ঘুবলো, তারপর তিনি আমার পাশ দিয়ে ফিরে গিয়ে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি দেখলাম তিনি ফের গিয়ে অতিথির কাছে বসলেন আর আমি সন্তর্পণে আমার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে এলাম, কী-কী দেখেছি, সব জানাতে।

'ওয়াটসন, তুমি বলছো যে মহিলাটি সেখানে নেই?' আমার বার্তা শেষ হ'তেই হোমস জিগেস করলে।

'না, নেই।'

'কোথায় থাকতে পারেন তিনি, তাহ'লে? রসুইঘর ছাড়া তো আর-কোনো ঘরেই কোনো আলো জ্বলছে না।'

'তিনি যে কোথায় আছেন তা আমি ভাবতেই পারছি না।'

আগেই বলেছি, বিশাল গ্রিম্পেন মায়ারের ওপর ঘন শাদা কুয়াশার একটা আস্তর বিছিয়ে আছে। সেই কুয়াশা এবার আস্তে-আস্তে আমাদেরই দিকে ভেসে আসছে; আমাদের ওপাশে এসে সেই কুয়াশা যেন দেয়ালের মতো উঠে গেলো, নিচু, কিন্তু ঘন, পুরু, আর স্পষ্ট। তার ওপর এসে পড়েছে চাঁদের আলো, তাকে দেখাচ্ছে একটা মস্ত তুহিন তুষার প্রান্তরের মতো, সুদূর টিলাগুলোর মাথা যেন বড়ো-বড়ো পাথরের মতো সেই প্রান্তরে ছড়ানো। হোমসেব মুখটা সেদিকেই ফেরানো ছিলো, এই শ্লথ মন্থর কুয়াশার চলন দেখে সে অধীরভাবে বিড়বিড় ক'রে উঠলো।

'এ যে আমাদের দিকেই আসছে, ওয়াটসন।'

'সে কি গুরুতর কিছু?'

'দারুণ গুরুতর, সত্যি—পৃথিবীতে শুধু এটাই আমার সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে পারে।

তাঁর নিশ্চয়ই আর বেশি দেরি হবে না। এর মধ্যেই দশটা বেজে গিয়েছে। এই কুয়াশা রাস্তায় এসে পৌঁছুবার আগেই তিনি যদি বেরিয়ে না-আসেন, তবে আমাদের সাফল্য আর তাঁর জীবন দুইই বেগতিকে প'ড়ে যাবে।'

এমনিতে আমাদের মাথার ওপর রাতটা পরিষ্কার, নির্মল। তারাগুলো মিটমিট করছে, হিম আর উজ্জ্বল, আর আধখানা চাঁদ পুরো দৃশ্যটাকেই যেন নরম স্নিগ্ধ আলোয় স্নান করিয়ে দিচ্ছে। আমাদের সামনে প'ড়ে আছে অন্ধকার বাড়িটার ইমারত, তার ঢেউ খেলানো ছাত আর খাড়া চিমনিগুলোর কঠিন বহিরঙ্গ রুপোয়মোড়া আকাশের পটে ফুটে উঠেছে। নিচের জানলাগুলো থেকে সোনালি আলোর কয়েকটা রেখা বাগিচা আর জলাভূমির দিকে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা জানলা বন্ধ হ'য়ে গেলো। দাসদাসীরা রসুইঘর থেকে চ'লে গেলো তবে। শুধু খাবারঘরের বাতিটাই জ্বলছে এখন, যেখানে ব'সে আছেন শুধু দুজন পুরুষ, তাদের একজন নিমন্ত্রণকর্তা খুনি, অন্যজন অজ্ঞ অসচেতন অতিথি, এখনও তাঁদের চুরুট ফুঁকতে-ফুঁকতে আলাপ ক'রে যাচ্ছেন।

মিনিটে-মিনিটে সেই শাদা পশমিনা কুয়াশার পর্দা ঢেকে ফেলছে জলাভূমির অর্ধেকটা, আর তারপর কেবলই বাড়িটার দিকে ভেসে আসছে। আলোকিত জানলাটার সোনালি চৌকোটার ওপর মিহি কুয়াশার আস্তর কুণ্ডলি পাকাতে শুরু করেছে। বাগিচার দূরের দেয়ালটা এর মধ্যেই দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে, আর গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই শাদা বাষ্পের ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। দেখতে-দেখতে আমাদের চোখের সামনে কুয়াশার মালা বাড়ির দু-পাশ থেকেই গড়িয়ে এলো, পাক খেতে-খেতে জমাট বেঁধে গেলো, আর তার মধ্যে ওপরতলা আর ছাত ভেসে রইলো, যেন কোনো ছায়ার সমুদ্রের মধ্যে অদ্ভুত কোনো জাহাজ। হোমস খেপে গিয়ে আমাদের সামনের পাথরটার ওপর একটা ঘুষি কষিয়ে দিলে, অধীরভাবে সে তখন তার পা ঠুকছে।

'উনি যদি আর মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরিয়ে না-আসেন গোটা পথটাই কুয়াশায় ঢেকে যাবে। আধঘণ্টা পরে আমরা এমনকী নিজেদের হাতগুলোকেও সামনে দেখতে পাবো না।'

'আমরা কি তবে একটু পেছিয়ে গিয়ে একটু উঁচু জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবো?'

'হ্যাঁ, বোধহয়, তা-ই ভালো হবে।'

কুয়াশার আস্তর যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, আমাদের নাগাল ধ'রে ফেলবার আগেই আমরা পেছিয়ে এলাম, বাড়িটা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে, অথচ তবু সেই ঘন শুভ্র সমুদ্র, তার ওপরের স্তরে জ্যোৎস্না রুপো রং লাগিয়ে দিয়েছে, মন্থর কিন্তু অপ্রতিরোধ্যভাবে এগিয়ে আসতে লাগলো কুয়াশা।

'আমরা বড্ড দূরে স'রে যাচ্ছি,' হোমস বললে। 'আমাদের কাছে এসে পৌঁছুবার আগেই তাঁকে পাকড়ে ফেলুক, সেই ঝুঁকিটা কিছুতেই নেয়ার সাহস নেই আমাদের। যে-কোনোভাবেই হোক, এখানেই আমাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।' সে হাঁটু গেড়ে ব'সে মাটিতে কান পাতলে। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনে হয় তাঁর আসার শব্দ পেলাম।'

দ্রুত কার পদক্ষেপ জলাভূমির স্তব্ধতা ভেঙে দিলে। পাথরের মধ্যে গুঁড়ি মেরে ব'সে, আমরা একাগ্র চোখে আমাদের সামনেকার রুপোয় মোড়া ঢালের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পায়ের শব্দ আরো জোর হ'য়ে এলো, আর কুয়াশার মধ্য দিয়ে, যেন কোনো পর্দারই ফাঁক দিয়ে, পা ফেলে বেরিয়ে এলেন তিনি, এতক্ষণ আমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলাম। স্বচ্ছ তারা-ঝিলমিল রাত্রির মধ্যে বেরিয়ে এসে তিনি অবাক চোখে চারপাশে তাকালেন। তারপর তিনি দ্রুত পায়ে পথটা ধ'রে এগিয়ে এলেন, আমরা যেখানে গুঁড়ি মেরে আছি তার বেশ কাছ দিয়েই চ'লে গেলেন, আর আমাদের পেছনকার লম্বা ঢালটায় গিয়ে উঠলেন, হাঁটতে-হাঁটতে অনবরত তিনি এপাশ-ওপাশ ক'রে কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন, যেন কোনো কারণে তাঁর মধ্যে ভারি-একটা অস্বস্তি জেগে উঠেছে।

'শ্‌শ্‌শ্‌!' হোমস চেঁচিয়ে উঠলো, আমি শুনতে পেলাম কোনো পিস্তলের ঘোড়া টানবাব ধারালো একটা খুট ক'রে আওয়াজ। 'সাবধান! সে কিন্তু আসছে।'

ওই কুয়াশার আস্তরের মধ্য থেকে একটা মিহি, মুচমুচে, একটানা কার ছুটে আসার আওয়াজ। আমরা যেখানে ওৎ পেতে আছি, তার পঞ্চাশ গজের মধ্যেই কুয়াশার মেঘ, আর আমরা যেন গনগনে চোখে তারই দিকে তাকিয়ে আছি, আমরা তিনজনেই, ঠিক জানি না এর মধ্য থেকে কোন বিভীষিকা ছুটে বেরিয়ে আসবে। আমি ছিলাম হোমসের ঠিক কনুইয়ের পাশে আর এক ঝলকের জন্যে আমি তার মুখটা তাকিয়ে দেখলাম। পাণ্ডুর মুখ, উল্লাসে ভরপুর, জ্যোৎস্নায় তার চোখ দুটো জুলজুল ক'রে উঠেছে। কিন্তু, আচমকাই, তারা সামনে তাকিয়ে রইলো, এক অকম্পিত স্থির দৃষ্টি, আর তার ঠোঁট দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে এলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই লেস্ট্রেড আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে রইলেন। আমি লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম, আমার অসাড় হাত আমার পিস্তলটা আঁকড়ে আছে, কুয়াশার ছায়ার মধ্য থেকে লাফ দিয়ে যে ভয়াবহ আকৃতিটা বেরিয়ে এসেছে তাকে দেখে আমার মন যেন পঙ্গু অবশ হ'য়ে গিয়েছে। একটা হাউণ্ড এটা, এক প্রকাণ্ড কয়লাকালো হাউণ্ড, কিন্তু এমন-কোনো হাউণ্ড নয় মর্তমানুষ আগে যাকে চোখে দেখেছে। তার হা-করা খোলা মুখটা থেকে বেরিয়ে আসছে আগুন, তার চোখ দুটো জ্বলছে তপ্ত গনগনে আর কম্পিত অগ্নিশিখার মধ্যে জ্ব'লে উঠেছে তার মুখঠুশি আর থাবার নখর আর গলকম্বল। কোনো বিশৃঙ্খল মগজের প্রলাপবিস্ফারিত স্বপ্নও এর চাইতে বন্য, ভয়াবহ, নারকীয় কিছুর কথা কল্পনাও করতে পারতো না—কুয়াশার দেয়ালের মধ্য থেকে আমাদের সামনে এসে আছড়ে পড়লো যে কালো কদাকার আর বন্যক্ষিপ্ত মুখ।

এই প্রকাণ্ড কৃষ্ণকায় প্রাণীটি লম্বা-লম্বা এককেটা লাফ দিয়ে পথ দিয়ে ছুটে আসছে, আমাদের বন্ধুটির পদক্ষেপের পেছন-পেছন। এই ছায়ামূর্তিটিকে দেখে আমরা এমনই স্তম্ভিত হ'য়ে পড়েছিলাম যে চেতনা ফিরে আসবার আগটায় আমরা তাকে আমাদের পাশ দিয়ে :যেতে দিয়েছি। তারপর হোমস আর আমি দুজনেই একসঙ্গে গুলি করলাম। আর ওই প্রাণীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো বীভৎস এক চীৎকার, চীৎকার নয়—গর্জন,

যাতে বোঝা গেলো অন্তত একজনের গুলি গিয়ে তার গায়ে লেগেছে। সে কিন্তু তাতে থামেনি, লাফিয়ে এগিয়েই গেছে। দূরের পথের ওপর আমরা দেখতে পেলাম সার হেনরি পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন, জ্যোৎস্নায় তাঁর মুখ দেখাচ্ছে ফ্যাকফেকে শাদা, বিভীষিকা দেখে তাঁর হাত দুটো ওপরে তোলা, অসহায়ভাবে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁর পেছনে ধেয়ে-আসা ভয়াবহ জীবটির দিকে।

কিন্তু হাউণ্ডের মুখ থেকে বেরিয়ে-আসা সেই যন্ত্রণাকাতর আর্তনিনাদ ততক্ষণে আমাদের সব ভয় হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে গেছে। এ যদি আঘাত পেয়ে এমনভাবে ককিয়ে উঠতে পারে, তাহ'লে এ অমর কোনো প্রাণী নয়, মরণশীলও। আর একে যদি আমরা জখম ক'রে থাকতে পারি, তবে একে মেরেও ফেলতে পারি। সে-রাতে হোমস তখন এত দ্রুত ছুটেছিলো যেমন আমি এর আগে আর-কাউকেই ছুটতে দেখিনি। লোকে বলে আমি নিজে নাকি অতি ক্ষিপ্রপদ, কিন্তু ছোটোখাটো দৌড়বাজকে আমি যেমন সহজে হারিয়ে দিতে পারি, তেমনি সহজেই সে আমাকে ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চ'লে গেলো। পথ ধ'রে যখন ওভাবে আমরা ছুটছি আমাদের কানে আসছে চীৎকারের পর চীৎকার, সার হেনরির আর্তস্বর, আর হাউণ্ডের ক্ষিপ্তগভীর গরগরগর। আমি পৌঁছেই দেখতে পেলাম জন্তুটা তার শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাঁকে ছুঁড়ে ফেলেছে ভুঁয়ে, আর তাঁর কণ্ঠার কাছে তার মুখটা নামানো। পরের মুহূর্তেই কিন্তু হোমস তার রিভলভারের বাকি পাঁচগুলিও বার ক'রে দিয়েছে জন্তুটার গায়ে। যন্ত্রণার একটা শেষ কাতর গর্জন ক'রে, হাওয়াকে বীভৎসভাবে ছিঁড়ে দিয়েই যেন, জন্তুটা চিৎপাত গড়িয়ে পড়েছে, চারটে পায়ের থাবা ক্ষিপ্তভাবে আছড়াচ্ছে হাওয়া, তারপরেই একপাশ ফিরে অসাড় প'ড়ে রইলো। আমি হাঁফাতে-হাঁফাতে এসে ঝুঁকে প'ড়ে আমার পিস্তলটা সেই ভয়াবহ, থর্থর মুণ্ডুটায় ঠেকালাম, কিন্তু ঘোড়া টেপবার আর কোনো দরকারই ছিলো না তখন। দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড হাউণ্ডটা মারা গেছে।

সার হেনরি যেখানে আছাড় খেয়ে প'ড়ে ছিলেন, সেখানেই প'ড়ে আছেন সংজ্ঞাহীন। আমরা তাঁর গলা থেকে কলারটাকেই টেনে ছিঁড়ে ফেললাম, হোমস কৃতজ্ঞতায় এক প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করলে যখন দেখতে পেলে তাঁর গলায় আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, তাঁর উদ্ধার হয়েছে একেবারে যথাসময়েই। আমাদের বন্ধুটির চোখের পাতা এর মধ্যেই কাঁপছে, দুর্বলভাবে তিনি একটু নড়বার চেষ্টাও করলেন। লেস্ট্রেড তাঁর ব্র্যাণ্ডিভরা ফ্লাস্কটা ব্যারনেটের দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলেন, আর তারপরই দুটি ভয়কাতর চোখ বিস্ফারিতভাবে আমাদের দিকে তাকালে।

'হা ঈশ্বর!' ফিশফিশ করলেন তিনি। 'কী ছিলো ওটা? বলুন, ঈশ্বরের দোহাই, কী ছিলো ওটা?'

'যা-ই হ'য়ে থাক না কেন, এখন ম'রে প'ড়ে আছে,' বললে হোমস। 'বংশের প্রেতাত্মাটিকে অবশেষে আমরা চিরতরে খতম ক'রে দিতে পেরেছি।'

আমাদের সামনে যে-জন্তুটা চিৎপটাং প'ড়ে আছে, শুধু আকারে-প্রকারে আর

গায়ের জোরে এক ভয়ংকর জীবই বটে। এটা বিশুদ্ধ কোনো ব্লাডহাউণ্ড নয়, আবার বিশুদ্ধ মাস্টিফও নয়, কিন্তু এটাকে দেখাচ্ছে এ দুয়েরই মিশ্রণের ফল—সংকর, রুক্ষমূর্তি, বন্য, আর কোনো ছোটো সিংহিনীর মতোই বিশাল। এমনকী এখনও মৃত্যুর নিথরতাতেও, বিশাল চোয়াল থেকে নীল শিখা ঝ'রে পড়ছে, আর গভীর-বসানো ছোটো-ছোটো নৃশংস চোখ দুটি থেকে যেন আগুন ঝরছে। আমি তার জ্বলজ্বলে বিচ্ছুরিত মুখটায় আমার হাত রাখলাম, তারপর হাত যখন তুলে আনলাম আমার নিজের আঙুলগুলোই অন্ধকারে জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলতে লাগলো।

'ফসফর,' আমি বললাম।

'তারই একটা বিষমচতুর প্রস্তুতি,' হোমস মৃত জন্তুটাকে শুঁকে বললে। 'কোনো গন্ধই নেই, যাতে তার নিজের ঘ্রাণশক্তির কোনো ক্ষতি হয়। আমাদের কিন্তু আপনার কাছে একান্তভাবে মার্জনা চাইবার আছে, সার হেনরি, আপনাকে এই বিভীষিকার কাছে উন্মোচিত ক'রে দেবার জন্যে। আমি একটা হাউণ্ডের জন্যে তৈরিই ছিলাম, কিন্তু এ-রকম কোনো জীবের কথা কল্পনাও করিনি। আর কুয়াশা আমাদের কোনো সময়ই দেয়নি যে তাকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করবো।'

'আপনারা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

'প্রথমে জীবন সংশয় ঘটিয়ে দিয়ে। আপনি কি উঠে দাঁড়াবার মতো বল পাচ্ছেন?'

'আমাকে আরেকটা চুমুক ওই ব্র্যাণ্ডি দিন, তারপর আমি সবকিছুর জন্যেই তৈরি হ'য়ে যাবো। তো! এবার, আমাকে উঠে দাঁড়াতে একটু সাহায্য করুন। আপনারা এখন কী করতে চান তবে?'

'আমরা এখানেই আপনার কাছ থেকে বিদায় নেবো। আজ রাত্তিরেই আর-কোনো অ্যাডভেঞ্চারে বেরুবার মতো সুস্থ আপনি নন। আপনি যদি একটু অপেক্ষা করতে পারেন, তবে আমাদের মধ্যে একজন কেউ আপনার সঙ্গে হল অব্দি যাবেন।'

টলতে-টলতেই তিনি পা ফেললেন, কিন্তু এখনও তাঁর মুখচোখ মৃতের মতো ফ্যাকাশে, সারা শরীরটাই থরথর ক'রে কাঁপছে। আমরা তাঁকে ধরাধরি ক'রে একটা পাথরের কাছে নিয়ে গেলাম, সেখানে কম্পিত কলেবরে ব'সে-ব'সে তিনি তাঁর দুই হাতে মুখটা গুঁজে রইলেন।

'এবার আপনার কাছ থেকে আমাদের বিদায় নিতে হবে,' বললে হোমস। 'আমাদের বাকি কাজটুকু এখনই সেরে ফেলতে হবে। প্রত্যেকটা মুহূর্ত জরুরি। আমরা আমাদের মামলাটা শেষ ক'রে ফেলেছি। এখন শুধু লোকটাকে আমাদের চাই।'

'একের বদলে হাজার টাকা বাজি—তাকে আমরা তার বাড়িতে আর পাবো না।' সে আরো বললে, যখন আমরা ফের ওই পথ ধ'রে এগিয়ে গেলাম। 'ওই গুলির আওয়াজগুলো নিশ্চয়ই তাকে ব'লে দিয়েছে তার খেল খতম।'

'আমরা তো বেশ দূরে ছিলাম, আর কুয়াশা হয়তো আওয়াজগুলো চাপা দিয়ে থাকবে।'

'সে যে হাউণ্ডটার পেছন-পেছন এসেছিলো, তাকে হাঁক দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে, সে-ব্যাপারটায় আপনারা নিশ্চিত হ'তে পারেন। না, না, এরই মধ্যে সে নিশ্চয়ই চম্পট দিয়েছে। তবে আমরা বাড়িটা আতিপাঁতি ক'রে খুঁজে নিশ্চিত হ'য়ে নেবো।'

সদর দরজাটা হাট ক'রে খোলা, আমরা ছুটে ভেতরে ঢুকে প'ড়ে একটার পর একটা ঘর খুঁজে দেখলাম, এক থুরথুরে বুড়ো ভৃত্য শুধু স্তম্ভিত হ'য়ে আমাদের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো—বারান্দাতেই তার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিলো। শুধু খাবারঘরটা ছাড়া আর-কোথাও কোনো আলো নেই, কিন্তু হোমস বাতিটা হাতে নিয়ে বাড়িটার কোনো কোণাখামচিও খুঁজে দেখতে বাকি রাখেনি। আমরা যে-লোকটার পেছনে ধাওয়া ক'রে এসেছি তার কোনো চিহ্নই কোথাও নেই। ওপরতলায়, অবিশ্যি, একটা শোবার ঘরের দরজা চাবি বন্ধ।

'এ-ঘরে নির্ঘাৎ কেউ-একজন আছে!' লেস্ট্রেড চেঁচিয়ে উঠলেন। 'আমি ভেতরে নড়াচড়ার আওয়াজ শুনেছি। দরজা খোলো। খোলো!'

ভেতর থেকে ক্ষীণ একটা গোঙানির শব্দ আর কার যেন নড়াচড়ার অস্ফুট আওয়াজ এলো। হোমস ঠিক তালার ওপরটাতেই সজোরে একটা পদাঘাত করলে, আর দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো। পিস্তল হাতে, আমরা তিনজনেই ভেতরে ছুটে গেলাম।

কিন্তু যাকে আমরা দেখবো ব'লে আশা করেছিলাম, সেই মরিয়া আর ক্ষিপ্ত নরাধমটির কোনো চিহ্নই নেই ভেতরে। তার বদলে আমাদের সামনে এমন-এক অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত বস্তু ছিলো যা দেখে আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলাম।

ঘরটা একটা ছোটো জাদুঘরের মতোই সাজানো ; সংগ্রহশালার দেয়ালগুলো কাচে ঢাকা কতগুলো আলমারি দিয়ে ঠাশা, তাতে কীটপতঙ্গ প্রজাপতির সংগ্রহ, এই জটিল ও ভয়ানক লোকটার অবসর বিনোদনের উপায় নিশ্চয়ই এটাই ছিলো। ঘরের মাঝখানে একটা খাড়া থাম, সেটাকে কবে যেন বসানো হয়েছে ছাতের পোকায়-কাটা কাঠের পাটাকে সামলাবার জন্যে। এই থামের গায়ে কাকে একজনকে বেঁধে রাখা হয়েছে, কাপড়চোপড় আর চাদর দিয়ে তাকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে যে প্রথমে দেখে বোঝবার জো নেই এ কোনো পুরুষ, না মেয়ে। একটা তোয়ালে গেছে গলার ওপর দিয়ে, থামের গায়ে সেটা বাঁধা। আরেকটা ঢেকে রেখেছে মুখের নিচের দিকটা আর তার ওপরে দুটি কালো চোখ—দুঃখবেদনালজ্জায়ভরা দুটি চোখ, প্রশ্নাতুর —আমাদের দিকে বিস্ফারিত তাকিয়ে। এক মিনিটের মধ্যে আমরা মুখে গোঁজা কাপড়টা ছিঁড়ে ফেলে বাঁধন খুলে দিলাম, আর মিসেস স্টেপলটন ধপাশ ক'রে আমাদের সামনে মেঝেয় প'ড়ে গেলেন। তাঁর ওই সুশ্রী মাথাটা যখন তাঁর বুকের ওপর ঝুলে পড়লো, আমি দেখতে পেলাম ঘাড়ের ওপর চাবুকের লাল-হ'য়ে-যাওয়া দাগ।

'জানোয়ার!' হোমস চেঁচিয়ে উঠলো। 'এই-যে, লেস্ট্রেড, আপনার ব্র্যাণ্ডির বোতলটা দিন। ওঁকে ধ'রে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিন। ইনি দুর্ব্যবহারে আর অবসাদে মূর্ছা গেছেন!'

তিনি আবার তাঁর চোখ খুললেন। 'তিনি নিরাপদ তো?' তিনি জিগেস করলেন। 'তিনি পালাতে পেরেছেন তো?'

'মাদাম, তিনি আমাদের হাত এড়িয়ে কোথাও পালাতে পারবেন না।'

'না, না, আমি আমার স্বামীর কথা বলছি না। সার হেনরি? তিনি কি নিরাপদ?'

'হ্যাঁ।'

'আর ওই হাউণ্ড?'

'সে মারা গেছে।'

তিনি সন্তোষভরে দীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেললেন। 'ঈশ্বরই ধন্য! ওহ, এই নরাধম! দেখুন, সে আমাকে কী করেছে!' আস্তিনের মধ্য থেকে তিনি তাঁর বাহু বার ক'রে আনলেন, আর অগুনতি ক্ষতচিহ্ন দেখে আমরা আতঙ্কে প্রায় শিঁটিয়ে গেলাম। 'কিন্তু এ তো কিছুই নয়—কিছুই নয়! সে আমার অন্তরাত্মা শুদ্ধু কলঙ্কিত আর ক্লিষ্ট করেছে। আমি এর সবকিছুই সইতে পারতাম, এই দুর্ব্যবহার, নিঃসঙ্গতা, ধোঁকাবাজিতে ভরা এক জীবন, সব, যতক্ষণ আমি এই ভরসাটা আঁকড়ে ধ'রে থাকতে পেরেছি যে তার ভালোবাসাটা অন্তত আছে, কিন্তু এখন আমি জানি যে সেখানেও আমি ধোঁকার শিকার হয়েছি, তার হাতের একটা পুতুল হ'য়ে বসেছি।' বলতে-বলতে তিনি প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

'তাঁর প্রতি যদি আপনার কোনো শুভেচ্ছাই না-থাকে,' হোমস বললে, 'মাদাম, তবে আমাদের ব'লে দিন তাকে আমরা পাবো কোথায়। যদি কোনোদিন তার পাপকাজে তার সহায় হ'যে থাকেন, তবে এখন তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রে আমাদের একটু সাহায্য করুন।'

'তার পালাবার শুধু একটাই জায়গা আছে,' তিনি উত্তর দিলেন। 'মায়ারের ঠিক মাঝখানটায় একটা ছোটো দ্বীপ আছে, তাতে আছে একটা টিনের খনি। ওখানেই সে তার ওই হাউণ্ডটাকে রাখতো, সেখানে সে সবকিছু গুছিয়েও রেখেছিলো, যাতে দরকার হ'লে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারে। পালিয়ে এখন সে শুধু সেখানেই যেতে পারে।'

জানলার গায়ে শাদা পশমের গোলার মতো কুয়াশা লেপটে আছে। হোমস বাতিটা সেখানে নিয়ে গিয়ে তুলে ধরলে।

'এই দেখুন,' সে বললে। 'আজ রাতে এর মধ্যে কেউই গ্রিম্পেন মায়ারে কোনো পথ খুঁজে পাবে না।'

হো-হো ক'রে হেসে উঠে তিনি হাততালি দিলেন। এক হিংস্র আমোদেই যেন তাঁর চোখ আর দাঁত ঝকঝক ক'রে উঠেছে।

'সে হয়তো ভেতরে ঢোকবার রাস্তাটা খুঁজে পাবে, কিন্তু কখনও ওখান থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পাবে না,' চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন তিনি। 'আজ সে ওই পথ দেখাবার

খুঁটিগুলো খুঁজে পাবে কী ক'রে? আমরা দুজনে মিলেই তো সেগুলো বসিয়েছিলাম, সে আর আমি—আমরা দুজনে—মায়ারের মধ্যকার পথটা বাৎলে দেবে ব'লে। ঈশ, আজ যদি আমি কোনোরকমে সেগুলো উপড়ে তুলে দিতে পারতাম! তাহ'লে সত্যিই আপনারা তাকে আপনাদের কব্জায় পেতেন!'

স্পষ্টই বোঝা গেলো, যতক্ষণ-না এই কুয়াশা স'রে যাচ্ছে, ততক্ষণ তাকে অনুসরণ করাই যাবে না। লেস্ট্রেডকে বাড়িটার দায়িত্বে রেখে দিয়ে হোমস আর আমি ব্যারনেটকে সঙ্গে নিয়ে এই ফাঁকে বাস্কারভিল হলে চ'লে গেলাম। স্টেপলটনদের কীর্তিকাহিনী আর তাঁর কাছে চেপে রাখার কোনো উপায়ই নেই, তবে তিনি বেশ শান্তভাবেই আঘাতটা সহ্য করলেন, এখন জানতে পারলেন তিনি যে-তরুণীর প্রেমে পড়েছিলেন তার সত্যি পরিচয়টা কী। কিন্তু রাত্তিরের অ্যাডভেঞ্চারের ধাক্কায় তাঁর স্নায়ুগুলো যেন দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছিলো, সকাল অব্দি তিনি শুয়ে রইলেন জ্বরাতুর, শুধু আবোলতাবোল প্রলাপ বকছেন—শেষটায় ডাক্তার মর্টিমার এসে তাঁর দায়িত্ব নিলেন। পরে অবশ্য এই দুজনে একসঙ্গে বিশ্বভ্রমণে বেরুবেন ; এই অভিশপ্ত সম্পত্তির মালিক হবার আগে ফের তারই ফলে তিনি আগের মতোই সুস্থ, সবল, সহৃদয়, হাসিখুসি মানুষ হ'য়ে উঠবেন।

. . .

আর এবারে আমি ঝড়ের বেগেই এই অত্যাশ্চর্য কাহিনীর উপসংহারে এসে পৌঁছেছি, যার মধ্যে আমি পাঠককে শুধু সেই অভিজ্ঞতারই শরিক ক'রে তুলতে চেয়েছি, যা আমাদের জীবনকে এতদিন ধ'রে মেঘাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো—সেইসব আঁধার আতঙ্ক আর অস্পষ্ট সব জল্পনা, যার শেষটা এমন শোচনীয় আর বিয়োগান্ত হ'লো। হাউণ্ডের মৃত্যুর পরদিন সকালে কুয়াশা স'রে গেলো, আর মিসেস স্টেপলটন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এমন-একটা জায়গায় যেখানে পাঁকের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম পায়ে-চলার সরু একটি পথ। এই তরুণীর জীবনের বিভীষিকাটা যে কী ছিলো, তা আমরা বুঝতে পারলাম যখন তিনি সোল্লাসে আর সাগ্রহে আমাদের তাঁর স্বামীর পেছনে লেলিয়ে দিলেন। শক্ত মাটির মধ্যে একটুকরো একটা ফালি, ঠিক উপদ্বীপের মতো, সেটা সরু হ'য়ে গিয়ে বিশাল পাঁকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ; তাঁকে আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে রেখে গেলাম। এর একটা প্রান্ত থেকে এখানে-সেখানে পোঁতা কতগুলো কাঠি, সেগুলো দেখিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন সবুজ ফেনিল সব গর্ত আর দুর্গন্ধ পাঁকের মধ্য দিয়ে একটা ঘাসের চাপড়া থেকে অন্যটায় পথটা কী-রকম এঁকেবেঁকে গিয়েছে, সেটাই তিনি আমাদের দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু নতুন কারু পক্ষে এ-পথটা রুদ্ধই যেন। পচা নলখাগড়া আর এঁটেল জোলো গাছের বিকট গন্ধ আর বিষাক্ত ভাপ আমাদের মুখে এসে ঝাপটা মারলে, একেকবার ভুল জায়গায় পা ফেলে আমরা প্রায় ঊরু অব্দি ডুবে যাচ্ছিলাম, আর পায়ের চারদিকে অনেকদূর অব্দি এই পাঁক হালকা ঢেউ তুলে চ'লে যাচ্ছিলো। আমরা একটু-একটু ক'রে এগুচ্ছি আর এই পাঁকের নাছোড় টান আমাদের জুতোর শুখতলি টেনে ধরেছে, আর সে-টানটা এত জোরালো যে যখনই ডুবছি তখনই মনে হয়েছে যেন কোনো

অলুক্ষুণে পিশাচ হাত আমাদের তার নোংরা অশ্লীল ভেতরটায় টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। শুধু একবার একটা চিহ্ন দেখা গেলো, যা দেখে মনে হ'লো আমাদের আগেই কেউ এই বিপজ্জনক পথটা দিয়ে গিয়েছে। এক গোছা কাপাস ঘাসের ভেতর থেকে লালচে কী-একটা জিনিশ বেরিয়ে আছে, এই ঘাসের জন্যে সেটা পুরোপুরি কাদার মধ্যে ডুবে যেতে পারেনি। হোমস সেটাকে ধরবার জন্যে পথ থেকে পা বাড়িয়েই একেবারে কোমর অব্দি ডুবে গেলো, তাকে টেনে তোলবার জন্যে আমরা সঙ্গে না-থাকলে সে হয়তো জীবনে আর-কখনও শক্ত মাটিতে পা দিতে পারতো না : সে হাত দিয়ে একটা পুরোনো কালো জুতো তুলে ধরলে, তার ভেতরের চামড়ায় লেখা : "মেয়ার্স, টরোন্টো"।

'এই পঙ্কসিনানটা তাহ'লে সার্থক হ'লো,' সে বললে, 'এটা আমাদের বন্ধু সার হেনরির হারানো বুটজুতো।'

'পালাবার সময়ে,' আমি বললাম, 'স্টেপলটন নিশ্চয়ই এটাকে এখানে ছুঁড়ে ফেলেছে।'

'ঠিক তা-ই। এটার গন্ধ শুঁকিয়ে হাউণ্ডটাকে সাব হেনরির পেছনে লেলিয়ে দেবার পরে সে এটাকে হাতেই রেখেছিলো। খেল খতম জেনে যখন সে চোঁ চাঁ ছুট দেয়, তখনও এটা তার হাতে ছিলো। পরে, পালাবার পথে, এখানটায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটুকু অন্তত জানা গেলো যে এই অব্দি সে নিরাপদেই এসেছিলো।'

কিন্তু এর বেশি কিছু জানা আমাদের কপালে ঘটেনি, তবে অনুমান করবার মতো অনেককিছু ছিলো। কাদার মধ্যে দিয়ে পায়ের ছাপ দেখবার কোনো সম্ভাবনাই নেই, কারণ দেখতে-না-দেখতে জায়গাটা কাদাজল গিয়ে ঢেকে ফ্যালে। কিন্তু শেষটায় যখন আমরা পাঁকের পরে তুলনায় একটু শক্ত জমিতে গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন উৎসুকভাবে চারদিকে তাকিয়েও একটা-কোনো চিহ্নও চোখে পড়লো না। মাটি যদি সত্যি কথা ব'লে থাকে, তবে কাল রাতে স্টেপলটন তার ডেরার দ্বীপটায় পৌঁছুবার জন্যে সেই ঘন কুয়াশার মধ্যে চেষ্টা করেছিলো—কিন্তু সেখানে সে আর পৌঁছুতে পারেনি। এই বিশাল গ্রিম্পেন মায়ারের মধ্যে কোনো জায়গায় ভয়ানক পিচ্ছিল চোরাবালি তাকে একেবারে যেন শুষে নিয়েছে—এই হিমকঠিন নৃশংস লোকটা এখানেই চিরকালের মতো গোর হ'য়ে গেছে।

এই পাঁকে-ঘেরা দ্বীপটায় যেখানে সে তার এই বন্য ভীষণ স্যাঙাৎটিকে লুকিয়ে রেখেছিলো, আমরা তার অনেক চিহ্নই দেখতে পেলাম। বিশাল একটা চাকা, একটা জঞ্জালভরা গর্ত, একটা দাঁড়, এইসব জিনিশ বুঝিয়ে দিলে যে এটা একটা পরিত্যক্ত খনি বটে। এরই পাশে খাদানের শ্রমিকদের কুঁড়েবাড়িগুলোর ভাঙাচোরা জটলা, আশপাশের জলার বিষবাষ্পে অতিষ্ঠ হ'য়েই যে তারা এখান থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়েছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এরই একটা কুঁড়েবাড়িতে একটা খুঁটি আর শেকল আর একরাশ চিবোনো হাড়গোড় দেখে বোঝা গেলো, হাউণ্ডটাকে সে কোথায় বেঁধে রাখতো। নোংরা আবর্জনার মধ্যে একটা কঙ্কাল পড়েছিলো, তাতে একগোছা

জটবাঁধা কোঁকড়ানো খয়েরি লোম লেগে আছে।

'অ্যাঁ, একটা কুকুর যে!' হোমস বললে, 'একটা কোঁকড়া চুলের স্প্যানিয়েল। বেচারা মর্টিমার আর-কখনও তাঁর আদরের স্প্যানিয়েলটাকে দেখতে পাবেন না। তাহ'লে, এখানে আর-কোনো অজানা রহস্য আছে ব'লে তো মনে হয় না, সবকিছুই তো আগে আমরা তলিয়ে দেখেছি। তার হাউণ্ডটাকে সে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলো বটে। কিন্তু তার ডুকরানি বা ডাক সে বন্ধ করতে পারেনি, সেজন্যই হাউণ্ডটা যখন-তখন ডুকরে উঠতো, দিনের বেলাতেও সে-আওয়াজ মোটেই শ্রুতিমধুর হ'তো না। হঠাৎ কোনো দরকার হ'লে হাউণ্ডটাকে সে মেরিপিট হাউসে নিয়ে গিয়ে রাখতো, কিন্তু তাতে মস্ত একটা ঝুঁকি থাকতো, তাই শুধু শেষ ফয়সালার দিনটাতেই, যাকে সে ভেবেছিলো তার সব হায়রানির শেষ, সে ভরসা ক'রে হাউণ্ডটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতো। এই-যে টিনটার মধ্যে খানিকটা আঠালো তরল আছে, এটাই নিশ্চয়ই ফস্‌ফরের সেই প্রলেপ, যা সে হাউণ্ডটার গায়ে মাখিয়ে দিতো। বাস্কারভিলদের হাউণ্ডকে জড়িয়ে যে কিংবদন্তি রটেছিলো, আর সার চার্লসকে ভয় দেখিয়ে মারবার জিঘাংসা—এই দুটো থেকেই নিশ্চয়ই তার মাথায় এই ফন্দিটা খেলে গিয়েছিলো। সেই জেলপালানো কয়েদিটা যে প্রাণ হাতে ক'রে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ছুটেছিলো—সেটা আশ্চর্য কিছু নয়। আমাদের বন্ধুটিকেও তো দেখেছেন, এ-রকম একটা জানোয়ার যখন জলাভূমির অন্ধকারের ভেতর দিয়ে তাঁর পেছনে তাড়া ক'রে এসেছিলো, তখন এ-রকমই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—ঠ্যালায় পড়লে আমরাও হয়তো তা-ই করতাম। ভেবে দ্যাখো ফন্দিটা কতখানি শয়তানি মাখানো ছিলো। তোমার বলিকে তুমি তো মৃত্যুমুখে তাড়িয়ে নিয়ে গেছোই, কিন্তু দৈবাৎ যদি কোনো চাষাভুষো হাউণ্ডটাকে বাদায় দেখে ফ্যালে, যেমন কেউ-কেউ দেখেছে, তাহ'লে সে কি আর এর সম্বন্ধে চুলচেরা বিচার করতে যাবে? সে তো ওই কিংবদন্তিটার কথাই ভাববে। আমি লণ্ডনে থাকতেই একবার বলেছিলাম এবং, ওয়াটসন, এখনও আবার বলছি—ওই পাঁকের মধ্যে যে-লোকটার সমাধি হ'লো, তার চাইতে মারাত্মক কোনো লোকের পেছনে আমরা কখনও লাগিনি—' এই ব'লে হোমস তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ওই সবুজ শ্যাওলা ভরা প্রকাণ্ড উবড়োখাবড়ো জলাটার বিশাল প্রসার যেন ঝেঁটিয়েই গেলো, ঠিক যেখানে বাদাটা গিয়ে শেষ হয়েছে জলাভূমির লালচে ঢালে।

১৫

অনুবর্তন

নভেম্বরের শেষ ; বাইরে একটা ভেজা দগদগে কুয়াশা ছাওয়া রাত ; আমি আব হোমস বেকার স্ট্রিটের বসবার ঘরের গনগনে চুল্লির দু-পাশে ব'সে আছি। আমরা ডেভনশিয়রে যাবার পর যে-শোচনীয় বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটেছিলো তারপর সে দু-দুটো অতি গুরুতর মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলো, তার প্রথমটায় সে ননপ্যারেইল ক্লাবে যে কুখ্যাত তাশের বাজির কেলেঙ্কারি ঘটেছিলো, তার মধ্যে কর্নেল আপয়ুডের যে-জঘন্য ভূমিকা ছিলো তা সে ফাঁস ক'রে দিয়েছিলো, আর দ্বিতীয়টায় অভাগিনী মাদাম মঁৎপাঁসিযেরকে খুনের অভিযোগ থেকে বাঁচিয়েছিলো, রটেছিলো যে তিনি নাকি তাঁর সৎ মেয়ে মাদমোয়াজেল কারেরকে খুন করেছেন, কিন্তু নিশ্চযই সবার মনে প'ড়ে যাবে—ছ-মাস পরে দেখা গিয়েছিলো তাঁর সেই মেয়ে বহাল তবিয়তেই আছে—দিব্যি বিয়ে থা ক'রে নিউ ইয়র্কে সুখে দিন কাটাচ্ছে। পর-পর কতগুলো কঠিন আর গুরুতর মামলার ফয়সালা করবার পর আমার বন্ধুটির মনমেজাজ খুব ভালোই ছিলো। তো আমি তাকে তার এই দিলখোশ মেজাজের সুযোগ নিয়ে বাস্কারভিল রহস্যের খুঁটিনাটিগুলো খুলে বলবার জন্যে তাতিয়ে দিলাম। আমি সুযোগটার জন্যে ঠায় ব'সে অপেক্ষা করেছিলাম অ্যাদ্দিন, জানতাম যে সে কখনও দুটো আলাদা মামলাকে একসঙ্গে ঝামেলা পাকাতে দেবে না—তার স্বচ্ছ যুক্তিপূজক মন কখনও হালের মামলা থেকে স'রে গিয়ে অতীতের স্মৃতিমন্থন ক'রে বেড়াতে চাইবে না। সার হেনরি আর ডাক্তার মর্টিমার অবশ্য লণ্ডনেই, সার হেনরির চুরমার স্নায়ু সারাবার জন্যে যে বিশ্বভ্রমণের পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো, তারই উদ্দেশে বেরুবার জন্যে তাঁরা লণ্ডনে এসে উঠেছেন। আজ বিকেলেই তাঁরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রসঙ্গক্রমে মামলাটার কথা উঠে পড়লো।

'যে-লোকটা স্টেপলটন নামে নিজের পরিচয় দিতো,' হোমস বললে, 'তার দিক থেকে ভাবলে সমস্ত ঘটনার ধারাই ছিলো সহজসরল এবং খুব সোজা, যদিও আমাদের কাছে, আমাদের তো আর গোড়ায় তার কাজের পেছনের উদ্দেশ্যটা ধরবার উপায় ছিলো না, আমরা তো শুধু আংশিক কতগুলো অসংলগ্ন তথ্যই জানতাম, আমাদের কাছে গোটা ব্যাপারটাই ভীষণ জটিল ঠেকেছিলো। মিসেস স্টেপলটনের সঙ্গে দু-দুবার কথা বলবার সুযোগ জুটে যাওয়ায় গোটা মামলাটাই এখন পুরোপুরি পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, কিছু যে এখনও গোপন র'য়ে গেছে তেমন-কোনো কথা আমার অন্তত জানা নেই। তুমি এ-বিষয়ে আমার কিছু-কিছু মন্তব্য দেখতে পাবে, আমার মামলাগুলোর নথিপত্র আর

নির্ঘণ্টের মধ্যে—ব হরফের তলায়।'

'তুমি হয়তো স্মৃতি থেকেই ঘটনাগুলোর একটা ছক আমাকে দিতে পারবে।'

'নিশ্চয়ই, তবে আমি এমন-কোনো কথা দিতে পারবো না যে আমার মনের মধ্যে সব তথ্যই গোছানো আছে। প্রখর মনোনিবেশ কিন্তু একটা অদ্ভুত উপায়ে স্মৃতি থেকে যা হ'য়ে গেছে সে-সব ঘটনাব কিছু-কিছু মুছে দেয়। যে-জাঁহাবাজ ব্যারিস্টার মামলাটাকে তাঁর নখাগ্রে রেখেছিলেন, যিনি কোনো ওস্তাদ আইনজ্ঞের সঙ্গেও যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে নিজের পক্ষে ওকালুতি করতে পারেন, তিনিও মামলাটা চুকে-বুকে যাবার দু-এক হপ্তা বাদে আবারও একবার মগজ থেকে তার কথা ঝেঁটিয়ে বার ক'রে দেবেন। কাজেই আমার প্রতিটি মামলাই আগেরটাকে একেবারে উৎখাত ক'রে দেয়। আর মাদমোয়াজেল কারের মামলাটা বাস্কারভিল হলের ঘটনাগুলো আমার মনের মধ্যে ঝাপসা ক'রে দিয়েছে। কালকেই হয়তো ছোটোখাটো কোনো প্রহেলিকা আমার নজরে প'ড়ে যাবে, আর সেটা এই ফরাশি মহিলা ও কুখ্যাত আপয়ুডকে তাড়িয়ে দেবে। তবে হাউণ্ডের এই রহস্যটায় যতদূর পারি, তোমাকে ঘটনাপ্রবাহ কোন খাতে বয়েছিলো তার একটা আন্দাজ দিয়ে দেবো—যদি কিছু ভুলে গিয়ে থাকি তবে তুমি তা আমাকে মনে করিয়ে দিয়ো।

'আমার সব সন্ধানই প্রশ্নাতীতভাবে দেখিয়ে দেয় যে পারিবারিক পোর্ট্রেটগুলো কখনও মিছে কথা কয়নি, আর এই লোকটা সত্যি একজন বাস্কারভিলই ছিলো। সে ছিলো সেই রজার বাস্কারভিলেব ছেলে, সার চার্লসের সে-ই ছোটোভাই যে বেজায় বদনাম জুটিয়ে নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় পালিয়ে গিয়েছিলো ; লোকে জানতো সেখানে সে বিয়েশাদি না-ক'রেই মারা গেছে। সত্যি-বলতে, সে কিন্তু বিয়ে করেছিলো আর তার একটি ছেলেও হয়েছিলো, সে হ'লো এই লোকটা, যার আসল নামটা ঠিক তার বাপেরই ছিলো। সে বিয়ে করেছিলো বেরিল গার্সিয়াকে, কোস্টারিকার এক ডাকসাঁইটে সুন্দরীকে, আর সরকারি তহবিল থেকে বিস্তর টাকাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে সে নিজের নাম পালটে ফ্যালে বান্দেলোয়র-এ আর ইংল্যাণ্ডে পালিয়ে আসে, এসে সে ইয়র্কশিয়রের পুবে একটা স্কুল বসায়। হঠাৎ শিক্ষাব্যাবসায় কেন তার ঝোঁক পড়লো তার একটা কারণ আছে —দেশে ফেরার সময় জাহাজে তার সঙ্গে এক ক্ষয়রোগে ভোগা শিক্ষকের সঙ্গে আলাপ হয়, সে এই শিক্ষকের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়েই তার এই নতুন ব্যাবসাটাকে ফলাও ক'রে চালাতে থাকে, বেশ পশারও হয়। কিন্তু সেই শিক্ষক, ফ্রেজার, ক-দিন বাদেই ম'রে গেলো, আর যে-স্কুলটা শুরু হয়েছিলো রমরমা ক'রে, সেটা ক্রমশ নামটাম খুইয়ে গোল্লায় যায়। বান্দেলোয়রদের তখন মনে হয় নামধাম পালটে স্টেপলটন ক'রে নিলেই সুবিধে হবে, আর সে তার ধনদৌলতের ঝরতি-পড়তি যা বাকি ছিলো সেটা নিয়ে, ভবিষ্যতের জন্যে প্যাঁচপয়জার ক'ষে নিয়ে, তার প্রাণিবিজ্ঞানের শখ সমেত, দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডে এসে আস্তানা গাড়ে, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে তাকে পতঙ্গ বিজ্ঞানে বেশ একজন বড়ো বিশেষজ্ঞ হিশেবেই গণ্য করা হয়, তার তার বান্দেলোয়র নাম চিরতরে একটি বিশেষ জাতের পতঙ্গের সঙ্গে খোদাই হ'য়ে গেছে,

যাকে সে তার ইয়র্কশিয়রের দিনগুলোয়, সকলেব আগে বর্ণনা করেছিলো।

'এবার আমরা এসে পড়ছি তার জীবনের সেই অংশে, যা আমাদের কাছে এমন প্রখর কৌতূহলের বিষয় হ'য়ে উঠেছিলো। লোকটা--বোঝাই যায়—নানা জায়গায় বেশ খোঁজখবর নিয়েছিলো আর তাতে সে বুঝে ফ্যালে যে এই বিশাল বিত্তসম্পত্তি হাতে পাবার পথে কাঁটা হ'য়ে আছে দুটি প্রাণ। ডেভনশিয়রে যখন সে যায়, তখন আমার বিশ্বাস তার মতলব তার নিজেব কাছেই খুব-একটা স্পষ্ট ছিলো না, কিন্তু গোড়া থেকেই সে যে কোনো বিপত্তি ঘটাতে চাচ্ছিলো তার প্রমাণ সে তার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে সবাইকে ব'লে বেড়ায় যে এ তার ছোটোবোন। স্ত্রীকে টোপ হিশেবে ব্যবহার করবার ভাবনাটা, তার মানে, তখনই বেশ দানা পাকিয়ে উঠেছিলো, যদিও সে তখনও জানতো না তার যড়যন্ত্র আর ফন্দিফিকিরের খুঁটিনাটিগুলো কী হবে। একসময়-না-একসময় সে যে সম্পত্তিটা হাতিয়ে নেবে, এ-বিষয়ে তার মনে কোনো সংশয় অবশ্য ছিলো না— সেজন্যে যে-কোনো উপায় অবলম্বন কবতে অথবা যে-কোনো ঝুঁকি নিতে সে তৈরি হ'য়েই ছিলো। তার প্রথম কাজ হ'লো পৈতৃক অট্টালিকার কাছাকাছি কোথাও একটা আস্তানা গাড়া, আর তার দ্বিতীয় কর্মটি হ'লো পাড়াপড়শি আর সাব চার্লস বাস্কারভিলের সঙ্গে খাতির জমানো।

'পারিবারিক হাউণ্ডটির কিংবদন্তিটি খোদ ব্যারনেটই তাকে শুনিয়েছিলেন, আব নিজের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিলেন। স্টেপলটন—এখন থেকে তাকে আমি এই নামেই ডাকবো—জানতো যে বুড়ো সার চার্লসের হৃদরোগ আছে, হার্টেব দশা ভালো নয়, অতর্কিতে কোনো বিকট মানসিক ধাক্কা লাগলেই তিনি অক্কা পাবেন। এত-সব সে জেনেছিলো ডাক্তার মর্টিমারের কাছ থেকে। এ-কথাও সে শুনেছিলো সার চার্লসের নানারকম কুসংস্কারও আছে, আর এই ভযানক কিংবদন্তিটা তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস ক'রে বসেছেন। তার উদ্ভাবন-চতুর মন তক্ষুনি দারুণ একটা ইঙ্গিত পেয়ে গেলো —ব্যারনেটকে মারবার সহজ উপায়টা কী—অথচ সত্যি খুনীকে কখনোই এতে ধরা যাবে না, বোঝাই যাবে না কার ঘাড়ে দোষটা চাপানো হবে।

'ফন্দিটা মাথায় খেলে যেতেই, সে অতীব সূক্ষ্ম কৌশলের সাহায্যে সেটা কাজে খাটিয়ে ফেলতে লেগে যায়। কোনো সাধারণ ফন্দিতে হয়তো একটা বন্য হাউণ্ডকে লেলিয়ে দিলেই কাজ হ'তো। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে, ফসফর লেপে দিয়ে, হাউণ্ডটাকে পৈশাচিক ক'রে তোলার ফন্দিটা তার প্রতিভারই ঝিলিক। হাউণ্ডটা সে লণ্ডনে রস অ্যাণ্ড ম্যাঙ্গল্সের কাছ থেকে কিনেছিলো, ওই যাদের কারবার আছে ফুলহ্যাম রোডে। তাদের কাছে যত হাউণ্ড তখন ছিলো, তার মধ্যে এটাই ছিলো সবচেয়ে তাগড়াই আর বন্যস্বভাব। সে এটাকে নিয়ে আসে নর্থ ডেভন রেলপথ দিয়ে, জলাভূমির ওপর দিয়ে অনেকটা পথ ঘুরে যায়, যাতে সেটাকে বাড়ি নিয়ে যাবার সময় কারু চোখে না-পড়ে কিংবা কৌতূহলের বিষয় হ'য়ে ওঠে। তার পতঙ্গ শিকারে বেরিয়ে সে আগেই শিখে গিয়েছিলো কী ক'রে গ্রিম্পেন মায়ারের মধ্যে ঢুকে পড়া যায়, আর তার ফলেই সে এই জীবটিকে

লুকিয়ে রাখার একটা নিরাপদ ডেরা খুঁজে বার ক'রে ফেলেছিলো। এখানে তাকে বেঁধে রেখে সে তার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো।

'কিন্তু সুযোগটা আসতে বেশ দেরিই হ'লো। বুড়ো ভদ্রলোককে কিছুতেই রাত্তিরে বাড়ির বাইরে আনা যাচ্ছিলো না—কোনো টোপ ফেলেও না। বেশ কয়েকবারই তার হাউণ্ডটাকে নিয়ে স্টেপলটন বাড়ির চৌহদ্দির আশপাশে ঘুরঘুর করেছিলো, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দাই হয়নি। এই নিষ্ফল অভিযানগুলোর সময়েই তাকে—না, ঠিক তাকে নয়, তার সহচরকে চাষাভূষোরা দেখেছিলো, আর হাউণ্ডের কিংবদন্তিটা আবার নতুন ক'রে ছড়িয়ে পড়েছিলো। সে আশা করেছিলো তার স্ত্রীই হয়তো সার চার্লসকে মোহিনী মায়ায় ভুলিয়ে তাঁর সর্বনাশের কাছে নিয়ে যাবে, কিন্তু ঠিক এখানটাতেই তার স্ত্রী অপ্রত্যাশিতভাবে স্বাধীনচেতা হ'য়ে উঠলো। সে কিছুতেই প্রেমের খেলায় এই বুড়ো মানুষটিকে ভোলাবে না, যা তাঁকে শেষকালে তাঁর শত্রুর হাতে তুলে দেবে। বিস্তর ভয় দেখানো হ'লো, এমনকী বিস্তর চাবুকও পড়লো। কিন্তু কিছুই তার স্ত্রীকে টলাতে পারলো না। সে কিছুতেই এর সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না, আর বেশ কিছুকাল স্টেপলটন একটা কানাগলিতে অকেজো হ'য়ে প'ড়ে রইলো।

'তার সব মুশকিল আসান হবার একটা সুযোগ অবশ্য তার হাতে এসে গেলো : সার চার্লসের সঙ্গে তার বেশ দোস্তিই হ'য়ে গিয়েছিলো, আর বেচারি মিসেস লায়ন্সের দুর্দশার সময় সার চার্লস তারই মারফৎ তাঁর কাছে সাহায্য পাঠাতেন, সে প্রায় তাঁর দাতব্য মন্ত্রীই হ'য়ে উঠেছে তখন। নিজেকে আইবুড়ো হিশেবে সাজিয়ে সে মিসেস লায়ন্সকে এটাই বুঝতে দিলে যে তিনি যদি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে সরকারিভাবে তালাকনামা নিয়ে আসতে পারেন তাহ'লে সে তাঁকে বিয়ে করবে, তাঁকে সে তখন এতটাই তার হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে। তার এই ফন্দি দুম ক'রে একদিন তার মাথায় চ'ড়ে গেলো ; সে যখন শুনতে পেলে যে ডাক্তার মর্টিমারের পরামর্শে সার চার্লস বাস্কারভিল হল ছেড়ে লণ্ডন চ'লে যাচ্ছেন, তখন তার একেবারে মাথায় হাত, অথচ বাইরে তাকে দেখাতে হচ্ছে যে লণ্ডন চ'লে যাওয়াই সার চার্লসের পক্ষে ভালো। কিন্তু সে যদি এক্ষুনি এস্পার-ওস্পার কিছু-একটা ক'রে ফেলতে না-পারে, তাহ'লে তার শিকার তো তার কবল থেকে ছুটে যাবে। সেইজন্যেই সে মিসেস লায়ন্সকে চাপ দিয়ে ওই চিঠিটা লেখায়, অনুনয় ক'রে বলায় যে লণ্ডন চ'লে যাবার আগের দিন সন্ধেতেই তিনি যেন তাঁকে দেখা করবার অনুমতি দেন। তারপরে সে অনেক যুক্তিতর্ক দেখিয়ে, বাজে ওজরআপত্তি ক'রে, মিসেস লায়ন্সকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করে, আর অ্যাদ্দিন সে যে-সুযোগটার অপেক্ষা করছিলো সেটা তার নাগালে এসে যায়।

'কুম্ব ট্রেসি থেকে সন্ধেবেলায় ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে ফিরেছিলো ব'লেই সে সময়মতো সে তার হাউণ্ডটাকে নিয়ে এসে তার ওই পৈশাচিক রঙ মাখিয়ে দিতে পারে, আর জানোয়ারটাকে সঙ্গে ক'রে ফটকের কাছে নিয়ে যায়, তার তো জানাই ছিলো যে সেখানে সে বুড়ো মানুষটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাবে। হাউণ্ডটা, তার প্রভু তাকে

তাতিয়ে দেবার পর, বড়ো ফটকটার পাশের ছোটো দরজাটা লাফিয়ে ডিঙিয়ে যায়, আর হতভাগ্য ব্যারনেটকে তাড়া করতে শুরু করে, তিনি তো তাঁকে দেখেই আর্তস্বরে চ্যাচাতে-চ্যাচাতে ইউ-বীথির গলি দিয়ে ছুট লাগান। সেই সরু অন্ধকার শুঁড়িপথে, এ নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক দৃশ্যই হয়েছিলো, একটা প্রকাণ্ড কালো জন্তু, তার চোয়াল থেকে আগুন ঝরছে, চোখ দুটো জ্বলন্ত, লাফিয়ে ছুটেছে তার শিকারের পেছন-পেছন। গলির শেষটায় পৌঁছে তিনি আতঙ্কে হার্টফেল ক'রে ম'রে প'ড়ে যান। হাউণ্ডটা সারাক্ষণ ঘাসের আঁচলটা দিয়েই ছুটেছিলো, ব্যারনেট ছুটেছিলেন শুঁড়িপথটা দিয়ে, কাজেই শুধু তাঁরই পায়ের ছাপ ছাড়া আর-কারু পদচিহ্নই সেখানে পাওয়া যায়নি। তাঁকে ওভাবে নিথর প'ড়ে থাকতে দেখে জন্তুটা এসে নিশ্চয়ই তাঁকে বার-কয়েক শুঁকেছিলো, কিন্তু তাঁকে মৃত দেখে সে ফিরে চ'লে যায়। তখনই, ফেরার পথে, সে তার পায়ের ছাপ রেখে যায়, ডাক্তার মর্টিমার যেটা খেয়াল ক'রে দেখেছিলেন। হাউণ্ডটাকে তড়িঘড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে চট ক'রে গ্রিম্পেন মায়ার-এ তার ডেরায় রেখে-আসা হয়, আর এমন-একটা প্রহেলিকা তৈরি হয় কর্তৃপক্ষকে যেটা একেবারে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিলো, সারা তল্লাটটাকেই অতঙ্কিত ক'রে তুলেছিলো, আর শেষটায় সেইজন্যেই মামলাটাকে আমাদের নজরে নিয়ে আসা হয়।

'তো এই তো গেলো সার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু-রহস্য। তুমি নিশ্চয়ই এর মধ্যে শয়তানি বুদ্ধির ছাপ দেখতে পাচ্ছো, কারণ সত্যিকার আততায়ী যে কে, তা জানারও কোনো উপায় নেই—তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবারও কোনো সুযোগ নেই। তার অপকর্মের একমাত্র দোসর যে, সে তাকে তো কখনোই ধরিয়ে দেবে না, আর ওই বিদঘুটে কিম্ভূত ধারণাতীত প্রক্রিয়াটাই রহস্যটাকে আরো দুর্বোধ্য ক'রে তুলেছিলো। এ-মামলাটায় জড়িত যে-দুজন মহিলা আছেন মিসেস বেরিল স্টেপলটন আর মিসেস লরা লায়ন্স, দুজনেরই মনের মধ্যে স্টেপলটনের বিরুদ্ধে জোরালো একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিলো। মিসেস স্টেপলটন জানতেন যে বুড়ো মানুষটার বিরুদ্ধে সে একটা বিচ্ছিরি ফন্দি এঁটেছে, হাউণ্ডটার অস্তিত্বও তিনি জানতেন। মিসেস লায়ন্স অবশ্য এ দুটো ব্যাপারের কিছুই জানতেন না, কিন্তু একটা বাতিল-করা অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়েই মৃত্যুটা ঘটায় তাঁর বেজায় খারাপ লাগছিলো, তিনি যে সময়মতো দেখা করতে যাবেন না, এ-খবরটা শুধু স্টেপলটনই তো জানতো। কিন্তু এঁরা দুজনেই ছিলেন তার হাতের মুঠোয়। তাঁদের কাছে থেকে তার কোনো ভয় বা শঙ্কা ছিলো না। তার কাজের পয়লা ভাগটা তো নির্বিঘ্নেই সাফল্যের সঙ্গে শেষ হ'লো, কিন্তু তার সামনে পড়েছিলো আরো মুশকিল।

'এও হ'তে পারে যে স্টেপলটন হয়তো জানতোই না যে ক্যানাডায় বাস্কারভিলদের একজন উত্তরাধিকারী জলজ্যান্ত বেঁচে আছে। কিন্তু না যদি জেনে থাকে, শিগ্গিরই সে তা জেনে যাবে তার বন্ধু ডাক্তার মর্টিমারের কাছ থেকে, তাঁর কাছ থেকেই সে হেনরি বাস্কারভিলের আগমনের সব অনুপুঙ্খ শুনে গেলো। স্টেপলটনের গোড়ার মতলব ছিলো ক্যানাডা থেকে আসা এই তরুণটিকে যদি ডেভনশিয়রে আসার আগেই লণ্ডনেই খতম

ক'রে দেয়া যায়। যেদিন থেকে তার স্ত্রী বুড়ো ভদ্রলোকের জন্যে ফাঁদ পাততে অস্বীকার করে, সেদিন থেকেই সে তার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো, অথচ তাকে যদি বেশিদিন চোখের আড়ালে রাখে তাহ'লে হয়তো তার ওপর তাঁর কোনো প্রভাবই আর খাটবে না। এই জন্যেই সে তাকেও সঙ্গে ক'রে লণ্ডন নিয়ে গিয়েছিলো। আমি আবিষ্কার করেছি যে তারা গিয়ে ক্র্যাভেন স্ট্রিটে মেক্সবরো প্রাইভেট হোটেলে গিয়ে উঠেছিলো, প্রমাণের জন্যে আমি যখন আমার চর লাগিয়েছিলাম তখন সে এই হোটেলে গিয়েও খোঁজ নিয়েছিলো। এখানে সে তার স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে বন্দী ক'রেই রাখতো, আর নিজে, দাড়ি লাগিয়ে, ছদ্মবেশে, ডাক্তার মর্টিমারকে অনুসরণ ক'রে বেকার স্ট্রিটে এসে পৌঁছেছিলো, পরে গিয়েছিলো স্টেশনে আর নর্দাম্বারল্যাণ্ড হোটেলেও। সে যে কী ফন্দিফিকির আঁটছে তার যৎকিঞ্চিৎ ধারণা তার স্ত্রীর ছিলো, কিন্তু স্বামীকে সে এতটাই ভয় পেতো—প্রায় পশুর মতোই সে তার স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতো—সে সাহস ক'রে সার হেনরিকে সাবধান ক'রে দিতে পারেনি, এটা জেনেও যে তাঁর জীবন বিপন্ন। চিঠিটা যদি একবার স্টেপলটনের হাতে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে তাঁর নিজের জীবনও আর নিরাপদ থাকবে না। শেষটায়, আমরা তো জানি, তিনি খবরকাগজ থেকে শব্দ কেটে-কেটে একটা কাগজে জুড়ে দিয়ে বার্তাটা পাঠান, আর হাতের লেখাটার ঢং পালটে ঠিকানাটা লেখেন। এই চিঠিটা ব্যারনেটের কাছে পৌঁছোয়, তাঁর বিপদের প্রথম হুঁশিয়ারিটি।

'যদি তাকে কখনও শেষ চেষ্টা হিশেবে হাউণ্ডটাকে লেলিয়ে দিতে হয় তবে তাকে তাঁর পেছনে লাগাবার জন্যে সার হেনরির পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু-একটা তার হাতে রাখা চাই। যেমন ভাবা তেমন কাজ, তার স্বভাবেই একটা ক্ষিপ্রতা আর বেপরোয়া ভাব আছে। সে এক্ষুনি কাজটায় লেগে গেলো ; সন্দেহ নেই যে হোটেলের লোকজনকে সে বিস্তর উৎকোচ দিয়ে বশ ক'রে ফেলেছিলো। দৈবাৎ তার জন্যে প্রথম যে বুটটা জোগাড় করা হয় সেটা ছিলো আনকোরা, নতুন, ফলে সেটা তার কোনো কাজেই লাগবে না। সেটা সে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে ব্যবহার-করা একপাটি জুতো জোগাড় ক'রে নেয়—এই ঘটনাটা থেকে অনেককিছু শেখবার আছে, কারণ তক্ষুনি আমি মনে-মনে তর্কাতীতভাবে জেনে যাই যে আমরা একটা সত্যিকার জ্যান্ত হাউণ্ড নিয়েই কারবার করছি, না-হ'লে আনকোরা জুতো সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য দেখিয়ে পুরোনো বুটজুতোটা কেউ চাইবে কেন? কোনো ঘটনা যত উদ্ভট আর বিদঘুটে হবে, ততই তাকে খুঁটিয়ে যাচাই ক'রে দেখতে হবে, ঠিক যে-জিনিশটা কোনো ঘটনার জট-জটিলতা পাকিয়ে দেয়, ভালো ক'রে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে সেটাই সবকিছু খোলশা ক'রে বুঝিয়ে দেবে।

'তার পরের দিন সকালে আমাদের বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আর সারাক্ষণ স্টেপলটন ঘোড়ার গাড়িতে ক'রে তাঁদের পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে থাকে। আমাদের ডেরাটা সে যেভাবে চেনে, এমনকী আমার চেহারাও, তাছাড়া সাধারণভাবে তার হাবভাব যেমন ছিলো, তাইতে আমার অন্তত মনে হয় যে স্টেপলটনের

অপরাধ জীবন শুধু এই একমাত্র বাস্কারভিল রহস্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। গত তিন বছরে পশ্চিম অঞ্চলে চারটে বড়ো-বড়ো চুরির ঘটনা ঘটেছে. কিন্তু কখনোই অপরাধীকে গ্রেফতার করা যায়নি—এই তথ্যগুলো বেশ ইঙ্গিতগর্ভ। এই চুরিগুলোর শেষটা, মে মাসে যেটা ফোকস্টোন কোর্টে ঘটেছিলো, স্মরণীয় হ'য়ে আছে : যে-রকম ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে মুখোশধারী চোরটি ভৃত্যটিকে তাগ ক'রে গুলি ছুঁড়েছিলো, সেটা তার নিষ্ঠুরতার জন্যেই কুখ্যাত হ'য়ে আছে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে স্টেপলটন তার ক্রমহ্রাসমান সম্পদ এইভাবেই জুটিয়ে নিতো, অনেক বছর ধ'রেই সে যে বেপরোয়া আর দুর্ধর্ষ হ'য়ে উঠেছিলো এও তার প্রমাণ।

'তার উপস্থিত বুদ্ধি আর উদ্ভাবনী কৌশল যে কতটা, তার একটা প্রমাণ আমরা সেদিন সকালেই পেয়ে যাই যখন সে আমাদের ফাঁকি দিয়ে অত সহজে পালিয়ে যায়, আর তার ঔদ্ধত্যটা একবার দ্যাখো—গাড়োয়ানকে দিয়ে সে কিনা আমার কাছে আমারই নামটা ব'লে পাঠায়। সেই মুহূর্ত থেকেই সে বুঝতে পেরেছিলো যে লণ্ডনে আমি মামলাটা হাতে নিয়েছি, সেইজন্যে সেখানে তার কোনো সুবিধে হবে না। সে তাই ডার্টমুরে ফিরে গিয়ে ব্যারনেটের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে।'

'এক মিনিট!' আমি বাধা দিয়ে বললাম। 'সন্দেহ নেই তুমি ঘটনার ধারাবাহিক পরম্পরাটা ঠিকঠাক বর্ণনা করেছো, তবে একটা তথ্য তুমি কিন্তু ব্যাখ্যা করেনি। তার প্রভু যখন লণ্ডনে, তখন তার হাউণ্ডের কী হাল হয়েছিলো?'

'এ-ব্যাপারটা আমি বেশ খতিয়েই দেখেছি, সন্দেহ নেই এটা খুবই জরুরি একটা বিষয়। কোনো সন্দেহ নেই যে স্টেপলটনের কোনো-একজন অনুচর ছিলো, তবে এটা মনে হয় না যে সে তার সঙ্গে মিলে-মিশে কোনো ফন্দি আঁটতো, কারণ সেই অনুচর যদি সব কথা জেনে যেতো, তবে সে নিজেই তার হাতের মুঠোয় এসে যেতো। মেরিপিট হাউসে বুড়ো থুরথুরে এক চাকর ছিলো যার নাম অ্যানটনি। স্টেপলটনদের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেশ কয়েক বছরের, সেই তখন যখন সে স্কুলে পড়াতো, ফলে সে নিশ্চয়ই জানতো যে তার কর্তা আর কর্ত্রী আসলে স্বামী-স্ত্রী। এ-লোকটার আর-কোনো পাত্তা নেই, সে দেশ ছেড়েই পালিয়েছে। এটা ইঙ্গিতময় যে অ্যানটনি নামটার ইংল্যাণ্ডে তেমন-একটা চল নেই, কিন্তু আন্তোনিও নামটা সব স্প্যানিশ বা স্প্যানিশ আমেরিকান দেশেই চলে। লোকটা, মিসেস স্টেপলটনের মতোই, ভালো ইংরেজি বলতো, কিন্তু কেমন একটা জড়ানো ঝোঁক দিয়ে। আমি নিজের চোখে লোকটাকে গ্রিম্পেন মায়ার দিয়ে যেতে দেখেছি, যে-পথটা স্টেপলটন খুঁটি পুঁতে মার্কা মেরে রেখেছিলো। তাই এটা খুবই সম্ভব যে তার কর্তার অনুপস্থিতির সময় সে-ই হাউণ্ডটার দেখাশুনো করতো—তবে সে হয়তো কোনোদিনই বুঝতে পারেনি জন্তুটাকে ঠিক কোন কাজে লাগানো হয়।

'স্টেপলটনরা তো তারপর ডেভনশিয়রে চ'লে গেলো, আর তাদেরই পেছন-পেছন তুমি আর সার হেনরিও সেখানে গিয়ে হাজির হ'লে। ঠিক তখন আমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম, সে-সম্বন্ধে এই ফাঁকে একটা কথা ব'লে নিই। তোমার নিশ্চয়ই মনে

আছে আমি যখন ছাপা কথাগুলো আঁটা কাগজটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখি তখন আমি তাব জলছাপটা দেখবার চেষ্টা করেছিলাম। সেটা করতে গিয়ে কাগজটাকে আমি চোখের ঠিক ক-ইঞ্চি সামনে নিয়ে আসি, আর সেই সময় আমার নাকে শাদা জুঁইফুলের একটা মৃদু গন্ধ এসে পৌঁছোয়। সবশুদ্ধু পঁচাত্তর রকম সুগন্ধি আছে, কোনো অপরাধ বিশেষজ্ঞের কাছে প্রত্যেকটা গন্ধ চেনাই খুব জরুরি, যাতে একটার সঙ্গে আরেকটা গন্ধ গুলিয়ে না-যায়—আর আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে শনাক্ত করতে না-পারলে ওই গন্ধটা উবে যায়। সুগন্ধি থেকে বোঝা যায় একজন মহিলা আছেন নিশ্চয়ই, আর তক্ষুনি আমার ভাবনাচিন্তা স্টেপলটনদের দিকেই মোড় নেয়। এই ভাবেই আমি জেনে নিই হাউণ্ডটা সত্যি আর অপরাধী কে তাও আচ ক'রে নিই—এমনকী পশ্চিম অঞ্চলে যাবার আগেই।

'আমাব খেলাটা ছিলো স্টেপলটনের ওপর নজর রাখা। এটা অবশ্য স্পষ্ট ছিলো যে তোমাব সঙ্গে গেলে সে-কাজটা আমি করতে পারবো না, কেননা সে নিশ্চয়ই ভয়ানক হুঁশিয়াব থাকবে। সেইজন্যেই আমি সব্বাইকেই ফাঁকি দিয়েছি, তোমাকে শুদ্ধু, যখন আমার লণ্ডনে থাকাব কথা তখনই আমি গোপনে চুপিসাড়ে সেখানে চ'লে যাই। তুমি যতটা ভাবছো, ততটা কষ্ট অবিশ্যি আমায় কবতে হয়নি, তবে এ-সব তুচ্ছ বিষয়ে মাথা ঘামালে কোনো তদন্তই সুষ্ঠুভাবে চলে না। বেশির ভাগ সময়ই আমি কুম্ব ট্রেসিতে থাকতাম, শুধু যখন অকুস্থলে থাকাটা জরুরি হ'য়ে উঠতো তখনই বাদার ওই কুঁড়েটায় গিয়ে উঠতাম। আমার সঙ্গে-সঙ্গে কার্টরাইটও সেখানে গিয়েছিলো আর একটা গাঁইয়া ছেলের ছদ্মবেশে সে আমার বিস্তর কাজে এসেছিলো। খাবারদাবার পরিষ্কার কাপড়চোপড়—এইসবের জন্যে তার ওপর আমায় নির্ভর করতে হ'তো। আমি যখন স্টেপলটনের ওপর নজর রাখতাম, কার্টরাইট তখন প্রায়ই তোমায় চোখে-চোখে রাখতো, কাজেই সব কটি সুতোই আমার হাতে থাকতো।

'আগেই তোমাকে বলেছি যে তোমাব প্রতিবেদনগুলো খুব তাড়াতাড়ি আমার কাছে পৌঁছে যেতো, বেকার স্ট্রিট থেকে তক্ষুনি চটপট সে-সব কুম্ব ট্রেসিতে পাঠিয়ে দেয়া হ'তো। ওই প্রতিবেদনগুলো আমার খুবই কাজে লেগেছিলো, বিশেষ ক'রে স্টেপলটনের জীবনচরিত সম্বন্ধে অতর্কিতে তুমি যা লিখেছিলে। এই নারীপুরুষের পরিচয় জানবার পরই আমি শেষটায় বুঝতে পারি আমার সঠিক অবস্থানটা কী এবং কোথায়। মামলাটা এমনিতেই দারুণ জট পাকিয়ে গিয়েছিলো ওই জেলপালানো কয়েদি আর তার সঙ্গে ব্যারিমোরদের আত্মীয়তার জন্যে। তাও তুমি খুব বিশদভাবেই স্পষ্ট ক'রে জানিয়েছিলে, যদিও আমি নিজেই সবকিছু দেখেশুনে সেই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম।

'আমাকে যখন তুমি ঘন জলাভূমিতে খুঁজে বার করলে ততক্ষণে আমি কিন্তু গোটা খেলাটাই জেনে গিয়েছি, কিন্তু জুরিদের কাছে নিয়ে যাবার মতো নিরেট সাক্ষ্যপ্রমাণ আমার হাতে ছিলো না। সে-রাত্তিরে স্টেপলটন যখন সার হেনরিকে খতম করতে গিয়ে ভুল ক'রে ওই বেচারি কয়েদিরই মৃত্যু ঘটিয়েছিলো, তখনও লোকটার বিরুদ্ধে আমাদের

হাতে কোনো প্রমাণ ছিলো না। তাকে একেবারে হাতেনাতে ধরা ছাড়া কোনো বিকল্পই আর ছিলো না, আর সেইজন্যে খোদ সার হেনরিকেই আমাদেব টোপ হিশেবে ব্যবহার করতে হয়েছিলো, একা এবং আপাতদৃষ্টিতে অরক্ষিত। আমরা তা-ই করেছি আব আমাদের মক্কেল একটা বিষম ধাক্কা খেলেন বটে, কিন্তু আমরা মামলাটা শেষ করতে পারলাম আর স্টেপলটনকে তার বিনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারলাম। সাব হেনবিকে যে এমনভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হ'লো সেটা আমি কবুল করছি। আমি যেভাবে মামলাটা চালিয়েছি তারই একটা তীব্র তিরস্কার, কিন্তু ওই জন্তুটা যে এমন বিভীষিকা জাগানো হৃৎকম্প তোলা দৃশ্য তৈরি ক'রে দেবে সেটা আমাদের পক্ষে আগে থেকে বোঝবার কোনো উপায়ই ছিলো না, তাছাড়া আমরা এও আগে থেকে বলতে পারিনি যে অমন ঘন কুয়াশা জন্তুটাকে এভাবে আচমকা লাফিয়ে পড়তে সুযোগ ক'রে দেবে। তবে আমাদেব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যে-দামটা দিতে হয়েছে, সেটা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ডাক্তার মর্টিমারেব মতে নিতান্তই সাময়িক একটা ব্যাপার। একটা দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শুধু যে তাঁর ছিন্ন স্নায়ুই সারিয়ে দেবে তা নয়, তাঁর আহত আবেগ অনুভূতি থেকেও তাঁকে উদ্ধাব ক'রে আনবে। ওই মহিলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিলো সুগভীর এবং অকৃত্রিম, এবং এই ঘোর কালো ব্যাপারটাতে তাঁব কাছে সবচেয়ে মনখারাপ-করা অভিজ্ঞতাটা হ'লো যে মহিলাটি তাঁকে কিনা প্রবঞ্চিত করেছেন।

'গোটা ব্যাপারটায় আগাগোড়া তাঁর ভূমিকা কী ছিলো, সেটাই বলা শুধু বাকি? সন্দেহ নেই যে স্টেপলটন তাঁর ওপর যে বিষম একটা প্রভাব খাটাতে পেরেছিলো —সে কি প্রেম, না কি ভয়—কিংবা হয়তো দুইই একসঙ্গে—যেহেতু এ-দুটি অনুভূতি মোটেই তেমন বিসদৃশ নয়। তবে এতে অন্তত কাজ দিয়েছিলো খুব। তারই হুকুমে তিনি তাঁর বোন সাজতে রাজি হয়েছিলেন যদিও সে তাঁর ওপরে তাব ক্ষমতা যে কতটা সীমাবদ্ধ সেটা টের পেয়েছিলো যখন সে সরাসরি এই হত্যাকাণ্ডে তাঁব সাহায্য চেয়েছে। স্বামীকে না-জড়িয়ে তিনি তাঁকে সাবধান ক'রে দিতে প্রস্তুত ছিলেন আর বারে-বারে সেটাই তিনি করবার চেষ্টা করেছেন। স্টেপলটন নিজেও হিংসেয় জ্বলেছে বৈ কি—যখন সে দেখেছে ব্যারনেট তার স্ত্রীকে প্রেমনিবেদন করছেন, যদিও এটা তাব নিজেরই ফন্দির একটা অঙ্গ ছিলো, তবু সে একেবারে ফেটে প'ড়েই তাতে বাধা দিয়েছিলো, আব তার ওই বিস্ফোরণ বুঝিয়ে দিয়েছিলো তার ওই আত্মসংবৃত হাবভাব খুব কৌশলেই তার প্রজ্বলন্ত স্বভাবটাকে ঢেকে রাখে। অন্তরঙ্গতায় উৎসাহ দিয়ে সে এটা নিশ্চিত করেছিলো যে সার হেনরি প্রায়ই মেরিপিট হাউসে আসবেন আর আগে হোক পরে হোক সে একদিন না একদিন তার কাজটা সে হাঁসিল করতে পারবে। সংকটেব দিনটায়, অবশ্য, তার স্ত্রী হঠাৎ তার বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন। কয়েদির অপঘাতমৃত্যুর ব্যাপারটা থেকে কিছু-একটা তিনি আঁচ করেছিলেন, আর তিনি এও জানতেন যে সার হেনরি যখন আজ রাতে নৈশভোজে আসছেন, হাউণ্ডটাকে এনে বাহিরবাড়িতে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার স্বামীকে তিনি তার অভীষ্ট দুষ্কর্ম সম্বন্ধে চেপে ধরেছিলেন, তারপর একটা ক্ষিপ্ত দৃশ্যের অবতারণা হ'লো আর তখনই সে তাঁকে প্রথমবার জানিয়ে দিলে যে তাঁর প্রেমের একজন

প্রতিদ্বন্দ্বিনীও আছে। তাঁর বিশ্বস্ততা মুহূর্তে বদলে যায় তিক্তকঠিন ঘৃণায়, আর সে টের পেয়ে গেলো যে তিনি সব ফাঁস ক'রে দেবেন। সে তাই তাঁকে বেঁধে রাখলে যাতে তিনি সার হেনরিকে সাবধান ক'রে দেবার কোনো সুযোগই না-পান আর সে ভেবেছিলো গোটা অঞ্চলটাই ধ'রে নেবে যে ব্যারনেটের মৃত্যু হয়েছে বংশের অভিশাপটার জন্যেই, আর সত্যিই লোকেরা তখন তা-ই ভাবতো, আর তারপরে সে ফের তার স্ত্রীকে জিতে নেবে—যা হবার হ'য়ে গেছে এই কথা ব'লে তোয়াজ ক'রে আবার তাঁর মন ভোলাবে, আর তিনি যা জানেন তা তিনি আর ফাঁস করবেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু যে-মহিলার শিরায় এস্পানিওল রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে, তিনি অবশ্য এমন লাঞ্ছনা এত সহজে ক্ষমা করেন না। আর, এবারে, ওয়াটসন, আমার লিখিত টীকাটিপ্পনীর সাহায্য না-নিয়ে এই আশ্চর্য মামলাটার আর-কোনো খুঁটিনাটিই বলতে পারবো না। জরুরি কিছু বাদ গেছে কিনা আমি জানি না—সবই তো ব্যাখ্যা করেছি।'

'তার ওই ভুতুড়ে হাউণ্ডটাকে দিয়ে সে নিশ্চয়ই ভয় দেখিয়ে সার হেনরিকে খুন করবার আশা করেনি, যেমন সে করেছিলো তাঁর বুড়ো জ্যাঠামশায়ের বেলায়।'

'জন্তুটা ছিলো বন্য আর ক্ষিপ্ত আর বুভুক্ষু। যদি তাকে দেখেই বলি অক্কা না-পায়, তাহ'লেও তার প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্তত লাটে উঠে যেতো।'

'তাতে অবিশ্যি সন্দেহ নেই। শুধু একটাই মুশকিল থেকে গিয়েছে। স্টেপলটন যদি উত্তরাধিকারী হিশেবে বংশের সব সম্পত্তি পেয়ে যেতো, তাহ'লে সে কী ক'রে ব্যাখ্যা করতো যে আদ্দিন কেন সে এখানেই অন্য নামে বাস ক'রে এসেছে? সন্দেহ এবং তদন্ত বিনা সে কী ক'রে ওই সম্পত্তি দাবি করতো?'

'এটা একটা দুর্ধর্ষ প্রশ্ন। তুমি যদি ভেবে থাকো আমি এর কোনো উত্তর দিতে পারবো, তবে তুমি আমার কাছে অবশ্য বড্ড বেশিই দাবি ক'রে বসবে। অতীত আর বর্তমানই আমার সন্ধানের সীমানা—কিন্তু ভবিষ্যতে কে কী করবে তার উত্তর দেয়া ভারি শক্ত। বিভিন্ন সময়ে তাঁর স্বামীকে এ নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছিলেন মিসেস স্টেপলটন। তিনটে সম্ভাব্য উপায় ছিলো। সে হয়তো দক্ষিণ আমেরিকা থেকেই সব সম্পত্তি দাবি ক'রে পাঠাবে, সেখানকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে তাকে মোটেই বেগ পেতে হবে না—আর ইংল্যাণ্ডে পদার্পণ না-ক'রেই সম্পত্তিটা সে বাগিয়ে নেবে। অথবা সে হয়তো বিশদ একটা ছদ্মবেশ নিয়ে দরকার মতো অল্প কিছুদিন লণ্ডনেই থেকে যেতো। অথবা, সে হয়তো সব প্রমাণ এবং কাগজপত্র সমেত তার কোনো অনুচরকে পাঠাতো—তাকেই উত্তরাধিকারী সাজিয়ে আর তার সম্পত্তির একটা বখরা তাকে দিয়ে দিতো। কিন্তু, এখন, ওয়াটসন, গত ক-হপ্তায় বেজায় ধকলের পর অন্তত একটা সন্ধ্যা আমরা একটু মনোরম বিনোদনের মধ্যেই কাটাতে পারি। *লে উগেনোস্*-এর জন্যে একটা বক্স আমি রিজার্ভ করেছি। তুমি কি কখনও *দ্য রজেকে*-কে শুনেছো? তাহ'লে আমি কি তোমায় একটু বিরক্ত করতে পারি—আধ ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হ'য়ে নাও—পথে মার্সিনিতে থেমে আমরা না-হয় রাতের খাবারটা খেয়ে নেবো।'

———